কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

*

খণ্ড

২

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো · ১৯৭৯

সূচি

কার্ল মার্কস

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি (১)

১৮৯১ সালের সংস্করণের জন্য ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা

এই রচনাটি ১৮৪৯ সালের ৪ এপ্রিল থেকে 'Neue Rheinische Zeitung' (২) পত্রিকাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্রাসেলসের 'জার্মান শ্রমিক সমিতি'তে (৩) ১৮৪৭ সালে **মার্কস** যে সব বক্তৃতা দেন তার ভিত্তিতে এটা লেখা। রচনাটি যতটা ছেপে বেরয় তা অসমাপ্ত; ২৬৯ সংখ্যার শেষে 'ক্রমশ'টা 'অসম্পূর্ণই থেকে যায়, কারণ ঠিক সেই সময়ে ঘটনার পর ঘটনা এসে ভিড় করে: রুশদের হাঙ্গেরি আক্রমণ (৪), ড্রেসডেন, ইজেরলোহন, এলবারফেল্ড, পেলাটিনেট ও বাডেনের অভ্যুত্থান (৫), যার ফলে পত্রিকাটিই বন্ধ করে দেওয়া হয় (১৮৪৯ সালের ১৯ মে)। পরবর্তী অংশের পাণ্ডুলিপি মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় নি।

স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি'র কয়েকটা সংস্করণ বার হয়েছে — হটিঙ্গেন-জুরিখের 'সুইশ সমবায় প্রেস'-এর ১৮৮৪ সালের সংস্করণটিই এর শেষ সংস্করণ। এ পর্যন্ত সব সংস্করণেই মূল পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রচার-পুস্তিকা হিসেবে বর্তমান নতুন সংস্করণটি প্রচার করা দরকার অন্তত দশ হাজার কপিতে। কাজেই, এ প্রশ্ন আমার মনে উদয় না হয়ে পারে নি বর্তমান অবস্থায় মূল পাঠকেই অপরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করা মার্কস স্বয়ং মঞ্জুর করতেন কিনা।

পঞ্চম দশকে মার্কস তাঁর অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা সম্পূর্ণ করেন নি। ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকেই তা সম্ভব হয়। ফলে তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' ('A Contribution to the Critique of Political Economy')

(১৮৫৯) প্রথম সংস্করণ বার হবার আগেকার লেখার সঙ্গে ১৮৫৯ সালের পরেকার লেখার কোনো কোনো বিষয়ে পার্থক্য আছে। আগের লেখায় এমন সমস্ত বাক্য ও বাক্যাংশ আছে যাকে পরবর্তী লেখার দিক থেকে বেখাপ্পা, এমন কি ভুল বলে মনে হয়। পাঠক-সমাজের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সাধারণ সংস্করণে গ্রন্থকারের মানসিক বিকাশের একটা পর্যায় হিসেবে তাঁর পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গিরও যে একটা স্থান আছে, এবং পূর্ববর্তী রচনার অপরিবর্তিত প্রকাশে গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গের যে অবিসংবাদী অধিকার আছে, তা স্বতঃসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে তার একটিও শব্দ পরিবর্তনের কথা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি না।

কিন্তু নতুন সংস্করণটির উদ্দেশ্য যেখানে কার্যক্ষেত্রে কেবল শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার তখন অন্য কথা। এক্ষেত্রে মার্কস নিশ্চয়ই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ১৮৪৯ সালে লেখা পুরনো রচনার সামঞ্জস্য সাধন করে নিতেন। সমস্ত মূল বিষয়ে এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্য **এই সংস্করণে** যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু অদলবদল ও সংযোজন করে আমি ঠিক মার্কস যা করতেন তাই করেছি বলে আমার বিশ্বাস। কাজেই পাঠকদের পূর্ব থেকেই জানিয়ে রাখি: ১৮৪৯ সালে মার্কস যে পুস্তিকা লেখেন এটি তা নয়, ১৮৯১ সালে তিনি এটি লিখলে যা দাঁড়াত প্রায় তাই। তাছাড়া, মূল রচনা এত বেশি কপিতে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ভবিষ্যতে মার্কসের একখানা সম্পূর্ণ রচনাবলিতে অপরিবর্তিত অবস্থায় এর পুনর্মুদ্রণ যতদিন না করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত এটা যথেষ্ট।

আমার অদলবদল সবই একটি বিষয় নিয়ে। মূল লেখা অনুসারে শ্রমিক মজুরির বদলে পুঁজিপতির কাছে তার **শ্রম** বিক্রয় করে, বর্তমান পুস্তক অনুসারে সে বিক্রয় করে তার **শ্রমশক্তি**। এই পরিবর্তনের জন্য আমি একটি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। কৈফিয়ত দিতে হবে শ্রমিকদের কাছে যাতে তারা বোঝে যে এটা একটা কথার মারপ্যাঁচ নয়, সমগ্র অর্থশাস্ত্রেরই একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কৈফিয়ত দিতে হবে বুর্জোয়াদের কাছে যাতে তারা নিজেরা উপলব্ধি করতে পারে, অশিক্ষিত শ্রমিকেরা আত্মম্ভরি 'শিক্ষিত লোকদের' তুলনায় কত শ্রেষ্ঠ; সবচেয়ে কঠিন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ শ্রমিকদের কাছে বোধগম্য করে তোলা যায় অথচ এদের কাছে সারা জীবনেও এ জটিল প্রশ্নের সমাধান হয় না।

শিল্প জগতের রেওয়াজ থেকে চিরায়ত অর্থশাস্ত্র (৬) কারখানা-মালিকের এই চালু ধারণাটি গ্রহণ করে যে, সে তার শ্রমিকদের শ্রম কেনে ও তার দাম দেয়। ব্যবসায়গত প্রয়োজন, হিসাব রাখা ও দাম ধরার দিক থেকে কারখানা-মালিকের কাছে এই ধারণা উপযোগীই ছিল। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নির্বিচারে স্থানান্তরিত হয়ে এই ধারণা সেখানে সত্যসত্যই বিস্ময়কর ভুল ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

অর্থশাস্ত্র এই ঘটনাটি দেখে যে, সবরকম পণ্যেরই দাম — তার মধ্যে যে পণ্যটিকে তারা বলে 'শ্রম' তার দামও — অবিরাম বদলায়; দাম ওঠা-নামা করে অতি বিচিত্র সব অবস্থার ফলে, যার সঙ্গে সে পণ্যের উৎপাদনের কোনো সম্বন্ধই নেই, ফলে মনে হয় যেন দাম সাধারণত নির্ধারিত হয় নিতান্ত আপতিক ঘটনাবশেই। তাই যখন অর্থশাস্ত্র (৭) বিজ্ঞানরূপে দেখা দিল তখন তার অন্যতম প্রথম কর্তব্য হল, যে আপতিকতা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত করে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তার পিছনে লুকিয়ে আছে যে-নিয়ম, যে-নিয়ম প্রকৃতপক্ষে নিজেই সেই আপতিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই নিয়মটিকেই আবিষ্কার করা। কখনো উপরের দিকে, কখনো নীচের দিকে অবিরামভাবে ওঠা-নামা করা বা দোদুলামান পণ্য দামের মধ্যে এমন একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে বার করতে চায় অর্থশাস্ত্র যাকে ঘিরে দামের এই ওঠা-নামা ও দোল খাওয়া, অর্থাৎ পণ্যের দাম থেকে সে খুঁজতে শুরু করল তার দাম নিয়ামক বিধিস্বরূপ পণ্যের মূল্যকে, যে মূল্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে দামের সর্বপ্রকার ওঠা-নামা ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত দামেরই যা কারণ।

চিরায়ত অর্থশাস্ত্র তখন দেখতে পেল যে পণ্যের মূল্য নির্ণয় হয় পণ্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যক যেটুকু শ্রম পণ্যের মধ্যে নিহিত আছে তা দিয়ে। এই ব্যাখ্যাতেই অর্থশাস্ত্র নিজেকে সন্তুষ্ট রাখে। আমরাও সাময়িকভাবে এখানে থামতে পারি। পাঠকগণ যাতে ভুল না বোঝেন তার জন্য শুধু তাঁদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই ব্যাখ্যা এখন একেবারে অচল। মার্কস সর্বপ্রথম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রমের মূল্য-সঞ্চারী গুণটির অনুসন্ধান করেন। তা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, কোনো একটা পণ্যের উৎপাদনে আপাতভাবে এমন কি বাস্তবপক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শ্রমই সকল অবস্থায় পণ্যে এমন পরিমাণ মূল্য যোগ করে না যেটা বিনিযুক্ত শ্রমের পরিমাণের সমান। কাজেই

আজকে যদি রিকার্ডোর মতো অর্থতাত্ত্বিকদের সঙ্গে আমরাও সহজ করে বলি, কোনো পণ্যের মূল্য তার উৎপাদনে আবশ্যক শ্রম দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহলেও সবসময় কিন্তু তাকে মার্কসের ব্যতিরেকী শর্তগুলিও আমরা ধরে নিই। এখানে এই যথেষ্ট। মার্কসের 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', ১৮৫৯, ও 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডে বাকিটা পাওয়া যাবে।

কিন্তু 'শ্রম'রূপে পণ্যের বেলায় শ্রমের মাপকাঠিতে মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে অর্থতাত্ত্বিকরা একের পর এক স্ববিরোধের মধ্যে পড়তে থাকেন। 'শ্রমের' মূল্য কি করে নিরূপিত হবে? তার মধ্যে নিহিত আবশ্যক শ্রম দিয়ে। কিন্তু একজন শ্রমিকের এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, কিংবা এক বছরের শ্রমের মধ্যে কতটা শ্রম নিহিত থাকে? এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, কিংবা এক বছরের শ্রম। শ্রমই যদি সকল মূল্যের মাপকাঠি হয়, তাহলে আমরা 'শ্রমের মূল্য' ব্যক্ত করতে পারি কেবল শ্রম দিয়েই। কিন্তু একঘণ্টা শ্রমের মূল্য একঘণ্টা শ্রমের সমান, শুধু এইটুকু জানলে একঘণ্টা শ্রমের মূল্য সম্পর্কে কিছুই জানা হয় না। এতে আমরা লক্ষ্যের দিকে একচুলও এগোতে পারি না, বৃত্তাকারে ঘুরতেই থাকি।

কাজেই, চিরায়ত অর্থশাস্ত্র অন্য পথে চেষ্টা করে। তাতে বলা হয়, পণ্যের মূল্য তার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। তাহলে শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অর্থতাত্ত্বিকদের খানিকটা যুক্তির গোঁজামিল দিতে হয়। শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় না খতিয়ে দুর্ভাগ্যবশত তা স্থির করা যায় না তাঁরা **শ্রমিকের** উৎপাদন-ব্যয়ের খোঁজ করতে যান। সেটা স্থির করা সম্ভব। কাল ও অবস্থাভেদে তা বদলায়, কিন্তু সমাজের নির্দিষ্ট অবস্থায়, নির্দিষ্ট স্থানে, উৎপাদনের নির্দিষ্ট শাখায় তাও সুনির্দিষ্ট, অন্তত তার তারতম্য অতি স্বল্পই। বর্তমানে আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অধীনে, এতে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জীবনধারণের উপকরণ অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের জন্য মজুরির বিনিময়ে কাজ করেই শুধু জনগণের এক বিরাট ও ক্রমবর্ধমান শ্রেণী বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে। এই উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে শ্রমিকের উৎপাদন-ব্যয় হল তার জীবনধারণের উপকরণের পরিমাণ-অথবা মুদ্রাতে ব্যক্ত তার দাম, গড় হিসাবে যা তাদের কর্মক্ষম করতে ও কর্মক্ষম রাখতে পারে, এবং তার বার্ধক্য, পীড়া বা মৃত্যুজনিত

অনুপস্থিতিতে নতুন শ্রমিককে তার স্থলাভিষিক্ত করে, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর বংশ রাখে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বৃদ্ধি করে। ধরা যাক, শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণের মুদ্রাগত দাম পড়ে রোজ তিন মার্ক।

কাজেই আমাদের শ্রমিকটি নিয়োগকর্তা পুঁজিপতির কাছ থেকে রোজ তিন মার্ক করে মজুরি পায়। তার জন্য পুঁজিপতি তাকে খাটায় ধরুন রোজ বারো ঘণ্টা করে। তার মোটামুটি হিসাবটা এই রকম:

ধরা যাক, আমাদের শ্রমিকটি একজন মিস্ত্রি, মেশিনের একটা অংশ তাকে তৈরি করতে হয়। একদিনে সে সেটা শেষ করতে পারে। কাঁচামালের — প্রয়োজনীয় আকৃতিতে আধা-তৈরী লোহা ও পেতলের দাম পড়ে কুড়ি মার্ক। স্টিম ইঞ্জিনের জন্য কয়লা খরচ, স্টিম ইঞ্জিন ও লেদ মেশিন ও অন্যান্য যে সব হাতিয়ারপত্র শ্রমিকটি ব্যবহার করে তার ক্ষয়ক্ষতির দরুন শ্রমিকটির বাবদে একদিনের খরচ এক মার্ক। একদিনের মজুরি আমরা ধরে নিয়েছি তিন মার্ক। সুতরাং মেশিনের অংশটি তৈরি করতে সবশুদ্ধ খরচ দাঁড়াচ্ছে চব্বিশ মার্ক। অথচ পুঁজিপতিটি হিসাব করে দেখে যে, তার খদ্দেরের কাছ থেকে গড়পড়তায় সে পাবে সাতাশ মার্ক, অর্থাৎ সে যা খরচ করে তার থেকে তিন মার্ক বেশি।

পুঁজিপতির পকেটস্থ এই তিন মার্ক আসে কোত্থেকে? চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের মতে গড়পড়তায় পণ্য তার সমমূল্যে বিক্রয় হয়, অর্থাৎ বিক্রয় হয় যে পরিমাণ আবশ্যক শ্রম তার মধ্যে নিহিত আছে তার সমান দামে। আমাদের মেশিনের অংশটির গড়পড়তা দাম সাতাশ মার্ক তাহলে তার মূল্যেরই সমান, অর্থাৎ তার মধ্যে নিহিত শ্রমের সমান। কিন্তু এই সাতাশ মার্কের মধ্যে একুশ মার্কের মতন মূল্য মিস্ত্রি কাজ শুরু করার পূর্বে থেকেই বর্তমান ছিল। কাঁচামালে নিহিত ছিল কুড়ি মার্ক, আর এক মার্ক খরচ পড়ল কাজের সময় যে কয়লা খরচ হল তার জন্য, অথবা কার্যকালে যে সব যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ব্যবহার করা হল এবং ব্যবহারের ফলে যার কার্যক্ষমতা ঐ অনুপাতে হ্রাস পেল। বাকি থাকে ছয় মার্ক; কাঁচামালের মূল্যের সঙ্গে তা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের অর্থতাত্ত্বিকদেরই মতে এই ছয় মার্ক আসতে পারে কেবল কাঁচামালে শ্রমিকটি যে শ্রম যোগ করেছে তা থেকে। তার বারো ঘণ্টার শ্রমে এইভাবে তৈরী হয়েছে ছয় মার্ক সমান এক নতুন

মূল্য। কাজেই, তার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য ছয় মার্কের সমান হওয়ার কথা। তার ফলে শেষ পর্যন্ত 'শ্রমের মূল্য' কি, তা আবিষ্কার করা সম্ভব।

আমাদের মিস্ত্রি চেঁচিয়ে উঠবে: 'থামুন মশাই, ছয় মার্ক? আমি যে মাত্র তিন মার্ক পেয়েছি! আমার মালিক তো পবিত্র সবকিছুর দিব্যি করে বলে, আমার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য মাত্র তিন মার্ক। ছয় মার্ক দাবি করলে মালিক আমাকে হেসে উড়িয়ে দেয়। হিসাবটা আমাকে বুঝিয়ে দিন তো!'

শ্রমের মূল্য নিয়ে আগে আমরা একটি গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছিলাম, এখন তো আবার একটা সমাধানের অতীত স্ববিরোধের মধ্যেই জড়িয়ে পড়ছি। শ্রমের মূল্য বের করতে গিয়ে যেটা পেলাম সেটা অনেক বেশি। শ্রমিকের পক্ষে বারো ঘণ্টার শ্রমের মূল্য তিন মার্ক, পুঁজিপতির পক্ষে তা ছয় মার্ক — এর থেকে মজুরি হিসেবে সে শ্রমিককে দেয় তিন মার্ক, বাকি তিন মার্ক পকেটস্থ করে নিজের জন্য। তাই দাঁড়াচ্ছে শ্রমের একটি নয়, দুটি মূল্য, তদুপরি মূল্য-দুটি আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের!

যেই আমরা মুদ্রায় ব্যক্ত মূল্যগুলোকে শ্রম-সময়ে পরিণত করতে যাই, অমনি স্ববিরোধটা আরো বিদঘুটে হয়ে ওঠে। বারো ঘণ্টা শ্রমে ছয় মার্কের এক নতুন মূল্য তৈরী হয়েছে। কাজেই, ছয় ঘণ্টায় তিন মার্ক -- বারো ঘণ্টা শ্রমের জন্য শ্রমিক যা পেয়ে থাকে। বারো ঘণ্টার শ্রমের সমতুল মূল্য হিসেবে শ্রমিক পাচ্ছে ছয় ঘণ্টা শ্রমের ফল। কাজেই, হয় শ্রমের দুরকম মূল্য আছে, যার মধ্যে একটি অপরটির আকারের দ্বিগুণ, অন্যথায় বারো আর ছয় সমান! উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা হয়ে ওঠে নিতান্তই অর্থহীন প্রলাপ।

শ্রম কেনা-বেচা ও শ্রম-মূল্যের কথা ধরে থাকলে যত টানাহেঁচড়াই করি না কেন এই স্ববিরোধের হাত থেকে নিস্তার নেই। অর্থতাত্ত্বিকদের বেলায়ও তা ঘটেছিল। প্রধানত এই স্ববিরোধের সমাধান না করতে পারার জন্যই চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের সর্বশেষ ধারক রিকার্ডোপন্থীদের ভরাডুবি হয়। চিরায়ত অর্থশাস্ত্র কানাগলির মধ্যে আটকা পড়ল। এই কানাগলি থেকে বেরিয়ে আসার পথ যিনি বার করেন তিনি হচ্ছেন কার্ল মার্কস।

অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে 'শ্রমের' উৎপাদন-ব্যয় বলে গণ্য করে এসেছেন সেটা শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় নয়, জীবন্ত শ্রমিকটিরই উৎপাদন-ব্যয়। আর এই শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে যা বেচে তা তার শ্রম নয়। মার্কস বলেন: 'শ্রমিকের শ্রম প্রকৃতপক্ষে যখনই শুরু হচ্ছে তখন থেকেই সে শ্রম আর তার হাতে থাকছে না। কাজেই, তা আর সে বেচতে পারে না।'* বড় জোর সে তার **ভাবী কালের** শ্রম বেচতে পারে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের কাজ করে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব নিতে পারে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু সে শ্রম (যেটা আগে সম্পাদন করতে হবে) বেচে না; শুধু সে নির্দিষ্ট অর্থের বদলে তার শ্রমশক্তিটাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (দিন-মজুরির বেলায়) বা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য (ফুরন কাজের বেলায়) পুঁজিপতির হেফাজতে ছেড়ে দেয়: সে তার **শ্রমশক্তিটাকে** ভাড়া খাটায় বা বিক্রয় করে। কিন্তু এই শ্রমশক্তি তার দেহের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তা থেকে অচ্ছেদ্য, কাজেই শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় যা, শ্রমিকটির উৎপাদন-ব্যয়ও তাই। অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় বলেন তা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের এবং সেই সঙ্গে তার শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয়। এইভাবে আমরা শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় থেকে শ্রমশক্তির **মূল্যে** ফিরে যেতে পারি এবং একটা নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমশক্তি উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি। শ্রমশক্তি কেনা-বেচা বিষয়ক ভাগটিতে মার্কস তাই করেছেন ('পুঁজি', ১ খণ্ড, ৪ অধ্যায়, ৩ ভাগ)।

পুঁজিপতির নিকট শ্রমিকের শ্রমশক্তি বেচে দেবার পর, অর্থাৎ পূর্ব থেকেই চুক্তিবদ্ধ মজুরির বদলে — সেটা দিন-মজুরিই হোক আর ফুরন কাজের মজুরিই হোক — পুঁজিপতির হেফাজতে শ্রমশক্তি তুলে দেবার পর কি হয়? পুঁজিপতি শ্রমিককে তার কর্মশালায় বা কারখানায় নিয়ে যায়। সেখানে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস — কাঁচামাল, আনুষঙ্গিক দ্রব্য (কয়লা, রঙ প্রভৃতি), হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি মজুত থাকে। শ্রমিক এখানে খাটতে শুরু করে। তার দিন-মজুরি হয়ত পূর্বোক্তমতো তিন মার্ক। এই তিন মার্ক সে দিন-মজুরি হিসেবেই রোজগার করুক আর ফুরন হিসেবেই

---

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

রোজগার করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। আগের মতোই ফের ধরে নেওয়া যাক, বারো ঘণ্টার শ্রমে শ্রমিক ব্যবহৃত কাঁচামালের সঙ্গে ছয় মার্কের একটা নতুন মূল্য যুক্ত করে। তৈরী দ্রব্যটি বেচে পুঁজিপতি এই নতুন মূল্য আদায় করে নেয়। এ থেকে সে শ্রমিককে তার তিন মার্ক দেয়। বাকি তিন মার্ক সে তার নিজের জন্য রেখে দেয়। তাই, যদি শ্রমিক বারো ঘণ্টার ছয় মার্কের মতো একটা নতুন মূল্য সৃষ্টি করে, তাহলে ছয় ঘণ্টায় সে তিন মার্কের একটা মূল্য সৃষ্টি করে। কাজেই, ছয় ঘণ্টা কাজ করার পরেই সে পুঁজিপতিকে মজুরিতে নিহিত তিন মার্কের তুল্যমূল্য শোধ করে দেয়। ছয় ঘণ্টা শ্রমের পর উভয়েরই শোধবোধ, কেউ কারো কানাকড়িও ধারে না।

পুঁজিপতি এবার চেঁচিয়ে উঠবে, বলবে: 'থামুন, গোটা দিনের জন্য, বারো ঘণ্টার জন্য শ্রমিককে আমি ভাড়া নিয়েছি। ছয় ঘণ্টা তো মাত্র আধা দিন। কাজেই, বাকি ছয় ঘণ্টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কাজ করে যেতে হবে — তখনই কেবল আমাদের শোধবোধ!' বস্তুত, শ্রমিক 'স্বেচ্ছাকৃত' চুক্তি পালনে বাধ্য। তদনুযায়ী যার দাম ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান তেমন একটা শ্রমফলের বদলে সে বারো ঘণ্টা কাজ করার কথা দিয়েছে।

ফুরন কাজের মজুরির বেলাতেও ঠিক তাই। ধরুন, আমাদের শ্রমিক বারো ঘণ্টায় কোনো পণ্যের বারোটি একক তৈরী করে। কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদে পণ্যের প্রত্যেকটিতে দুই মার্ক করে খরচ পড়ে, আর প্রত্যেকটি বেচা হয় আড়াই মার্কে। সেক্ষেত্রে পুঁজিপতি পূর্বের ধারণানুযায়ী প্রত্যেক এককের জন্য পঁচিশ ফেনিগ মজুরকে দেবে; তাতে বারোটা এককের জন্য মেলে তিন মার্ক। এ রোজগার করতে শ্রমিকের বারো ঘণ্টা সময় দরকার হয়। পুঁজিপতি ত্রিশ মার্ক পায় বারোটা এককের জন্য; কাঁচামাল ও ক্ষয়ক্ষতির দরুন চব্বিশ মার্ক বাদ দিলে থাকে ছয় মার্ক। তার মধ্যে সে শ্রমিককে দেয় তিন মার্ক আর নিজের পকেটে ফেলে তিন মার্ক। এও ঠিক আগেরই মতো। এখানেও শ্রমিক তার নিজের জন্য, অর্থাৎ মজুরি শোধের জন্য ছয় ঘণ্টা কাজ করে (বারো ঘণ্টার প্রতি ঘণ্টায় আধ-ঘণ্টা করে) আর পুঁজিপতির জন্য সে কাজ করে ছয় ঘণ্টা।

'শ্রম'-মূল্য থেকে শুরু করায় সেরা সেরা অর্থতাত্ত্বিকেরা যে মুশকিলে পড়েছিলেন, তা অবিলম্বেই অদৃশ্য হয় যদি তার বদলে শুরু করি **'শ্রমশক্তির'**

ম্বল্য থেকে। বর্তমানের প্বঁজিবাদী সমাজে শ্রমশক্তি একটি পণ্য, ঠিক অন্য যেকোন পণ্যেরই মতো, তাসত্ত্বেও এটা একটা বিশিষ্ট রকমের পণ্য। যেমন বলা যায়, এর একটা বিশেষ গ্বণ এই যে, এ একটা ম্বল্য-সঞ্চারী শক্তি, এ হল ম্বল্যের একটি উৎস এবং বস্তুত যথাযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হলে স্বীয় ম্বল্যের চেয়েও বেশি ম্বল্য উৎপাদনের উৎস। উৎপাদনের বর্তমান অবস্থায় মান্বষের শ্রমশক্তি দৈনিক তার স্বীয় ম্বল্য বা স্বীয় উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে বেশি ম্বল্য উৎপাদন করে শ্বধ্ব তাই নয়; প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকটি নতুন টেকনিকাল উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে তার দৈনিক উৎপন্ন দ্রব্যের এই উদ্বৃত্তটাও বেড়েই চলে; কাজেই, শ্রম-দিবসের যে অংশটুকুতে শ্রমিক দিনের মজ্বরি শোধ দেবার জন্য ম্বল্য উৎপন্ন করে তার পরিমাণ কমতে থাকে; স্বতরাং অপরদিকে শ্রম-দিবসের যে সময়টুকুতে **বিনা পয়সায়** মালিককে তার শ্রম **উপহার দিতে** হয় তার পরিমাণ বেড়ে চলে।

আর আমাদের বর্তমান গোটা সমাজটার অর্থনৈতিক কাঠামো হল এই: একা শ্রমিক শ্রেণীই কেবল সকল ম্বল্য উৎপন্ন করে। কারণ, ম্বল্য হল শ্রমেরই নামান্তর মাত্র, যা দিয়ে আমাদের বর্তমান প্বঁজিবাদী সমাজে কোনো নির্দিষ্ট পণ্যে কী পরিমাণ সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম নিহিত আছে তা বোঝানো হয়। শ্রমিকের উৎপন্ন এই সব ম্বল্যের মালিক কিন্তু শ্রমিকেরা নয়। কাঁচামাল, মেশিন, হাতিয়ার ও সংরক্ষিত তহবিলের অধিকারীরাই এর মালিক, এ সবের সাহায্যে এই মালিকেরা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমশক্তি কিনে নিতে পারে। কাজেই, শ্রমিক শ্রেণী তার উৎপন্ন সমগ্র দ্রব্যের মধ্যে মাত্র একটি অংশই ফেরত পায়। আর একটু আগেই দেখেছি, অপর যে অংশটি প্বঁজিপতি শ্রেণী নিজের জন্য রেখে দেয় এবং বড়ো জোর ভূস্বামী শ্রেণীকে একটা ভাগ দেয়, তা প্রতিটি নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলে, আর যে অংশটি শ্রমিক শ্রেণীর ভাগে পড়ে (মাথাপিছ্ব হিসাবে) তা বাড়লেও খ্ববই মন্দগতিতে নগণ্যভাবেই বাড়ে, হয়ত-বা বাড়েই না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমেও যেতে পারে।

কিন্তু ক্রমবর্ধমান গতিতে পাল্লা দিয়ে ছোটা এই সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, দিনের পর দিন অশ্রুতপূর্ব মাত্রায় বর্ধমান মানব-শ্রমের উৎপাদনশীলতা শেষ পর্যন্ত এমন একটা সংঘাতের স্বৃষ্টি করে যাতে বর্তমান

পংজিবাদী অর্থনীতির ধ্বংস অনিবার্য। একদিকে অপরিমিত ধন ও উৎপন্নের প্রাচুর্য ঘটে, ক্রেতারা যা সামাল দিতে পারে না; অপরদিকে সমাজের অধিকাংশই প্রলেতারীয় হয়ে পড়ে, পরিণত হয় মজুরি-খাটা শ্রমিকে, এবং ঠিক এই কারণেই তাদের পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের এই প্রাচুর্য ভোগ সম্ভব হয় না। সমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে — অত্যধিক ধনীদের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী ও সম্পত্তিবিহীন মজুরি-খাটা শ্রমিকদের এক বিরাট শ্রেণী। ফলে নিজেরই প্রাচুর্যের ভারে সমাজের শ্বাসরোধ হয়ে আসে, অথচ সেই সমাজেরই বেশির ভাগ লোক চরম অভাবের তাড়না থেকে সামান্যই রক্ষা পায়, অথবা মোটেই রক্ষা পায় না। সমাজের এই অবস্থা উত্তরোত্তর আরো উদ্ভট, আরো অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। একে দূর **করতেই হবে**, একে দূর করা **সম্ভব**। এমন একটি নতুন সমাজব্যবস্থা পত্তন করা যেতে পারে যেখানে আজকালকার শ্রেণীবৈষম্য থাকবে না, যেখানে সম্ভবত কিছুটা অভাব-অনটন সইতে হলেও যার অন্তত নৈতিক মূল্য বিপুল, এমন একটা সংক্ষিপ্ত উৎক্রমণমূলক পর্বের পরে সমাজের সকল সদস্যের যে বিপুল উৎপাদন-শক্তি এখনই বর্তমান তার পরিকল্পিত প্রয়োগ ও প্রসার মারফত এবং সকলের জন্য শ্রমবাধ্যতা চালু করে জীবনধারণের, জীবন উপভোগের, সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও ব্যবহারের সমস্ত উপায়-উপকরণ ক্রমবর্ধমান পরিপূর্ণভাবে সর্বজনের লভ্য হবে। শ্রমিক শ্রেণী যে এই নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য ক্রমেই বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছে, মহাসাগরের উভয় তীরে সেটাকে প্রদর্শন করবে আগামীকাল ১ মে এবং রবিবার ৩ মে (৮)।

লন্ডন, ৩০ এপ্রিল, ১৮৯১

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'Vorwärts' পত্রিকার ১৮৯১ সালের ১৩ মে তারিখের ১০৯ নং সংখ্যার ক্রোড়পত্র হিসেবে এবং ক. মার্কসের 'Lohnarbeit und Kapital' (বার্লিন, ১৮৯১) পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়

মূল জার্মান পাঠ অনুসারে ছাপা হল

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি

যে **অর্থনৈতিক সম্পর্ক** হল এ যুগের শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের বৈষয়িক বনিয়াদ, সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করি নি বলে নানা দিক থেকে আমাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে যখন এ ধরনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষরূপে সামনে এসে হাজির হয়েছে, শুধু তখনই এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, সেটা ইচ্ছাপূর্বকই।

তখন সর্বাগ্রে প্রশ্ন ছিল চলতি ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রামটা অনুসরণ করা, আর যেসব ঐতিহাসিক মালমশলা হাতে আছে বা যা নিত্যই নতুন নতুন সৃষ্টি হচ্ছে তা দিয়ে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া যে, ফেব্রুয়ারি ও মার্চে শ্রমিক শ্রেণীর যে অধীনতা ঘটায় সেটার সঙ্গে সঙ্গে পরাভূত হয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা — ফ্রান্সের বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা এবং সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ড জুড়ে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল যে বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায়; ফ্রান্সে 'সৎ প্রজাতন্ত্রের' বিজয় হল সেই সঙ্গে সঙ্গে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ডাকে যেসব জাতি বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম ক'রে সাড়া দেয় তাদের পতন; পরিশেষে বিপ্লবী শ্রমিকদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ সাবেকী দুনো দাসত্বে, অর্থাৎ **ইঙ্গ-রুশ** দাসত্বে আবার পতিত হয়। প্যারিসের জুন সংগ্রাম, ভিয়েনার পতন, বার্লিনে ১৮৪৮ সালে নভেম্বরের বিয়োগাত্মক প্রহসন, পোল্যান্ড ইতালি হাঙ্গেরির মরীয়া প্রচেষ্টা, বুভুক্ষার চাপে আয়র্ল্যান্ডকে বশীভূত করা — এই সব প্রধান ঘটনাতেই ইউরোপে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রামের বিশেষক ও এগুলির সাহায্যেই আমরা প্রমাণ করেছিলাম, যে কোনো বৈপ্লবিক

অভ্যুত্থান, শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে তার লক্ষ্য যত দূরই মনে হোক না কেন, তা ব্যর্থ হবেই যতক্ষণ না বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী জয়ী হচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবিপ্লব একটা বিশ্বযুদ্ধে পরস্পর তরোয়াল না হাঁকাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত সকল রকমের সামাজিক সংস্কার ইউটোপিয়াই থেকে যাবে। আমাদের বর্ণনায়, এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও ইতিহাসের মহামঞ্চে বেলজিয়ম এবং সুইজারল্যাণ্ড ছিল বিয়োগাত্মক প্রহসনের এক মামুলী ছবির মতো, যা প্রায় ব্যঙ্গচিত্রের শামিল: এর একটা হল বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র, অন্যটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র, উভয় রাষ্ট্রেরই ধারণা যেন তারা যেমন শ্রেণী-সংগ্রাম তেমনি ইউরোপীয় বিপ্লব থেকে মুক্ত।

১৮৪৮ সালে শ্রেণী-সংগ্রাম যে সুবিপুল রাজনৈতিক আকার ধারণ করে তা পাঠকগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন সময় এসেছে যে-অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ও শ্রেণী-প্রভুত্ব এবং শ্রমিকদের দাসত্বের প্রতিষ্ঠা সেই সম্পর্কটি নিয়েই আরো খুঁটিয়ে আলোচনা করা।

তিনটি বড় অধ্যায়ে ভাগ করে আমরা উপস্থাপন করব: (১) পুঁজির সঙ্গে মজুরি-শ্রমের সম্পর্ক, শ্রমিকদের গোলামি, পুঁজিপতির প্রভুত্ব; (২) বর্তমান ব্যবস্থায় মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির ও তথাকথিত কৃষক সামাজিক বর্গের অবশ্যম্ভাবী পতন; (৩) ইউরোপের নানা জাতির বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর জগৎ-জোড়া বাজারে স্বৈরাচারী প্রভু ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক প্রভুত্ব ও শোষণ।

আমাদের বক্তব্য সাধ্যমত সহজ ও সাধারণবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করব। অর্থশাস্ত্রের অতি প্রাথমিক সব ধারণাও পাঠকের আছে বলে ধরে নেব না। শ্রমিকেরা আমাদের কথা বুঝুক, এই আমাদের ইচ্ছা। তাছাড়া, জার্মানির সর্বত্র বর্তমান ব্যবস্থার সাধারণো প্রচলিত সমর্থনকারী থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক অসম্ভব-সম্ভবকারী এবং অখ্যাতনামা যেসব রাজনৈতিক প্রতিভাধরের সংখ্যা খণ্ড-বিখণ্ড জার্মানির কর্ণধারদের চেয়েও বেশি তাদের সকলের মধ্যেই অতি সরল অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও একান্ত অজ্ঞতা ও ভাব-বিভ্রান্তি বর্তমান।

তাহলে প্রথম প্রশ্নটি এখন তোলা যাক:

মজুরি কি?
কিভাবে তা নিরূপিত হয়?

শ্রমিকদের যদি প্রশ্ন করা হয়: 'আপনাদের মজুরি কত?' তাহলে কেউ উত্তর দেয়: 'দিনে এক মার্ক করে আমার মালিক আমায় দেয়'; কেউ বলে: 'আমি পাই দুই মার্ক', ইত্যাদি। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক নিজ নিজ মালিকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য — যেমন, এক গজ কাপড় বোনা বা বইয়ের এক ফর্মা কম্পোজ করার জন্য — ভিন্ন ভিন্ন মজুরির উল্লেখ করে। নানা রকম কথা বললেও এক বিষয়ে সবাই একমত: একটা নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের জন্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমফলের জন্য পুঁজিপতি যে অর্থ দেয় তাই মজুরি।

কাজেই, মনে হয়, পুঁজিপতি যেন টাকা দিয়ে শ্রমিকের শ্রম **ক্রয় করে,** টাকার বদলে মজুরেরা তার কাছে **বিক্রয় করে শ্রম**। কিন্তু এ হচ্ছে শুধু বাইরে থেকে দেখা। আসলে তারা পুঁজিপতির কাছে টাকার বদলে যা বিক্রয় করে সেটা তাদের **শ্রমশক্তি**। একদিন, একসপ্তাহ বা একমাস ইত্যাদির জন্য পুঁজিপতি তাদের এই শ্রমশক্তিটা কিনে নেয়। কেনার পর সে এ শ্রমশক্তি ব্যবহার করে চুক্তিবদ্ধ সময়টার জন্য শ্রমিকদের খাটিয়ে। যে পরিমাণে টাকা দিয়ে, ধরুন, দুই মার্ক দিয়ে পুঁজিপতি তাদের শ্রমশক্তি কিনল, তা দিয়ে সে দু-পাউন্ড চিনি বা নির্দিষ্ট পরিমাণের অন্য যে কোনো পণ্যও কিনতে পারত। যে দুই মার্ক দিয়ে সে দু-পাউন্ড চিনি কেনে, সে টাকাটা হল এই দু-পাউন্ড চিনির **দাম**। যে দুই মার্ক দিয়ে সে বারো ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য শ্রমশক্তি কিনেছে, তা হচ্ছে বারো ঘণ্টার শ্রমের দাম। কাজেই, শ্রমশক্তি হুবহু চিনির মতোই একটা পণ্য। প্রথমটির মাপ ঘড়িতে, দ্বিতীয়টির মাপ দাঁড়িপাল্লায়।

শ্রমিকেরা তাদের পণ্য শ্রমশক্তিকে বিনিময় করে পুঁজিপতির পণ্যের জন্য, টাকার জন্য, এবং এই বিনিময় হয় একটা নির্দিষ্ট হারে। এত ঘণ্টা শ্রমশক্তি ব্যবহার করার দরুন এই পরিমাণ অর্থ। বারো ঘণ্টা তাঁত চালাবার জন্য দুই মার্ক। কিন্তু এই দুই মার্ক দিয়ে অন্য যে-যে পণ্য কেনা যায়, এই দুই মার্ক কি সে-সব পণ্যের তুল্য নয়? অতএব বাস্তবিকপক্ষে, শ্রমিক তার

পণ্য শ্রমশক্তি বিনিময় করেছে অন্যান্য সকল রকমের পণ্যের সঙ্গে এবং একটা নির্দিষ্ট হারে। তার দৈনিক শ্রমের বিনিময়ে দুই মার্ক দিয়ে পুঁজিপতি তাকে আসলে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাংস, কাপড়, জ্বালানী কাঠ, আলো ইত্যাদি দিয়েছে। সুতরাং শ্রমশক্তি অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে যে হারে বিনিময় করা হয় সেই হার বা শ্রমশক্তির বিনিময়-মূল্য ব্যক্ত হচ্ছে এই **দুই মার্কে**। কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্যকে **টাকার** হিসেবে প্রকাশ করলে যা পাওয়া যায় তাকে বলে সেই পণ্যের **দাম**। শ্রমশক্তির দাম, সাধারণত যাকে বলা হয় **শ্রমের দাম**, তার একটা বিশেষ নামই হচ্ছে **মজুরি**, মানুষের রক্তমাংস ছাড়া এই অদ্ভুত পণ্যটির আর কোনো আশ্রয় নেই।

যেকোন শ্রমিকের কথা ধরা যাক ; ধরুন একজন তাঁতী। পুঁজিপতি তাকে তাঁত ও সুতো যোগায়। তাঁতী কাজে লাগে, সুতো কাপড়ে রূপান্তরিত হয়। পুঁজিপতি এই কাপড় নিয়ে, ধরুন, কুড়ি মার্কে বিক্রয় করে। তাঁতীর মজুরিটা কি এই কাপড়ের, এই কুড়ি মার্কের বা তার শ্রমফলের একটা **অংশ**? কোনোমতেই নয়। কাপড় বেচার অনেক আগে, সম্ভবত বোনা শেষ হবার অনেক আগেই তাঁতী তার মজুরি পেয়ে গেছে। কাজেই, কাপড় বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে পুঁজিপতি তার মজুরি দেয় না, বরং ইতোপূর্বে তার হাতে যে অর্থ ছিল তা থেকেই দেয়। মালিকের যোগানো তাঁত আর সুতো যেমন তাঁতীর উৎপন্ন দ্রব্য নয়, ঠিক তেমনি, তাঁতী তার নিজস্ব পণ্য, অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিনিময়ে যে পণ্য পেল, তাও তার উৎপন্ন দ্রব্য নয়। এও সম্ভব, মালিক তার কাপড়ের কোনো ক্রেতাই পেল না। হতে পারে, যা মজুরি দেওয়া হয়েছে, কাপড় বিক্রয় করে সেটুকুও উঠল না। আবার এও সম্ভব, তাঁতীর মজুরির তুলনায় বেশ লাভেই সে তা বিক্রয় করল। তাঁতীর সঙ্গে এসবের কোনো সংস্রব নেই। পুঁজিপতি যেমন তার মজুত ধনের, তার পুঁজির একাংশ দিয়ে কাঁচামাল — সুতো এবং শ্রমের হাতিয়ার — তাঁতটি কেনে, তেমনি তার ধনের আর এক অংশ দিয়ে তাঁতীর শ্রমশক্তি ক্রয় করে। এই সব জিনিস — কাপড়ের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি সমেত এই সব জিনিস কেনা-কাটার পরে পুঁজিপতি শুধু **নিজস্ব কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ার** দিয়েই উৎপাদন করে। কেননা, আমাদের তাঁতীটিও

এখন ঐ শ্রমের হাতিয়ারেরই মধ্যে পড়ে, উৎপন্ন দ্রব্যে বা তার দামে যেমন তাঁতের কোনো বখরা নেই, তেমনি তাঁতীরও নেই।

কাজেই, মজুরিটা শ্রমিকের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান পণ্যের যে অংশ দিয়ে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি নিজের জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি।

সুতরাং শ্রমশক্তি একটি পণ্য বিশেষ, এর মালিক শ্রমিক পুঁজির কাছে তা বিক্রয় করে। কেন বিক্রয় করে? বেঁচে থাকার জন্য।

কিন্তু শ্রমশক্তির, শ্রমের ব্যবহার হল শ্রমিকের নিজস্ব জৈবিক ক্রিয়া, তার স্বীয় জীবনের অভিব্যক্তি। আর **জীবনধারণের** প্রয়োজনীয় **উপকরণাদি** পাবার জন্য সে তার এই **জৈবিক ক্রিয়া** অন্যের নিকট বিক্রয় করে। কাজেই, জৈবিক ক্রিয়াটা তার কাছে বেঁচে থাকার একটা উপায় মাত্র। বেঁচে থাকার জন্য সে কাজ করে। শ্রমটাকে শ্রমিক নিজের জীবনের অঙ্গ বলেও গণ্য করে না; সেটা বরং তার জীবনের বলিদান। সেটা অন্যের কাছে হস্তান্তরিত একটি পণ্য। এই কারণে আবার তার কর্মের ফলটা তার কর্মের লক্ষ্য নয়। যে রেশমী কাপড় সে বোনে, খনি থেকে যে সোনা সে তুলে আনে, যে প্রাসাদ সে বানায়, এ সব সে তার নিজের জন্য উৎপাদন করে না। নিজের জন্য সে যা উৎপন্ন করে সেটা হল **মজুরি**, আর রেশমী কাপড়, সোনা, প্রাসাদ — সবকিছু তার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণের জীবনধারণের উপকরণে, হয়তো-বা তুলোর জামা, তামার কিছু মুদ্রা আর ভূগর্ভ কুঠরিতে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁইয়ে পর্যবসিত হয়ে যায়। শ্রমিক যে এই বারো ঘণ্টা কাল ধরে বোনে, সুতো কাটে, তুরপুন চালায়, কোঁদে, ইঁট গাঁথে, কোদাল চালায়, পাথর ভাঙ্গে বোঝা বয়, আরো কত কি করে — সেই বারো ঘণ্টা কালের বুনন, সুতো-কাটা, ফোঁড়া, কোঁদা, ইঁট গাঁথা, কোদাল চালানো, পাথর ভাঙ্গা প্রভৃতি কাজকে কি শ্রমিকেরা জীবনের অভিব্যক্তি বা জীবন বলে গণ্য করে? উল্টো, এ কাজ থামার পরেই তাদের জীবনের শুরু: খাবারের টেবিলে, তাড়িখানায়, বিছানায়। অন্যদিকে, তাদের কাছে এই বারো ঘণ্টার শ্রমের কোন অর্থ নেই বুনন, সুতো-কাটা, কুঁদন ইত্যাদি হিসেবে, অর্থটা **উপার্জন** হিসেবে, যা দিয়ে সে খাবারের টেবিলে, তাড়িখানায়, বিছানায় পৌঁছবে।

গুটিপোকা যদি গুটি বুনত কেবল শুঁয়াপোকা হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য তবে সেই হত একটি পুরো মজুরি-খাটা শ্রমিক। **শ্রমশক্তি** বরাবর **পণ্য** ছিল না। **শ্রম** বরাবর মজুরি-শ্রম, অর্থাৎ **স্বাধীন শ্রম** ছিল না। ঠিক বলদ যেমন তার কর্মশক্তি কৃষকের কাছে বেচে না, দাসমালিকের কাছে **দাস**ও তেমনি নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করত না। শ্রমশক্তি সমেত দাস তার মনিবের কাছে সারা জীবনের মতো বিক্রীত হত। সে ছিল পণ্য, এক মনিব থেকে অন্য মনিবে তার হস্তান্তর চলত। **সে নিজেই** একটা পণ্য, কিন্তু শ্রমশক্তিটা **তার নিজের** পণ্য নয়। **ভূমিদাস** শুধু তার আংশিক শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। জমির মালিকের কাছ থেকে সে নিজে কোনো মজুরি পায় না; বরং জমির মালিকই তার কাছ থেকে একটা কর পায়।

ভূমিদাস হচ্ছে ভূমির সম্পত্তি, ভূস্বামীর হাতে সে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য তুলে দেয়। অপরদিকে, **স্বাধীন শ্রমিক** নিজেকে বিকিয়ে দেয় এবং বাস্তবিকপক্ষে বিকিয়ে দেয় নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে। যে সর্বোচ্চ ডাক হাঁকে তার কাছে, কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার ও জীবনধারণের উপকরণের মালিক অর্থাৎ পুঁজিপতির কাছে শ্রমিক দিনের পর দিন তার জীবনের আট, দশ, বারো, পনেরো ঘণ্টা সময় নিলামে বিক্রয় করে থাকে। এই শ্রমিক কোনো প্রভুর সম্পত্তি নয়, কোনো জমির সম্পত্তি নয়, কিন্তু তার দৈনিক জীবনের এই আট, দশ, বারো, পনেরো ঘণ্টা সময়ের মালিক হল ক্রেতা। যে পুঁজিপতির কাছে শ্রমিক নিজেকে খাটায়, খুশিমতো তাকে সে ছেড়ে যেতে পারে; পুঁজিপতিও প্রয়োজন বোধ করলে কোনো মুনাফা বা আশানুরূপ মুনাফা আর তার কাছে না পেলে তাকে বরখাস্ত করে। কিন্তু শ্রমশক্তি বিক্রয়ই শ্রমিকের জীবিকার একমাত্র উৎস — তাই তাকে বেঁচে থাকতে হলে **সমগ্র ক্রেতা শ্রেণীকে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীকে** সে ছেড়ে যেতে পারে না। বিশেষ কোনো পুঁজিপতির সম্পত্তি না হলেও সে **সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর** সম্পত্তি বটে; তার কাজ একজন মালিক পাওয়া, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেই একজন ক্রেতা বেছে নেওয়া।

পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্ক আরো সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করার আগে মজুরি নির্ধারণের বেলায় অতি সাধারণ যে সব সম্পর্ক বিবেচনা করা দরকার, আমরা সংক্ষেপে তার আলোচনা করব।

আমরা দেখেছি, **মজুরি** একটা বিশেষ পণ্যের, অর্থাৎ শ্রমশক্তির **দাম**। কাজেই, অন্যান্য পণ্যের দাম যে নিয়মে নির্ধারিত হয় মজুরিও নিরূপিত হয় সে নিয়মেই।

সুতরাং প্রশ্ন ওঠে: **পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় কিভাবে?**

কি দিয়ে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়?

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা দিয়ে, চাহিদার সঙ্গে যোগানের, প্রয়োজনের সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক দিয়ে। যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় তা **ত্রিবিধ**।

একই পণ্য বেচে বিভিন্ন বিক্রেতা। তাদের মালের উৎকর্ষ একই হলে যে সবচেয়ে সস্তা দামে বিক্রয় করে সে নিশ্চয়ই অন্যদের বাজার থেকে হটিয়ে দেবে এবং সবচেয়ে বেশি বেচতে পারবে। কাজেই, বিক্রয়ের জন্য, বাজারের জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। তাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা বিক্রয় করা, যতদূর সম্ভব বেশি বিক্রয় করা, সম্ভব হলে অন্য বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিয়ে একচেটিয়াভাবে বিক্রয় করা। কাজেই, একজন বেচে অপরের চেয়ে সস্তা দামে। সুতরাং **বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা** দেখা দেয়, তার ফলে তাদের আনা **পণ্যের** দাম **পড়ে যায়**।

ক্রেতাদের মধ্যেও আবার **প্রতিযোগিতা** আছে, তার ফলে বিক্রেয় পণ্যের দাম **চড়ে যায়**।

পরিশেষে, **প্রতিযোগিতা** চলে **ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে;** ক্রেতা চায় যতদূর সম্ভব সস্তা দামে ক্রয় করতে, বিক্রেতা চায় যতদূর সম্ভব চড়া দামে বিক্রয় করতে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার এই প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ভর করে প্রতিযোগিতার উপরোক্ত দুই পক্ষের সম্পর্কের উপর, অর্থাৎ ক্রেতাবাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশি, নাকি বিক্রেতাবাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশি, তার উপর। দুই বাহিনীকে পরস্পর লড়াইয়ে নামায় শিল্প, এই দুই বাহিনীর প্রত্যেকটির ভিতর আবার নিজেদের মধ্যে, নিজ সৈন্যদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ চলে। যে বাহিনীর সেনাদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ কম, বিপক্ষ দলের উপর তাদেরই জয় হয়।

ধরা যাক, বাজারে আছে ১০০ গাঁট তুলো, অথচ ক্রেতা আছে ১,০০০ গাঁটের জন্য। কাজেই, এক্ষেত্রে যোগানের চেয়ে চাহিদা দশ গুণ বেশি। ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেবে, তাদের প্রত্যেকেই চাইবে একশ গাঁটের অন্তত এক গাঁট, সম্ভব হলে সব গাঁটই নিজে নিতে। দৃষ্টান্তটি মোটেই খামখেয়ালীভাবে ধরে নেওয়া নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে আমরা দেখেছি তুলো-ফসল অজন্মার কালে জনকয়েক পুঁজিপতি জোট বেঁধে শতেক গাঁট নয়, দুনিয়ার তামাম তুলো কেনার চেষ্টা করে। কাজেই, উল্লিখিত ক্ষেত্রে, একজন ক্রেতা চাইবে অন্যের চেয়ে গাঁট পিছু বেশি দাম দিয়ে অন্য ক্রেতাদের বাজার থেকে হটাতে। তুলো-বিক্রেতারা দেখে যে শত্রুবাহিনীর সেনাদলের মধ্যে তুমুল মারামারি কাটাকাটি চলেছে, তাদের মোট একশো গাঁট তুলোই যে বিক্রয় হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তুলোর দাম বাড়িয়ে দেবার জন্য যখন তাদের বিপক্ষদলের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে, সে মুহূর্তে যাতে নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে তুলোর দাম না কমিয়ে দেয় তার জন্য খুবই সতর্ক থাকবে তারা। ফলে, বিক্রেতাবাহিনীর মধ্যে হঠাৎ সন্ধি হয়ে যায়। **একজোট** হয়ে তারা ক্রেতাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়, দার্শনিকের মতো হাত গুটিয়ে থাকে। অত্যন্ত নাছোড়বান্দা ও উৎসুক ক্রেতার প্রস্তাবিত দামেরও একটা সুনির্দিষ্ট সীমা থাকে, তা না হলে বিক্রেতাদের দাবি চড়ানোর মাত্রারও সীমা-পরিসীমা থাকত না।

কাজেই, যদি কোনো পণ্যের যোগান তার চাহিদার চেয়ে কম হয়, তাহলে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে খুব সামান্যই, এমন কি একেবারেই থাকে না। যে অনুপাতে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমতে থাকে সে অনুপাতে ক্রেতাদের মধ্যে আবার তা বাড়তে থাকে। ফল দাঁড়ায়, পণ্যের দাম কম বেশি অনেকটা বেড়ে যায়।

সবাই জানে, এর বিপরীত ঘটনা এবং বিপরীত ফলাফলটা ঘটে আরো হামেশা: চাহিদার চেয়ে যোগান অনেক বেশি হয়ে পড়ে, বিক্রেতাদের মধ্যে মরীয়া প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, ক্রেতার অভাব ঘটে, মাল বিকোয় অসম্ভব সস্তায়।

কিন্তু দামের উঠতি ও পড়তি কি বোঝায়? চড়া দাম, কমতি দাম

মানেই বা কি? অণুবীক্ষণযন্ত্রযোগে দেখলে ধূলিকণাটিকে উঁচু বলে মনে হবে, আর পর্বতের সঙ্গে তুলনায় মিনার নিচু। দাম যদি চাহিদা আর যোগানের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, তাহলে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কটা নির্ধারিত হয় কিসে?

প্রথম যে বুর্জোয়াটির সঙ্গে দেখা হয়, চলুন তার কাছেই যাই। মুহূর্তেকও সে ভাববে না; নামতা দিয়ে সে আর-এক আলেকজান্ডারের মতো এই আধিবিদ্যক গ্রন্থিটিকে (৯) ছিন্ন করে দেবে। সে আমাদের বলবে, আমি যে পণ্য বিক্রয় করি তার উৎপাদন-ব্যয় যদি ১০০ মার্ক হয়, এবং ধরুন, বছরখানেকের মধ্যেই অবিশ্যি আমি যদি এইসব পণ্য বিক্রয় করে পাই ১১০ মার্ক, তাহলে সেটা হবে একটা ঠিক-ঠিক, সাধু, ন্যায্য মুনাফা। আর যদি তার বদলে পাই ১২০ মার্ক কি ১৩০ মার্ক, তাহলে সেটা চড়া মুনাফা; আর যদি ২০০ মার্কই পাই, তাহলে সেটা হবে অসাধারণ, বিরাট ধরনের মুনাফা। তাহলে বুর্জোয়াটির কাছে মুনাফার **মাপকাঠিটা** কি? তা হচ্ছে তার পণ্যের **উৎপাদন-ব্যয়**। তার এই পণ্যের বিনিময়ে যদি সে নির্দিষ্ট পরিমাণের এমন কোনো পণ্য পায় যার উৎপাদন-ব্যয় কম, তাহলে তার ক্ষতি। তার পণ্যের বিনিময়ে সে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের এমন কোনো পণ্য পায় যার উৎপাদন-ব্যয় বেশি, তাহলে তার মুনাফা। তার পণ্যের বিনিময়-মূল্যটা শূন্যমানের, অর্থাৎ **উৎপাদন-ব্যয়ের** কত ডিগ্রি উপরে বা নিচে তাই দেখে সে মুনাফার উঠতি বা পড়তি হিসাব করে।

তাহলে আমরা দেখলাম, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক দামের উঠতি পড়তি ঘটায় — দাম কখনো হয় চড়া, কখনো কমতি। অপ্রচুর যোগান অথবা চাহিদার অপরিমিত বৃদ্ধির দরুন যদি একটি পণ্যের দাম অত্যন্ত বেড়ে যায়, তাহলে অন্য কোনো পণ্যের দাম সেই অনুপাতে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। তার কারণ পণ্যের দাম মুদ্রার হিসেবে সেই অনুপাতটাই শুধু ব্যক্ত করে যে অনুপাতে অন্যান্য পণ্য তার বিনিময়ে দেওয়া হয়। ধরুন, এক গজ রেশমী কাপড়ের দাম যদি পাঁচ মার্ক থেকে ছয় মার্কে ওঠে, তাহলে রেশমী কাপড়ের তুলনায় রুপোর দাম পড়ে গেছে। একই ভাবে, যে সব পণ্যের দাম আগের মতো স্থির আছে, রেশমী কাপড়ের তুলনায় সে-সব পণ্যের দামও সমানভাবে পড়ে যায়। একই পরিমাণ রেশমী

কাপড়ের বিনিময়ে এখন অধিকতর পরিমাণে এইসব পণ্য দিতে হবে। বিশেষ কোনো পণ্যের দাম বাড়লে কি দাঁড়ায়? শিল্পের এই উন্নতিশীল শাখায় বিপুল পুঁজি ঢালা হবে এবং যে পর্যন্ত না এই শিল্পের মুনাফা চলতি মুনাফার সমান হয়ে আসে অথবা বরং, যে পর্যন্ত না এই শিল্পজাত দ্রব্যের দাম অত্যুৎপাদনের দরুন উৎপাদন-ব্যয়ের নিচে নেমে যায় সে পর্যন্ত এই অনুকূল শিল্পটিতে পুঁজির আগম চলতেই থাকবে।

উল্টোদিকে, কোন পণ্যের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের নিচে পড়ে গেলে এই পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে পুঁজি সরিয়ে নেওয়া হবে। শিল্পের যে-সব শাখা অপ্রচলিত হওয়ার দরুন উঠে যেতে বাধ্য তেমন ক্ষেত্র ছাড়া চাহিদার অনুরূপ না হওয়া পর্যন্ত এবং সেই হেতু তার দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমপর্যায়ে না ওঠা পর্যন্ত, বা বলা ভালো, যোগান চাহিদার চেয়ে কমে না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ দাম পুনরায় উৎপাদন-ব্যয়ের ওপরে না ওঠা পর্যন্ত, ঐ পণ্যের উৎপাদন বা যোগান ক্রমাগত পুঁজি ভেগে যাবার জন্য পড়ে চলতে থাকবে, **কারণ কোনো পণ্যের চলতি দাম সবসময়ে সেটার উৎপাদন-ব্যয়ের ওপরে বা নিচে থাকে।**

শিল্পের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজি ক্রমাগত যাতায়াত করে তা দেখা গেল। চড়া দাম অতিমাত্রায় পুঁজি টেনে আনে, কমতি দাম তেমনি অতিমাত্রায় পুঁজি সরিয়ে দেয়।

অন্যদিক দিয়েও দেখানো যায় কি করে শুধু যোগানই নয়, চাহিদাও উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয়। কিন্তু তাতে আমাদের বক্তব্য বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়।

এই মাত্র আমরা দেখলাম যে, যোগান ও চাহিদার ওঠা-নামা পণ্যের দামকে ক্রমাগত উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। **একথা ঠিক যে, কোনো পণ্যের প্রকৃত দাম সর্বদাই উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে বা নিচে থাকবে; কিন্তু ওঠা-নামায় পরস্পর কাটাকাটি হয়ে যায়।** কাজেই, নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে শিল্পের জোয়ার-ভাঁটা একসঙ্গে ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে, উৎপাদন-ব্যয় অনুযায়ী এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের বিনিময় চলছে। কাজেই, পণ্যের দাম উৎপাদন-ব্যয় দিয়েই নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে এই দাম-নির্ধারণ অর্থতত্ত্ববিদদের অর্থে দেখলে

চলবে না। অর্থতত্ত্ববিদরা বলেন, পণ্যের **গড়পড়তা দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান**; এবং তাঁদের মতে এটা হল একটা **নিয়ম।** যে বিশৃঙ্খল গতিবিধির মধ্যে পড়তি দিয়ে উঠতি এবং উঠতি দিয়ে পড়তির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় সেটাকে তাঁরা আপতিক ব্যাপার বলে গণ্য করেন। সমান যুক্তিতেই দামের এই ওঠা-নামাটাকেই নিয়ম এবং উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে দাম নিরূপণটাই বরং আকস্মিক বলে গণ্য হতে পারে, কোনো কোনো অর্থতত্ত্ববিদ তা সত্যিই করেছেন। আরো গভীরভাবে দেখতে গেলে কিন্তু একমাত্র এই যে ওঠা-নামাটা সঙ্গে নিয়ে আসে অত্যন্ত ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, ভূমিকম্পের মতো বুর্জোয়া সমাজকে ভিতসুদ্ধ কাঁপিয়ে তোলে, আসলে একমাত্র এই ওঠা-নামার মধ্য দিয়েই উৎপাদন-ব্যয় নির্ধারিত করে দামকে। এই বিশৃঙ্খলার সামগ্রিক গতিটাই হচ্ছে সেটার শৃঙ্খলা। শিল্পের এই অরাজকতার মধ্যে, চক্রাকার এই আবর্তনের মধ্যে প্রতিযোগিতা যেন একদিকের আতিশয্যের ক্ষতিপূরণ করে আর একদিকের আতিশয্য দিয়ে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, পণ্যের দাম এমনভাবে উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয়, যাতে করে যখন দাম উৎপাদন-ব্যয়ের থেকে বেশি হচ্ছে এমন একটা পর্বের অভাবপূরণ হয় আরেকটা পর্বে যখন দাম উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে কম, এবং অনুরূপভাবে উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে কম দামের পর্বের অভাবপূরণ করে বেশি দামের পর্ব। বিশেষ এক-একটা শিল্পজাত দ্রব্যকে আলাদা আলাদা ভাবে নিলে অবশ্য এটা খাটে না, খাটে শিল্পের সমগ্র শাখাটি সম্পর্কে। সুতরাং বিশেষ কোনো শিল্পপতির ক্ষেত্রেও এটা খাটে না, শুধু খাটে সমগ্র শিল্পপতি শ্রেণীটির ক্ষেত্রে।

উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে দাম নির্ণয়, আর পণ্যোৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দিয়ে দাম নির্ণয় — এ দুটো একই কথা। কারণ উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে থাকে: (১) কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ারের ক্ষয়ক্ষতি, অর্থাৎ এমন সব শিল্পজাত দ্রব্য যেগুলির উৎপাদনে নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্রম-দিবস লেগেছে, সুতরাং তা হল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়; এবং (২) প্রত্যক্ষ শ্রম, যার পরিমাপ হয় সময় দিয়েই।

কিন্তু, যে-সব সাধারণ নিয়ম সাধারণভাবে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে, সে-সব নিয়মই অবশ্য **মজুরিকেও, শ্রমের দামকেও** নিয়ন্ত্রণ করে।

যোগান ও চাহিদার সম্পর্ক অনুযায়ী, শ্রমশক্তির ক্রেতা পুঁজিপতি ও শ্রমশক্তির বিক্রেতা শ্রমিক, উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার গতি অনুযায়ী মজুরি বাড়ে বা কমে। পণ্যের দামের ওঠা-নামা অনুযায়ী সাধারণভাবে মজুরি বাড়ে কমে। **এই ওঠা-নামার সীমার অভ্যন্তরে কিন্তু শ্রমের দাম নির্ধারিত হয় উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে — শ্রমশক্তির রূপে পণ্যের উৎপাদনে আবশ্যক শ্রম-সময় দিয়ে।**

তাহলে শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয়টা কি?

শ্রমিককে শ্রমিক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং শ্রমিককে শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে খরচ পড়ে তাই হল শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয়।

তাই বিশেষ কোনো কাজের শিক্ষানবিসিতে সময় যত অল্প লাগবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ব্যয়ও তত কম পড়বে, তার শ্রমের দাম, তার মজুরিও তত কম হবে। শিল্পের যে-সব শাখায় শিক্ষানবিসির জন্য সময় বিশেষ প্রয়োজন হয় না, যেখানে শ্রমিকের শুধু দৈহিক সত্তাটাই যথেষ্ট, সে-সব শ্রমিকের উৎপাদন-ব্যয় হল প্রায় তাকে বাঁচিয়ে ও শ্রমক্ষম রাখার উপযোগী পণ্যগুলি মাত্র। কাজেই, **এই শ্রমিকের শ্রমের দাম তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম দিয়ে** নির্ধারিত।

আরো একটা কথা কিন্তু এখানে আসে যাতে মনোযোগ না দেওয়া চলবে না। কারখানা-মালিক তার উৎপাদন-ব্যয় এবং সেই অনুসারে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম হিসাব করার সময় শ্রমের হাতিয়ারের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব ধরে নেয়। ধরুন, একটা যন্ত্রের দাম ১,০০০ মার্ক, আর দশ বছরের মধ্যে তা ক্ষয় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সে পণ্যের দামের মধ্যে বছরে আরো ১০০ মার্ক ধরে নেবে, যাতে সে দশ বছর বাদে জীর্ণ মেশিনের বদলে একটা নতুন মেশিন কিনতে পারবে। ঠিক এইভাবেই সাধারণ শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হিসাব করার সময় তার সঙ্গে ধরতে হবে বংশবৃদ্ধির খরচ, যাতে করে শ্রমিকের জাত বেড়ে চলে, জীর্ণ শ্রমিকের জায়গায় নতুন শ্রমিক নিতে পারে। এইভাবে, যন্ত্রপাতির অবচয়ের মতো শ্রমিকের অবচয়ও হিসেবে ধরা হয়।

সুতরাং সাধারণ শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হল **শ্রমিকের জীবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচের সমান**। এই জীবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচার দাম হল মজুরি। এইভাবে নিরূপিত মজুরিকে **ন্যূনতম মজুরি** বলা হয়। উৎপাদন-

ব্যয় দিয়ে সকল পণ্যের দাম নির্ধারণের মতো ন্যূনতম মজুরিও **ব্যক্তিবিশেষের** বেলায় খাটে না, খাটে **বর্গের** বেলায়। ব্যক্তি-শ্রমিক, লাখ লাখ শ্রমিক নিজেদের জীবনধারণ এবং বংশরক্ষার মতো যথেষ্ট টাকা পায় না; **কিন্তু সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর মজুরি** তাদের ওঠা-নামার পরিধির মধ্যে এই ন্যূনতম মজুরির সমান হয়ে দাঁড়ায়।

যেকোন পণ্যের দামের মতো মজুরিকেও যে-সব অতি সাধারণ নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে তা বোঝা গেল, তাই আমরা এখন আরো খুঁটিয়ে আমাদের বিষয়টি আলোচনা করতে পারব।

নতুন কাঁচামাল, নতুন শ্রমের হাতিয়ার, জীবনধারণের বিভিন্ন নতুন উপকরণ উৎপন্ন করার জন্য যত কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার এবং জীবনধারণের যত রকমের উপকরণ নিয়োজিত হয়, তার সমষ্টি হল পুঁজি। পুঁজির এই সব উপাদানই শ্রমের সৃষ্ট, শ্রমোৎপন্ন, **সঞ্চিত শ্রম**। যে সঞ্চিত শ্রম নতুন উৎপাদনের উপায়স্বরূপ তাকে পুঁজি বলে।

এই কথা বলেন অর্থতাত্ত্বিকেরা।

নিগ্রো ক্রীতদাস কাকে বলে? কৃষ্ণাঙ্গ জাতির একজন মানুষ। উভয় ব্যাখ্যাই সমান দরের।

নিগ্রো নিগ্রোই। নির্দিষ্ট এক সম্পর্কপাতেই সে ক্রীতদাস হয়ে দাঁড়ায়। সুতো-কাটার যন্ত্র একটা যন্ত্র যা দিয়ে সুতো কাটা হয়। বিশেষ একটা সম্পর্কপাতেই শুধু তা **পুঁজি** হয়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সে আর তখন পুঁজি থাকে না, ঠিক যেমন সোনা নিজে থেকে কোনো **মুদ্রা** নয়, চিনি যেমন চিনির দাম নয়।

উৎপাদনে মানুষের ক্রিয়া শুধু প্রকৃতির ওপর নয়, পরস্পরের ওপরেও। বিশেষ ধরনে সহযোগিতা ক'রে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া বিনিময় ক'রে তবেই তারা উৎপাদন করে। উৎপাদনের জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কেবল এই সব সামাজিক সংযোগ ও সম্পর্কের অভ্যন্তরেই ঘটে প্রকৃতির উপর তাদের ক্রিয়া, উৎপাদন।

উৎপাদকরা যে-সব পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে, যে-সব অবস্থার মধ্যে তারা পরস্পরের কাজের বিনিময় সাধন করে এবং উৎপাদনের সমগ্র কর্মে অংশগ্রহণ করে সে-সব সামাজিক সম্পর্ক স্বভাবতই উৎপাদনের

উপায়ের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হবে। যুদ্ধের নতুন একটা হাতিয়ার আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর সমগ্র অভ্যন্তরীণ সংগঠনের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। যে-সব সম্পর্কপাতের অভ্যন্তরে ব্যক্তিবিশেষেরা সৈন্যবাহিনী গঠন করে ও সৈন্যবাহিনী হিসেবে কাজ করতে পারে তা পরিবর্তিত হল, বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কেও বদল ঘটল।

এইভাবে, যে-সব সামাজিক **সম্পর্কের** মধ্যে ব্যক্তিবিশেষেরা উৎপাদন করে, **উৎপাদনের বৈষয়িক উপকরণের, উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে সমগ্রভাবে নিলে যা হয় তাকে বলা হয় সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরের সমাজ**, স্বকীয় বৈশিষ্ট চরিত্রের একটা সমাজ। **প্রাচীন** সমাজ, **সামন্ততান্ত্রিক** সমাজ, **বুর্জোয়া** সমাজ, এগুলি হল উৎপাদন-সম্পর্কগুলিরই এই ধরনের সমষ্টি, যার প্রত্যেকটিই আবার মানব ইতিহাসের বিকাশ-ধারার এক একটি বিশেষ স্তর।

পুঁজিও একটি সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক। **এ হল বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক**, বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক। জীবনধারণের উপকরণ, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল, যে-সব নিয়ে পুঁজি গঠিত, সে-সব কি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে উৎপন্ন ও সঞ্চিত হয় নি? এগুলি কি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নতুন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না? ঠিক এই নির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্রের জন্যই কি যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য নতুন উৎপাদনের কাজে লাগে তা **পুঁজিতে** পরিণত হচ্ছে না?

পুঁজি শুধু জীবনধারণের উপকরণ, শ্রমের হাতিয়ার ও কাঁচামাল, শুধু বৈষয়িক উৎপন্ন দ্রব্যই নয়; তা সেই সঙ্গে **বিনিময়-মূল্য**ও বটে। যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য পুঁজির অন্তর্ভুক্ত সে-সবই হল **পণ্য**। কাজেই, পুঁজি শুধু বৈষয়িক উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টিই নয়, পণ্যের সমষ্টি, বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি, **সামাজিক পরিমাণসমূহের** (magnitudes) সমষ্টি।

পশমের বদলে তুলো, গমের বদলে চাল, রেলগাড়ির বদলে স্টিমার

ধরলেও পুঁজি সেই একই থাকে, শুধু যদি পশম, গম ও রেলগাড়ির ভিতর পূর্বে যে পুঁজি নিহিত ছিল, তার সঙ্গে পুঁজির অবয়ব — এই তুলো, চাল ও স্টিমারের বিনিময়-মূল্যও, দামও এক হয়। পুঁজির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে তার অবয়বের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে পারে।

কিন্তু প্রতিটি পুঁজি পণ্যের সমষ্টি অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি হলেও পণ্যের প্রতিটি সমষ্টি বা বিনিময়-মূল্যের প্রতিটি সমষ্টিই পুঁজি নয়।

বিনিময়-মূল্যের প্রত্যেকটি সমষ্টিই এক একটি বিনিময়-মূল্য। প্রত্যেক পৃথক বিনিময়-মূল্যও আবার নানা বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি। যেমন, ১,০০০ মার্ক দামের একখানা বাড়ির বিনিময়-মূল্য হল ১,০০০ মার্ক। এক ফেনিগ দামের একখানা কাগজ হচ্ছে একশতাংশ ফেনিগ দামের একশোটি বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি। অন্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য উৎপন্ন দ্রব্যই হল **পণ্য।** যে নির্দিষ্ট হারে তাদের বিনিময় করা হয় তাই তাদের **বিনিময়-মূল্য,** অথবা মুদ্রারূপে ব্যক্ত করলে তাই তাদের **দাম**। এই সব উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যাই হোক তাতে তাদের **পণ্য** ধর্ম বা **বিনিময়-মূল্য** রূপ চরিত্র বা নির্দিষ্ট **দাম** থাকার গুণ বদলায় না। গাছ সেটা বড়ই হোক আর ছোটই হোক গাছই থেকে যায়। অন্য দ্রব্যের সঙ্গে এক মন লোহা বা এক ছটাক লোহা যাই বিনিময় করি তাতে কি তার পণ্য চরিত্রে বা বিনিময়-মূল্য রূপ চরিত্রে কোনো তারতম্য ঘটে? পরিমাণ অনুযায়ী পণ্যটির মূল্য বাড়ে বা কমে, দাম বেশি বা কম হয়।

তাহলে কি করে পণ্যের সমষ্টি, বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি পুঁজি হয়ে দাঁড়ায়?

প্রত্যক্ষ, জীবন্ত শ্রমশক্তির সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে একটা স্বাধীন সামাজিক **শক্তি** হিসেবে, অর্থাৎ **সমাজের একাংশের** শক্তিরূপে নিজেকে টিকিয়ে রেখে এবং বাড়িয়ে তুলে তা পুঁজি হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজির অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে এমন একটি শ্রেণী থাকা দরকার যাদের শ্রমক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রত্যক্ষ, জীবন্ত শ্রমের উপর সঞ্চিত, অতীত, মূর্ত করা শ্রমের প্রভুত্বই সঞ্চিত শ্রমকে পুঁজিতে পরিণত করে।

নতুন উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সঞ্চিত শ্রম জীবন্ত শ্রমের সেবা করলে তা পুঁজি হয় না। পুঁজি হয় যদি সঞ্চিত শ্রমের বিনিময়-মূল্যে সংরক্ষণ

ও সংবর্ধনের উপায় হিসেবে জীবন্ত শ্রম সঞ্চিত শ্রমের কাজে লাগে।

পুঁজিপতি ও মজুরি-খাটা শ্রমিকের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে কি ঘটে?

শ্রমিক তার শ্রমশক্তির বিনিময়ে জীবনধারণের উপকরণ পায়, আর পুঁজিপতি তার দেওয়া জীবনধারণের উপকরণের বিনিময়ে পায় শ্রম, শ্রমিকের উৎপাদনী ক্রিয়া, সৃজন শক্তি, যা দিয়ে শ্রমিক যেটুকু ভোগ করে শুধু তাই সে শোধ দেয় না, **সঞ্চিত শ্রমের যে মূল্য ছিল তা আরো বাড়িয়ে দেয়।** শ্রমিক পুঁজিপতির কাছ থেকে প্রাপ্তিসাধ্য জীবনোপায়ে একাংশ পায়। উপকরণগুলো তার কোন্ কাজে লাগে? প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করার কাজে। জীবনধারণের উপকরণগুলো দিয়ে আমার দেহটাকে যে সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখি সে সময়টা যদি জীবনধারণের নতুন উপকরণ তৈরী না করি, জীবনধারণের উপকরণগুলো ভোগ করার ফলে যে মূল্য লোপ পায় তার বদলে আমার শ্রম দিয়ে যদি নতুন মূল্য তৈরী না করি—তাহলে ভোগ করা মাত্র সে সব জীবনধারণের উপকরণ আমার কাছে একেবারেই ফুরিয়ে যায়। জীবনধারণের প্রাপ্ত উপকরণগুলোর বিনিময়ে শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে কিন্তু এই মহৎ করে সঞ্চিত শ্রমের পুনরুৎপাদনশীল শক্তিটুকুকেই সমর্পণ করে দেয়। ফলে নিজের দিক থেকে সে তা হারায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক; একজন খামারমালিক তার দিন-শ্রমিককে দৈনিক মজুরি দেয় পাঁচ রৌপ্য গ্রশ। এই পাঁচ রৌপ্য গ্রশের জন্য দিন-শ্রমিক দিনভোর খামারমালিকের মাঠে কাজ করে এবং তাতে করে মালিকের জন্য দশ রৌপ্য গ্রশের আয় নিশ্চিত করে দেয়। দিন-শ্রমিক খামারমালিক যা দিল শুধু সেই মূল্যটুকুই সে ফিরে পেল তাই নয়, তা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। কাজেই, দিন-শ্রমিককে দেওয়া পাঁচ রৌপ্য গ্রশ সে খাটিয়েছে, ভোগ করেছে ফলপ্রসূ ও উৎপাদনশীলভাবে। পাঁচ রৌপ্য গ্রশ দিয়ে সে কিনেছে শ্রমিকের সেই পরিমাণ শ্রম ও শক্তি, যা দিয়ে সে দ্বিগুণ মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্য ফলিয়েছে, পাঁচ রৌপ্য গ্রশ থেকে তুলেছে দশ। অপরপক্ষে, দিন-শ্রমিক যে উৎপাদন-শক্তির ক্রিয়া খামারমালিককে বিকিয়ে দিয়েছে তার বদলে সে পায় পাঁচ রৌপ্য গ্রশ, যা বিনিময় ক'রে সে কেনে জীবনধারণের উপকরণ এবং কম-বেশি দ্রুত তা ভোগ করে ফেলে। কাজেই, এই পাঁচ রৌপ্যে গ্রশ টাকাটা ব্যবহৃত হচ্ছে দুই ভাবে:

প্বঁজির পক্ষে **উৎপাদনশীলভাবে**, কারণ এই টাকাটা যে শ্রমশক্তির* সঙ্গে বিনিময় করা হয়েছে তা দশ রৌপ্য গ্রশ উৎপাদন করেছে, সেটা শ্রমিকের পক্ষে **অন্বৎপাদনশীলভাবে**, কারণ যে জীবনধারণের উপকরণের সঙ্গে টাকাটার বিনিময় হয়েছে তা একেবারেই অদ্শ্য হয়ে গেছে, খামারমালিকের সঙ্গে ঐ একই বিনিময়ের প্বনরাব্ত্তি করেই সে কেবল তার ম্ল্য প্বনর্দ্ধার করতে পারে। **তাই, প্বঁজি বললে সেই সঙ্গে মজ্বরি-শ্রম, এবং মজ্বরি-শ্রম বললে সেই সঙ্গে প্বঁজি ধরে নিতে হয়। একটি হল অপরের অস্তিত্বের হেতুস্বর্প; উভয়ে উভয়কে স্ষ্টি করে চলেছে।**

স্তাকলের শ্রমিক কি শ্বধ্বই স্তীবস্ত্র উৎপন্ন করে? না, সে প্বঁজি উৎপন্ন করছে। সে যে ম্ল্য উৎপাদন করে তা দিয়ে ফের তার শ্রম খাটান যায় এবং তাতে করে নতুন ম্ল্য তৈরী করা চলে।

শ্রমশক্তির সঙ্গে নিজেকে বিনিময় করে, মজ্বরি-শ্রমকে উজ্জীবিত করেই শ্বধ্ব প্বঁজি বাড়তে পারে। প্বঁজিকে বাড়িয়ে, সেটা যে শক্তির গোলাম সেটাকে শক্তিশালী করেই কেবল মজ্বরি-খাটা শ্রমিকের শ্রমশক্তি প্বঁজির সঙ্গে নিজেকে বিনিময় করতে পারে। **কাজেই, প্বঁজির ব্দ্ধি মানেই প্রলেতারিয়েতের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর ব্দ্ধি।**

কাজেই, প্বঁজিপতি ও শ্রমিকের স্বার্থ **এক ও অভিন্ন**, তাই বলে ব্বর্জোয়ারা ও তাদের অর্থতাত্ত্বিকেরা। তাই বটে! প্বঁজি শ্রমিককে না খাটালে শ্রমিকের ম্ত্যু ঘটে। শ্রমশক্তি শোষণ করতে না পারলে প্বঁজিরও ধ্বংস, এবং শোষণ করার জন্য শ্রমশক্তিকে কিনতে হবে তাকে। যত তাড়াতাড়ি উৎপাদনের জন্য প্রয্বক্ত প্বঁজি, উৎপাদনশীল প্বঁজি বাড়ে, স্বতরাং যত তাড়াতাড়ি শিল্প ফেঁপে ওঠে, যতই বেশি ব্বর্জোয়াদের ধনাগম হয়, কাজ-কারবার তাদের যত ভাল চলতে থাকে, ততই প্বঁজিপতির কাছে শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ে, ততই চড়া দামে শ্রমিকেরা নিজেদের বিক্রয় করে।

কাজেই, শ্রমিকের একটা চলনসই অবস্থার জন্য অনিবার্য শর্ত হচ্ছে **উৎপাদনশীল প্বঁজির যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ব্দ্ধি।**

---

* এখানে 'শ্রমশক্তি' শব্দটি এঙ্গেলস যোগ করেন নি, 'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসের রচনাতেই তা ছিল। — সম্পাঃ

কিন্তু উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধিটা কি বস্তু? জীবন্ত শ্রমের উপর সঞ্চিত শ্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধি। শ্রমিক শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্ব বৃদ্ধি। মজুরি-শ্রম যদি অন্যের এরূপ ধন উৎপন্ন করে যেটা তার উপরই প্রভুত্ব করে, যে শক্তি তার বিরুদ্ধ, সেই পুঁজি উৎপন্ন করে — তাহলে এই বিরুদ্ধ শক্তির কাছ থেকে তার কাছে ফিরে আসবে কর্মসংস্থান, অর্থাৎ জীবনধারণের উপকরণ, সেটা এই শর্তে যে, মজুরি-শ্রম নিজেকে নতুনভাবে পুঁজির অংশবিশেষ করে তুলবে, সে নিজে সেই চালকদণ্ডে পরিণত হবে, যাতে পুনরায় বৃদ্ধির ত্বরান্বিত গতিতে চালু হয় পুঁজি।

পুঁজি ও শ্রমিকের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন একথা বলার মানে শুধু এই বলা যে, মজুরি-শ্রম আর পুঁজি একই সম্পর্কের দুটো দিক। একটি অপরটিকে উপযোজিত করে, সুদখোর ও অপব্যয়কারী যেমন পরস্পর পরস্পরকে উপযোজিত করে।

মজুরি-খাটা শ্রমিক যতদিন মজুরি-খাটা শ্রমিক থাকে ততদিন তার ভাগ্য নির্ভর করে পুঁজির উপর। এই হল শ্রমিক আর পুঁজিপতির বহুবিঘোষিত স্বার্থসমতা।

পুঁজি বাড়লে মজুরি-শ্রমের আয়তন বৃদ্ধি পায়, মজুরি-খাটা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে; এককথায় বেশি লোকের উপর পুঁজির প্রভুত্ব প্রসারিত হয়। সবচেয়ে সুবিধাজনক উদাহরণই ধরা যাক: উৎপাদনশীল পুঁজি বাড়লে শ্রমের চাহিদা বেড়ে যায়, ফলে শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরিও চড়ে যায়।

একটা বাড়ি যত ছোট হোক আশেপাশের বাড়িগুলো যতদিন তারই মতো ছোট ততদিন বসবাসের যাবতীয় সামাজিক চাহিদা তাতেই মেটে। কিন্তু সেই ছোট বাড়িটির পাশে যদি একটি প্রাসাদ দেখা দেয়, তাহলে সেই ছোট বাড়িটিকে নগণ্য কুঁড়েঘরই মনে হবে। ক্ষুদ্র বাড়িটি দেখে মনে হবে এর মালিকের কোনো দাবি নেই, থাকলেও তা সামান্য। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়িটি যত বড়ই হয়ে উঠুক না কেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিবেশীর প্রাসাদও তার সমান অনুপাতে বা অপেক্ষাকৃত বেশি অনুপাতে বড় হয়, তাহলে ক্ষুদ্রতর বাড়িটির বাসিন্দা ক্রমাগত চারটি দেয়ালের মধ্যে অস্বস্তি, অসন্তুষ্ট ও হীন বোধ করবে।

মজুরির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ধরে নেয় উৎপাদনশীল পুঁজির একটা দ্রুত বৃদ্ধি। উৎপাদনশীল পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনদৌলত, বিলাসব্যসন, সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক উপভোগও সমান দ্রুতগতিতেই বেড়ে যায়। কাজেই, শ্রমিকের উপভোগ কিছুটা বাড়লেও তার থেকে সামাজিক পরিতৃপ্তি যে পরিমাণ পাওয়া যায় তা শ্রমিকের কাছে যা দুর্লভ পুঁজিপতিদের সেই বর্ধিত উপভোগের তুলনায় আর সাধারণত গোটা সমাজের বিকাশের তুলনায় পিছিয়েই যায়। সমাজ থেকেই জাগে আমাদের চাহিদা ও উপভোগ; তাই সমাজের মাপকাঠিতেই আমরা সেগুলোর পরিমাপ করি, চরিতার্থতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মাপকাঠিতে নয়। আমাদের চাহিদা ও উপভোগের চরিত্র সামাজিক, তাই সেগুলো আপেক্ষিক।

সাধারণত মজুরির বিনিময়ে যে পরিমাণ পণ্যাদি পাওয়া যায় শুধু তা দিয়েই মজুরি নিরূপিত হয় না। তার মধ্যে নানা রকমের সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

শ্রমশক্তির বিনিময়ে শ্রমিকেরা যা পায় তা হল প্রথমত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। শুধু কি এই আর্থিক দামেই মজুরি নির্ধারিত?

আমেরিকায় আরো সমৃদ্ধ ও সহজক্রিয় খনি আবিষ্কারের ফলে ষোড়শ শতকে ইউরোপে সোনা ও রুপোর প্রচলন বেড়ে গেল। তাই অন্যান্য পণ্যের তুলনায় সোনা ও রুপোর মূল্য তখন পড়ে যায়। শ্রমশক্তির বিনিময়ে শ্রমিকেরা কিন্তু আগেরই মতো একই পরিমাণের রৌপ্য মুদ্রা পেত। তাদের শ্রমের মুদ্রাগত দাম একই থাকলেও তখন তাদের মজুরি গেল পড়ে, কারণ একই পরিমাণের রুপোর বিনিময়ে তারা তখন অন্যান্য পণ্য কম পরিমাণে পেতে থাকল। ষোড়শ শতকে যে সমস্ত অবস্থাধীনে পুঁজি বেড়ে যায় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে এটা তার অন্যতম।

আরেকটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। অজন্মার ফলে ১৮৪৭ সালের শীতে শস্য, মাংস, মাখন, পনীর প্রভৃতি একান্ত অপরিহার্য জীবনধারণের উপকরণগুলোর দাম খুব চড়ে যায়। ধরুন, শ্রমিকরা তাদের শ্রমশক্তির বিনিময়ে তখন আগের মতো একই পরিমাণ অর্থ পাচ্ছে। কিন্তু তাদের মজুরি পড়ে যায় নি কি? নিশ্চয়ই পড়ে গেছে। সেই একই পরিমাণের অর্থের বিনিময়ে তারা এখন কম পরিমাণের রুটি, মাংস ইত্যাদি পাবে। তাদের মজুরিটা পড়ে গেল রুপোর

মূল্য কমে যাওয়ায় নয়, পরন্তু জীবনধারণের উপকরণের মূল্য বেড়ে যাওয়ায়।

পরিশেষে ধরা যাক, শ্রমের মুদ্রাগত দাম একই আছে, অথচ নতুন যন্ত্রাদির ব্যবহার, অনুকূল ঋতু প্রভৃতির ফলে কৃষিজ ও শিল্পজ সমস্ত পণ্যের দাম পড়ে গেছে। সেই একই অর্থে শ্রমিকেরা এখন সব রকমের পণ্যই বেশি পরিমাণে কিনতে পারবে। কাজেই, এক্ষেত্রে তাদের মজুরির আর্থিক মূল্য অদলবদল হয় নি বলেই তাদের মজুরিটা বেড়ে গেল।

তাই শ্রমের আর্থিক দাম, অর্থাৎ আর্থিক মজুরি, এবং আসল মজুরি, অর্থাৎ মজুরির বিনিময়ে যে পণ্যসমষ্টি প্রকৃতই পাওয়া যায়, এ দুটি তাহলে এক জিনিস নয়। সুতরাং আমরা যখন মজুরির ওঠা বা নামার কথা তুলি, তখন শ্রমের শুধু আর্থিক দাম, অর্থাৎ আর্থিক মজুরির কথা মনে রাখলেই চলবে না।

কিন্তু আর্থিক মজুরি, অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থের জন্য মজুর পুঁজিপতির কাছে নিজেকে বিক্রয় করে, অথবা আসল মজুরি, অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য এই অর্থ দিয়ে কেনা যায়, মজুরির মধ্যে শুধু এ দুটি সম্পর্কই বর্তমান নয়।

সর্বোপরি, পুঁজিপতির লাভ বা মুনাফার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেও মজুরি নির্ধারণ করা যায়। এই হিসাবে এ হল তুলনামূলক, আপেক্ষিক মজুরি।

আসল মজুরি অন্যান্য পণ্যের দামের আপেক্ষিকে শ্রমের দাম ব্যক্ত করে; অপরপক্ষে, আপেক্ষিক মজুরি ব্যক্ত করে উৎপাদিত নতুন মূল্যের যতটা অংশ সঞ্চিত শ্রম বা পুঁজিতে বর্তাল তার আপেক্ষিকে কতটা অংশ পেল প্রত্যক্ষ শ্রম।

আগে ২১ পৃষ্ঠায় আমরা বলেছি, 'মজুরিটা শ্রমিকের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান পণ্যের যে অংশ দিয়ে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি নিজের জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি।' কিন্তু শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্য বেচে যে দাম পুঁজিপতি পায় তা থেকে মজুরির বাবদে যে খরচা হয় তা পুঁজিপতিকে পূরণ করে নিতে হবে; আর এমনভাবে পুরিয়ে নিতে হবে যাতে সাধারণত উৎপাদন-ব্যয়ের উপরেও তার একটা উদ্বৃত্ত থাকে, মুনাফা থাকে। পুঁজিপতির কাছে শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় দাম তিন ভাগে বিভক্ত হয়: **প্রথমত**, কাঁচামালের বাবদ আগাম দেওয়া

দাম তুলে নেওয়া, তাছাড়া সরবরাহ করা হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং শ্রমের অন্যান্য উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা; **দ্বিতীয়ত,** আগাম দেওয়া মজ্বরি তুলে নেওয়া; **তৃতীয়ত,** যে উদ্বৃত্তটা বাকি থাকে, অর্থাৎ যেটা প‍ুঁজিপতির মুনাফা। প্রথম অংশটায় শুধু **পূর্ব থেকে বর্তমান মূল্য** তুলে নেওয়া হয়, তাই বেশ বোঝা যায়, মজ্বরি পূরণ করা এবং প‍ুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মুনাফা এই দুটোই পুরোপুরি আসে কাঁচামালে সংযুক্ত **শ্রমিকের শ্রমোৎপন্ন নতুন মূল্য** থেকে। **এই অর্থে,** পরস্পর তুলনার জন্য আমরা মজ্বরি ও মুনাফা উভয়কেই শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্যের বখরা হিসাবে গণ্য করতে পারি।

আসল মজ্বরি একই থাকলে, এমন কি বেড়ে গেলেও আপেক্ষিক মজ্বরি পড়ে যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, জীবনধারণের সবগুলো উপকরণের দাম দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেছে, আর দৈনিক মজ্বরি কমে গেছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, ধরা যাক, তিন মার্ক থেকে দু-মার্কে। আগে তিন মার্ক দিয়ে শ্রমিক যা পেত এখন এই দু-মার্ক দিয়ে সে তার চেয়ে বেশি পরিমাণের পণ্য পেলেও প‍ুঁজিপতির মুনাফার অনুপাতে তার মজ্বরি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। প‍ুঁজিপতির (ধরা যাক কারখানা-মালিকের) মুনাফা এক মার্ক বেড়ে গেছে, তার মানে সে শ্রমিককে আগের চেয়ে কম পরিমাণের বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি দিচ্ছে, কিন্তু তার বদলে শ্রমিককে উৎপন্ন করতে হচ্ছে আগের চেয়ে অধিক পরিমাণের বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি। শ্রমের বখরার তুলনায় প‍ুঁজির বখরা বেড়ে গেছে। প‍ুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সামাজিক ধনের বণ্টন আরো অসম হয়েছে। একই প‍ুঁজিতে প‍ুঁজিপতি এখন বেশি পরিমাণের শ্রমের উপর প্রভুত্ব করছে। শ্রমিক শ্রেণীর উপর প‍ুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষমতা বেড়েছে, শ্রমিকের সামাজিক অবস্থান অবনত হয়েছে, প‍ুঁজিপতির কাছ থেকে আরো এক ধাপ নিচে তাকে নামিয়ে দেওয়া হল।

তাহলে মজ্বরি ও মুনাফার পারস্পরিক সম্পর্কে যে পারস্পরিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা নির্ধারিত হয় কোন্ সাধারণ নিয়ম অনুসারে?

পরস্পরের সঙ্গে মজ্বরি ও মুনাফার বাস্তু অনুপাতের সম্পর্ক। শ্রমের বখরা দৈনিক মজ্বরি যে পরিমাণ কমে, প‍ুঁজির বখরা মুনাফা সেই অনুপাতে বেড়ে যায়; বিপরীত ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম। মজ্বরি যতটা কমে, মুনাফা ততটা বাড়ে; মজ্বরি যতটা বাড়ে, মুনাফা ততটা কমে।

সম্ভবত এখানে আপত্তি উঠবে, কোনো নতুন বাজার উন্মুক্ত হওয়া, অথবা পুরাতন বাজারের চাহিদা সাময়িকভাবে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি যে কোনো কারণেই হোক, তার পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাবার ফলে পুঁজিপতি অন্য কোনো পুঁজিপতির সঙ্গে সুবিধাজনক বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে; কাজেই, মজুরি বাড়া-কমা অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিনিময়-মূল্যের বাড়া-কমা ছাড়াই অন্য পুঁজিপতিদের ঘাড় ভেঙে কোনো পুঁজিপতির মুনাফা বাড়তে পারে; অথবা শ্রমের হাতিয়ারের উন্নতি, প্রাকৃতিক শক্তির একটা নতুন প্রয়োগ ইত্যাদি মারফতও তার মুনাফা বাড়তে পারে।

প্রথমত, স্বীকার করতে হবে যে, বিপরীতভাবে ঘটলেও ফল একই দাঁড়াচ্ছে। এখানে মজুরি কমে যাবার ফলে মুনাফা বেড়ে গেল না বটে, কিন্তু মুনাফা বেড়ে যাবার ফলেই মজুরিটা কমে গেল। অন্য লোকের একই পরিমাণ শ্রম দিয়ে পুঁজিপতি বেশি পরিমাণের বিনিময়-মূল্য অর্জন করেছে, এবং সেজন্য শ্রমকে বেশি পয়সা দেয় নি, তার অর্থ শ্রম থেকে পুঁজিপতির জন্য যে পরিমাণ নীট মুনাফা উঠল তার অনুপাতে শ্রম কম পয়সা পেল।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে, পণ্যের দামে ওঠা-নামা সত্ত্বেও প্রত্যেক পণ্যের গড়পড়তা দাম, যে অনুপাতে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তার বিনিময় হয়, **তার উৎপাদন-ব্যয়** দিয়েই নির্ধারিত হয়। কাজেই, পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার ব্যাপারটাও অপরিহার্য রূপে কাটাকাটি করে সমতা লাভ করে। যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধন বা উৎপাদনক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির নতুন নিয়োগের ফলে নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ে একই পরিমাণের শ্রম ও পুঁজি দিয়ে অধিকতর পরিমাণের দ্রব্য উৎপন্ন করা যায় বটে, তবে কোনো ক্রমেই অধিকতর পরিমাণের বিনিময়-মূল্য পাওয়া যায় না। সুতো-কাটা কলের সাহায্যে যদি আমরা সুতো-কল আবিষ্কারের আগের তুলনায় ঘণ্টায় দ্বিগুণ পরিমাণের সুতো কাটতে পারি, ধরা যাক যদি পঞ্চাশ পাউণ্ডের জায়গায় একশ পাউণ্ডের সুতো কাটতে পারি, তাহলেও গড়ে ন্যূনাধিক দীর্ঘ একটা পর্ব ধরলে ঐ পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে যে পরিমাণের পণ্য পাওয়া যেত এখন এই একশ পাউণ্ডের বদলে তার চেয়ে বেশি পাব না। তার কারণ, উৎপাদন-ব্যয় ঠিক অর্ধেক কমে গেছে, অথবা একই খরচে এখন আমি দ্বিগুণ জিনিস উৎপন্ন করতে পারি।

শেষ কথা, এক দেশের কিংবা গোটা পৃথিবীজোড়া বাজারে পুঁজিপতি শ্রেণী — বুর্জোয়া শ্রেণী — নিজেদের মধ্যে যে কোনো অনুপাতেই উৎপাদনের নীট মুনাফা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিক না কেন, যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ শ্রম দিয়ে সঞ্চিত শ্রম বর্ধিত হয়েছে তাই হল সর্বদাই এই নীট মুনাফার মোট পরিমাণ। কাজেই, এই মোট পরিমাণটা সেই অনুপাতে বেড়ে যায়, যে অনুপাতে শ্রম পুঁজিকে বাড়িয়ে তোলে, অর্থাৎ মজুরির তুলনায় মুনাফা যে অনুপাতে বেড়ে চলে।

তাহলে **পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্কের মধ্যে** নিজেদের আলোচনা **সীমাবদ্ধ** রাখলেও আমরা দেখতে পাই, **পুঁজির স্বার্থ ও মজুরি-শ্রমের স্বার্থ পরস্পরের একান্ত বিপরীত**।

পুঁজির দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি আর মুনাফার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি একই কথা। শ্রমের দাম, আপেক্ষিক মজুরি যদি দ্রুতগতিতে কমে যায়, তাহলেই শুধু মুনাফা ঠিক তত দ্রুতগতিতে বাড়তে পারে। আর্থিক মজুরির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের আর্থিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে আসল মজুরি বেড়ে গেলেও কিন্তু যদি তা মুনাফার অনুপাতে না বাড়ে, তাহলে আপেক্ষিক মজুরি এই ক্ষেত্রেও পড়ে যেতে পারে। ধরুন ব্যবসা যখন ভালো চলছে, মজুরি শতকরা পাঁচ ভাগ বাড়ল, আর অপরপক্ষে মুনাফা বাড়ল শতকরা ত্রিশ ভাগ, সেক্ষেত্রে তুলনামূলক, আপেক্ষিক মজুরি **বাড়ল না, কমল**।

কাজেই, পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শ্রমিকের আয় বেড়ে যায় তবু সেই সঙ্গে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সামাজিক ব্যবধান বাড়তে থাকে। শ্রমের ওপর পুঁজির প্রভুত্ব, পুঁজির ওপর শ্রমের অধীনতাও বেড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধিতে শ্রমিকের স্বার্থ আছে বলা মানেই এই কথা বলা: শ্রমিক অন্যের ধন যত দ্রুতগতিতে বাড়ায় তত তার ভাগ্যে কৃপাকণার পরিমাণও বাড়ে, কাজ পাবে, শ্রমিক হবার ডাক পড়বে এমন লোকের সংখ্যা তত বেড়ে চলে, পুঁজির উপর নির্ভরশীল গোলামদের সংখ্যাও তত বাড়ানো যায়।

তাহলে আমরা দেখলাম:

শ্রমিক শ্রেণীর **সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা, যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে পুঁজি বৃদ্ধি** শ্রমিকের বৈষয়িক জীবনের যতই উন্নতিসাধন করুক না কেন, তা বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে তার স্বার্থের বৈরভাব

লোপ করতে পারে না। **মুনাফা ও মজুরি** ঠিক আগের মতোই **পরস্পর ব্যস্ত অনুপাতে** থেকে যায়।

পুঁজি দ্রুতগতিতে বেড়ে চললে মজুরি বাড়তেও পারে, কিন্তু পুঁজিপতির মুনাফা বাড়ে অতুলনীয় দ্রুততর গতিতে। শ্রমিকের বৈষয়িক জীবনের উন্নতি হল বটে, কিন্তু তার সামাজিক অবস্থানের বিনিময়ে। পুঁজিপতির সঙ্গে তার যে সামাজিক ব্যবধান সেটার পরিসর আরো বেড়ে গেল।

পরিশেষে:

উৎপাদনশীল পুঁজির যতদূর সম্ভব দ্রুত বৃদ্ধিই মজুরি-শ্রমের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা, আসলে এই কথা বলা মানে: যত বেশি দ্রুত শ্রমিক শ্রেণী বর্ধিত ও প্রসারিত করবে তার বিরুদ্ধ শক্তিকে, অর্থাৎ যে ধন তার নয়, বরঞ্চ যা তারই উপর প্রভুত্ব করে সেই ধনকে, বুর্জোয়ার ধন বাড়িয়ে তোলার জন্য, পুঁজির ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য নতুন করে শ্রম করবার অনুমতি লাভের অবস্থা ততই অনুকূল হয়ে উঠবে। আর নিজেকে সে সন্তুষ্ট রাখবে সেই সোনার শেকলটি বানিয়ে চলায়, যা দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী তাকে পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে যায়।

বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদেরা যা বলেন, **উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধি** এবং **মজুরি বৃদ্ধি** সত্যই কি তেমনি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত? তাঁদের কথা অভ্রান্ত বলে ধরা উচিত নয়। তাঁরা যখন বলেন, পুঁজি যতই মোটা হয় সেটার গোলামরা ততই ভাল দানাপানি পায় — একথাটাও বিশ্বাস করা উচিত হবে না। বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই আলোকপ্রাপ্ত, খুবই তারা হিসেবী, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের মতো অনুচরদের জাঁকজমকে রাখার কুসংস্কার তাদের নেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বের পরিবেশই তাদের হিসেবী করে তোলে।

সুতরাং আরো খুঁটিয়ে আমাদের পরখ করে দেখতে হবে:

উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধি কিভাবে মজুরিকে প্রভাবিত করে?

বুর্জোয়া **সমাজের** উৎপাদনশীল পুঁজি মোটের ওপর বাড়লে **শ্রম-সঞ্চয়** হয় **আরো বহুবিধ।** পুঁজির সংখ্যা ও প্রসার বেড়ে যায়। পুঁজির **সংখ্যাগত বৃদ্ধি পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা** বাড়িয়ে দেয়। পুঁজির **বর্ধমান প্রসার শিল্পের সংগ্রামক্ষেত্রে বিপুলতর যুদ্ধ হাতিয়ার সহ অধিকতর শক্তিশালী শ্রমিক-বাহিনী নিয়ে আসার** উপায় যোগায়।

বেশী সস্তা দামে বিক্রয় করেই কেবল একজন পুঁজিপতি অন্য পুঁজিপতি হটিয়ে তার পুঁজি করায়ত্ত করতে পারে। নিজের সর্বনাশ না করে আরো সস্তায় মাল বেচতে হলে তাকে অল্প খরচায় পণ্য উৎপন্ন করতে হবে, অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। কিন্তু শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো হয় সর্বাগ্রে **অধিকতর শ্রম-বিভাগ** দিয়ে, **যন্ত্রপাতির** আরো সার্বিক প্রচলন ও অবিরত উন্নতিসাধন দিয়ে। যে শ্রমিক-বাহিনীর মধ্যে শ্রম ভাগ করে দেওয়া হয় তা যত বিশাল হয়, যত বিশালাকারের যন্ত্রপাতির প্রচলন হয়, আপেক্ষিকভাবে উৎপাদন-ব্যয় ততই দ্রুত কমে যেতে থাকে, শ্রম ততই বেশি ফলপ্রদ হয়। কাজেই, পুঁজিপতিদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানো এবং তাদের সবচেয়ে বেশি মাত্রায় খাটানোর জন্য ব্যাপক প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।

এখন, যদি কোনো পুঁজিপতি শ্রম-বিভাগ বাড়িয়ে, নতুন নতুন যন্ত্রাদি খাটিয়ে ও যন্ত্রের উন্নতিসাধন করে, প্রাকৃতিক শক্তির অধিকতর লাভজনক ও ব্যাপকতর প্রয়োগ করে একই পরিমাণের শ্রম বা সঞ্চিত শ্রমের সাহায্যে তার প্রতিযোগীদের চেয়ে বেশি মাত্রায় দ্রব্য বা পণ্য উৎপন্ন করবার উপকরণ পেয়ে যায়, অর্থাৎ ধরা যাক, পুরো একগজ কাপড় বানাতে তার যে শ্রম-সময় লাগে তার প্রতিযোগীরা যদি সে শ্রম-সময়ে বানায় মাত্র আধগজ — তাহলে সেই পুঁজিপতি কি করবে?

আধগজ কাপড় সে পুরনো বাজার-দরেই বেচে যেতে পারে, কিন্তু তাতে তো আর প্রতিযোগীদের বাজার থেকে তাড়িয়ে তার নিজের বিক্রয়-ক্ষেত্র বাড়ানো যায় না। কিন্তু তার উৎপাদন যে পরিমাণ বেড়েছে, বিক্রয়-ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে সে পরিমাণে। যে-সব শক্তিশালী ও ব্যয়বহুল উৎপাদনের উপকরণ সে সম্ভব করেছে তাতে তার পণ্য সস্তায় বিক্রয় করতে সে **সক্ষম হয়** বটে, তবে সেই সঙ্গে সে-সবই আবার তাকে আরো **বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে**, তার পণ্যের জন্য **আরো বড়** বাজার জয় করতে **বাধ্য করে**; সেইজন্য আমাদের পুঁজিপতিটি তার আধগজ কাপড় প্রতিযোগীদের চেয়ে সস্তায় বিক্রয় করবে।

প্রতিযোগীদের আধগজ তৈরিতে যে খরচ পড়ে এই পুঁজিপতির একগজে সে খরচ পড়লেও সে কিন্তু তার পুরো একগজ প্রতিযোগীদের আধগজের দামে

বিক্রয় করে না। তাহলে তো আর সে বেশি কিছু মুনাফা পায় না, বিনিময়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয়টাই শুধু ফিরে আসে। তার সম্ভাব্য বৃহত্তর আয়টা আসবে বৃহত্তর পুঁজি খাটানোর দরুন, তার পুঁজিটাকে সে যে অন্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান করে তুলেছে এ কারণে নয়। তাছাড়া, সে যদি তার পণ্যের দাম প্রতিযোগীদের চেয়ে সামান্য শতাংশও কমিয়ে দেয় তাতেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। **কম দামে বেচে** সে বাজার থেকে তাদের হটিয়ে দিতে পারবে বা অন্তত তাদের বিক্রয়-ক্ষেত্রের খানিকটা অংশ ছিনিয়ে নেবে। পরিশেষে একথাও মনে রাখা দরকার যে, পণ্যের চলতি দাম সর্বদাই **উৎপাদন-ব্যয়ের বেশি অথবা কম হয়** এবং তা নির্ভর করে পণ্যটি শিল্পের জন্য অনুকূল অথবা প্রতিকূল কী রকম মরশুমে বিক্রি হচ্ছে। যে পুঁজিপতি নতুন ও আরো বেশি ফলপ্রসূ উৎপাদনের উপকরণ নিয়োগ করে সে তার আসল উৎপাদন-ব্যয়ের কত ভাগ বেশি দামে বিক্রি করবে সেটা কমে-বাড়ে — সেটা নির্ভর করে একগজ কাপড়ের বাজার-দর তদবধি প্রচলিত উৎপাদন-ব্যয়ের কতটুকু নিচে বা উপরে।

যাই হোক, আমাদের এই পুঁজিপতিটির বিশেষ **সুবিধাটি** বেশি দিনের জন্য নয় : অন্যান্য প্রতিযোগী পুঁজিপতিরাও ঠিক সমপরিমাণে কিংবা বৃহত্তর আকারে সেই একই যন্ত্রপাতি, একই শ্রম-বিভাগ প্রচলন করতে থাকবে এবং এই নতুন পদ্ধতি এত ব্যাপক হবে যে, কাপড়ের দাম তার **পূর্বেকার উৎপাদন-ব্যয়েরই** যে শুধু **নিচে নামবে** তা নয়, **নতুন উৎপাদন-ব্যয়েরও নিচে** নেমে যাবে।

কাজেই, উৎপাদনে নতুন উপকরণ প্রচলনের আগে পুঁজিপতিদের পারস্পরিক অবস্থান যেমন ছিল, পরে আবার সেই একই রকম অবস্থা ফিরে আসে। উৎপাদনের এই সব নতুন উপকরণের সাহায্যে যদি তারা আগেকার দামে দ্বিগুণ পণ্য যোগাতে সমর্থ হয়ে থাকে, তবে **এখন** তারা আগেকার দামের চেয়েও **কমে** সেই দ্বিগুণ পণ্য বেচতে বাধ্য হবে। এই নতুন উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে আবার শুরু হয় সেই পুরাতন খেলা। আবার অধিকতর শ্রম-বিভাগ, আরো বেশি যন্ত্রপাতির প্রচলন, যন্ত্রপাতি ও শ্রম-বিভাগকে বর্ধিত মাত্রায় খাটানো। এই নতুন পরিণতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আবার সেই একই পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এইভাবে দেখতে পাই কি করে উৎপাদন-পদ্ধতি এবং উৎপাদনের উপকরণ অনবরত রূপান্তরিত হয়, আমূল পরিবর্তিত হয়, **কি করে শ্রম-**

বিভাগের ফলে অপরিহার্যরূপে আসে অধিকতর শ্রম-বিভাগ, যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে আসে আরো বেশি যন্ত্র প্রয়োগ, বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে আরো বৃহত্তর আকারের উৎপাদন।

এই নিয়মই বারবার বুর্জোয়া উৎপাদনকে তার পুরনো ধারা থেকে সরিয়ে দেয়, আর পুঁজিকে বাধ্য করে শ্রমের উৎপাদন-শক্তিগুলিকে প্রবলতর করে তুলতে, **যেহেতু এই নিয়ম** উৎপাদন-শক্তিগুলিকে আগে প্রবল করে তুলেছে তাই এই নিয়ম পুঁজিকে কখনও থেমে থাকতে দেয় না, তার কানে কানে অবিরাম ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'এগিয়ে চল! এগিয়ে চল!'

বিভিন্ন বাণিজ্যিক পর্যায়কালের উত্থান-পতনের মধ্যে যে নিয়ম পণ্যের দামকে অনিবার্যভাবেই তার **উৎপাদন-ব্যয়ের সমতলে নামায়** এ হল সেই নিয়মই।

পুঁজিপতি যতই শক্তিশালী উৎপাদনের উপকরণ প্রচলন করুক না কেন, প্রতিযোগিতা সেই উপকরণকে সর্বজনীন করে তুলবে, এবং সর্বজনীন করে তোলার মুহূর্ত থেকে তার পুঁজির অধিকতর ফলপ্রসূতার পরিণাম দাঁড়ায় মাত্র এই যে, তাকে **একই দামে** আগের তুলনায় দশ গুণ, বিশ গুণ, একশো গুণ পণ্য যোগাতে হবে। কিন্তু যেহেতু বেশি পরিমাণের বিক্রয় দিয়ে পড়ে-যাওয়া বাজার-দর সামলে নেবার জন্যে তার এখন আগের চেয়ে হয়ত হাজার গুণ বেশি বিক্রয় করা চাই; যেহেতু শুধু অধিকতর মুনাফার জন্যই নয়, উৎপাদন-ব্যয় ওঠাবার জন্যও তার পক্ষে তখন বিপুল পরিমাণে পণ্যের বিক্রয় আবশ্যক — আমরা দেখেছি, উৎপাদনের হাতিয়ারটাই উত্তরোত্তর বহু ব্যয়সাধ্য হয়ে ওঠে এবং যেহেতু এই বিপুল পরিমাণের বিক্রয় শুধু তারই নয়, তার প্রতিযোগীদেরও মরণ-বাঁচনের সমস্যা হয়ে ওঠে, সুতরাং **নবাবিষ্কৃত উৎপাদনের উপকরণগুলি যতই ফলপ্রদ হয় পুরনো সংগ্রাম হয় ততই প্রচণ্ড। কাজেই, শ্রম-বিভাগ ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ নতুন করে চলতে থাকবে অতুলনীয় বেশি মাত্রায়।**

নিয়োজিত উৎপাদনের উপকরণের যতই শক্তি থাক, এই শক্তির সোনার ফসল থেকে প্রতিযোগিতা পুঁজিকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করে পণ্যের দামকে উৎপাদন-ব্যয়ের সমপর্যায়ে ফিরিয়ে এনে; এইভাবে অপেক্ষাকৃত সস্তা উৎপাদন — একই মোট দামে ক্রমাগত বেশি দ্রব্য সরবরাহ — একটা আবশ্যিক

নিয়ম হয়ে ওঠে, সেটা সেই একই পরিমাণে যতখানি উৎপাদন সস্তা করা যায়, অর্থাৎ একই পরিমাণ শ্রমে যত বেশি দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। কাজেই, একই শ্রম-সময়ে বেশি পরিমাণের মাল যোগান দিতে বাধ্য হওয়া ছাড়া, এক কথায় **তার পুঁজির মূল্যবৃদ্ধির শর্ত আরো দুরূহ করা** ছাড়া নিজের এই প্রয়াসে পুঁজিপতি আর বেশি কিছু লাভ করতে পারে না। সুতরাং যখন প্রতিযোগিতা সেটার উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ম নিয়ে পুঁজিপতিকে অবিরত তাড়া করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে তার তৈরি অস্ত্র সবই তার নিজের উপর আঘাত হানে, তখন অবিরাম পুরনোর জায়গায় নতুন শ্রম-বিভাগ ও নতুন যন্ত্রপাতি — যার দাম বেশি বটে কিন্তু তার সাহায্যে সস্তায় উৎপাদন করা যায় — প্রবর্তন করে পুঁজিপতি অবিরাম প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে চায়, এই নতুন প্রতিযোগিতার ফলে যন্ত্রপাতি ও শ্রম-বিভাগ অচল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে না।

সারা দুনিয়ার বাজারে এই যে একটা অধীর যুগপৎ আলোড়ন চলছে তার একটা চিত্র যদি এখন মনের মধ্যে এঁকে নিই, তাহলে বেশ বোঝা যাবে কি করে পুঁজির বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পুঞ্জীভবনের পরিণাম হয় শ্রমের অবিরাম বিভাগ, এবং আগে থেকেই ও ক্রমবর্ধমান বিপুলাকারে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োগে ও পুরনো যন্ত্রের উন্নয়ন।

উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে অচ্ছেদ্য এই অবস্থাগুলি তাহলে কিভাবে মজুরি-নির্ণয় প্রভাবিত করে?

শ্রম-বিভাগ যতই বেড়ে চলে ততই একজন শ্রমিক পাঁচ, দশ, কুড়ি জনের কাজ করতে পারে; কাজেই, শ্রমিকদের মধ্যে পাঁচ, দশ, কুড়ি গুণ প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। শ্রমিক অন্যদের চেয়ে নিজেকে সস্তায় বিক্রয় করেই শুধু প্রতিযোগিতা চালায় না, প্রতিযোগিতা করে **একা** পাঁচ, দশ, কুড়ি জনের কাজ করেও; পুঁজি যে **শ্রম-বিভাগের** প্রবর্তন করে এবং অবিরাম তাকে বাড়িয়ে যায় তার ফলে শ্রমিকেরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হয়।

তাছাড়া, **শ্রম-বিভাগ** যে মাত্রায় বেড়ে যায়, শ্রমটা সেই মাত্রায় **সহজসাধ্য হয়ে ওঠে**। শ্রমিকের বিশেষ নৈপুণ্য মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সে একটা সহজ ও একঘেয়ে উৎপাদন-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তার আর বেশি কিছু

শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতা আর দক্ষতা খাটাতে হয় না। তার শ্রম হয়ে দাঁড়ায় এমন একটা শ্রম যা সবাই করতে পারে। ফলে প্রতিযোগীরা তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। তাছাড়া, আপনাদের তো মনে আছে, যে কাজ যত সহজ, যত অল্পায়াসে শেখা যায়, তা আয়ত্ত করবার উৎপাদন-ব্যয় যত কম, ততই কমে যায় মজুরি। কারণ, অন্যান্য পণ্যের দামের মতো মজুরিও উৎপাদন-ব্যয় দিয়েই নিরূপিত হয়।

কাজেই, শ্রম যতই অপ্রীতিকর ও ন্যক্কারজনক হয়ে ওঠে, ততই প্রতিযোগিতা বাড়ে, মজুরি কমে যায়। কাজ বেশি ক'রে — তা অধিক সময় কাজ করেই হোক বা এক ঘণ্টায় বেশি পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করেই হোক — শ্রমিক তার মজুরির মোট পরিমাণটি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অভাবের তাড়নায় শ্রম-বিভাগের কুফল সে এইভাবে আরো বাড়িয়ে তোলে। ফলে, **সে যত বেশি খাটে, ততই কম মজুরি পায়;** তার সহজ কারণ এই যে, শ্রমিক যত বেশি কাজ করে তত বেশি পরিমাণেই সে সহ-শ্রমিকদের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা বাড়ায়, ফলে সকলকেই সে তার প্রতিযোগী করে তোলে, তারাও তারই মতো সমান প্রতিকূল শর্তে নিজেদের বিকিয়ে দেয়; তাই শেষ পর্যন্ত সে **নিজেরই সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর একজন হিসেবে তার নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা চালায়।**

অনেক বিপুল আকারে সেই একই ফল হয় **যন্ত্রপাতি** থেকে, কারণ যন্ত্রপাতি প্রচলনের ফলে দক্ষের জায়গায় অদক্ষ শ্রমিক, পুরুষের বদলে নারী নেওয়া হয়, বয়স্কদের স্থান শিশু দিয়ে পূরণ করা হয়। যন্ত্রপাতি প্রথম চালু হলে সেই একই ফল হয়, তাতে হাতের কাজের শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে উৎখাত হয়, এবং অধিকতর বিকশিত, উন্নত এবং উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি চালু হলে কারখানা থেকে শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দলে দলে বরখাস্ত হয়। উপরে আমরা পুঁজিপতিদের পরস্পরের মধ্যে শিল্প-যুদ্ধের একটা মোটামুটি চিত্র দিয়েছি; **এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রমিক-বাহিনীকে সংগ্রহ না করে বরখাস্ত করলেই বরং যুদ্ধ জয় হয় বেশি। শিল্পের সেনাদের কে কত বেশি সংখ্যক বরখাস্ত করতে পারে এই নিয়ে সেনাপতিরা অর্থাৎ পুঁজিপতিরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে।**

অর্থতত্ত্ববিদরা বলে থাকেন বটে, যন্ত্রপাতির প্রচলনে যে-সব শ্রমিক নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তারা শিল্পের **নতুন** শাখায় কাজ পায়।

যে-সব শ্রমিক বরখাস্ত হয় ঠিক তারাই শ্রমের নতুন শাখায় কাজ পাবে একথা তাঁরা সরাসরি বলতে সাহস করেন না। এ মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রকৃত ঘটনা বড়ই সোচ্চার। আসলে তাঁরা এটুকু মাত্র বলতে চান যে, **শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য অঙ্গ-অংশ,** দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিল্পের যে-সব শাখা উঠে গেল তাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণীর যে তরুণ পুরুষদের একাংশ, তাদের জন্য নতুন কাজ মিলবে। নাস্তিমান শ্রমিকদের পক্ষে তা একটা মস্ত সান্ত্বনা বই কি। টাটকা শোষণযোগ্য রক্ত-মাংসের অভাব পুঁজিপতি মহোদয়গণের হবে না, নিজেদের মৃতকে মৃত সমাধিস্থ হতেই তারা দেবে। ধরতে গেলে এ স্তোকবাক্য পুঁজিপতিরা খোঁজে নিজেদের জন্য, শ্রমিকদের জন্য নয়। যন্ত্রপাতির প্রচলনের দরুন মজুরি-খাটা শ্রমিকদের গোটা শ্রেণীটাই যদি উচ্ছেদ হয়ে যায় তবে যে পুঁজির পক্ষে সেটা সাংঘাতিক কথা, মজুরি-শ্রম ছাড়া পুঁজি যে আর পুঁজিই থাকে না!

যা হোক, ধরা যাক, যন্ত্রপাতি সরাসরি যাদের কর্মচ্যুত করে তারা, এবং এই সব কাজের জন্য যে তরুণ পুরুষদের একাংশ উৎসুক হয়ে ছিল তারা, সকলেই **নতুন কাজ পেল।** কেউ কি বিশ্বাস করবে, যে কাজ গেছে তাতে যত বেশি মজুরি মিলত এ কাজেও সে রকম মজুরি দেওয়া হবে? **সেটা অর্থশাস্ত্রের সমস্ত নিয়মের বিরোধী।** আমরা দেখেছি, কিভাবে আধুনিক যন্ত্রশিল্প সর্বদাই জটিল ও উঁচু ধরনের কাজের বদলে সরল ও নিম্ন ধরনের কাজ চালু করে।

শিল্পের এক শাখা থেকে যন্ত্রপাতির দরুন কর্মচ্যুত একরাশ শ্রমিক তাহলে কি করে অন্য শাখায় আশ্রয় পায়, যদি সে কাজ **আরো নিচু, আরো কম মজুরির** না হয়?

যন্ত্রপাতি উৎপাদনে যে-সব শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তাদের এর ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, শিল্পে মেশিনের চাহিদা ও ব্যবহার বেড়ে যাওয়া মাত্র যন্ত্রপাতির সংখ্যা অপরিহার্যভাবে বেড়েই চলবে, সুতরাং যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেড়ে যাবে, সেই হেতু বাড়বে যন্ত্রপাতির উৎপাদনে শ্রমিক নিয়োগ; তাছাড়া, শিল্পের এই শাখায় নিযুক্ত শ্রমিকরা সুনিপুণ, এমন কি শিক্ষিত।

আগে বরং এই উক্তিতে অর্ধেকটা সত্য ছিল, কিন্তু ১৮৪০ সালের পর

থেকে কথাটিতে সত্যের লেশও আর নেই, কারণ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শাখাতে হুবহু সুতো কারখানার মতোই ক্রমাগত বহুকর্মক্ষম যন্ত্রাদি প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং মেশিন উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকরা অতি জটিল মেশিনের তুলনায় কেবল অতি সরল একটা মেশিনের ভূমিকাই পালন করতে পারে।

কিন্তু মেশিন প্রবর্তনের দরুন যে লোকটি বরখাস্ত হয়, তার বদলে হয়ত কারখানা **তিনটি** শিশু ও **একজন** নারী নিযুক্ত করে! এই তিনজন শিশু ও একজন নারীর পক্ষে পুরুষের মজুরিই কি যথেষ্ট নয়? বংশ সংরক্ষণ ও সংবর্ধনকল্পে ন্যূনতম মজুরিটাই কি যথেষ্ট নয়? তাহলে বুর্জোয়াদের এই প্রিয় বুলিটি কি প্রমাণ করল? শুধু এই প্রমাণ করল যে, **একটি** শ্রমিক পরিবারের জীবিকা সংস্থানের জন্য এখন চারগুণ শ্রমিককে জীবনপাত করতে হচ্ছে।

সংক্ষেপে দাঁড়ায়: **উৎপাদনশীল পুঁজি যতই বেড়ে যায়, শ্রম-বিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলনেরও ততই প্রসার ঘটে। আবার, শ্রম-বিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলন যতই বেড়ে চলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ততই বাড়ে, মজুরিও ততই কমে যায়।**

তাছাড়া, **সমাজের উচ্চতর স্তর** থেকেও শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়; ক্ষুদে শিল্পপতি এবং ক্ষুদে লভ্যাংশজীবীরাও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে চাওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকে না। এইভাবে কর্মপ্রার্থীদের বাড়ানো হাতের অরণ্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়, আর হাতগুলি কিন্তু হতে থাকে আরও কৃশ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদে শিল্পপতি যে টিকতে পারে না তা স্বতঃস্পষ্ট কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে ক্রমবর্ধনশীল মাত্রায় উৎপাদন করা, অর্থাৎ বড় শিল্পপতি হওয়া, ক্ষুদে নয়।

পুঁজির আয়তন ও সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ে, পুঁজি যত বাড়ে, পুঁজির সুদ সেই পরিমাণে কমে যায়; কাজেই, ক্ষুদে লভ্যাংশজীবী আর তার সুদের উপর নির্ভর করতে পারে না, শিল্পের মধ্যে তাকে ঢুকে পড়তে হয়, ফলে ক্ষুদে শিল্পপতিদের সংখ্যা বাড়ায় এবং তাতে করে বাড়ায় প্রলেতারিয়েতভুক্ত হবার প্রার্থীদের সংখ্যা। এই সমস্ত কথা আরও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়ই।

পরিশেষে, উপরে বর্ণিত গতিবিধির চাপে পুঁজিপতিরা যেহেতু বাধ্য হয় পূর্ব থেকে বিদ্যমান বৃহদাকার উৎপাদনের উপকরণগুলিকে ক্রমবর্ধনশীল মাত্রায় নিয়োগ করতে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রেডিটের সমস্ত উৎসকে সক্রিয় করে তুলতে — তাই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় শিল্পজগতের ভূমিকম্প, যখন বাণিজ্য জগৎ তার কতকাংশ ধন ও উৎপন্ন দ্রব্য, এমন কি কিছুটা উৎপাদন-শক্তি পর্যন্ত পাতালপুরীর দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করেই কেবল নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় — এক কথায় **সংকট** বৃদ্ধি পায়। ঘন ঘন সেগুলো দেখা দেয় এবং ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে, অন্য কথা ছেড়ে দিলেও অন্তত এই কারণে যে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণে ও সেই হেতু প্রসারিত বাজারের চাহিদা যত বাড়ে বিশ্ব-বাজার ততই সঙ্কুচিত হতে থাকে, শোষণযোগ্য নতুন বাজারের সংখ্যা ক্রমাগত কমে আসে, কারণ আগের প্রতিটি সংকটেই বিশ্ব বাণিজ্যের দখলে এসেছে নতুন নতুন অথবা তখনো পর্যন্ত যথাসাধ্য শোষণ না করা বাজার। কিন্তু পুঁজি শুধু শ্রমের ঘাড় ভেঙে বাঁচে না। অভিজাত বর্বর দাসমালিকের মতো সে কবরে ঢোকার সময় নিজের দাসদের শবগুলোকে, সংকটে ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পুরো অষ্টোত্তরশত বলি সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে। তাই দেখা যাচ্ছে: **পুঁজি দ্রুত বেড়ে চললে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় আরো অতুলনীয় দ্রুতগতিতে, অর্থাৎ পুঁজি যত দ্রুত বেড়ে যায় শ্রমিক শ্রেণীর উপার্জনের উৎস, জীবনধারণের উপকরণও তত বেশি কমে যেতে থাকে; তবু মজুরি-শ্রমের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা হল পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধি।**

১৮৪৭ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে
কার্ল মার্কসের বক্তৃতাবলির ভিত্তিতে তাঁর লেখা

'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকার ১৮৪৯
সালের এপ্রিল মাসের ৫-৮ ও ১১ তারিখের
২৬৪-২৬৭ ও ২৬৯ নং সংখ্যায় প্রকাশিত

এঙ্গেলসের সম্পাদনায় এবং তাঁর ভূমিকা
সম্বলিত হয়ে ১৮৯১ সালে বার্লিনে স্বতন্ত্র
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

পুস্তিকাখানার মূল জার্মান
পাঠ অনুসারে ছাপা হল

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি (১০)

লীগের (১১) প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটি

ভ্রাতৃগণ! ১৮৪৮-৪৯-এর বৈপ্লবিক বৎসর দুটিতে লীগ দুভাবে তার সার্থকতা সপ্রমাণ করেছে: প্রথমত, লীগের সভ্যরা সতেজে সর্বত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সংবাদপত্রে, ব্যারিকেডে ও সমরাঙ্গনে — সুনিশ্চিতভাবে বিপ্লবী একমাত্র যে শ্রেণী, সেই প্রলেতারিয়েতের সম্মুখ সারিতে স্থান গ্রহণ করেছেন। লীগের আরো সার্থকতা প্রমাণিত হল এইজন্য যে, আন্দোলন সম্পর্কে লীগের যে ধারণা কংগ্রেসসমূহের ও ১৮৪৭ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলারগুলিতে এবং 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে'ও বিঘোষিত হয়েছে তা-ই একমাত্র সঠিক ধারণা বলে দেখা গেল; এই সব দলিলে অভিব্যক্ত প্রত্যাশাগুলি পুরোপুরি পূর্ণ হয়ে উঠল, আজকের দিনের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা ইতিপূর্বে লীগ কর্তৃক শুধু গোপনেই প্রচার করা হত তা এখন সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত এবং প্রকাশ্যভাবে হাটে-বাজারেও প্রচারিত। সেই সঙ্গে আবার লীগের পূর্বতন দৃঢ় সংগঠন বহুল পরিমাণে শিথিল হয়ে গেছে। যে-সব সভ্য বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, গুপ্ত সমিতির দিন চলে গেছে এবং শুধু প্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপই এখন যথেষ্ট। পৃথক পৃথক চক্র এবং সম্প্রদায় কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শিথিল ও ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে দিয়েছে। ফলে, পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি গণতান্ত্রিক পার্টি যখন জার্মানিতে নিজেকে আরো সংগঠিত করে তুলেছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হারিয়ে বসেছে তার একমাত্র দৃঢ় পদাবস্থানটি,

খুব বেশি হলে পৃথক পৃথক অঞ্চলে আঞ্চলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত থেকেছে মাত্র, এবং এইভাবে সাধারণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণত পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন এবং নেতৃত্বাধীন। এই অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে, শ্রমিকদের স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে এবং সেই কারণে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের শীতকালেই ইয়োজেফ মল্‌কে দূতরূপে জার্মানিতে পাঠানো হয় লীগের পুনর্গঠনের জন্য। মল্-এর দৌত্যে অবশ্য কোনো স্থায়ী ফল হয় নি, অংশত তার কারণ জার্মান শ্রমিকেরা তখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে নি, এবং অংশত, বিগত মে মাসের অভ্যুত্থানের ফলে কাজ ব্যাহত হয়। মল্ নিজেই অস্ত্রধারণ করে বাডেন-পেলাট্‌নেট সেনাদলে যোগ দেন এবং মুর্গ্-এর সংঘর্ষে ১৯ জুলাই* প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যুতে লীগ তার প্রাচীনতম, সর্বাধিক সক্রিয়, সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য কর্মীদের একজনকে হারাল, হারাল এমন কর্মীকে যিনি সকল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে সক্রিয় ছিলেন এবং এর আগেও নির্দিষ্ট কার্যভার নিয়ে পরপর কয়েকটি দৌত্য বিপুল সাফল্যের সহিত পালন করেছিলেন। ১৮৪৯ সালের জুলাই-এ জার্মানি এবং ফ্রান্সে বৈপ্লবিক পার্টিগুলির পরাজয়ের পর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সকল সদস্যই আবার একত্র হন লণ্ডনে এবং নতুন বৈপ্লবিক শক্তি দিয়ে তাঁদের সংখ্যা পূরণ করে নতুন উদ্যমে লীগের পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হন।

পুনর্গঠনের কাজ শুধু কোনো দূত (emissary) দ্বারাই চালিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটি তাই মনে করে যে, যখন একটি নতুন বিপ্লব আসন্ন, যখন সেই কারণেই শ্রমিকদের পার্টিকে সর্বাধিক সংগঠিতভাবে, সর্বাধিক ঐকমত্য নিয়ে এবং যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে যাতে তাকে আবার ১৮৪৮ সালের মতো বুর্জোয়াদের কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে এবং তার লেজুড়ে পরিণত হতে না হয় — ঠিক এই মুহূর্তেই প্রতিনিধির রওনা হওয়া চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

* ১৮৮৫ সালের সংস্করণে ভুল তারিখ দেওয়া হয়; এটি হবে ২৯ জুন। — সম্পাঃ

ভ্রাতৃগণ! পূর্বে, ১৮৪৮ সালেই আমরা আপনাদের বলেছিলাম যে, জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়ারা শীঘ্রই ক্ষমতা হাতে পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সেই নতুন অর্জিত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। আপনারা দেখেছেন একথা কত সত্য হয়েছে। বস্তুত ১৮৪৮ সালের মার্চ আন্দোলনের ঠিক পরেই বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের সংগ্রাম-সাথী শ্রমিকদের পূর্বতন নির্যাতিত অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার জন্য। যদিও মার্চে যে সামন্ততান্ত্রিক তরফকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল সেটার সঙ্গেই আবার মিলিত না হয়ে, এমন কি শেষ পর্যন্ত সেই সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রী তরফেরই হাতে আবার ক্ষমতা সমর্পণ না করে বুর্জোয়ারা এ কাজ করতে পারে নি, তবু তারা নিজেদের জন্য এমন বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যার ফলে, শেষ পর্যন্ত, সরকারের আর্থিক দায়গ্রস্ত অবস্থার জন্য তাদের হাতেই ক্ষমতা এসে পড়বে, তাদের সকল স্বার্থই সংরক্ষিত হবে, যদি এখন ইতিমধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন একটা তথাকথিত শান্তিপূর্ণ বিকাশের রূপ গ্রহণ করতে পারে। নিজেদের শাসনকে নিরাপদ করার জন্য জনগণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা নিজেদের ঘৃণিত করে তোলার দরকারও বুর্জোয়াদের হবে না, কারণ সে ধরনের বলপ্রয়োগ-ব্যবস্থা সবই সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবিপ্লব আগেই গ্রহণ করেছে। অবশ্য ঘটনাবলির বিকাশ ঠিক এই শান্তিপূর্ণ পথ ধরে চলবে না। বরং, সে বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে যে বিপ্লব তা প্রত্যাসন্ন, তা সে ফরাসী প্রলেতারিয়েতের কোনো স্বাধীন অভ্যুত্থানের দ্বারাই উদ্দীপিত হোক বা বৈপ্লবিক ব্যাবিলনের (১২) বিরুদ্ধে পবিত্র মিত্রালীর (১৩) আক্রমণের মধ্যে দিয়েই আসুক।

এবং এই ভূমিকা, জনগণের বিরুদ্ধে অতি বিশ্বাসঘাতকতার এই যে ভূমিকা জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়ারা গ্রহণ করেছিল ১৮৪৮ সালে, আসন্ন বিপ্লবে তাই গ্রহণ করবে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা; ১৮৪৮ সালের পূর্বে উদারপন্থী বুর্জোয়ারা যে স্থান অধিকার করেছিল, বিরোধীদের মধ্যে সেই একই স্থান আজ অধিকার করে আছে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা। এই তরফ, এই গণতান্ত্রিক তরফ পূর্বতন উদারপন্থীদের তুলনায় শ্রমিকদের কাছে অনেক বেশী বিপজ্জনক এবং এর মধ্যে রয়েছে তিনটি উপাদান:

১। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সর্বাধিক অগ্রসর অংশ, যারা অবিলম্বে সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার লক্ষ্য অনুসরণ করে। এই অংশটির প্রতিনিধিত্ব করছে এককালের বার্লিনের আপোসকারীরা, কর-প্রতিরোধকারীরা (tax resisters)।

২। গণতন্ত্রী নিয়মতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা; এদের পূর্বতন আন্দোলনে প্রধান লক্ষ্য ছিল অল্পবিস্তর গণতান্ত্রিক ফেডারেল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, যা লাভের জন্য চেষ্টা হয়েছিল এদের প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের বামপন্থীদের দ্বারা, পরে স্টুটগার্ট পার্লামেন্টের মধ্যে, আর রাইখ সংবিধানের (১৪) জন্য অভিযানে এদের নিজেদের দ্বারাই।

৩। প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা, এদের আদর্শ সুইজারল্যাণ্ডের ধরনের একটি জার্মান ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র; তারা এখন নিজেদের লাল ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বলে আখ্যা দেয়, কেননা তারা ছোট পুঁজির উপর থেকে বৃহৎ পুঁজির এবং ছোট বুর্জোয়াদের উপর থেকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের চাপের বিলোপ সাধনের সাধু ইচ্ছা পোষণ করে। এই উপদলের প্রতিনিধিরাই ছিল গণতান্ত্রিক কংগ্রেস এবং কমিটিসমূহের সভ্যরা, গণতান্ত্রিক সমিতিগুলির নেতারা এবং গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকেরা।

এখন নিজেদের পরাজয়ের পরে এই সব অংশই নিজেদের প্রজাতন্ত্রী বা লাল নামে অভিহিত করছে, ঠিক যেমন ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা এখন নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে। ভুর্টেমবের্গ, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি যে সকল অঞ্চলে এরা এখনো নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিজেদের লক্ষ্য অনুসরণ করার সুবিধা পাচ্ছে সেখানে এরা এই সুযোগে এদের পুরানো বুলি বজায় রাখছে ও তারা যে কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি একথা কাজে প্রমাণ করছে। উপরন্তু এ কথাও পরিষ্কার যে, তাদের পরিবর্তিত নাম শ্রমিকদের প্রতি তাদের মনোভাবের তিলমাত্র অদলবদল সূচিত করে না, শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে, বুর্জোয়ারা স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়াতে এরা এখন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং প্রলেতারিয়েতের সমর্থন পাবার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছে।

জার্মানিতে পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক তরফ খুবই শক্তিশালী। এই তরফের মধ্যে শুধু যে শহরগুলির বুর্জোয়া অধিবাসীদের অধিকাংশ, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষুদে মানুষেরা এবং গিল্ড-কর্তারাই রয়েছে তা নয়; এদের

সমর্থকদের মধ্যে কৃষকদেরও এবং যে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত আজো শহরের স্বাধীন প্রলেতারিয়েতের সমর্থন পায় নি তাদেরও এরা গণনা করে থাকে।

পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে বৈপ্লবিক শ্রমিক তরফের সম্পর্ক হল এই: যে অংশটাকে এ তরফ উচ্ছেদ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে এদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েই এটা অভিযান করে, যে সব কাজের দ্বারা এরা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের অবস্থান সংহত করার চেষ্টা করে, এই তরফ বিরোধিতা করে এদের সেই সব কাজের।

বিপ্লবী প্রলেতারিয়ানদের স্বার্থে সমগ্র সমাজকে আমূল পরিবর্তিত করার বাসনা দূরের কথা, গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা সামাজিক পরিস্থিতিতে সেইটুকু পরিবর্তনের জন্যই সচেষ্ট যাতে বর্তমান সমাজব্যবস্থাটাই তাদের পক্ষে যথাসম্ভব সহনীয় ও আরামপ্রদ হতে পারে। তাই তারা সর্বোপরি দাবি করে আমলাতন্ত্র ছাঁটাই করে এবং বৃহৎ ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের উপর প্রধান প্রধান করগুলির ভার চাপিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সঙ্কোচসাধন। এ ছাড়াও তারা দাবি করে সরকারী ঋণদান-সংস্থার মাধ্যমে এবং সুদখোরির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দ্বারা স্বল্প পুঁজির উপর বৃহৎ পুঁজির চাপের বিলোপ; এর ফলে পুঁজিপতিদের পরিবর্তে স্বয়ং রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে নিজেদের এবং কৃষকদের জন্য দাদন পাওয়া সম্ভব হবে; তারা সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ বিলুপ্তি মারফত গ্রামাঞ্চলে বুর্জোয়া সম্পত্তি-সম্পর্কের প্রবর্তনও দাবি করে থাকে। এগুলি সম্পাদনের জন্য যেখানে তাদের নিজেদের এবং তাদের মিত্র কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো তাদের প্রয়োজন — তা সে নিয়মতান্ত্রিক হোক বা প্রজাতান্ত্রিক হোক; এমন একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় কাঠামোও তাদের দরকার যাতে বারোয়ারি সম্পত্তিগুলির উপর এবং আমলারা এখন যে সব কর্ম সম্পাদনের অধিকারী সেগুলির একাংশের উপর তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাদের মতে অংশত উত্তরাধিকারের স্বত্বকে খর্ব করে এবং অংশত যতগুলি সম্ভব কাজকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে পুঁজির আধিপত্য এবং দ্রুত বৃদ্ধি প্রতিহত করতে হবে। আর শ্রমিকদের ব্যাপারে, তারা যে পূর্বের মতোই মজুরি-খাটা শ্রমিক থাকবে, সর্বোপরি এ বিষয়ে তারা সুনিশ্চিত কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গেই গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের জন্য কেবল চায় বেশি মজুরি ও আরো নিরাপদ জীবন; অংশত রাষ্ট্রের অধীনে কর্মসংস্থান দিয়ে, অংশত দাতব্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তা অর্জন করার আশা পোষণ করে তারা। সংক্ষেপে, এরা কমবেশী গোপন ভিক্ষা দিয়ে শ্রমিকদের বশীভূত করার এবং সাময়িকভাবে তাদের অবস্থা সহনীয় করে তুলে তাদের বৈপ্লবিক শক্তিকে ভেঙে দেবার আশা করে। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত এই দাবিগুলি সব কয়টি অংশ একই সময়ে উত্থাপন করে না, এদের খুব অল্পসংখ্যক সদস্যই এই দাবিগুলিকে সমগ্রভাবে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বলে মনে করে। এদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ বা অংশগুলি যতই এগিয়ে যাবে, ততই তারা এই দাবিগুলির বেশীর ভাগটা নিজস্ব দাবিরূপে গ্রহণ করতে থাকবে; এবং যে অল্পসংখ্যক লোক উল্লিখিত দাবিগুলিকে নিজেদের কর্মসূচী বলেই মনে করে তাদের হয়তো বিশ্বাস যে, বিপ্লবের কাছে সর্বাধিক যা প্রত্যাশা করা চলে তার সব কিছুই এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের তরফের কাছে এই সব দাবি কোনক্রমেই পর্যাপ্ত নয়। যেখানে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা চায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ও সেই সঙ্গে বড় জোর উপরোক্ত দাবিগুলিকে হাসিল করা, সেখানে আমাদের স্বার্থ এবং আমাদের কর্তব্য হল বিপ্লবকে স্থায়ী করে তোলা, — যতদিন না সমস্ত কমবেশী অস্তিমান শ্রেণীগুলি তাদের আধিপত্যের আসন থেকে অপসারিত হচ্ছে; যতদিন না প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করছে এবং শুধু একটি দেশে নয়, পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান দেশে প্রলেতারীয় সঙ্ঘ এতটা এগিয়ে যাচ্ছে যে এই সব দেশের প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে, আর অন্তত প্রধানতম উৎপাদন-শক্তিসমূহ প্রলেতারিয়ানদের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত মালিকানার অদলবদল নয় — ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপই, শ্রেণীবিরোধকে মোলায়েম করা নয় — শ্রেণীসমূহেরই বিলোপ, বর্তমান সমাজের উন্নতিসাধন নয় — নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবের পরবর্তী ক্রমবিকাশের মধ্যে জার্মানিতে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে কিছু কালের জন্য প্রাধান্য লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, এদের সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর, বিশেষ করে লীগের মনোভাব কী হবে:

১। বর্তমান যে অবস্থায় পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও নিপীড়িত হচ্ছে সেই অবস্থা চলতে থাকার সময়;

২। পরবর্তী যে বৈপ্লবিক সংগ্রামে তারা প্রধান হয়ে উঠবে সেই সময়;

৩। সে সংগ্রামের পর উচ্ছেদ-করা শ্রেণীগুলির উপর এবং প্রলেতারিয়েতের উপর এদের প্রাধান্যের সময়ে।

১। বর্তমানে, যখন গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা সর্বত্র নিপীড়িত, তখন তারা সাধারণভাবে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঐক্যের এবং আপোসের কথা প্রচার করে, তারা প্রলেতারিয়েতের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং যাতে গণতান্ত্রিক পার্টির ভিতরকার সব রকমের মতের স্থান হতে পারে এমন একটি বৃহৎ প্রতিপক্ষ পার্টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, অর্থাৎ, শ্রমিকদের তারা এমন একটি পার্টি সংগঠনের মধ্যে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে যেখানে সাধারণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বুলির প্রাধান্য আর তার আড়ালে লুকানো থাকে তাদের বিশেষ স্বার্থসমূহ, যেখানে পরম আদরের শান্তির খাতিরে প্রলেতারিয়েতের বিশেষ দাবিগুলি হাজির না করাই ভালো। এই ধরনের মিলন কেবল তাদেরই কাছে সুবিধাজনক, আর প্রলেতারিয়েতের কাছে পুরোপুরিই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে প্রলেতারিয়েত তার সমস্ত স্বাধীন ও কষ্টার্জিত অবস্থান হারাবে এবং পুনরায় সরকারী বুর্জোয়া ডেমোক্রাসির লেজুড়ে পরিণত হবার পর্যায়ে নেমে যাবে। অতএব, এ মিলনকে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে বাতিল করা প্রয়োজন। সমস্বরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের স্তবগানের জন্য আনত হবার পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীকে, এবং সর্বোপরি লীগকে সরকারী গণতন্ত্রীদের পাশাপাশি শ্রমিক পার্টির একটি স্বতন্ত্র, গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন গড়ার জন্য অবশ্যই আত্মনিয়োগ করতে হবে; তাদের প্রতিটি শাখাকে শ্রমিক সমিতিসমূহের কেন্দ্রস্থল এবং কোষকেন্দ্রে পরিণত করতে হবে, যেখানে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করা হবে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে স্বাধীনভাবে। সমান শক্তি ও সমান অধিকার নিয়ে প্রলেতারিয়ানরা যেখানে তাদের পাশাপাশি দাঁড়াবে এমন মৈত্রী গড়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা যে কতদূরে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তা দেখা যাবে ব্রেস্‌লাউ-এর গণতন্ত্রীদের ক্ষেত্রে, যারা তাদের মুখপত্র 'Neue Oder-Zeitung' পত্রিকায় (১৫) স্বাধীনভাবে

সংগঠিত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে সক্রোধে, এদের তারা বলে সমাজতন্ত্রী। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সম্মিলনী প্রয়োজন হয় না। তেমন কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যখনই প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করতে হয় তখনই দুই তরফের স্বার্থ সেই সময়টুকুর জন্য মিলে যায়। অল্পকালের এই সম্পর্ক অতীতের মতনই ভবিষ্যতেও আপনা থেকে গড়ে উঠবে। পূর্বতন সকল সংগ্রামের মতো আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেও প্রধানত শ্রমিকদেরই যে সাহস, দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের দ্বারা বিজয় অর্জন করতে হবে — একথা স্বয়ংসিদ্ধ। অতীতের মতো এই সংগ্রামেও পেটি বুর্জোয়া জনসমষ্টি যতদিন সম্ভব দ্বিধাগ্রস্ত, অস্থিরমতি ও নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং তারপর লড়াই নিষ্পত্তি হওয়ামাত্রই অর্জিত জয়কে আত্মসাৎ করবে, আর শান্তিরক্ষার জন্য ও কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করবে শ্রমিকদের, তথাকথিত আধিক্য নিবারণের ব্যবস্থা করবে এবং অর্জিত জয়ের ফল লাভ করার ব্যাপারে প্রলেতারিয়েতের পথ রোধ করে দাঁড়াবে। এ কাজ থেকে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নিরস্ত করা শ্রমিকদের সাধ্যায়ত্ত নয়, কিন্তু সশস্ত্র প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে প্রাধান্যলাভ এদের পক্ষে কঠিন করে তোলা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের শাসনের মধ্যে তার প্রারম্ভ থেকেই যাতে পতনের বীজ নিহিত থাকে ও পরে প্রলেতারিয়েতের শাসন মারফত তাদের বহিষ্কারের পথ যাতে প্রভূত পরিমাণে সুগম হয়ে পড়ে এমন শর্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শ্রমিক শ্রেণীর আয়ত্তের মধ্যে। সর্বোপরি, সংঘর্ষের সময় এবং সংগ্রামের অব্যবহিত পরে, আদৌ যতটা সম্ভব, ঝড় শান্ত করার বুর্জোয়া প্রচেষ্টাকে শ্রমিকদের প্রতিহত করতে হবে এবং গণতন্ত্রীদের বাধ্য করতে হবে বর্তমান সন্ত্রাসবাদী বচনগুলিকে কার্যকর করে তুলতে। শ্রমিক শ্রেণীর কাজকর্ম এমন লক্ষ্য অনুসারে চালাতে হবে, যাতে বিজয়লাভের অব্যবহিত পরে প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক উত্তেজনা পুনরায় অবদমিত না হয়ে পড়ে। উল্টে, যথাসম্ভব দীর্ঘকাল এ উত্তেজনা উজ্জীবিত রাখতে হবে। তথাকথিত বাড়াবাড়ির ঘৃণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বা শুধু জঘন্য স্মৃতিবিজড়িত সরকারী ভবনগুলির উপর জনগণের প্রতিহিংসার এই সব ঘটনার বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, সেগুলিকে শুধু সহ্য করা নয়, সেগুলির নেতৃত্ব দেওয়ার কাজও হাতে তুলে নিতে হবে। সংগ্রামের সময়ে এবং সংগ্রামের পরেও প্রতিটি সুযোগে

বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের দাবির পাশাপাশি তুলে ধরতে হবে শ্রমিকদের নিজস্ব দাবিগুলিকে। গণতন্ত্রী বুর্জোয়ারা শাসন হাতে নেওয়া শুরু করামাত্র বিভিন্ন নিশ্চয়তা দাবি করতে হবে শ্রমিকদের জন্য। দরকার হলে বলপ্রয়োগেই এই সব নিশ্চয়তা আদায় করতে হবে এবং সাধারণভাবে দেখতে হবে যাতে নতুন শাসকরা সম্ভাব্য সকল সুবিধা এবং প্রতিশ্রুতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, এই হচ্ছে তাদের বেকায়দায় ফেলার সবচেয়ে নিশ্চিত পথ। প্রতিটি জয়যুক্ত রাস্তার লড়াইয়ের পর যে বিজয়োন্মাদনা দেখা দেয় এবং নতুন ব্যবস্থার প্রতি যে উৎসাহের সঞ্চার হয়, তাকে সর্বপ্রকারে যতদূর সম্ভব সংযত রাখতে হবে পরিস্থিতির শান্ত ও নিরাসক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং নতুন সরকারের প্রতি প্রকাশ্য অবিশ্বাস দেখিয়ে। নবগঠিত সরকারী শাসনসংস্থাগুলির পাশাপাশি যুগপৎ তাদের নিজস্ব বৈপ্লবিক শ্রমিক শাসনসংস্থাসমূহ গঠন করতে হবে — হয় পৌর কমিটি ও পৌর পরিষদের আকারে, না হয় শ্রমিক ক্লাব বা শ্রমিক কমিটির আকারে, যাতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসনসংস্থাগুলি অবিলম্বেই শুধু শ্রমিকদের সমর্থন হারায় তা নয়, শুরু থেকেই যেন তারা দেখে যে, সমগ্র শ্রমিক জনগণ কর্তৃক সমর্থিত এক কর্তৃপক্ষ তাদের উপর তত্ত্বাবধান চালাচ্ছে ও তাদের বিপন্ন করছে। এক কথায়, বিজয়লাভের প্রথম মুহূর্তটি থেকে বিজিত প্রতিক্রিয়াশীলতার তরফের বিরুদ্ধে আর নয়, শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বতন সহযোগীদের বিরুদ্ধে, যে পার্টিটি সাধারণ জয়লাভের ফল একাই আত্মসাৎ করতে চায় তার বিরুদ্ধেই অবিশ্বাস চালিত করা প্রয়োজন।

২। কিন্তু বিজয়লাভের প্রথম মুহূর্ত থেকে শ্রমিকদের প্রতি এই যে তরফটির বিশ্বাসঘাতকতা শুরু হবে, সতেজে ও ত্রাস জাগানোর মতো করে তার বিরোধিতা করতে হলে শ্রমিকদের সশস্ত্র এবং সংগঠিত হতে হবে। রাইফেল, বন্দুক, কামান এবং গোলাবারুদ দিয়ে সমগ্র প্রলেতারিয়েতকে অস্ত্রসজ্জিত করার কাজ করতে হবে অবিলম্বে এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত পুরনো নাগরিক রক্ষিদলের পুনরুজ্জীবন প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি যেখানে সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই শ্রমিকদের নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রলেতারীয় রক্ষিদলরূপে সংগঠিত হবার চেষ্টা করতে হবে, তাতে অধিনায়কদের তারা নিজেরা নির্বাচিত করবে, তাদের নিজেদের

পছন্দমতোই এর সেনাপতিমণ্ডলী গঠিত হবে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে নয়, শ্রমিকদেরই সৃষ্ট বৈপ্লবিক সমাজ পরিষদগুলির অধীনে তারা থাকবে। রাষ্ট্রের ব্যয়ে যেখানে শ্রমিকেরা নিযুক্ত, সেখানে শ্রমিকদের দেখতে হবে যাতে তারা সশস্ত্র ও সংগঠিত হয় নিজেদের বাছাই করা অধিনায়কদের পরিচালনাধীন স্বতন্ত্র বাহিনীতে অথবা প্রলেতারিয়ান রক্ষিদলের অংশরূপে। কোনো অছিলা-অজুহাতেই অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করা চলবে না এবং নিরস্ত্রীকরণের যে কোনো প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিতে হবে — প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগে। শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাব ধ্বংস করা, অবিলম্বে শ্রমিকদের স্বাধীন ও সশস্ত্র সংগঠন সৃষ্টি করা, এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অপরিহার্য ক্ষণস্থায়ী শাসনের উপর যতদূর সম্ভব কঠোর ও বিপন্নকারী শর্ত আরোপ করা — এই প্রধান কয়েকটি কথা আসন্ন অভ্যুত্থানের সময় এবং তার পরে প্রলেতারিয়েত তথা লীগকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩। নতুন শাসনসংস্থাগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠা কিছুটা সংহত করামাত্র সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম। সে অবস্থায় সতেজে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সমর্থ হতে হলে ক্লাবসমূহে শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত এবং কেন্দ্রীভূত হওয়াই সর্বোপরি প্রয়োজন। বর্তমান শাসনসংস্থাগুলি উচ্ছেদ হবার পর, যথা সম্ভবসত্বর কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মানিতে চলে যাবে, অবিলম্বে কংগ্রেস আহ্বান করবে এবং এই কংগ্রেসে পেশ করবে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের অধীনে শ্রমিকদের ক্লাবগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলি। শ্রমিকদের পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির অন্যতম হবে শ্রমিকদের ক্লাবগুলির মধ্যে কমপক্ষে প্রদেশগত সংযোগের দ্রুত সংগঠন; বর্তমান শাসনসংস্থাসমূহের উচ্ছেদের অব্যবহিত পরিণতি হবে একটি জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন। এক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতকে দেখতে হবে:

(এক) — স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারী কর্তাদের কোনো অছিলায়, অথবা তাদের কোনো কূটকৌশলে শ্রমিকদের কোনো অংশকেই যেন নির্বাচন থেকে বাদ না দেওয়া হয়।

(দুই) — সর্বত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রী নির্বাচনপ্রার্থীর পাশাপাশি যেন শ্রমিকদের নির্বাচনপ্রার্থী দাঁড় করানো হয়; যেন এই সব প্রার্থী যথাসম্ভব লীগেরই সভ্য হয়; এবং সকল সম্ভাব্য উপায়ে তাদের নির্বাচনকর্মে যেন সহায়তা করা হয়। এমন কি যেখানে নির্বাচিত হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনাই নেই সেখানেও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য, নিজেদের শক্তির পরিমাপ করার জন্য, এবং জনসাধারণের কাছে নিজেদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পার্টির বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য শ্রমিকদের নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে। এ কাজের ফলে গণতান্ত্রিক দলে বিভেদ আসবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের জয়লাভের সুযোগ হবে — গণতন্ত্রীদের এই ধরনের বুলির দ্বারা শ্রমিকরা যেন এ বিষয়ে কিছুতেই নিজেদের পথভ্রষ্ট হতে না দেয়। এ সব বুলির আখেরী উদ্দেশ্য হল প্রলেতারিয়েতকে প্রতারিত করা। প্রতিনিধি পরিষদে সামান্য কয়জন প্রতিক্রিয়াশীলের উপস্থিতির ফলে যে অসুবিধা হওয়া সম্ভব তার চেয়ে এই ধরনের স্বাধীন কাজের ভিতর শ্রমিক পার্টির যে অগ্রগতি ঘটতে বাধ্য তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র যদি দৃঢ়চিত্তে ও সন্ত্রাস চালিয়ে এগিয়ে আসে, তবে নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব পূর্বাহ্নেই বিনষ্ট হবে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা সর্বপ্রথম যে বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবে তা হল সামন্ততন্ত্রের বিলোপসাধন। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের মতোই পেটি বুর্জোয়ারা সামন্তপ্রভুদের জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেবে মুক্ত সম্পত্তি হিসেবে, অর্থাৎ, গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের জিইয়ে রেখে তারা একটা পেটি-বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করতে চাইবে, যাদের চলতে হবে ঋণ ও দারিদ্র্যের সেই চক্রে, যার মধ্য দিয়ে ফরাসী কৃষক আজও চলছে।

গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে এবং নিজেদের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীকে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করতে হবে। তাদের দাবি তুলতে হবে যে, বাজেয়াপ্ত সামন্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে থাকুক, এই সম্পত্তি পরিণত করা হোক শ্রমিকদের উপনিবেশে, বৃহদায়তন কৃষির সকল সুবিধাসহ সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতকে দিয়ে এখানে কৃষিকর্ম চলুক; এরই ভিতর

দিয়ে টলায়মান বুর্জোয়া মালিকানা সম্পর্কের মাঝে সাধারণের মালিকানার নীতি অবিলম্বে একটা দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যাবে। গণতন্ত্রীরা যেমন কৃষকদের সঙ্গে জোট বাঁধে, শ্রমিকদেরও তেমনি মিলতে হবে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে (১৬)। উপরন্তু, গণতন্ত্রীরা সরাসরি একটি ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের জন্য চেষ্টা করবে, আর যদি বা তারা একটি একক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র এড়াতে না পারে তাহলে তারা অন্ততপক্ষে কমিউনিটিসমূহ* ও প্রদেশগুলির জন্য যতটা সম্ভব বেশি স্বায়ত্তশাসন ও স্বাতন্ত্র্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে পঙ্গু করে রাখতে চেষ্টা করবে। এই পরিকল্পনার বিপক্ষে শ্রমিকদের একটি একক, অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্রের জন্যই শুধু নয়, সে প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের হাতে সমস্ত ক্ষমতা সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রীভূত করার জন্যও লড়াই করা দরকার। কমিউনিটিগুলির জন্য স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বুলিতে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না। জার্মানির মতো একটি দেশে, যেখানে এখনও বিদ্যমান মধ্যযুগের অনেক অবশিষ্টাংশকেই নিশ্চিহ্ন করতে হবে, যেখানে এখনও এত বেশি স্থানীয় ও প্রাদেশিক গোঁড়ামি বিচূর্ণ করতে হবে, সেখানে যে-বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা একমাত্র কেন্দ্র থেকেই পূর্ণোদ্যমে চালানো সম্ভব, তার পথে প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি নগর ও প্রতিটি প্রদেশকে কোনো অবস্থাতেই নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেওয়া চলে না। বর্তমান অবস্থাটা ফের মাথা চাড়া দেবে, একই অগ্রগতির জন্য প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক প্রদেশে পৃথকভাবে লড়তে হবে জার্মানদের, এ সহ্য করা চলে না। সম্প্রদায়গত মালিকানা অর্থাৎ মালিকানার যে রূপটা আজো আধুনিক ব্যক্তিগত মালিকানার পিছনে পড়ে আছে এবং যা তৎপ্রসূত ধনী ও গরিব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কলহসহ সর্বত্রই অনিবার্যরূপে ঐ ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিণত হচ্ছে, এবং যে সম্প্রদায়গত দেওয়ানি আইন শ্রমিকদের ঠকায় ও রাষ্ট্রীয় নাগরিক আইনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত, সেগুলোকে একটা

---

* কমিউনিটি (Community) — শহরের মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রাম্য-সমাজ উভয়ই জড়িয়ে এখানে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

তথাকথিত মুক্ত সম্প্রদায়গত সংবিধান দিয়ে চিরস্থায়ী করা হবে — এটা তো বরদাস্ত করা চলে না একেবারেই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্সের মতো আজকের জার্মানিতেও প্রকৃত বৈপ্লবিক পার্টির কাজ হল কঠোরতম কেন্দ্রীকরণের প্রবর্তন।*

গণতন্ত্রীরা কিভাবে আগামী আন্দোলনের সময় ক্ষমতা হাতে পাবে এবং কিভাবে তারা অল্পবিস্তর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থা প্রস্তাব করতে বাধ্য হবে — তা দেখা গেল। প্রশ্ন উঠবে যে, এর উত্তরে শ্রমিকদের কোন্ কোন্ ব্যবস্থা প্রস্তাব করা উচিত। অবশ্য, আন্দোলনের প্রারম্ভে শ্রমিকেরা কোন বিশুদ্ধ কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারে না। কিন্তু তাদের পক্ষে সম্ভব:

---

* আজ অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এই অনুচ্ছেদটির মূলে ছিল একটা ভুল সমীক্ষা। বোনাপার্টপন্থী ও উদারনীতিক ইতিহাস-মিথ্যাকারকদের দৌলতে সেই সময় অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হত যে, ফ্রান্সের কেন্দ্রীকৃত শাসনযন্ত্র মহান বিপ্লব কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়েছিল, বিশেষ করে রাজতান্ত্রিক ও ফেডারেলপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং বহিঃশত্রুকে পরাস্ত করার জন্য অপরিহার্য ও মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কনভেন্‌শন (১৭) কর্তৃক কার্যকর করা হয়েছিল এই যন্ত্র। এখন কিন্তু একথা সুবিদিত যে, আঠারোই ব্রুমেয়ার (১৮) পর্যন্ত সমগ্র ফরাসী বিপ্লব জুড়ে সমস্ত জেলা, মহকুমা ও কমিউনের শাসনসংস্থা গঠিত হত সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে, আর সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই সব সংস্থা কাজ করত। আমেরিকার অনুরূপ এই প্রাদেশিক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাই হয়ে ওঠে বিপ্লবের সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার, এতটা শক্তিশালী যে আঠারোই ব্রুমেয়ার কুদেতার (coup d'état) পরই নেপোলিয়ন অতি দ্রুত এর পরিবর্তে প্রবর্তন করলেন প্রিফেক্‌টদের দিয়ে শাসন পরিচালনার বন্দোবস্ত। সেই ব্যবস্থা এখনও বর্তমান, আর সেইজন্যই প্রথম থেকে এটা ছিল বিশুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতার হাতিয়ার। কিন্তু স্থানীয় ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যতটুকু পরিমাণে রাজনৈতিক, জাতীয় কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধধর্মী, ঠিক ততটুকু পরিমাণেই তা সেই সংকীর্ণমনা ক্যান্টনগত বা কমিউনগত আত্মপরতার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত — যা সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে এত ঘৃণা মনে হয়, আর দক্ষিণ জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রীরা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যাকে সারা জার্মানির চলতি ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। [১৮৮৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

১। চলতি সমাজব্যবস্থার যত বেশি সম্ভব নানা ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে, তার নিয়মিত ধারাকে ব্যাহত করতে, নিজেদের বেকায়দায় ফেলতে, এবং উৎপাদন-শক্তি, যানবাহন, কল-কারখানা এবং রেলপথগুলি যত বেশি সম্ভব রাষ্ট্রের অধীনে কেন্দ্রীভূত করতে গণতন্ত্রীদের বাধ্য করা;

২। গণতন্ত্রীরা কোনো অবস্থাতে বৈপ্লবিক পথে চলবে না, চলবে নিতান্ত সংস্কারবাদী পদ্ধতিতেই, তাই তাদের প্রস্তাবগুলিকে চরম পথে ঠেলে দিতে হবে ও সেগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রত্যক্ষ আঘাতে পরিণত করতে হবে শ্রমিকদের; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, পেটি বুর্জোয়ারা যদি রেলপথ আর কল-কারখানা কিনে নেবার প্রস্তাব করে তাহলে শ্রমিকদের দাবি করা উচিত যে, রেলপথ এবং কল-কারখানা প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পত্তি বলে রাষ্ট্র কর্তৃক বিনা ক্ষতিপূরণে সরাসরি বাজেয়াপ্ত করে নিতে হবে। গণতন্ত্রীরা আনুপাতিক করধার্যের প্রস্তাব করলে শ্রমিকদের দাবি করতে হবে ক্রমবর্ধিত করধার্যের প্রবর্তন; যদি গণতন্ত্রীরা নিজেরাই অল্পস্বল্প ক্রমবর্ধিত করধার্যের প্রস্তাব আনে, তাহলে শ্রমিকদের এমন উঁচু হারে বেড়ে চলা করধার্যের জিদ ধরতে হবে যাতে বৃহৎ পুঁজির সর্বনাশ ঘটে; যদি গণতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের ঋণ নিয়ন্ত্রণের দাবি তোলে তবে শ্রমিকদের দাবি করতে হবে রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা (state bankruptcy) ঘোষণার জন্য। এইভাবে শ্রমিকদের দাবি সর্বত্র নির্ধারিত হবে গণতন্ত্রীরা কতটা ছাড়বে ও কী ব্যবস্থা আনবে সেই অনুসারে।

জার্মান শ্রমিকেরা যদি একটা দীর্ঘ বৈপ্লবিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতে না গিয়ে ক্ষমতা দখল এবং নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থসমূহ অর্জন করতে না পারে, তবে তারা এবার অন্তত এইটুকু সুনিশ্চিত বলে জানবে যে, আসন্ন বৈপ্লবিক নাটকের প্রথম অঙ্কটি ফ্রান্সে তাদেরই স্ব-শ্রেণীর প্রত্যক্ষ জয়লাভের সঙ্গে মিলে যাবে এবং তার দ্বারা ত্বরান্বিত হবে বিপুল পরিমাণে।

কিন্তু, নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ যে কী সে বিষয়ে নিজেদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তুলে, স্বাধীন পার্টি হিসেবে যথাশীঘ্র সম্ভব নিজেদের স্থান গ্রহণ করে এবং গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের কপটবুলিতে মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হয়ে প্রলেতারীয় পার্টির স্বাধীন সংগঠনের কাজ থেকে বিরত না হয়ে তাদের নিজেদের চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য নিজেদেরই যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।

তাদের রণধ্বনি তুলতে হবে: নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব (The Revolution in Permanence)।

লন্ডন, মার্চ, ১৮৫০

১৮৫০ সালে লিফ্‌লেট আকারে বিলি করা হয়

মার্কসের 'কলোন কমিউনিস্ট মামলা সম্পর্কে রহস্যোদ্‌ঘাটন' ('Revelations about the Cologne Communst Trial'), (জুরিখ, ১৮৮৫) গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এঙ্গেলস কর্তৃক প্রকাশিত

বইখানার মূল জার্মান পাঠ অনুসারে ছাপা হল

কার্ল মার্কস

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ (১৯)

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা (২০)

এখানে পুনঃপ্রকাশিত এই রচনাটি মার্কসের সমসাময়িক ইতিহাসের অধ্যায় বিশেষকে তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে, নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রয়াস। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এ এই তত্ত্ব সমগ্র আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে মোটের উপর রূপরেখাকারে প্রযুক্ত হয়েছিল; 'Neue Rheinische Zeitung'-এ (২১) মার্কস ও আমার প্রবন্ধগুলিতে সে তত্ত্ব দৈনন্দিন রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিশ্লেষণে অনবরত ব্যবহৃত হত। অপরদিকে এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল, কয়েক বছর ধরে গোটা ইউরোপের পক্ষে যেমন সংকটসংকুল তেমনই বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক যে বিকাশ ঘটেছিল তার গতিপথের অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ খুলে দেখানো, অর্থাৎ লেখকের ধারণা অনুসারে, রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে তারই পরিণাম বলে উদ্‌ঘাটিত করা, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যা হল অর্থনৈতিক হেতু।

ঘটনা ও ঘটনামালাকে সমসাময়িক ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে **চূড়ান্ত** অর্থনৈতিক কারণের হদিশ পাওয়া কখনও সম্ভব হবে না। আজও, সংশ্লিষ্ট বিশেষ পত্রিকাগুলিতে যখন মূল্যবান মালমশলার যোগান এত বিপুল তখনও, এমন কি ইংলন্ডে বসেও, দুনিয়ার বাজারে শিল্প ও বাণিজ্যের গতিবিধি এবং উৎপাদন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটছে তার দৈনন্দিন হিসাব এমনভাবে রাখা অসম্ভব যাতে ঐসব বিচিত্র, জটিল ও নিত্য পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি থেকে — এদের মধ্যে আবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি তারা সাধারণত বহুদিন প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় থাকে, তার পরই হঠাৎ প্রচন্ড তেজে উপরিতলে আত্মপ্রকাশ করে — যে কোন মুহূর্তে

সাধারণ সিদ্ধান্ত টানা চলে। বিশেষ কোন এক পর্বের আর্থিক ইতিহাসের পরিচ্ছন্ন পর্যালোচনা কখনোও ঘটনাপ্রবাহের সমসাময়িক কালে সম্ভব নয়, সম্ভব একমাত্র পরবর্তীকালেই, মালমশলার যোগাড় ও বাছাই হয়ে যাবার পর। পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ, আর সর্বদাই তা পিছিয়ে থাকে। এ জন্য সাম্প্রতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই প্রয়োজন হয় সব থেকে নির্ধারক এই উপাদানটিকে স্থির বলে ধরা; আলোচ্য পর্বের সূচনায় যে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তাকে গোটা পর্ব জুড়েই নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মনে করা; অথবা পরিস্থিতিটার ভিতরে শুধু সেই সব পরিবর্তনকেই হিসাবের মধ্যে গণ্য করা, যেগুলি উদ্ভূত হয়েছে একান্তই সুপরিস্ফুট ঘটনাবলি থেকেই, এবং তাই যেগুলি নিজেরাও সমানই সুপরিস্ফুট। সুতরাং বস্তুবাদী পদ্ধতিকে এক্ষেত্রে প্রায়ই সীমাবদ্ধ থাকতে হয় অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে উদ্ভূত বর্তমানের সামাজিক শ্রেণীগুলি ও তাদের অংশগুলির মধ্যেকার স্বার্থসংঘাতে রাজনৈতিক সংঘাতগুলির হেতু সন্ধান করাতে এবং এই কথাটাই প্রমাণ করতে যে, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পার্টিগুলি হল ঐ সব শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশগুলিরই কমবেশী যথাযথ রাজনৈতিক প্রতিফলন।

বিচার্য প্রক্রিয়াগুলির সকলের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার সমকালীন পরিবর্তনগুলির এই অনিবার্য অবহেলা যে ভুলত্রুটির উৎস হতে বাধ্য একথা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার সকল অবস্থাতেই অনিবার্যভাবে রয়েছে ভুলের উৎস — যদিও তার জন্য কেউই তো সাম্প্রতিক ইতিহাস রচনা থেকে নিবৃত্ত হন না।

মার্কস যখন এই লেখায় হাত দেন তখন উল্লিখিত ত্রুটির উৎসটি ছিল আরোই বেশি অপরিহার্য। ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবের যুগে যে সব অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটছিল তার অনুসরণ, এমন কি তা নজরে রাখাও ঐ সময়ে একেবারেই অসম্ভব ছিল। লন্ডনে নির্বাসনের গোড়ার কয়েক মাসে, ১৮৪৯—১৮৫০ সালের শরৎ ও শীতকালেও অবস্থা একইরকম ছিল। আর ঠিক ঐ সময়েই মার্কস এই লেখা শুরু করেন। অথচ এমন সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বেকার ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিপ্লবের পরবর্তীকালে সে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস উভয়

ক্ষেত্রেই নিখুঁত জ্ঞানের দরুন তাঁর পক্ষে সম্ভব হল ঘটনাবলির অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত করে এমনভাবে তাদের এক চিত্র উপস্থিত করা যার জুড়ি এর পরে আর মেলে নি, এবং মার্কস নিজেই পরবর্তীকালে যে দুইদফা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে যা চমৎকার কৃতিত্বে উত্তীর্ণ হয়।

প্রথম পরীক্ষার উদ্ভব হয়েছিল এই ঘটনা থেকে যে, ১৮৫০ সালের বসন্তকালের পর মার্কস অর্থতত্ত্বচর্চার আবার একবার ফুরসত পেলেন, আর প্রথমেই শুরু করলেন গত দশ বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে। এর ফলে অসম্পূর্ণ মালমশলা থেকে **আধা আনুমানিক** পন্থায় তদবধি যা তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, নিছক তথ্য থেকেই তা তাঁর কাছে এবার পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল — অর্থাৎ ১৮৪৭ সালের বিশ্ববাণিজ্য সংকটই হল ফেব্রুয়ারি ও মার্চ বিপ্লবের সত্যকার জন্মদাত্রী, আর ১৮৪৮ সালের মাঝামাঝি থেকে যে শিল্পসমৃদ্ধি ক্রমশ ফিরে আসছিল এবং যার পূর্ণপরিণতি ঘটেছিল ১৮৪৯ এবং ১৮৫০ সালে, তাই ছিল পুনর্বলীয়ান ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার পুনরুজ্জীবনী শক্তি। এইটেই হল নির্ধারক ব্যাপার। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে* ('Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ökonomische Revue', হামবুর্গ, ১৮৫০-এর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ সংখ্যায় এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল) তখনও পর্যন্ত অতি শীঘ্রই বৈপ্লবিক শক্তির নতুন এক জোয়ারের প্রত্যাশা থাকলেও ১৮৫০ সালের শরৎকালে প্রকাশিত শেষ সংখ্যারূপী (মে থেকে অক্টোবর) যুগ্ম সংখ্যাটিতে মার্কস ও আমি যে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা লিখি তা চিরতরে সেই বিভ্রমের অবসান ঘটায়: 'নতুন এক বিপ্লব সম্ভব শুধু নতুন কোনও সংকটের পেছু পেছু। তবে সেই সংকটের মতনই বিপ্লবও সমান সুনিশ্চিত।'** একমাত্র এই মূলগত পরিবর্তনটুকুই করতে হয়েছিল। গোড়ার প্রবন্ধগুলিতে ঘটনা প্রবাহের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, অথবা সেখানে যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে পরিবর্তন করার মতো কিছুই ছিল না, তার প্রমাণ উল্লিখিত পর্যালোচনায় ১৮৫০-এর ১০

---

* এই খণ্ডের ৯০-১৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই খণ্ডের ২০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

মার্চ থেকে শরৎকাল পর্যন্ত বিবরণীর পূর্বানুবৃত্তি। এজন্যই আমি হালের এই নবসংস্করণে এই পূর্বানুবৃত্তিকে চতুর্থ প্রবন্ধ হিসাবে স্থান দিলাম।

দ্বিতীয় পরীক্ষাটি আরও কঠোর। ১৮৫১ সালে ২ ডিসেম্বর তারিখে লুই বোনাপার্টের কূদেতার ঠিক পরেই মার্কস ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে কিছুদিনের মতন বৈপ্লবিক পর্বের অবসানসূচক এই ঘটনাটি পর্যন্ত সময়টুকু নিয়ে ফরাসী দেশের ইতিহাস আবার নতুন করে লেখেন ('লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার', তৃতীয় সংস্করণ, হাম্‌বুর্গ, মাইস্‌নার, ১৮৮৫)। এই পুস্তিকাতে আমাদের বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত পর্বটি আরও সংক্ষেপে হলেও ফের আলোচিত হয়। বৎসরাধিক পরে যে চূড়ান্ত ঘটনা ঘটেছিল তারই আলোকে রচিত এই দ্বিতীয় উপস্থাপনের সঙ্গে আমাদেরটির তুলনা করুন — দেখা যাবে লেখককে খুব সামান্যই পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এছাড়াও আমাদের রচনাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এই কারণে যে, এইটিতেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় সেই সূত্রটি, জগতের সকল দেশের শ্রমিক পার্টি একমত হয়ে যার মারফত তাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরের দাবিটা সংক্ষেপে সংহত করেছে: উৎপাদনের উপকরণগুলির উপরে সমাজের দখল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'প্রাথমিক যে আনাড়ী সূত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায় প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক দাবিগুলি' বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে সেই 'কাজের অধিকার' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'কিন্তু কাজের অধিকারের পিছনে আছে পুঁজির উপরে আয়ত্তি; পুঁজির উপরে আয়ত্তির পিছনে আছে **উৎপাদনের উপকরণগুলি দখল করে** সেগুলিকে সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর অধীনে আনা, আর সেইহেতু মজুরি-শ্রম ও পুঁজি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেরও অবসান।'* অতএব এইখানেই সর্বপ্রথম এই একটি উপস্থাপনা রচিত হল যেটা অনুসারে আধুনিক শ্রমিক-সমাজতন্ত্র হল একদিকে সামন্ত, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া, প্রভৃতি সমাজতন্ত্রের নানাবিধ রকমফের থেকে, এবং অপরদিকে ইউটোপীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক-কমিউনিজমের তালগোল পাকান সামগ্রীসমূহের যৌথ সম্ভোগ উভয়ের থেকে সমানেই পরিস্ফুটভাবে স্বতন্ত্র। পরে মার্কস যখন সূত্রটিকে প্রসারিত করে বিনিময়ের উপকরণগুলির

* এই খণ্ডের ১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

উপরেও দখল এর অন্তর্ভুক্ত করলেন, তখন সেই সম্প্রসারণে মূল সূত্রের একটি অনুসিদ্ধান্তমাত্র প্রকাশ পেল — 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর পরে এমনিতেই যা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। ইংলন্ডে জনকয়েক পণ্ডিতমূর্খ সম্প্রতি যোগ করেছেন, 'বণ্টনের উপকরণগুলি'ও সমাজের হাতে তুলে দিতে হবে। উৎপাদন ও বিনিময়ের উপকরণগুলি থেকে স্বতন্ত্র এই বণ্টনের অর্থনৈতিক উপকরণগুলি যে কী তা এই ভদ্রলোকদের পক্ষে বলা কঠিন হবে যদি না বণ্টনের **রাজনৈতিক** উপকরণের কথাই বোঝানো হয়ে থাকে, যেমন কর অথবা জাক্‌সেন্‌ভালদ (২২) ও অন্যান্য দান সমেত দুঃস্থদের জন্য খয়রাতি। কিন্তু প্রথমত এগুলি তো ইতিমধ্যে এখনই গোটা সমাজের, হয় রাষ্ট্রের নয়ত-বা সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত বণ্টনের উপকরণ, আর দ্বিতীয়ত, ঠিক এগুলিরই অবসান আমরা চাই।

* * *

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতি ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সকলকার যা কিছু ধারণা তা ছিল পূর্বতন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার দ্বারা আচ্ছন্ন। আসলে ফ্রান্সই ১৭৮৯ থেকে গোটা ইউরোপীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল; সেখান থেকেই এখন আর একবার ছড়িয়ে পড়ল সাধারণ বৈপ্লবিক রূপান্তরের সঙ্কেতধ্বনি। কাজেই, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসে যে 'সামাজিক' বিপ্লব, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ঘোষিত হয় তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত আমাদের ধারণা যে ১৭৮৯ ও ১৮৩০ সালের প্রতিরূপগুলির স্মৃতির দ্বারা তীব্রভাবেই রঞ্জিত হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। তাছাড়া, প্যারিস অভ্যুত্থানের প্রতিধ্বনি যখন শোনা গেল ভিয়েনা, মিলান ও বার্লিনের বিজয়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানে; একেবারে রুশ সীমান্ত পর্যন্ত গোটা ইউরোপ যখন ডুবে গেল আন্দোলনের জোয়ারে; তারপর জুন মাসে যখন প্যারিসে সংঘটিত হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে ক্ষমতাদখলের জন্য প্রথম বড় লড়াই; সমস্ত দেশের বুর্জোয়ারা যখন আপন শ্রেণীর জয়লাভের ফলেই এত নাড়া খেল যে তারা আবার সদ্য-উৎখাত রাজতান্ত্রিক-

সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার কোলেই ফিরে গেল, তখন এ বিষয়ে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে আমাদের আর কোন সংশয়ই থাকা সম্ভব ছিল না যে, নির্ধারক মহাসংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, সে সংগ্রাম চালাতে হবে একটা অখন্ড, সুদীর্ঘ ও বিপদসংকুল বৈপ্লবিক পর্ব জুড়ে, কিন্তু যার একমাত্র পরিণতি ঘটবে প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত বিজয়ে।

১৮৪৯ সালের পরাজয়গুলোর পর আমরা মোটেই in partibus (২৩) অস্থায়ী হবু সরকারগুলির চারিদিকে সমবেত খেলো গণতন্ত্রের বিভ্রান্তিতে অংশ নিই নি। খেলো সেই গণতন্ত্রের ভরসা ছিল 'স্বৈরপ্রভুদের' উপরে 'জনসাধারণের' দ্রুত ও শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত জয়লাভ হবে; আমরা তাকিয়েছিলাম 'স্বৈরপ্রভুদের' অপসারণের পর এই 'জনসাধারণের' মধ্যেই প্রচ্ছন্ন পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের দিকে। খেলো গণতন্ত্র যেকোন দিন আর এক দফা অভ্যুত্থানের প্রত্যাশায় রইল; আমরা ১৮৫০ সালের শরৎকালেই ঘোষণা করেছিলাম যে, বৈপ্লবিক পর্বের অন্তত **প্রথম** অধ্যায় শেষ হয়ে গেল এবং নতুন এক দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক সংকটের আবির্ভাবের আগে আর কিছুর আশা নেই। এর জন্য বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে আমাদের একঘরে করেছিল ঠিক সেই সব লোকরাই যারা পরে প্রায় সকলেই বিসমার্কের সঙ্গে বনিবনাও করে নেয় — অবশ্য সে ঝামেলা পোয়ানোটা বিসমার্ক যতটুকু দরকার বোধ করেছিলেন ততটুকু।

ইতিহাস কিন্তু আমাদের ধারণাও ভুল প্রতিপন্ন করেছে, উদ্ঘাটিত করেছে আমাদের সেই সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটা বিভ্রম। ইতিহাস তার থেকেও বেশি কিছু করেছে: আমরা তখন যে ভ্রান্ত মত পোষণ করতাম শুধু তাকেই সেটা খন্ডন করে নি, প্রলেতারিয়েতকে যে অবস্থায় সংগ্রাম চালাতে হবে ইতিহাস তারও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছে। ১৮৪৮ সালের সংগ্রাম পদ্ধতিটা আজ সবদিক থেকেই অচল, আর এটা হল এমন এক ব্যাপার যার দিকে বর্তমান মুহূর্তে আরও ঘনিষ্ঠ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

আজ পর্যন্ত সব বিপ্লবের ফলেই একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর শাসনকে হটিয়ে তার জায়গা জুড়েছে অন্য এক শ্রেণীর শাসন; কিন্তু শাসিত জনসাধারণের তুলনায় সকল শাসক শ্রেণী এযাবৎ হয়ে এসেছে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু

অংশমাত্র। এইভাবেই একটা সংখ্যালঘু শাসক গোষ্ঠী পর্যুদস্ত হয়েছে, আর তার জায়গায় আর একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব করায়ত্ত করেছে ও নিজ স্বার্থ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ঢেলে সাজিয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই শেষোক্তরা ছিল এমন সংখ্যালঘু অংশ যারা অর্থনৈতিক বিকাশের নির্দিষ্ট মাত্রা অনুসারে শাসনভার গ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত ও আহূত হয়েছে। আর ঠিক এই কারণে, একমাত্র এই কারণেই শাসিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয় এদের উপকারার্থে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল, নয়ত-বা এ বিপ্লব মেনে নিয়েছিল শান্তভাবে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রের বাস্তব অন্তঃসারটিকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহলে এই সমস্ত বিপ্লবের সাধারণ রূপ হল এই যে, এগুলি সংখ্যালঘুদের বিপ্লব। এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে সেখানেও তারা জেনেশুনেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক যোগ দিয়েছে শুধু সংখ্যালঘুদের স্বার্থের জন্য; কিন্তু তারই জন্য, অথবা এমন কি নিতান্তই সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিষ্ক্রিয় নির্বিরোধী মনোভাবের জন্যও বোধ হয়েছে ঐ সংখ্যালঘু অংশ বুঝি-বা সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি।

সাধারণত, গোড়ার দিকের বড়রকম জয়লাভের পর বিজয়ী সংখ্যালঘুর অংশ ভাগাভাগি হয়ে যায়। এক অংশ যা পাওয়া গেল তাতেই তুষ্ট থেকেছে, অন্যেরা চেয়েছে আরও এগোতে, আর এমন সব নতুন দাবি তুলেছে যা অন্তত আংশিকভাবে বিপুল জনসাধারণের সত্যকার অথবা আপাতস্বার্থের অনুকূল। পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে এইসব অপেক্ষাকৃত র‍্যাডিকাল দাবি আসলে জোর করে কাজে পরিণত হয়েছে, কিন্তু প্রায়ই তা ক্ষণকালের জন্য; অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী তরফ ফের প্রাধান্য লাভ করে, আর যেটুকু তখন পাওয়া গিয়েছিল তা আবার পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে হারাতে হয়। পরাস্তরা তখন হৈচৈ করেছে বিশ্বাসঘাতকতার রব তুলে অথবা তাদের হারের জন্য দায়ী করেছে আপতিকতাকে। আসলে কিন্তু মোদ্দা ব্যাপার যা ঘটল তা অনেকটা এইরকম: প্রথম জয়ের ফলে অর্জিত লাভ আরো র‍্যাডিক্যাল তরফের দ্বিতীয় জয়ের দ্বারাই সুদৃঢ় হয়; এ কাজ এবং সেই সঙ্গে সে মুহূর্তে যা প্রয়োজন সেটা সম্পন্ন হবার পর র‍্যাডিক্যালপন্থীরা ও তাদের কীর্তিকলাপ রঙ্গমঞ্চ থেকে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

সপ্তদশ শতকের মহান ব্রিটিশ বিপ্লব থেকে শুরু করে বর্তমান

যুগের সকল বিপ্লবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা গেছে -- সেগুলিকে মনে হয়েছিল বৈপ্লবিক সংগ্রামমাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই এই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য মনে হয়েছিল, আরও বেশি প্রযোজ্য এই কারণে যে, কোন্ পথে সে মুক্তির সন্ধান করতে হবে ঠিক সে সম্বন্ধে কোন রকম ধারণা ১৮৪৮ সালে খুব কম লোকেরই ছিল। এমন কি প্যারিসে পর্যন্ত, প্রলেতারিয়ান সাধারণ নিজেরাও জয়লাভের পর কোন্ পথ ধরতে হবে সে সম্পর্কে তখনো ছিল পুরোপুরি অন্ধকারে। অথচ আন্দোলন চলেছে সাহজিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও অদম্য। এই কি ঠিক সেই পরিস্থিতি নয় যখন সফল হওয়ার কথা এমন একটা বিপ্লবের, যার নেতৃত্ব সংখ্যালঘুদেরই হাতে সত্য, কিন্তু এবার তা ঘটছে আর সংখ্যালঘুর স্বার্থে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠেরই প্রকৃত স্বার্থে? অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সমস্ত বৈপ্লবিক পর্বেই যদি ঠেলে এগিয়ে-আসা সংখ্যালঘুদের পক্ষে শুধু আপাতমধুর ভুয়া বাক্যজাল বিস্তার করেই বিপুল জনসাধারণকে পক্ষে টানা অত সহজ হয়ে থাকে, তবে যে সব ভাবনা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সবচেয়ে যথার্থ প্রতিফলন, যে সব চাহিদা তারা তখনও বুঝতে শেখে নি অথচ ভাসাভাসাভাবে অনুভব করেছে তারই যা স্পষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য অভিব্যক্তি, তাই দিয়ে সে জনসাধারণ কেন কম প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা দেখাবে? একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে, মোহভঙ্গ ঘটা ও নৈরাশ্যসঞ্চার হওয়ামাত্র জনসাধারণের ঐ বৈপ্লবিক মেজাজ প্রায় সব সময়েই, সাধারণত খুবই দ্রুত অবসাদে এমন কি বিরাগ-বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুয়া বাক্যজালের প্রশ্ন ছিল না, বরঞ্চ ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্যেরই একান্ত স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন — যে স্বার্থবোধ অবশ্য সে সময়ে তখনকার বিপুল সংখ্যাধিক্যের কাছে মোটেই পরিস্ফুট হয় নি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে স্বার্থ বাস্তব রূপায়ণের ভিতর দিয়ে, প্রত্যয়জনক স্পষ্টতার জোরেই তাদের কাছে যথেষ্ট প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল। আর যখন, মার্কস ১৮৫০ সালের বসন্তকালে তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধে যা [illegible] দেখান, ১৮৪৮-এর সামাজিক বিপ্লব থেকে উদ্ভূত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিকাশ প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করল বড় বুর্জোয়াদের হাতেই, তাও আবার যাদের টান ছিল রাজতন্ত্রের দিকে তাদেরই হাতে, এবং অপরদিকে সেই সমাজের অন্য সব শ্রেণীকে, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া উভয়কেই সমবেত করল

প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে, যার ফলে সম্মিলিত জয়লাভের সময়ে ও তারপরে তারা নয়, বরঞ্চ অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক প্রলেতারিয়েতকেই দাঁড়াতে হয় নির্ধারক কারিকা হিসেবে — তখন সংখ্যালঘুর বিপ্লবকে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপ্লবে রূপান্তরিত করার প্রতিটি সম্ভাবনাই কি উপস্থিত ছিল না?

আমাদের, ও যাঁরা আমাদের মতন করে চিন্তা করেছিলেন তাঁদের সকলকে ইতিহাস ভুল প্রতিপন্ন করেছে। সেটা এই কথাই পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, সে সময়ে ইউরোপীয় মূলভূমির অর্থনৈতিক বিকাশের অবস্থা বহুলাংশেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন লোপ করার উপযোগী হয়ে ওঠে নি; ইতিহাস এ কথাটি প্রমাণ করল সেই অর্থনৈতিক বিপ্লব দিয়ে যা ১৮৪৮ থেকে সমগ্র ইউরোপীয় মূলভূমিকে আঁকড়ে ধরেছে, যার ফলে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও সম্প্রতি রাশিয়াতেও বৃহৎ শিল্প সত্যই শিকড় গেড়ে বসেছে এবং জার্মানি নিশ্চিতভাবে পরিণত হয়েছে একটা প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রধান দেশে। এ সবকিছু ঘটল পুঁজিতান্ত্রিক ভিত্তিতেই, সুতরাং ১৮৪৮ সালে তার প্রসারলাভের তখনও বিপুল সম্ভাবনা বাকি ছিল। কিন্তু ঠিক এই শিল্প-বিপ্লবটাই সর্বত্র আবার শ্রেণী-সম্পর্ককে পরিস্ফুট করে তুলেছে; ম্যানুফ্যাকচারের যুগ থেকে ও পূর্বে ইউরোপে এমন কি গিল্ড্-হস্তশিল্পের সময় থেকে যে কতকগুলি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা চলে আসছিল তাকে অপসারিত করেছে; খাঁটি বুর্জোয়া ও খাঁটি বৃহদায়তন-শিল্প প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করেছে, আর তাদের টেনে এনেছে সমাজবিকাশের অগ্রভূমিতে। তাছাড়া এর ফলে এই দুই বিরাট শ্রেণীর মধ্যকার সংগ্রামটা, যার অস্তিত্ব ইংলন্ড বাদ দিলে ১৮৪৮ সালে শুধু প্যারিসে আর বড়জোর গুটিকয়েক বড় বড় শিল্পকেন্দ্রেই আবদ্ধ ছিল, তা আজ গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে ও এমন তীব্রতা লাভ করেছে যা ১৮৪৮ সালে ছিল কল্পনাতীত। তখন ছিল আপন আপন সর্বরোগহর দাওয়াই সমেত নানা সম্প্রদায়ের বহুতর ঝাপসা সুসমাচার; আর আজ রয়েছে **একটিমাত্র** সাধারণ স্বীকৃত স্ফটিকস্বচ্ছ মার্কসের তত্ত্ব, সংগ্রামের চরম লক্ষ্য যার মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে সূত্রাকারে নিবদ্ধ। তখন ছিল অঞ্চল ও জাতি অনুসারে খণ্ডিত ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনসাধারণ, একমাত্র সাধারণ দুঃখভোগের অনুভূতির দ্বারাই সংযুক্ত, অপরিণত, এবং উল্লাস থেকে হতাশার স্রোতে ইতস্তত অসহায়ভাবে

নিক্ষিপ্ত; আর আজ রয়েছে সমাজতন্ত্রীদের একক মহান আন্তর্জাতিক বাহিনী, অপ্রতিরোধ্য তার গতি, প্রতিদিনই বাড়ছে তার সংখ্যা, সংগঠন, শৃঙ্খলা, অন্তর্দৃষ্টি ও সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা। প্রলেতারিয়েতের এই প্রবল বাহিনীও যদি এখনো পর্যন্ত লক্ষ্যে পেঁছে না থাকে, একটি প্রচন্ড আঘাতে জয়লাভ দূরে থাকুক, যদি তাকে কঠিন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে ধীরে ধীরে এক এক কদম করেই অগ্রসর হতে হয়, তবে তা থেকে চূড়ান্তভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ১৮৪৮ সালে নিতান্ত এক তড়িৎ অভিযানে সমাজের রূপান্তর ঘটানো কতটা অসম্ভব ছিল।

দুই রাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি রাজতান্ত্রিক দলে বিভক্ত বুর্জোয়া (২৪), সে বুর্জোয়ার আবার চরম কাম্য হল তার আর্থিক লেনদেনের উপযোগী শান্তি ও নিরাপত্তা, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক প্রলেতারিয়েত, পরাজিত ঠিকই, কিন্তু তবু সর্বদাই ভয়াবহ, সে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে ক্রমশই দানা বাঁধছে পেটি বুর্জোয়া ও কৃষকেরা — হিংস্র অভ্যুত্থানের একটানা আশঙ্কা, যদিও তা থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনাও নেই — এই ছিল তখনকার অবস্থা; তৃতীয় এক জনের, মেকিগণতন্ত্রী দাবিদার লুই বোনাপার্টের কূদেতার জন্যই যেন বিশেষভাবে এর সৃষ্টি। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর সৈন্যদলের সহায়তায় তিনি এই উত্তেজিত অবস্থার নিরসন ঘটালেন আর ইউরোপে অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তাকে নতুন যুদ্ধবিগ্রহের একটা যুগ (২৫) আশীর্বাদ হিসেবে প্রদানের জন্য। নিচের থেকে বিপ্লবের যুগ তখনকার মতো শেষ হল; শুরু হল উপর থেকে বিপ্লবের যুগ।

তখনকার প্রলেতারিয়েতের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কত অপরিপক্ক ছিল তারই এক নতুন প্রমাণ হাজির করল ১৮৫১ সালে সাম্রাজ্যে প্রত্যাবর্তন। অথচ এরই ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবার কথা যাতে তারা পরিপক্ক হয়ে উঠতে বাধ্য। অভ্যন্তরীণ শান্তি শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন তেজী ভাবটির পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করল; সেনাবাহিনীকে ব্যাপৃত রাখা এবং বৈপ্লবিক ধারাটাকে ঘুরিয়ে বহির্মুখী করার তাগিদে পয়দা হল যুদ্ধগুলো, যার ভিতর দিয়ে 'জাতি সংক্রান্ত নীতি' (২৬) প্রতিষ্ঠার অজুহাতে বোনাপার্ট ফ্রান্সের জন্য রাজ্যগ্রাস করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। তাঁর অনুকারী

বিসমার্ক প্রাশিয়ার জন্য চালালেন সেই একই নীতি; ১৮৬৬ সালে তিনি করলেন তাঁর কুদেতা, উপর থেকে তাঁর বিপ্লব — সেটা জার্মান কনফেডারেশন (২৭) ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যতটা, প্রাশিয়ার Konfliktskammer-এর* বিরুদ্ধে তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু দুইজন বোনাপার্টের পক্ষে ইউরোপ ছিল খুবই সংকীর্ণ, আর এমনই ইতিহাসের পরিহাস যে, বিসমার্কই বোনাপার্টকে গদীছাড়া করলেন ও প্রাশিয়াধিপতি ভিলহেল্‌ম শুধু ক্ষুদে জার্মান সাম্রাজ্যেরই (২৮) নয়, ভিত্তি স্থাপন করলেন ফরাসী প্রজাতন্ত্রেরও। অবশ্য সাধারণ ফলাফল দাঁড়াল এই যে, ইউরোপে পোল্যান্ড বাদে বৃহৎ জাতিগুলির স্বাধীনতা ও অভ্যন্তরীণ ঐক্য বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। সত্য বটে এটা ঘটল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যেই, তবু তা সত্ত্বেও এতটা পরিসর জুড়ে যাতে এর পর শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের পথে জাতিগত জটিলতা আর গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে রইল না। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সমাধিখনকেরা হয়ে দাঁড়াল এই বিপ্লবের ইচ্ছাপত্রেরই কর্মনির্বাহক। আর তাদের পাশাপাশি ইতিমধ্যে বিভীষিকার মতো আবির্ভূত হল ১৮৪৮ সালের উত্তরাধিকারী, **আন্তর্জাতিকের** রূপ নিয়ে প্রলেতারিয়েত বাহিনী।

১৮৭০—১৮৭১ সালের যুদ্ধের পর বোনাপার্ট অন্তর্ধান করলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে এবং বিসমার্কের ব্রত পূর্ণ হল, যার ফলে তিনি তখন মামুলি **জাঙ্কারের** ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন করতে পারলেন। অবশ্য এই পর্বের ছেদ টানল প্যারিস কমিউন। তিয়ের কর্তৃক গোপনে প্যারিস জাতীয় রক্ষিদলের (২৯) কামান চুরির চেষ্টার ফলে একটা সার্থক অভ্যুত্থান ঘটল। আর একবার দেখা গেল যে, প্যারিসে তখন প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ছাড়া আর কোন বিপ্লব সম্ভব নয়। জয়লাভের পর ক্ষমতা একেবারে আপনা থেকেই ও সম্পূর্ণ অবিসংবাদীভাবেই গিয়ে পড়ল শ্রমিক শ্রেণীর মুঠোয়। এ কথাও আর একবার প্রমাণ হল যে, তখনো, আমাদের রচনায় উল্লিখিত সময়ের বিশ বছর পরেও শ্রমিক শ্রেণীর শাসন কত অসম্ভব ছিল। একদিকে ফ্রান্স প্যারিসকে পথে বসাল; মাকমাহনের বুলেট যখন প্যারিসে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল তখন দেশ

---

* Konfliktskammer, অর্থাৎ তখনকার প্রাশিয়ার সরকারবিরোধী আইন পরিষদ। — সম্পাঃ

রইল শুধু তাকিয়ে। অন্যদিকে ব্লাঙ্কিপন্থী (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও প্রুধোঁপন্থীদের (সংখ্যালঘু) (৩০) মধ্যে বিভক্ত কমিউন এদের মধ্যকার নিষ্ফল বিতন্ডায় ক্ষয়ে যেতে থাকল; দুপক্ষের কেউই জানত না কী করা প্রয়োজন। ১৮৭১ সালে যে বিজয় পাওয়া গিয়েছিল অতি সহজেই, ১৮৪৮ সালের চকিত আক্রমণের মতোই তা অসার্থক হয়ে রইল।

মনে হয়েছিল সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের বুঝি-বা প্যারিস কমিউনের সঙ্গেই চিরসমাধি ঘটেছে। কিন্তু ঠিক তার বিপরীত — কমিউন ও ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধ থেকেই শুরু হল তার সব থেকে জোরালো পুনরুজ্জীবন। এর পর থেকে শুধু লক্ষ লক্ষের হিসাবেই গণনীয় এমন সব সৈন্যবাহিনীতে অস্ত্রধারণক্ষম সমস্ত অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি, এবং এতদিন যা স্বপ্নাতীত মনে হত এমন সব শক্তিধর আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা ও বিস্ফোরক পদার্থের প্রবর্তন সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে এক সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের সৃষ্টি করে। সে বিপ্লব অশ্রুতপূর্ব নির্মমতা ও একেবারে অনিশ্চিত ফলাফলের বিশ্বযুদ্ধ বাদে অন্য যেকোন যুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলে একদিকে বোনাপার্টীয় যুদ্ধ পর্বের আকস্মিক অবসান ঘটাল আর শান্তিপূর্ণ শিল্পবিকাশ সুনিশ্চিত করল। অপর পক্ষে সে বিপ্লব গুণোত্তর প্রগতিতে সেনাবিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়ে তার ফলে অত্যধিক মাত্রায় কর বাড়িয়ে তুলল, আর তাতে করে জনসাধারণের ভিতরকার দরিদ্রতর শ্রেণীদের ঠেলে দিল সমাজতন্ত্রের কোলে। অস্ত্রসজ্জার ক্ষেত্রে উন্মত্ত প্রতিযোগিতার আশু কারণ অ্যালসেস-লরেন গ্রাসের ঘটনা ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়াদের উগ্রজাতিবাদে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছিল; দুই দেশের শ্রমিকদের পক্ষে সেই ঘটনাই হল নতুন এক ঐক্যবন্ধন। আর প্যারিস কমিউনের বার্ষিকী পরিণত হল সমগ্র প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাধারণ উৎসব দিবসে।

মার্কস যা আগেই বলেছিলেন, ১৮৭০—১৮৭১ সালের যুদ্ধ ও কমিউনের পরাভব ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ভারকেন্দ্রকে সাময়িকভাবে ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে স্থানান্তরিত করে। স্বভাবতই ১৮৭১ সালে মে মাসের রক্তক্ষয়ের চোট সামলাতে ফ্রান্সের বেশ কয়েক বছর লেগেছিল। অন্যদিকে জার্মানিতে, যেখানে শত শত কোটি ফরাসী মুদ্রার (৩১) আশীর্বাদে একেবারেই কৃত্রিম অনুকূল পরিবেশে সযত্নে লালিত শিল্পগুলি ক্রমশই

দ্রুতহারে বেড়ে ওঠে, সেখানে আরও দ্রুত ও স্থায়ী বৃদ্ধি ঘটে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির। ১৮৬৬ সালে প্রবর্তিত সর্বজনীন ভোটাধিকার জার্মান শ্রমিকেরা বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করার ফলে পার্টির আশ্চর্য প্রসার অবিসংবাদী পরিসংখ্যান মারফত সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে: ১৮৭১—১,০২,০০০; ১৮৭৪—৩,৫২,০০০; ১৮৭৭—৪,৯৩,০০০ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ভোট। তারপর উচ্চ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের (৩২) রূপে এল এই অগ্রগতির স্বীকৃতি। সাময়িকভাবে পার্টি ভেঙেচুরে গেল, ১৮৮১ সালে ভোটসংখ্যা নেমে এল ৩,১২,০০০-এ। কিন্তু অচিরেই এ অবস্থা কাটানো গেল, আর তারপর জরুরী আইনের (Exceptional Law) চাপ সত্ত্বেও, বিনা সংবাদপত্রে, বিনা বৈধ সংগঠনে এবং ঐক্যবদ্ধ ও মিলিত হওয়ার অধিকার ছাড়াই শুরু হল প্রকৃত দ্রুত প্রসার: ১৮৮৪—৫,৫০,০০০; ১৮৮৭—৭,৬৩,০০০; ১৮৯০—১৪,২৭,০০০ ভোট। এর ফলে রাষ্ট্রের হাত পঙ্গু হয়ে যায়। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন লুপ্ত হল; সমাজতন্ত্রীদের ভোট উঠল ১৭, ৮৭,০০০-এ, মোট যত ভোট পড়ল তার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি। সরকার ও শাসক শ্রেণীর সব কারসাজি ফুরিয়ে গেল ব্যর্থতায়, নিরুদ্দেশে, অসাফল্যে। তাদের নির্বীর্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ রাতের পাহারাওলা থেকে সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সব কর্তৃপক্ষই মেনে নিতে বাধ্য হয় — তাও আবার ঘৃণিত শ্রমিকদের কাছ থেকেই — সে প্রমাণ গোণা হতে লাগল নিযুতের ঘরে। রাষ্ট্র পৌঁছল তার দৌড়ের শেষ সীমায় — শ্রমিকরা তার কেবল শুরুতে।

উপরন্তু, সব থেকে শক্তিশালী, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও দ্রুততম হারে বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক দল হিসেবে শুধু বিদ্যমান থেকেই জার্মান শ্রমিকেরা তাদের আদর্শের জন্য যে কাজ সম্পন্ন করেছিল, সেই প্রথম কাজটি বাদেও তারা আর একটি মস্ত কাজ করল। সর্বজনীন ভোটাধিকার কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়ে তারা তাদের সব দেশের কমরেডদের নতুন ও সব থেকে তীক্ষ্ণ একটি হাতিয়ার যোগাল।

বহুদিন থেকেই ফ্রান্সে সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল, কিন্তু তার বদনাম রটেছিল বোনাপার্টীয় সরকারের হাতে অপব্যবহারের দরুন। কমিউনের পর সেটাকে ব্যবহার করার মতন কোন শ্রমিক পার্টিও ছিল না। প্রজাতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্পেনেও এই ভোটাধিকার ছিল, কিন্তু স্পেনে সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দলের মধ্যে নির্বাচন বর্জনই হয়েছিল বরাবরের রেওয়াজ। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীদের অভিজ্ঞতাও কোন শ্রমিক পার্টির পক্ষে মোটেই উৎসাহজনক হয় নি। লাটিন দেশগুলির বিপ্লবী শ্রমিকেরা ভোটাধিকারকে একটি ফাঁদ, সরকারী কারসাজির একটা হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য করতে অভ্যস্ত ছিল। জার্মানিতে ব্যাপার দাঁড়াল অন্যরকম। সর্বজনীন ভোটাধিকার, গণতন্ত্র অর্জনকে ইতিপূর্বেই 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের সব থেকে গোড়াকার ও গুরুতর একটা কাজ বলে ঘোষণা করেছিল, আর সেই কথাই আবার তুলে ধরেন লাসাল। বিসমার্ক জনসাধারণকে তাঁর পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করার একমাত্র পন্থা হিসেবে যখন ঐ সর্বজনীন ভোটাধিকার (৩৩) চালু করতে বাধ্য হলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শ্রমিকরা গুরুত্ব সহকারে তাকে গ্রহণ করে ও আগস্ত বেবেলকে পাঠায় প্রথম সংবিধান পরিষদ রাইখস্টাগে। আর সেদিন থেকেই তারা এমনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে যার ফলে তাদের লাভ হয়েছে হাজার গুণ এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সামনে তা আদর্শের কাজ করেছে। ফরাসী মার্কসবাদী কর্মসূচীর ভাষায় ভোটাধিকার transformé, de moyen de duperie qu'il a été jusqu'ici, en instrument d'émancipation — আগে যা ছিল সেই প্রতারণার যন্ত্র থেকে তারা রূপান্তরিত করেছে মুক্তির হাতিয়ারে (৩৪)। প্রত্যেক তিনবছর অন্তর আমাদের সংখ্যা গণনার সুযোগদান; নিয়মিতভাবে প্রকাশিত অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে আমাদের ভোট বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন শ্রমিকদের জয়লাভের নিশ্চয়তা ও বিরোধী পক্ষের দুশ্চিন্তা সমমাত্রায় বাড়িয়ে তোলা, আর সেজন্যই আমাদের প্রচারের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ানো; আমাদের নিজেদের ও সমস্ত বিরুদ্ধ পার্টির শক্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন ও তার মারফত যেমন অসময়োচিত ভীরুতা তেমনই অসময়োচিত দুঃসাহস থেকে রক্ষা করার উপযোগী আমাদের কার্যকলাপের মাত্রা নির্ণয়ের এক অদ্বিতীয় মাপকাঠি যোগানো — এছাড়া আর কোন সুবিধা যদি নাও দিয়ে থাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার, এই যদি আমাদের কাছে সেটার একমাত্র সুবিধা হত, তবু সেটা হত যথেষ্টর চেয়েও বেশি। কিন্তু তার কীর্তি এর চেয়ে অনেক বেশি।

যেখানে জনসাধারণ এখন পর্যন্ত আমাদের থেকে দূরে সরে আছে, সেখানে নির্বাচনী প্রচারের মারফত তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের, এবং আমাদের আক্রমণের মুখে অন্য সব পার্টিকে সমগ্র জনসাধারণের দরবারে নিজেদের মতামত ও কার্যকলাপের ব্যাখ্যা-সমর্থন করতে বাধ্য করার এক অদ্বিতীয় হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এই ভোটাধিকার। আর তা ছাড়াও সে ভোটাধিকার রাইখস্টাগে আমাদের প্রতিনিধিদের এমন একটি মঞ্চ জুটিয়ে দিয়েছে যেখান থেকে তারা পরিষদের ভিতরে বিরোধীদের সঙ্গে ও বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে কথা চালাতে পারে, তাতে থাকে সংবাদপত্র বা সভাসমিতির চেয়ে একেবারে ভিন্ন রকমের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন সরকার ও বুর্জোয়াদের আর কোন্ কাজে লাগতে পারল যখন অবিরাম তাতে ভাঙন ধরাল নির্বাচনী প্রচার ও রাইখস্টাগে সমাজতান্ত্রিক বক্তৃতা?

সর্বজনীন ভোটাধিকারের এই সার্থক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতির অবতারণা হয়েছিল, আর সে পদ্ধতি দ্রুত আরও বিকাশলাভ করল। যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে বুর্জোয়া শাসন সংগঠিত রয়েছে, দেখা গেল সেগুলিই শ্রমিক শ্রেণীকে আরও অনেক সুযোগ এনে দেয় খাস সেই প্রতিষ্ঠানগুলিরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার। শ্রমিকেরা রাষ্ট্রের এক একটা মিলিত সভা, মিউনিসিপাল কাউন্সিল ও পেশাগত আদালতের (trades courts) নির্বাচনে যোগ দিল; যে সব পদ অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট সংখ্যক প্রলেতারিয়েতের কোন হাত ছিল তার প্রত্যেকটিতেই তারা বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল। আর তাই অবস্থাটা দাঁড়াল এই যে, বুর্জোয়ারা ও সরকার অনেক বেশি ভয় পেতে শুরু করল শ্রমিকদলের বেআইনী কাজের চেয়ে আইনানুগ কার্যকলাপকে, বিদ্রোহের থেকে নির্বাচনের ফলাফলকে।

কারণ এক্ষেত্রেও সংগ্রামের পরিবেশের আমূল রূপান্তর ঘটেছিল। সাবেকী কেতার বিদ্রোহ, ব্যারিকেড তুলে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই, ১৮৪৮ পর্যন্ত সর্বত্রই যাতে ফয়সালা হয়েছে, তা এখন অকেজো হয়ে পড়ল বহুলাংশেই।

এ ব্যাপারে আমাদের ভুল ধারণা প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত: রাস্তার লড়াইয়ে সামরিক বাহিনীর উপরে সশস্ত্র বিদ্রোহের সত্যকার জয়লাভ, দুই

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যেমনটি ঘটে থাকে তেমন ধরনের জয়লাভ হল বিরলতম ব্যতিক্রম। আর বিদ্রোহীরাও এর উপরে ভরসা রাখত ঠিক তেমনি বিরল ক্ষেত্রে। তাদের কাছে এটি ছিল শুধু নৈতিক শক্তির কাছে সৈন্যদের নতিস্বীকার করানোর প্রশ্ন, দুটি যুধ্যমান দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যকার সংগ্রামে যে শক্তির প্রভাব একেবারেই পড়ে না অথবা সামান্যই পড়ে। এ ব্যাপারে তারা সফল হলে সৈন্যদল আর হুকুমে সাড়া দেয় না, অথবা সেনানায়কদের মাথা ঠিক থাকে না এবং বিদ্রোহ হয় জয়যুক্ত। তারা এতে সফল না হলে সামরিক বাহিনী সংখ্যায় কম থাকলেও তখন অস্ত্রসজ্জা ও শিক্ষা, একক নেতৃত্ব, সামরিক শক্তির পরিকল্পিত প্রয়োগ এবং শৃঙ্খলাই প্রাধান্য লাভ করে। প্রকৃত রণকৌশলগত তৎপরতার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ বড়জোর যা করতে পারে তা হল একটি ব্যারিকেড ঠিকমত বানানো ও তাকে রক্ষা করা। পারস্পরিক সহায়তা, মজুত শক্তির বিন্যাস ও প্রয়োগ, সংক্ষেপে আলাদা আলাদা বাহিনীগুলির যুগপৎ ও সুসমন্বিত কার্যকলাপ — একটা গোটা বড় শহর দূরে থাক, শহরের অঞ্চলবিশেষকে রক্ষা করার পক্ষেও যা অপরিহার্য — তা খুব স্বল্পমাত্রাতেই সম্ভব হয়, অধিকাংশ সময়ে একেবারেই হয় না। নির্ধারক ক্ষেত্রটিতে সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার কথাটা তো এখানে আদৌ ওঠে না। সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধটাই এ সংগ্রামের প্রধান ধরন; শুধু নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই আক্রমণ, এখানে-ওখানে সাময়িক হানা বা পাশ থেকে হামলার রূপ নেয়; সাধারণত কিন্তু আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখতে হয় পিছু-হটা সৈন্যবাহিনীর পরিত্যক্ত অবস্থানগুলি দখলে রাখার মধ্যেই। এর উপরে, সৈন্যবাহিনীরই হাতে থাকে কামান ও সুসজ্জিত শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়রের ইউনিট — যুদ্ধের এমন সব সরঞ্জাম যা প্রায় কখনোই বিদ্রোহীদের ভাগ্যে মোটেই জোটে না। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, সব থেকে নির্ভীকভাবে যে সব ব্যারিকেড লড়াই চালিত হয়েছে — প্যারিসে ১৮৪৮ সালে জুন মাসে, ভিয়েনায় ১৮৪৮-এর অক্টোবরে, ড্রেসডেন-এ ১৮৪৯ সালের মে মাসে — সেখানেও, যখনই আক্রমণরত সৈন্যের নেতারা রাজনৈতিক বিচারের তোয়াক্কা না রেখে নিছক সামরিক দৃষ্টি নিয়েই কাজ চালিয়েছে, আর তাদের সৈন্যরা বিশ্বস্ত থেকেছে, তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ হয়েছে পরাভূত।

১৮৪৮ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা যে বহু সাফল্য অর্জন করে তার পিছনে

বহুবিধ কারণ ছিল। স্পেনের অধিকাংশ রাস্তার লড়াইয়ের মতো ১৮৩০ সালের জুলাই ও ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসের প্যারিসে একটা জাতীয় রক্ষিদল এসে দাঁড়িয়েছিল বিদ্রোহী ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে। সেই রক্ষিদল হয় সরাসরি বিদ্রোহের পক্ষ সমর্থন করে, নয়ত-বা তাদের নিমরাজী দোমনা মনোভাবের দ্বারা সৈন্যবাহিনীকেও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে, আর তার উপরে আবার অস্ত্র যোগায় বিদ্রোহীদেরই। যেখানে এই জাতীয় রক্ষিদল গোড়া থেকেই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে, যেমন ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসে, সেখানে বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হয়। ১৮৪৮ সালে বার্লিনে জনসাধারণ জয়যুক্ত হয়েছিল, তার আংশিক কারণ হল [মার্চ মাসের] ১৯ তারিখ রাতে ও সকালে যথেষ্ট পরিমাণে নতুন সংগ্রামী শক্তির যোগদান, অংশত সৈন্যবাহিনীর অবসন্নতা ও তাদের মধ্যে খাদ্য পরিবেশনের বেবন্দোবস্ত, এবং সর্বশেষে অংশত যে বৈকল্য সৈন্যদলের নেতৃত্বকে গ্রাস করছিল তারই দরুন। কিন্তু সব ক'টি ক্ষেত্রেই সংগ্রামে জয়লাভ ঘটেছিল, কারণ সৈন্যবাহিনী তাদের নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দেয় নি, কারণ নেতৃস্থানীয় অফিসাররা সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে বসে, অথবা তাদের কাজের স্বাধীনতা ছিল না।

রাস্তার লড়াইয়ের স্বর্ণযুগেও তাই ব্যারিকেড থেকে বাস্তবের চেয়ে নৈতিক ফলাফলই দেখা গিয়েছিল বেশি। এটা ছিল সৈন্যবাহিনীর দৃঢ়তা বিচলিত করারই হাতিয়ার। সেই ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত যদি তা টিকে থাকতে পারত তাহলে জয়লাভ ঘটত, নইলে পরাজয়। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য রাস্তার লড়াইয়ের সাফল্যবিচারে এই মূলকথাটি মনে রাখতেই হবে।*

একেবারে ১৮৪৯ সালেই এ সম্ভাবনা ছিল বেশ ক্ষীণই। সর্বত্রই বুর্জোয়ারা সরকারের সঙ্গে আপন ভাগ্যসূত্র গ্রথিত করেছিল, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আগুয়ান সৈন্যবাহিনীকে অভিনন্দন ও ভোজ দিয়েছিল 'সংস্কৃতি ও সম্পত্তি'র প্রতিনিধিরা। ব্যারিকেডের মোহ কেটে গেল; তার পিছনে সৈন্যরা আর 'জনসাধারণকে' নয়, দেখছিল বিদ্রোহীদের, প্ররোচকদের, লুঠেরাদের, উচ্চনীচ-সমস্তানীদের, সমাজের আবর্জনাদেরই। কালক্রমে

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে এই বাক্য বাদ ছিল। — সম্পাঃ

অফিসাররাও পোক্ত হয়ে উঠেছিল রাস্তার লড়াইয়ের কায়দায়: তখন আর তারা হঠাৎ-তোলা প্রতিরোধব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে আড়াল না নিয়ে সোজাসুজি অগ্রসর হত না, এগিয়ে যেত বরঞ্চ বাগান, চত্বর ও বাড়ির মধ্য দিয়ে ঘোরা পথে। আর সামান্য দক্ষতায় এই কায়দা দশের মধ্যে ন'টি ক্ষেত্রেই এখন সার্থক হতে থাকে।

কিন্তু তারপর থেকে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আর তার সবগুলিই আবার সৈন্যবাহিনীর অনুকূলে। বড় শহরগুলি যেমন যথেষ্ট ফেঁপে উঠেছে, তেমনই সৈন্যদল বৃদ্ধি পেয়েছে আরও অনেক বেশি। ১৮৪৮ থেকে প্যারিস ও বার্লিনের লোকসংখ্যা চারগুণের থেকে কমই বেড়েছে, কিন্তু তাদের গ্যারিসন বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। রেলপথের কল্যাণে এই সেনাদলকে আবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ানো যায়, আর আটচল্লিশ ঘণ্টায় তো তাকে পরিণত করা যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীতে। সংখ্যার দিক থেকে বিপুলমাত্রায় স্ফীত এই সৈন্যদলের অস্ত্রসজ্জা হয়ে উঠেছে অতুলনীয় রকমের কার্যকর। ১৮৪৮ সালে ছিল মসৃণ নলের মাজ্‌ল-লোডিং পার্কাশন বন্দুক, আর আজ এসেছে ছোট ক্যালিবারের ব্রিচ্‌-লোডিং ম্যাগাজিন রাইফেল, এটার গুলি পেঁছয় প্রথমটির চেয়ে চারগুণ দূরে, লক্ষ্য দশগুণ বেশি নির্ভুল ও ছোঁড়া যায় দশগুণ দ্রুতহারে। সেদিন ছিল কামানের অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর রাউন্ড শট আর গ্রেপ-শট (grape-shot); আর আজ হয়েছে সংঘাতে বিদীর্ণ হয় এমন গোলা, সব থেকে মজবুত ব্যারিকেডকেও ধ্বংস করার পক্ষে যার একটিমাত্রই যথেষ্ট। তখন অগ্নিনিরোধক প্রাচীর ভেঙে এগোবার জন্য ছিল স্যাপারের গাঁইতি; আর আজ সেখানে আছে ডিনামাইটের কার্তুজ।

অপরদিকে বিদ্রোহীদের তরফের হাল সব রকমেই আগের চেয়ে খারাপ দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণের সব স্তরেরই সহানুভূতি থাকবে এমন বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আজ খুবই কম; শ্রেণী-সংগ্রামে সব ক'টি মধ্যবর্তী স্তর সম্ভবত কখনও এত একান্তভাবে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে দানা বাঁধবে না, যাতে তার তুলনায় বুর্জোয়াদের চারিদিকে সমবেত প্রতিক্রিয়াশীলের তরফ প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। 'জনসাধারণ' সেইজন্য সর্বদাই বিভক্ত হয়ে যাবে, তাই ১৮৪৮ সালে খুবই শক্তিশালী যে হাতলটা

অসামান্য ফলপ্রসূ হয়েছিল আজ তা নেই। সামরিকভাবে পোক্ত সৈনিক বেশী সংখ্যায় যদি-বা বিদ্রোহীদের দলে ভিড়ে যায়, তাহলে আবার তাদের অস্ত্র যোগানোও সেই অনুপাতে কঠিন হয়ে উঠবে। বন্দুকের দোকানের শিকারোপযোগী বা শখের বন্দুকগুলোকে পুলিসের হুকুমে আগে থাকতেই টিপকলের কিয়দংশ সরিয়ে রেখে যদি অকেজো করা নাও হয়, তবু সেগুলি নিকট পাল্লার লড়াইয়েও কোনক্রমেই সৈন্যদের ম্যাগাজিন রাইফেলের সমকক্ষ নয়। ১৮৪৮ পর্যন্ত বারুদ ও সীসা দিয়ে প্রয়োজনীয় গোলাগুলি নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল; আজ কিন্তু প্রতি ধাঁচের বন্দুকের জন্য আছে আলাদা ঢংয়ের কার্তুজের ব্যবস্থা, আর সেগুলোর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে মিল হল শুধু একটি জায়গাতেই, অর্থাৎ সব ক'টিই হল বৃহৎ শিল্পজাত জটিল সামগ্রী, যাদের হঠাৎ বসে (ex tempore) তৈরী করা অসম্ভব — ফলে উপযোগী গোলাগুলি না পাওয়া পর্যন্ত অধিকাংশ বন্দুকই অকেজো। আর সর্বশেষে, ১৮৪৮ থেকে বড় বড় শহরগুলির সদ্য গড়ে তোলা পাড়াগুলিতে লম্বা, সোজা ও চওড়া সড়ক ফাঁদা হয়েছে, যেন নতুন ধাঁচের কামান ও রাইফেল চালানের পুরোদস্তুর সুবিধার জন্যই। নেহাত উন্মাদ না হলে কোন বিপ্লবীই নিশ্চয় নিজ থেকে বার্লিনের উত্তর বা পূর্বের নয়া শ্রমিক মহল্লাগুলিকে ব্যারিকেডের লড়াইয়ের জন্য বেছে নেবে না।

এর মানে কি এই যে, রাস্তার লড়াইয়ের আর কোন ভূমিকা ভবিষ্যতে থাকবে না? নিশ্চয়ই তা নয়। এর অর্থ শুধু এই যে, ১৮৪৮ থেকে অবস্থাটা বেসামরিক লড়িয়েদের পক্ষে ঢের বেশি প্রতিকূল ও মিলিটারির পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অসুবিধাজনক অবস্থা অন্যান্য উপায়ে পরিপূরণ করতে পারলেই শুধু ভবিষ্যতে রাস্তার লড়াই জয়যুক্ত হবে। সুতরাং বিরাট কোন বিপ্লবে পরবর্তী পর্যায়ের তুলনায় সূচনার দিকে এটা খুব কমই ঘটবে, আর সে লড়াইও চালাতে হবে অনেক বেশি শক্তির সাহায্যে। অবশ্য সমগ্র মহান ফরাসী বিপ্লবে বা প্যারিসে ১৮৭০ সালে ৪ সেপ্টেম্বর ও ৩১ অক্টোবর তারিখের (৩৫) মতন তারা হয়ত নিষ্ক্রিয় ব্যারিকেড কৌশলের চেয়ে সরাসরি আক্রমণটা বেশি পছন্দ করতেই পারে।*

---

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে এই অনুচ্ছেদটা বাদ ছিল। — সম্পাঃ

পাঠক কি এখন ধরতে পারছেন কেন কর্তৃপক্ষ আমাদের নিশ্চিতভাবেই সেখানে ঠেলে দিতে চায় যেখানে গুলি চলেছে ও তলোয়ার ঘোরেছে? যেখানে আগে থেকেই পরাজয় অবধারিত বলে আমরা জানি সেই রাস্তার লড়াইয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে পড়ছি না বলে কেন তারা আমাদের কাপুরুষতার অপবাদ রটায়? আমরা যাতে একবারটি কামানের খোরাকের ভূমিকা গ্রহণ করি তার জন্য উৎসাহভরে কেন তারা অত পীড়াপীড়ি করে?

সেই ভদ্রলোকরা খামাকাই, বেমালুম খামাকাই মিনতি করছেন, দ্বন্দ্বাহ্বান জানাচ্ছেন, একেবারেই খামাকা। আমরা অত নির্বোধ নই। আগামী যুদ্ধে তাদের শত্রুপক্ষের কাছেও তাহলে এ দাবি তারা জানাতে পারে যে, শত্রুকে ফ্রিৎস* বুড়োর মতো লাইনে লাইনে সেনাবাহিনী সাজানোর নক্সা অনুসারে অথবা ভাগ্রাম ও ওয়াটার্লুর (৩৬) মতন গোটাগুটি এক একটা ডিভিশন সারি বেঁধে লড়াই চালাতে হবে — আর তাও আবার গাদা-বন্দুক হাতে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি অবস্থান্তর ঘটে থাকে, তবে শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপারেও তা কম সত্য নয়। চকিত আক্রমণের, অচেতন জনতার শীর্ষে সচেতন ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গেছে। সমাজব্যবস্থার পরিপূর্ণ রূপান্তরই যেখানে প্রশ্ন যেখানে জনসাধারণকে নিজেদেরই তার মধ্যে শামিল হতে হবে, আগেই তাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে কিসের জন্য তারা সংগ্রাম চলছে, কিসের জন্য তারা রক্তপাত করছে ও জীবন উৎসর্গ করছে।** গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ যাতে যথাকর্তব্য বুঝতে পারে তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করা দরকার, আর ঠিক সেই কাজই আমরা এখন চালাচ্ছি, এতটা সার্থকভাবেই চালাচ্ছি যে তার ফলে শত্রুপক্ষ হতাশ হয়ে উঠছে।

পুরানো রণকৌশল যে পাল্টাতেই হবে — একথা লাটিন দেশগুলিতেও

---

* প্রাশিয়ার রাজা, দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ। — সম্পাঃ

** 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে 'কিসের জন্য তারা সংগ্রামে চলছে, কিসের জন্য তারা রক্তপাত করছে ও জীবন উৎসর্গ করছে', এই কথার বদলে ছাপানো হয়:'কিসের জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হয়'। — সম্পাঃ

ক্রমশই উপলব্ধি করা হচ্ছে। সর্বত্রই ভোটাধিকারের সুযোগ গ্রহণের, আমাদের কাছে উন্মুক্ত সব ক'টি পদ দখলের জার্মান দৃষ্টান্তটি অনুসৃত হয়েছে; সর্বত্রই অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ চালনার ব্যাপারটাকে দূর করে দেওয়া হয়েছে।* ফ্রান্স, যেখানে এক-শ' বছরেরও বেশিকাল ধরে বিপ্লবের পর বিপ্লবের ফলে জমিন নড়বড়ে হয়েছে, যেখানে এমন কোন তরফ নেই যেটা চক্রান্ত ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং অন্যান্য সমস্ত রকম বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের অংশীদার হয় নি; ফ্রান্স, যেখানে এ সবের ফলে সরকার মোটেই সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয় ও সাধারণভাবে জার্মানির তুলনায় যেখানে অবস্থা অতর্কিত আক্রমণের পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল — এমন কি সেই ফ্রান্সেও সমাজতন্ত্রীরা উত্তরোত্তর এ কথা উপলব্ধি করছে যে, যতদিন পর্যন্ত না তারা আগে জনসাধারণের বিপুল অংশকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে টানতে পারছে ততদিন তাদের পক্ষে স্থায়ী জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। ধীরেসুস্থে প্রচারকার্য ও সংসদীয় কার্যকলাপ সেখানেও পার্টির আশু কাজ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। সাফল্যের অভাব ঘটে নি। শুধু যে বহুসংখ্যক পৌর পরিষদেই জয়লাভ করা গেছে তাই নয়, ব্যবস্থা পরিষদগুলিতে (Chambers) পঞ্চাশ জন সমাজতন্ত্রী আসন লাভ করেছে, আর ইতিমধ্যেই তারা পতন ঘটিয়েছে প্রজাতন্ত্রের তিন-তিনটি মন্ত্রিসভা ও একজন রাষ্ট্রপতির। বেলজিয়মে শ্রমিকেরা গত বছর জোর করে ভোটাধিকারের স্বীকৃতি আদায় করে এবং নির্বাচনকেন্দ্রগুলির এক-চতুর্থাংশে তারা জয়লাভ করেছে। সুইজারল্যান্ডে, ইতালিতে, ডেনমার্কে, এমন কি বুলগেরিয়ায় ও রুমানিয়াতেও সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে সমাজতন্ত্রীরা। অস্ট্রিয়াতে সব পার্টিই স্বীকার করে যে, রাইখস্রাটে (Reichsrat) আমাদের প্রবেশ আর ঠেকানো যাবে না। তাতে প্রবেশ যে আমরা করব এটা সুনিশ্চিত, যা নিয়ে এখনো কথা উঠতে পারে সেই প্রশ্নটি হল শুধু — কোন্ দরজা দিয়ে? রাশিয়াতে পর্যন্ত, তরুণ নিকোলাস যে জাতীয় পরিষদকে রুখবার বৃথা চেষ্টা করছেন সেই বিখ্যাত জেম্স্কি সবর-এর (Zemsky Sobor) অধিবেশন যখন হবে তখন সেখানেও

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে 'সর্বত্রই অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ চালনার ব্যাপারটাকে দূর করে দেওয়া হয়েছে', এই শব্দগুলি বাদ ছিল। — সম্পাঃ

যে আমাদের প্রতিনিধিরা থাকবে, এ ভরসা আমরা নিঃসন্দেহে করতে পারি।

অবশ্য এর ফলে আমাদের বিদেশী কমরেডরা মোটেই তাঁদের বিপ্লবের অধিকারটা ছেড়ে দিচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের অধিকারই হল একমাত্র প্রকৃত 'ঐতিহাসিক অধিকার', যে একটিমাত্র অধিকারের উপরেই বিনা ব্যতিক্রমে সব ক'টি আধুনিক রাষ্ট্র খাড়া হয়ে রয়েছে — এমন কি মেক্‌লেনবুর্গ পর্যন্ত, যেখানকার অভিজাত বিপ্লব ১৭৫৫ সালে সমাপ্ত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের যে গৌরবোজ্জ্বল সনদ আজও কার্যকর সেই 'পুরুষানুক্রমিক বন্দোবস্ত' (Erbvergleich) দিয়ে (৩৭)। সাধারণ চেতনায় বিপ্লবের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি এতই তর্কাতীত যে, জেনারেল ফন বগুস্লাভস্কি তাঁর কাইজারের জন্য যে কুদেতার অধিকার দাবি করেন সেটাও এই জনপ্রিয় অধিকার থেকেই উদ্ভূত।

তবু অন্য দেশে যাই হোক না কেন, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটা বিশিষ্ট অবস্থান আছে ও সেইসঙ্গে অন্তত আশু ভবিষ্যতে সেটার একটা বিশেষ কাজও রয়েছে। যে বিশ লক্ষ ভোটদাতাকে পার্টি ভোটবাক্সের কাছে আনে, আর তার সঙ্গে ভোটদাতা নয় এমন যেসব তরুণ-তরুণীরা তাদের পিছনে দাঁড়ায় — এরাই হল সব থেকে সংখ্যাবহুল, সব চাইতে সংহত জনসমষ্টি, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়ান বাহিনীর চূড়ান্ত 'সংঘাতশক্তি' (shock force)। মোট যত ভোট পড়ে তার এক-চতুর্থাংশের বেশি ইতোমধ্যে যোগাচ্ছে এই জনসমষ্টি, আর রাইখস্টাগের উপনির্বাচন, বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রের মিলিত সভা নির্বাচন, পৌর পরিষদ ও পেশাগত আদালত নির্বাচনগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ জনসমষ্টি ক্রমাগত বেড়েই চলছে। এর ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত, অবিরল, দুর্নিবার ও সেইসঙ্গে তেমনি প্রশান্ত ভাবে। তার বিরুদ্ধে সমস্ত সরকারী হস্তক্ষেপ শক্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি আজই আমরা সাড়ে-বাইশ লক্ষ ভোটদাতার ভরসা করতে পারি। এইভাবে যদি চলে তবে এই শতকের শেষাশেষি আমরা সমাজের মধ্যস্তরের অধিকাংশকেই, পেটি বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকদের আমাদের পক্ষে টেনে আনব এবং দেশের এমন নির্ধারক শক্তি হয়ে দাঁড়াব যার সামনে অন্য সব শক্তিকেই, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, নতিস্বীকার করতে হবে। এই ক্রমবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আপনা আপনি চলতি সরকারী

ব্যবস্থার আয়ত্তাতীত হয়ে পড়ছে, দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান এই সংঘাতশক্তিকে আগ্‌বাড়া সংঘাতে ক্ষয় না করা, বরঞ্চ চূড়ান্ত দিনটা পর্যন্ত তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা* — এই হল আমাদের প্রধান কাজ। জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামী শক্তির অবিচল অগ্রগতি সাময়িকভাবে রোধ করার, এমন কি কিছুকালের মতন সেটাকে পিছে হঠিয়ে দেবার উপায় আছে একটিমাত্র — সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ, ১৮৭১ সালের প্যারিসের মতন রক্তপাত। শেষ পর্যন্ত তাও কাটিয়ে ওঠা যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের পার্টিকে গুলি চালিয়ে নিঃশেষ করা ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত ম্যাগাজিন রাইফেলের পক্ষেও সাধ্যাতীত। তবে তাতে স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হবে, হয়ত সংকট-মুহূর্তে সংঘাতশক্তির হদিশ মিলবে না, চূড়ান্ত সংগ্রাম** পিছিয়ে যাবে, দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়াবে, তাতে বলিদান হবে অধিকতর।

বিশ্ব ইতিহাসের পরিহাসে সবকিছুরই ওলটপালট হয়ে যায়। 'বিপ্লবপন্থী' ও 'উচ্ছেদকারী' আমরা বেআইনী কর্মপদ্ধতি ও উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি বাড়ছি বৈধ পন্থায়। যারা নিজেদের শৃঙ্খলার পার্টি বলে অভিহিত করে তারা মারা পড়ছে স্বরচিত বৈধ পরিবেশেই। আদিলোঁ বারো-র সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারা নৈরাশ্যে চেঁচাচ্ছে: la légalité nous tue— বৈধতাই আমাদের মরণ; অথচ সেই বৈধতার আমলেই আমাদের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠছে, কপোল রঙিন হচ্ছে, দেখাচ্ছে যেন আমরা অনন্তজীবনের অধিকারী। আর আমরা যদি ওদের খুশি করার জন্য রাস্তার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার মতন পাগলামি না করি, তবে শেষ পর্যন্ত ওদের পক্ষে এই মারাত্মক বৈধতাটাকে নিজের থেকেই ভেঙে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

ইতিমধ্যে ওরা উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নয়া কানুন বানাচ্ছে। আবার ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সবকিছুই। আজকের দিনের এই উৎকট উচ্ছেদ-

---

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে 'দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান এই সংঘাতশক্তিকে আগ্‌বাড়া সংঘাতে ক্ষয় না করা, বরঞ্চ চূড়ান্ত দিনটা পর্যন্ত তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা' শব্দগুলি বাদ ছিল। — সম্পাঃ

** 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে 'সংকট-মুহূর্তে সংঘাতশক্তির হদিশ মিলবে না' শব্দগুলি বাদ ছিল, এবং 'চূড়ান্ত সংগ্রাম'-এর বদলে ছাপানো হয়: 'সিদ্ধান্ত'। — সম্পাঃ

বিরোধীরা, এরা নিজেরাই কি গতদিনের উচ্ছেদকারী নয়? ১৮৬৬ সালের গৃহযুদ্ধ বুঝি **আমরাই** বাধিয়েছিলাম? **আমরাই** কি হ্যানোভারের রাজা, হেসের ইলেক্টর ও নাসাউ-এর ডিউককে তাঁদের বংশগত বিধিসম্মত রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দখল করেছিলাম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এ সব রাজ্যকে? ঈশ্বরের কৃপায় যারা জার্মান কনফেডারেশন ও তিন-তিনটি রাজমুকুটের উচ্ছেদ ঘটাল তারাই কিনা আজ নালিশ জানাচ্ছে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে (৩৮)! Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?* উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিসমার্কভক্তদের তর্জন করতে দেবে কে?

তবু, ওরা উচ্ছেদবিরোধী বিল্ই পাস করুক, আরও জঘন্য করে তুলুক সে কানুনকে, সমস্ত ফৌজদারী আইনগুলোকে না হয় রবারে পরিণত করুক, তবু এত করেও আপন অক্ষমতার নতুন প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই ওদের কপালে জুটবে না। যদি সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে ওরা মোক্ষম ঘা দিতে চায়, তবে এ ছাড়াও ওদের একেবারে অন্য ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের উচ্ছেদ অভিযান ঠিক এই মুহূর্তে আইন মেনে চলেই বেশ ভালো আছে, এ উচ্ছেদের ওরা সামাল দিতে পারে শুধু শৃঙ্খলা পার্টিদের তরফ থেকে উচ্ছেদ চালিয়েই, আইন না ভেঙে সে উচ্ছেদ অবশ্য সম্ভব না। প্রাশিয়ার আমলাতন্ত্রী হের র়েস্লার ও প্রাশিয়ার জেনারেল হের ফন বগুস্লাভস্কিই ওদের নিশানা দিচ্ছেন একটিমাত্র সম্ভাব্য পথের যেটার মারফত এখনও নাগাল পাওয়া যায় শ্রমিকদের, যারা সোজাসুজি অস্বীকার করছে রাস্তার লড়াইয়ে প্রলুব্ধ হতে। সংবিধানভঙ্গ, একনায়কত্ব, স্বৈরতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন, regis voluntas suprema lex!** সুতরাং মহাশয়গণ, সাহসে ভর করুন; আধখেঁচড়া ব্যবস্থায় এখানে কুলবে না; এখানে একেবারে ষোল-কলা করতে হবে!

কিন্তু এও ভুলবেন না যে, সব ছোট রাষ্ট্র ও সাধারণভাবে সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রের মতোই জার্মান সাম্রাজ্যও **চুক্তির ফল**, প্রথমত রাজাদের পরস্পরের

---

* 'গ্রাকাস-রা রাজদ্রোহ সম্পর্কে নালিশ জানাবে — এ কার সহ্য হবে?' জুভেনাল, ব্যঙ্গরচনা, ২। — সম্পাঃ

** রাজাভিলাষই চূড়ান্ত আইন! — সম্পাঃ

ভিতরে চুক্তি ও দ্বিতীয়ত জনসাধারণের সঙ্গে রাজাদের চুক্তি। এক পক্ষ যদি চুক্তি ভাঙে তবে গোটা চুক্তিই খতম হয়ে যায়; অন্য পক্ষেরও তখন আর বাধ্যবাধকতা থাকে না — ১৮৬৬ সালে অমন চমৎকারভাবে তা আমাদের দেখিয়েছিলেন বিসমার্ক। সুতরাং আপনারা যদি রাইখ-এর সংবিধান ভাঙেন তবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পথও খোলা, সেটাও যা খুশি করতে পারবে আপনাদের সম্পর্কে। অবশ্য সেটা তখন কী করবে, নিশ্চয় আজই তা ফস করে বলে ফেলবে না।*

আজ প্রায় ঠিক-ঠিক ষোল শতাব্দী হতে চলল, রোমক সাম্রাজ্যেও এক বিপজ্জনক উচ্ছেদপন্থী তরফ এইরকম তৎপর হয়ে উঠেছিল। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমস্ত বনিয়াদকেই তা নড়বড়ে করে দিয়েছিল; সম্রাটের ইচ্ছাই যে চূড়ান্ত আইন এ কথা সেটা সোজাসুজি অস্বীকার করে; সেটার পিতৃভূমি ছিল না, সেটা ছিল আন্তর্জাতিক; গল্ থেকে এশিয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সমস্ত দেশে, এবং সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরেও প্রসার লাভ করে এই তরফটি। বহুকাল ধরে সংগোপনে প্রচ্ছন্নভাবে সেটা রাজদ্রোহকর কার্যকলাপ চালায়; অবশেষে বেশ কিছুদিন ধরে খোলাখুলি আত্মপ্রকাশ করার মতন শক্তিও সে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করল। এই যে উচ্ছেদপন্থী তরফটি খ্রিষ্টিয়ান নামে পরিচিত ছিল, সেটার জোরাল প্রতিনিধিত্ব ছিল সৈন্যবাহিনীর ভিতরেও — গোটা এক-একটা বাহিনীই ছিল খ্রিষ্টিয়ান। পৌত্তলিকতাবাদী সরকারী যাজকতন্ত্রের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য যখন তাদের বলিদান অনুষ্ঠানে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সেই নাশকতাকারী সৈন্যরা প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শিরস্ত্রাণে বিশেষ এক প্রতীক চিহ্ন ক্রুশ ধারণ করার স্পর্ধা দেখায়। এমন কি তাদের সেনানায়কদের অভ্যস্ত পল্টনী জবরদস্তিও নিষ্ফল হয়। সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে বিধিবদ্ধতা, আজ্ঞানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার হানি চলতে থাকবে, এ তিনি আর নীরব দর্শকের মতন দেখে যেতে পারলেন না। সময় থাকতেই তিনি প্রবল হস্তক্ষেপ

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে '১৮৬৬ সালের অমন' থেকে অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত কথাগুলি বাদ ছিল। — সম্পাঃ

করলেন। তিনি চালু করলেন এক সমাজতন্ত্রীবিরোধী — মাপ করবেন আমি বলতে চেয়েছিলাম খ্রিষ্টিয়ানবিরোধী — কানুন। উচ্ছেদপন্থীদের বৈঠক নিষিদ্ধ হল; তাদের সভাকক্ষ হল বন্ধ অথবা এমন কি চূর্ণবিচূর্ণ; স্যাক্সনিতে লাল রুমালের মতো বেআইনী হয়ে গেল ক্রুশ প্রভৃতি খ্রিষ্টিয়ান প্রতীকচিহ্ন। সরকারী পদ গ্রহণের পক্ষে খ্রিষ্টিয়ানরা অযোগ্য ঘোষিত হল, এমন কি সৈন্যদলে নিচু অফিসার (corporals) পর্যন্ত তাদের হতে দেওয়া হল না। হের ফন ক্যেলারের উচ্ছেদবিরোধী বিলে (৩৯) 'ব্যক্তির মর্যাদা' বিষয়ে সুশিক্ষিত যে ধরনের বিচারকদের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়েছে, ঐ সময়ে তেমন বিচারক না থাকতে খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষে আদালতে বিচার প্রার্থনা সরাসরি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এমন জরুরী আইনও কিন্তু নিষ্ফল হয়। খ্রিষ্টিয়ানেরা ঘৃণাভরে দেওয়াল থেকে তার ঘোষণা ছিঁড়ে ফেলে দেয়, এমন কি তারা নাকি নাইকোমিডিয়ায় সম্রাটের পরোয়া না করেই তাঁর প্রাসাদটি পুড়িয়ে ফেলেছিল, যেখানে সেই সময়ে সম্রাট ছিলেন। সম্রাট তখন আমাদের অব্দের ৩০৩ সালে খ্রিষ্টিয়ানদের উপর প্রবল নির্যাতন চালিয়ে এর প্রতিশোধ নিলেন। এ ধরনের ঘটনার সেই শেষ। আর এটা এতই ফলপ্রসূ হয়েছিল যে, সতেরো বছর পরে গোটা সৈন্যবাহিনীর বিপুল অধিকাংশই হয়ে দাঁড়াল খ্রিষ্টিয়ান, আর গোটা রোমক সাম্রাজ্যের পরবর্তী স্বৈরশাসক কনস্টানটাইন — যাজকেরা যাঁকে মহান নাম দেন — তিনি খ্রিষ্টধর্মকেই ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে।

লণ্ডন, ৬ মার্চ, ১৮৯৫

ফ. এঙ্গেলস

'Die Neue Zeit',
Bd. 2, Nos. 27 and
28, 1894-95 এবং
বইয়ে: ক. মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম,
১৮৪৮ থেকে ১৮৫০',
বার্লিন, ১৮৯৫ সালে
সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত

মূল জার্মান পাঠ
অনুসারে ছাপা হল

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম

১৮৪৮ থেকে ১৮৫০

কয়েকটিমাত্র অধ্যায় বাদে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত বিপ্লবের ইতিহাসের প্রতিটি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অংশের শিরোনামা হচ্ছে **বিপ্লবের পরাজয়!**

এইসব পরাজয়ে যেটার পতন হল তা কিন্তু বিপ্লব নয়। পতন হয়েছিল বিপ্লবপূর্ব চিরাচরিত লেজুড়গুলির, যেগুলোর উদ্ভব সেই সামাজিক সম্পর্কাদি থেকে যা তখনও পর্যন্ত তীব্র শ্রেণীসংঘাতের পর্যায়ে পৌঁছয় নি — ব্যক্তি, বিভ্রম, প্রত্যয়, পরিকল্পনা, যে সবের হাত থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বৈপ্লবিক তরফ মুক্ত ছিল না, যার থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব ছিল **ফেব্রুয়ারির বিজয়ের** ফলে নয়, একমাত্র উপর্যুপরি কয়েকটি **পরাজয়ের** মারফতই।

এককথায় বিপ্লবের অগ্রগতি হল, বিপ্লব এগিয়ে গেল সেটার আশু বিয়োগাত্মক প্রহসনের কীর্তি দিয়ে নয়, বরঞ্চ শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ প্রতিবিপ্লব সৃষ্টির ফলে, এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব ঘটিয়ে, একমাত্র যার সঙ্গে সংগ্রাম করেই উচ্ছেদপন্থী তরফ পরিপক্ব হয়ে প্রকৃত বৈপ্লবিক তরফে পরিণত হল।

এটা প্রমাণ করাই পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির কাজ।

১

১৮৪৮-এর জুনের পরাজয়

জুলাই বিপ্লবের (৪০) পর উদারপন্থী ব্যাঙ্কার লাফিৎ যখন তাঁর সঙ্গী ডিউক অভ্ অর্লিয়ান্সকে (৪১) বিজয়োল্লাসে নিয়ে গিয়েছিলেন টাউন হল্-এ* তখন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই কথাগুলি: **'এখন থেকে শুরু হবে ব্যাঙ্কারদের রাজত্ব।'** লাফিৎ বিপ্লবের গুপ্ত রহস্যটাই উদ্ঘাটিত করে দেন।

লুই ফিলিপের আমলে ফরাসী বুর্জোয়ারা শাসন চালায় নি, চালিয়েছিল তাদের **একটি শাখা** — ব্যাঙ্কার, ফাটকাবাজারের সম্রাট, রেলপথের রাঘববোয়াল, কয়লা আর লোহার খনি ও বনজঙ্গলের মালিক, আর তাদের সঙ্গে জড়িত ভূস্বামীদের একটি অংশ — অর্থাৎ তথাকথিত **ফিনান্স অভিজাতবর্গ**। এরাই সিংহাসন দখল করেছিল, প্রতিনিধি-পরিষদে এরাই আইন নির্দেশ করে দিত, আর মন্ত্রিসভার দপ্তর থেকে তামাক অফিসের চাকুরিটা পর্যন্ত লাভজনক সরকারী পদের ভাগবাঁটোয়ারাও করত এরাই।

খাঁটি **শিল্প বুর্জোয়ারা** সরকারীভাবে বিরোধী পক্ষেরই অঙ্গ হয়ে রইল, অর্থাৎ প্রতিনিধি-পরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল শুধু সংখ্যালঘু দল হিসেবেই। ফিনান্স অভিজাতবর্গের স্বেচ্ছাচার একদিকে যতই নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে, এবং অন্যদিকে রক্তগঙ্গায় নিমজ্জিত ১৮৩২, ১৮৩৪ ও ১৮৩৯ সালের (৪২) বিদ্রোহগুলির পরে এরা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে নিজস্ব আধিপত্য

* টাউন হল্, Hôtel de Ville অস্থায়ী সরকারের পীঠ। — সম্পাঃ

যতই সুপ্রতিষ্ঠিত বলে কল্পনা করতে থাকে, ততই এদের সরকার-বিরোধিতা আরও জোরালোভাবে পরিস্ফুট হতে লাগল। রুয়েঁ-র কারখানা-মালিক এবং সংবিধান-সভা (Constituent Assembly) ও জাতীয় বিধান-সভা (Legislative National Assembly) উভয়তঃই বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে উদগ্র বাহন **গ্রাঁদাঁ** ছিলেন প্রতিনিধি-পরিষদে (Chamber of Deputies) গিজোর সব থেকে প্রচন্ড বিরোধী। পরবর্তীকালে ফরাসী প্রতিবিপ্লবের গিজো হিসেবে খ্যাতিলাভের ব্যর্থ প্রয়াসের জন্য সুপরিচিত **লেওঁ ফশে** লুই ফিলিপের অন্তিমপর্বে শিল্পের তরফ থেকে ফাটকাবাজি ও তার অনুগামী সরকারের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালান। বোর্দো শহর ও ফ্রান্সের সমস্ত মদ্যোৎপাদকদের তরফে শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান **বাস্তিয়া**।

সব স্তরের **পেটি বুর্জোয়া** আর **কৃষকেরাও** অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থেকে গেল। সর্বশেষে, বিধিসম্মত বিরোধী পক্ষে, অথবা pays légal'দের* একেবারে বাইরে থাকল উপরোক্ত শ্রেণীগুলির **মতাদর্শগত** প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররা, তাদের পন্ডিত, আইনবিশারদ, চিকিৎসক প্রভৃতি, এককথায় তাদের তথাকথিত **গুণী ব্যক্তিরা**।

জুলাই রাজতন্ত্র (৪৩) সেটার আর্থিক অনটনের দরুন প্রথম থেকেই বড় বুর্জোয়াদের উপরে নির্ভরশীল ছিল, আর বড় বুর্জোয়া-মুখাপেক্ষিতাই হল তার ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনটনের অফুরন্ত উৎস। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থাকে জাতীয় উৎপাদন স্বার্থের অনুবর্তী করে তোলা বাজেটের সমতারক্ষা ছাড়া, রাষ্ট্রের ব্যয় ও তার আয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেই সমতারক্ষা কী করে সম্ভব হবে রাষ্ট্রের খরচ সীমাবদ্ধ না করে, অর্থাৎ যে সব স্বার্থ ছিল শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে খুঁটির মতন তাদের এখতিয়ারে হাত না দিয়ে, এবং কর-ব্যবস্থার পুনর্বণ্টন না করে, অর্থাৎ করের বোঝার একটা বড়ো অংশ বড় বুর্জোয়াদেরই কাঁধে না চাপিয়ে?

অপরপক্ষে, বুর্জোয়াদের যে অংশটি পরিষদ দুটি মারফত শাসন চালাত ও আইন প্রণয়ন করত সেটার **প্রত্যক্ষ স্বার্থ** ছিল **রাষ্ট্রের ঋণগ্রস্ততায়**।

---

* ভোটাধিকারী। — সম্পাঃ

সরকারী ঘাটতিই ছিল সেটার ফাটকাবাজির প্রধান ক্ষেত্রে ও সমৃদ্ধিসাধনের মূল উৎস। বৎসরান্তে নতুন এক ঘাটতি। চার পাঁচ বছর পর পর নতুন এক ঋণ। আর নতুন ঋণমাত্রই ফিনান্স অভিজাতবর্গের অভিনব সুযোগ যোগাত রাষ্ট্রকে ঠকাবার, এ রাষ্ট্রকে কৃত্রিম পন্থায় ঠেলে রাখা হত দেউলিয়াপনার সীমানায়, সব থেকে প্রতিকূল অবস্থাতেই একে ফয়সালা করতে হত ব্যাঙ্কমালিকদের সঙ্গে। প্রতিটি নয়া ঋণই এনে দিত আরো একটা সুযোগ, যে সাধারণ লোকেরা সরকারী বন্ডে তাদের পুঁজি নিয়োগ করত, ফাটকাবাজারী কারচুপি মারফত তাদেরও উপর লুণ্ঠনের সুযোগ, সে সব কারচুপির রহস্যে অবগতকরণে হত সরকার ও পরিষদের সংখ্যাধিক দলকে। সাধারণভাবে, সরকারী ক্রেডিটের অস্থির চরিত্রের দরুন এবং সরকারী গোপন তথ্যাদি আয়ত্তে রাখার ফলে ব্যাঙ্কাররা আর পরিষদদুটি ও রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তাদের সহযোগীদের পক্ষে সরকারী সিকিউরিটির দর হঠাৎ অস্বাভাবিক ওঠানো-নামানো সম্ভব ছিল সবসময়েই; এর অবধারিত পরিণতি দাঁড়াত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রতম পুঁজিপতির সর্বনাশ ও বড় বড় ফাটকাবাজারীদের অবিশ্বাস্য দ্রুত ধনবৃদ্ধি। সরকারী ঘাটতির সঙ্গে বুর্জোয়াদের শাসক অংশটির প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত ছিল বলেই লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষ ক'বছরের **জরুরী** সরকারী খরচ কেন যে নেপোলিয়নের সময়কার জরুরী সরকারী খরচে দ্বিগুণের মাত্রাও অনেকখানি ছাপিয়ে গিয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়, ফ্রান্সের মোট গড়পড়তা বাৎসরিক রপ্তানী যেখানে কদাচিৎ ৭৫ কোটি ফ্র্যাঙ্কের কোঠায় উঠত, সেখানে ঐ খরচ পেঁছাল বাস্তবিকপক্ষে বছরে প্রায় ৪০ কোটি ফ্র্যাঙ্কে। তার উপরে, এইভাবে যে বিপুল অর্থ সরকারের হাত দিয়ে যেত, তাতে মাল সরবরাহের জুয়াচুরি কণ্ট্রাক্ট, ঘুষ, তহবিল তছরূপ ও সবরকমের অপকর্মের সুযোগও হত। ঋণের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে প্রতারণা করা হত পাইকারীভাবে, আবার পূর্তবিভাগের কাজে সে প্রতারণারই পুনরাবৃত্তি চলত খুচরো খুচরো দফায়। পরিষদ ও সরকারের ভিতরকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা ঘটত, প্রতিটি সরকারী দপ্তর ও ব্যক্তিগত **শিল্পোদ্যোগীদের** সম্পর্কের বেলাতেও তাই পল্লবিত হয়ে উঠত।

সাধারণভাবে সরকারী খরচ ও সরকারী ঋণের বেলাতেও শাসক শ্রেণী যেমন শুষত তেমনই শোষণ করত **রেলপথ নির্মাণের** ব্যাপারেও। পরিষদ

আসল বোঝাটা চাপাত রাষ্ট্রের কাঁধে, আর ফাটকাবাজ ফিনান্স অভিজাতবর্গের জন্য ব্যবস্থা করে দিত সোনালী ফসলের। মনে পড়ে প্রতিনিধি-পরিষদের সেই কেলেঙ্কারির কথাটা, যখন দৈবক্রমে জানাজানি হয়ে গেল যে, জনকয়েক মন্ত্রীসমেত সংখ্যাধিক দলের সব ক'জন সদস্যই শেয়ার-মালিক হিসেবে ঠিক সেই রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারেই স্বার্থসম্পন্ন, যেটা আইনপ্রণেতা হিসেবে পরে তারা সম্পন্ন করিয়ে নেয় সরকারী খরচে।

অপরপক্ষে, তুচ্ছতম আর্থিক সংস্কারও বানচাল হয়ে যেত ব্যাঙ্কারদের প্রভাবের চাপে। যেমন ধরা যাক **ডাকবিভাগের সংস্কার**। আপত্তি জানালেন রথচাইল্ড। যে রাজস্ব থেকে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ গুণতে হবে, রাষ্ট্রকে কি তার সংস্থান খর্ব করতে দেওয়া চলতে পারে?

জুলাই রাজতন্ত্র ছিল ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ শোষণের একটা জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি মাত্র। তার লভ্যাংশ ভাগাভাগি হত মন্ত্রিবর্গ, পরিষদ সদস্য, ২,৪০,০০০ ভোটদাতা ও তাদের লেজুদের মধ্যে। লুই ফিলিপ ছিলেন ঐ কোম্পানির পরিচালক — সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রবের মাকের। এই ব্যবস্থায় ব্যবসা, শিল্প, কৃষি, জাহাজে চলাচল, শিল্প বুর্জোয়াদের স্বার্থ ক্রমাগত বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হতে বাধ্য ছিল। জুলাই দিনগুলিতে নিজেদের পতাকায় শিল্প বুর্জোয়ারা যে বাণী লিখে নিয়েছিল সেটা হল — সস্তায় রাজ্যশাসন, gouvernement à bon marché।

যেহেতু ফিনান্স অভিজাতবর্গই বানাতে আইন, রাষ্ট্রশাসনের নায়কতা করত, প্রভুত্ব খাটাত সব ক'টি সংগঠিত সাধারণী কর্তৃপক্ষের উপরে, বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে ও সংবাদপত্র মারফত জনমতের উপরে করত আধিপত্য, তাই রাজ দরবার থেকে শুরু করে Café Borgne* পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তি চলেছিল একইরকমের বেশ্যাবৃত্তির একই নির্লজ্জ জুয়াচুরির, বড়লোক হওয়ার সেই একই বাতিকের — বড়লোক হওয়া উৎপাদনের ভিতর দিয়ে নয়, অন্যদের বর্তমান সম্পদ পকেটস্থ করে। প্রতি মুহূর্তে এমন কি বুর্জোয়া আইনকানুনেরই বিরুদ্ধতা করে ব্যাধিত ও অসংযত প্রবৃত্তির এক

---

* Café Borgne: ফ্রান্সে সন্দেহজনক চরিত্রের কাফেগুলির এই নাম দেওয়া হত। — সম্পাঃ

নিরঙ্কুশ উন্দামতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষস্থানে — এমন সব ভোগবাসন যার ভিতরে জুয়ায় জেতা সম্পদ স্বতঃই পরিতৃপ্তি খোঁজে, যেখানে আনন্দ পরিণত হয় ব্যভিচারে, যার মধ্যে এসে মিলে যায় টাকা এবং নোংরামি ও রক্তপাত। যেমন ধন আহরণে তেমনই ভোগবিলাসে ফিনান্স অভিজাতবর্গ আসলে **বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের পুনর্জন্ম** ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফরাসী বুর্জোয়াদের যে চক্রগুলি শাসক গোষ্ঠীর বাইরে ছিল তারা সোরগোল তুলল: **দুর্নীতি!** ১৮৪৭ সালে বুর্জোয়া সমাজের প্রধানতম রঙ্গমঞ্চে যখন সেইসব দৃশ্যই প্রকাশ্যে অভিনীত হতে লাগল যা লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের নিয়মিত ঠেলে দেয় বেশ্যালয়ে, নিঃস্বাশ্রমে ও উন্মাদাগারে, বিচারকের দরবারে, কারাকক্ষে ও ফাঁসিকাঠে তখন জনসাধারণও রব তুলল: 'À bas les grands voleurs! À bas les assassins!'* শিল্প বুর্জোয়ারা দেখল তাদের স্বার্থ বিপন্ন; পেটি বুর্জোয়ার নৈতিক ক্রোধে আবিষ্ট হল; অপমানিত হল জনসাধারণের কল্পনা; প্যারিস শহর ছেয়ে গেল 'রথচাইল্ড রাজবংশ', 'মহাজনরা এই যুগের রাজা' প্রভৃতি নানা পুস্তিকায় সেগুলির মাধ্যমে ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসন ধিক্কৃত ও নিন্দিত হতে লাগল কমবেশি রসিকতার সাহায্যে।

Rien pour la gloire!** গৌরব ধুয়ে মুনাফা মেলে না! La paix partout et toujours!*** যুদ্ধ শতকরা তিন আর চার পার্সেন্টের কাগজের দর নামিয়ে দেয়! — ফাটকা কারবারীদের ফ্রান্স তার পতাকায় খোদিত করেছিল এইসব নীতি। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতি তাই নিঃশেষ হল ফরাসী জাতীয় অভিমানে পর পর অপমানজনক ঘা খেয়ে। ক্রাকোভের অস্ট্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির ফলে (৪৪) যখন পোল্যান্ড ধর্ষণ সমাপ্ত হয় এবং সুইজারল্যান্ডে সন্ডারবুন্ড (৪৫) যুদ্ধে গিজো যখন সক্রিয়ভাবে পবিত্র মিতালীর পক্ষে দাঁড়ান, তখন সে অভিমানের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল আরও প্রবলভাবে। এই

* 'চোরের সর্দারেরা নিপাত যাক, ধ্বংস হোক আততায়ীরা!' — সম্পাঃ

** গৌরবের জন্য কানাকড়িও নয়। — সম্পাঃ

*** সর্বত্র ও সর্বদাই শান্তি। — সম্পাঃ

নকল লড়াইয়ে সুইশ উদারপন্থীদের জয়লাভে ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিরোধীপক্ষের আত্মমর্যাদা বেড়ে গেল; পালের্মোয় রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান অবসাদগ্রস্ত জনসাধারণের উপরে কাজ করল তড়িতাঘাতের মতন এবং জাগিয়ে তুলল তাদের মহান বৈপ্লবিক স্মৃতি ও আবেগ।*

সাধারণ অসন্তোষের বিস্ফোরণ অবশেষে ত্বরান্বিত হল এবং বিদ্রোহের মনোভাব পেকে উঠল **দু'টি অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক ঘটনায়।**

১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের **আলু-মড়ক ও ফসলের অজন্মা** জনসাধারণের ভিতরে সাধারণ আলোড়ন বাড়িয়ে তোলে। ১৮৪৭ সালের আকাল ফ্রান্স তথা ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অন্যত্রও রক্তাক্ত সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। ফিনান্স অভিজাতবর্গের নির্লজ্জ বিলাসব্যসনের উল্টোপিঠে জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনের দাবিতে জনতার সংগ্রাম! ব্যুজাঁসে (Buzançais) ভুখ হাঙ্গামাকারীদের প্রাণদণ্ড (৪৬); প্যারিসে বিচারশালার হাত থেকে রাজপরিবার কর্তৃক ভূরিভোজী **জুয়াচোরদের** (escrocs) উদ্ধার!

দ্বিতীয় যে মস্ত অর্থনৈতিক ঘটনা বিপ্লবের বিস্ফোরণকে ত্বরান্বিত করে সেটি হল ইংলণ্ডে **সাধারণ বাণিজ্য ও শিল্প সংকট।** ১৮৪৫ সালের শরৎকালেই রেলওয়ে শেয়ারের ফাটকাবাজদের পাইকারী বিপর্যয়ে ইতিমধ্যে যার সূচনা, শস্য শুল্কের আসন্ন বিলোপের মতো কয়েকটি ঘটনার ফলে ১৮৪৬ সালে যা ঠেকা দেওয়া হয়েছিল, অবশেষে ১৮৪৭-এর শরৎকালে সেই সংকটের বিস্ফোরণ ঘটল লণ্ডনে পাইকারী মুদিদের দেউলিয়াপনায়, যার পিছনে পিছনেই এল ভূমি-ব্যাঙ্কগুলির দেউলিয়াপনা ও ইংলণ্ডের শিল্পপ্রধান এলাকাগুলিতে কারখানা বন্ধের পালা। ইউরোপীয় মহাদেশে এই সংকটের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া নিঃশেষ হতে না হতেই শুরু হল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

---

* ১৮৪৬ সালের ১১ নভেম্বর রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার সঙ্গে ক্রাকোভ-কে অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার চুক্তি। — সুইজারল্যাণ্ডের সন্ডারবুণ্ড যুদ্ধ: ১৮৪৭ সালের ৪ থেকে ২৮ নভেম্বর। — ১৮৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি পালের্মোর অভ্যুত্থান; জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে শহরটির উপর নেপ্‌ল্‌সবাসীদের নয় দিন ধরে গোলাবর্ষণ। [১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

অর্থনৈতিক মহামারীজনিত শিল্প-ব্যবসাগত বিপর্যয় আরও অসহ্য করে তুলল ফিনান্স অভিজাতবর্গের স্বৈরাচারকে। গোটা ফরাসী দেশ জুড়ে বুর্জোয়া বিরোধীপক্ষ **ভোজসভাগুলিতে আলোড়ন** চালাতে লাগল **নির্বাচন সংস্কারের** জন্য, যার ফলে তারা পরিষদে সংখ্যাধিক্য লাভ করবে ও উৎখাত হবে ফাটকাবাজারের মন্ত্রিসভা। এর উপরে আবার প্যারিসে শিল্পসংকটের বিশেষ এক ফল দাঁড়াল এই যে, বহু কারখানা-মালিক ও বড় ব্যবসায়ী তখনকার অবস্থায় বিদেশী বাজারে কারবার চালাতে অপারগ হয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে আশ্রয় নিল। তারা পত্তন করল বড় বড় প্রতিষ্ঠান, সেগুলোর প্রতিযোগিতা ঢালাওভাবেই সর্বস্বান্ত করল ক্ষুদে মুদি (épiciers) ও দোকানীদের (boutiquiers)। তারই ফলে প্যারিসে বুর্জোয়াদের এই অংশের মধ্যে অসংখ্য লোক দেউলিয়া হয়ে গেল, সেজন্যই ফেব্রুয়ারি মাসে এদের বৈপ্লবিক তৎপরতা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে গিজো ও পরিষদ কিভাবে সংস্কার প্রস্তাবের জবাব দিলেন; কিভাবে লুই ফিলিপ বারোর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন বড় বেশি দেরি করে; অবস্থা কেমন করে জনসাধারণ ও সৈন্যদলের মধ্যে হাতাহাতি সংগ্রামের পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছল; জাতীয় রক্ষিদলের নিষ্ক্রিয় আচরণের ফলে সৈন্যবাহিনী কিভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ল; জুলাই রাজতন্ত্রকে কিভাবে একটা অস্থায়ী সরকারকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল — এসবই সুবিদিত।

ফেব্রুয়ারি মাসের ব্যারিকেড থেকে যে **অস্থায়ী সরকার** উদ্ভূত হয় স্বভাবতই তার সংবিন্যাসে প্রতিফলিত হল জয়লাভে অংশীদার তরফগুলি। জুলাই সিংহাসনকে যারা একযোগে উল্টে ফেলে অথচ যাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী এমন **বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোসরফা** ছাড়া সেটার অন্য কিছু হতে পারি নি। তার সদস্যদের মধ্যে **বিপুল সংখ্যাধিক্য** ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দের। প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি রইলেন লেদ্রু-রলাঁ ও ফ্লকোঁ; প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে থাকলেন 'National' পত্রিকার (৪৭) লোকেরা; রাজবংশভক্ত বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধি হলেন ক্রেমিও, দ্যুপোঁ দ্য ল'এর প্রভৃতিরা। শ্রমিক শ্রেণীর ছিলেন দুজন মাত্র প্রতিনিধি, লুই ব্লাঁ ও আলবের। সর্বশেষে অস্থায়ী সরকারের মধ্যে

লামার্তিন — এ প্রথমে কোন বাস্তব পক্ষ নয়, কোন বিশিষ্ট শ্রেণী নয়; এ যেন খাস ফেব্রুয়ারি বিপ্লবই, তার মায়াজাল, তার কবিতা, তার স্বপ্নময় আধেয় ও তার বাগভঙ্গি সমেত যৌথ অভ্যুত্থান। এ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের এই মুখপাত্রটি অবস্থিতি ও মতামতের দিক থেকে ছিলেন **বুর্জোয়াদেরই** একজন।

রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতার দরুন প্যারিস যেমন ফ্রান্সে আধিপত্য করে থাকে তেমনই বৈপ্লবিক ভূমিকম্পের মুহূর্তে প্যারিসে আধিপত্য করে শ্রমিকেরা। অস্থায়ী সরকারের জীবনের প্রথম কাজ হল উন্মত্ত প্যারিস থেকে সুস্থির ফ্রান্সের কাছে এক আবেদন মারফত এই সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা। লামার্তিন ব্যারিকেড সংগ্রামীদের প্রজাতন্ত্র ঘোষণার অধিকারে আপত্তি জানালেন এই যুক্তিতে যে, তাতে অধিকারী শুধু ফরাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই; তাদের ভোটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, প্যারিসের প্রলেতারিয়েত যেন জবরদখল দিয়ে তাদের বিজয়কে কলঙ্কিত না করে। প্রলেতারিয়েতের একটিমাত্র জবরদখল বুর্জোয়ারা মেনে নিতে প্রস্তুত — লড়বার জবরদস্তি।

২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল না; অথচ মন্ত্রিদপ্তরগুলি সবই ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেল অস্থায়ী সরকারের বুর্জোয়া মহলে এবং 'National'-এর সেনাপতি, ব্যাঙ্কার ও উকীলদের মধ্যে। কিন্তু ১৮৩০ সালের জুলাইয়ের মতন ধাপ্পাবাজি আর সহ্য না করতে শ্রমিকেরা এবার ছিল কৃতসংকল্প। ফের লড়াই শুরু করে অস্ত্রের জোরে প্রজাতন্ত্র আদায়ের জন্য প্রস্তুত ছিল তারা। এই বাণী নিয়ে **রাস্পাই** গেলেন টাউন হল্-এ। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের তরফে তিনি অস্থায়ী সরকারকে **হুকুম দিলেন** প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবার জন্য; জনসাধারণের এই নির্দেশ দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রতিপালিত না হলে তিনি ফিরে আসবেন দুই লক্ষ মানুষের অগ্রভাগে। নিহতদের দেহ তখনও শীতল হয়ে যায় নি, ব্যারিকেড হয় নি অপসারিত, শ্রমিকেরা তখনও অস্ত্রত্যাগ করে নি, আর তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র যে শক্তি তখন প্রয়োগ করা যেত তা হল জাতীয় রক্ষিদল। এহেন অবস্থায় অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত সংশয় ও বিবেকের আইনগত কুণ্ঠা অকস্মাৎ দূরীভূত হল। দুই ঘণ্টার মেয়াদ

তখনও অতিক্রান্ত হয় নি এমন সময় প্যারিসের সমস্ত প্রাচীর ঝলমল করে উঠল এই ইতিহাসবিস্রুত মহীয়ান বাণী:

République française!
Liberté, Egalité, Fraternité!*

যে সীমাবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুর্জোয়াদের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে ঠেলে দিয়েছিল তার স্মৃতি পর্যন্ত মুছে গেল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণায়। গুটিকয়েক মাত্র বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বদলে ফরাসী সমাজের সব ক'টি শ্রেণীই হঠাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হল, বক্স, স্টল, গ্যালারি ছেড়ে তারা নিজেরাই অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে! নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই দূর হল বুর্জোয়া সমাজের মুখোমুখি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত এক রাষ্ট্রশক্তির রূপমূর্তি এবং সেই রূপমূর্তি যে সব গৌণ সংগ্রামগুলির অবতারণা করেছিল তার সমগ্র ধারাটিও!

অস্থায়ী সরকারকে ও অস্থায়ী সরকার মারফত গোটা ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে প্রলেতারিয়েত তৎক্ষণাৎ এক স্বতন্ত্র তরফ হিসেবে পুরোভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বানও সে জানায় সমস্ত বুর্জোয়া ফ্রান্সকে। সে যা জিতে আনল তা মোটেই তার মুক্তি নয়, সেটা হল তার বৈপ্লবিক মুক্তির জন্য লড়বার জায়গাটা।

ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রকে প্রথম যে কাজ করতে হয় তা হল ফিনান্স অভিজাতবর্গের পাশাপাশি **সব ক'টি সম্পত্তিবান শ্রেণীকে** রাষ্ট্রক্ষমতার এলাকায় প্রবেশাধিকার দিয়ে **বুর্জোয়া শাসনকেই পূর্ণ করে তোলা**। জুলাই রাজতন্ত্র বৃহৎ জমিদারদের বিপুল অংশ লেজিটিমিস্টদের যে রাজনৈতিক নাস্তিতায় বিড়ম্বিত রেখেছিল তা থেকে তারা উদ্ধার পেল। বিরোধীপক্ষের পত্রিকাগুলির সঙ্গে একযোগে 'Gazette de France' (৪৮) খামাকাই প্রচার আন্দোলন চালায় নি; ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধি-পরিষদের অধিবেশনে

* ফরাসী প্রজাতন্ত্র। মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব। — সম্পাঃ

লা রশজাকলাঁ বিপ্লবের পক্ষ **সমর্থন** করেন শুধু শুধুই নয়। নামেমাত্র সম্পত্তি মালিক, ফরাসী জনসমষ্টির যারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, সেই **কৃষকেরা** সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে উন্নীত হল ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে। যে রাজমুকুটের আড়ালে পুঁজি এতদিন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র অবশেষে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর করে তুলল বুর্জোয়া শাসনকে।

জুলাইয়ের দিনগুলিতে শ্রমিকেরা যেমন লড়ে পেয়েছিল **বুর্জোয়া রাজতন্ত্র,** তেমনই ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে তারা লড়ে পেল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।** জুলাই রাজতন্ত্রকে যেমন নিজেকে ঘোষণা করতে হয়েছিল **প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিবেষ্টিত রাজতন্ত্র হিসেবে,** ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রকেও তেমনই বাধ্য হয়ে নিজেকে ঘোষণা করতে হল **সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবেষ্টিত প্রজাতন্ত্র রূপে।** এই সুবিধাটাও **জোর করে আদায় করেছিল** প্যারিসের প্রলেতারিয়েত।

মার্শ নামে জনৈক শ্রমিকের নির্দেশ-করা একটা ডিক্রি অনুসারে সদ্যগঠিত অস্থায়ী সরকার মেহনত করে শ্রমিকদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ, সমস্ত নাগরিকদের কর্মসংস্থান, প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি দিল। আর দিনকয়েক বাদে সরকার প্রতিশ্রুতির কথাটা যখন ভুলে গেল ও প্রলেতারিয়েত যেন তাদের চোখেই পড়ছিল না, তখন ২০,০০০ শ্রমিকের এক জনতা টাউন হল্-এ অভিযান করল এই স্লোগান তুলে: **শ্রম সংগঠিত কর! বিশেষ শ্রম দপ্তর গড়!** অনিচ্ছুকভাবে ও দীর্ঘ আলোচনান্তে অস্থায়ী সরকার এক স্থায়ী বিশেষ কমিশন মনোনীত করে, তার উপর দায়িত্ব পড়ল মেহনতী শ্রেণীগুলির অবস্থা উন্নয়নের উপায় **অনুসন্ধানের।** এই কমিশন গঠিত হল প্যারিসের কারিগর সংঘগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে, এর সভাপতিত্ব করতেন লুই ব্লাঁ ও আলবের। এর বৈঠকের স্থান নির্দিষ্ট হয় লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদ। এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাসিত হলেন অস্থায়ী সরকারের পীঠ থেকে, সরকারের বুর্জোয়া অংশটা প্রকৃত রাষ্ট্রশক্তি ও শাসনভার একচ্ছত্রভাবেই রেখে দিল নিজেরই মুঠোয়; অর্থ ও ব্যবসাবাণিজ্য আর পূর্ত মন্ত্রিদপ্তরের **পাশাপাশি,** ব্যাঙ্ক ও ফটকাবাজারের **পাশাপাশি** দেখা দিল এক **সমাজতান্ত্রিক মন্দির,** যার চাঁই মোহান্ত লুই ব্লাঁ ও আলবেরের কাজ হল

আশীর্বাদী ভূমিটির আবিষ্কার, নতুন সুসমাচার প্রচার, এবং প্যারিসের শ্রমিকদের কাজ যোগানো। ঐলৌকিক কোন রাষ্ট্রশক্তির মতন তাঁদের হেফাজতে না ছিল কোনো বাজেট, না ছিল কোন নির্বাহী কর্তৃত্ব। ধরে নেওয়া হল যে, বুর্জোয়া সমাজের স্তম্ভগুলিকে তাঁরা নিজেদের মাথা ঠুকেই চুরমার করবেন। লুক্সেমবুর্গে যখন পরশপাথরের তল্লাস চলছিল তখন টাউন হল্-এ অপরপক্ষ তৈরি করে চলল চলতি মুদ্রা।

তবু প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের দাবি যে পরিমাণে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাতে সেটা লুক্সেমবুর্গের নীহারিকাবস্থা ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ব লাভ করতে পারে নি।

বুর্জোয়াদের সঙ্গে একযোগে শ্রমিকেরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল, এবং বুর্জোয়াদের পাশাপাশি তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাও করে, ঠিক যেমন তারা অস্থায়ী সরকারের ভিতরে বুর্জোয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে একজন শ্রমিককেও ঢোকায়। **শ্রম সংগঠিত কর!** কিন্তু মজুরি-শ্রম, সেটাই হল শ্রমের বিদ্যমান, বুর্জোয়া সংগঠন। সেটাকে বাদ দিলে না পুঁজি, না বুর্জোয়া, না বুর্জোয়া সমাজ, কিছুই থাকে না। **বিশেষ শ্রম দপ্তর!** কিন্তু অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পূর্ত দপ্তর — এগুলি কি শ্রমের **বুর্জোয়া** মন্ত্রিদপ্তর নয়? আর এ সবের **পাশাপাশি প্রলেতারিয়ান** শ্রম দপ্তর তো অক্ষমতার মন্ত্রিদপ্তর, ফাঁকা সদিচ্ছার মন্ত্রিদপ্তর, একটা লুক্সেমবুর্গ কমিশন না হয়েই পারে না। শ্রমিকেরা যেমন ভেবেছিল যে, বুর্জোয়াদের পাশাপাশি নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারবে, ঠিক তেমনই তারা মনে করল যে, ফ্রান্সের জাতীয় সীমানার মধ্যে, বাকি সব বুর্জোয়া জাতিদের পাশাপাশি তারা সম্পূর্ণ করে ফেলবে একটা প্রলেতারিয়ান বিপ্লব। কিন্তু ফরাসী উৎপাদন-সম্পর্কাদি ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্য, বিশ্ববাজারে তার স্থান ও সেটা থেকে উদ্ভূত নিয়ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত; বিশ্ববাজারের স্বৈরাধীশ্বর ইংলন্ডকে আঘাত হানবে এমন এক বৈপ্লবিক ইউরোপীয় যুদ্ধ ছাড়া ফ্রান্স সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে কী করে?

সমাজের বৈপ্লবিক স্বার্থ যে শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত সেটা যেই মাথা তুলে দাঁড়ায় আর্সান আপন পরিস্থিতির ভিতরেই সেটা সরাসরি খুঁজে পায় বৈপ্লবিক কার্যক্রমের মর্মবস্তু ও উপকরণ: যে সব শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে

হবে, সংগ্রামের চাহিদা মাফিক গ্রহণ করতে হবে যে সব ব্যবস্থা, আপন কর্মফলই সেটাকে ঠেলে নিয়ে চলে সামনের দিকে। আপন কাজ সম্পর্কে তত্ত্বগত কোন সন্ধান সেটা চালায় না। ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু এই পর্যায়ে পেঁছিতে পারে নি; স্বীয় বিপ্লব সাধনে সেটা তখনো অক্ষম।

শিল্প প্রলেতারিয়েতের বিকাশ সাধারণত শিল্প বুর্জোয়ার বিকাশের উপরেই নির্ভর করে। একমাত্র তাদের শাসনেই প্রলেতারিয়েত এমন ব্যাপক জাতীয় সত্তা লাভ করে যা সেটার বিপ্লবকে উন্নীত করতে পারে জাতীয় স্তরে, সেটা নিজেই সৃষ্টি করে আধুনিক উৎপাদনের উপায়, যা সেই সঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় সেটা বৈপ্লবিক মুক্তিলাভেরই উপায়। একমাত্র তাদের শাসনই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক মূল পর্যন্ত উৎপাটিত ক'রে এমনভাবে মাটি সমান করে দেয় যার উপরেই শুধু সম্ভব প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব। ইউরোপের মূলভূমির বাকি অংশের তুলনায় ফরাসী শিল্প উন্নততর এবং সেখানকার বুর্জোয়াদের চেয়ে ফরাসী বুর্জোয়ারা বেশি বিপ্লবী। কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কি সরাসরি ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয় নি? তার থেকে এইটেই প্রমাণ হয় যে, শিল্প বুর্জোয়ারা ফ্রান্সে শাসন করত না। শিল্প বুর্জোয়ারা শাসক হতে পারে শুধু সেখানেই যেখানে আধুনিক শিল্প সেটার নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী সমস্ত মালিকানা-সম্পর্ক ঢেলে সাজায়; তেমন শক্তি আবার শিল্প অর্জন করতে পারে শুধু সেখানেই যেখানে সেটা বিশ্ববাজার জয় করে, কারণ জাতীয় চৌহদ্দি সেটার বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অথচ ফরাসী শিল্প এমন কি অভ্যন্তরীণ বাজারের উপরেও দখল বহুলাংশে রেখেছিল কমবেশি মাত্রায় সংশোধিত সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা মারফতেই। তাই বিপ্লবের মুহূর্তে ফরাসী প্রলেতারিয়েত যদিবা প্যারিসে এমন প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী হয়ে থাকে যা তাকে তার সাধ্যের বাইরে ধাবিত করায়, তবু বাদবাকি ফ্রান্সে সেটা ছিল পৃথক পৃথক বিক্ষিপ্ত শিল্পকেন্দ্রগুলিতে পুঞ্জীভূত, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া সংখ্যাধিক্যের মাঝে প্রায় নিমজ্জিত। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিণত আধুনিক রূপ, সে সংগ্রামের নির্ধারক দিক, শিল্প বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শিল্পের মজুরি-খাটা শ্রমিকদের সংগ্রাম ফ্রান্সের ক্ষেত্রে একটা আংশিক ব্যাপার। ফেব্রুয়ারির দিনগুলির পরে তার পক্ষে তাই আরো বেশি অসম্ভব

ছিল বিপ্লবের জাতিগত অন্তর্বস্তু যোগানো, কেননা পুঁজির গৌণ শোষণপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সুদখোরি ও বন্ধকীর বিরুদ্ধে কৃষকদের, কিংবা পাইকার, ব্যাঙ্কার ও কারখানা-মালিকদের বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়াদের সংগ্রাম, এককথায় দেউলিয়া অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তখনও পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে সাধারণ অভ্যুত্থানের অন্তরালে। সুতরাং প্যারিসের প্রলেতারিয়েত যে তার আপন স্বার্থটাকেই সমাজের বৈপ্লবিক স্বার্থরূপে জোর করে হাসিল না করে বুর্জোয়ার স্বার্থসাধনের **পাশাপাশি** তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছিল, **লাল** ঝাণ্ডাকে রাখতে দিয়েছিল **তেরঙা** ঝাণ্ডার (৪৯) নিচে, এর চেয়ে সহজবোধ্য ব্যাপার আর কিছুই নেই। বিপ্লবের গতিপ্রবাহ প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে অবস্থিত জাতির অধিকাংশ জনসমষ্টিকে, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াকে যতদিন পর্যন্ত ঐ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে না উত্থিত করে তুলছে এবং তাদের মুখপাত্রস্বরূপ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত হতে বাধ্য না করছে, ততদিন ফরাসী শ্রমিকেরা এক-পাও অগ্রসর হতে পারে না, বুর্জোয়া ব্যবস্থার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। জুন মাসের প্রচণ্ড পরাজয়ের (৫০) মূল্যেই শুধু শ্রমিকেরা অর্জন করতে পারে সেই বিজয়।

প্যারিস শ্রমিকদের সৃষ্টি এই লুক্সেমবুর্গ কমিশন ইউরোপব্যাপী মঞ্চ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের মূলকথা — **প্রলেতারিয়েতের মুক্তির** কথাটা — উদ্ঘাটিত করেছিল, সে কৃতিত্ব সেটাকে দিতেই হবে। যে 'উন্মত্ত প্রলাপ' তখন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রীদের অপ্রামাণিক রচনাগুলিতে তলিয়ে ছিল, মাঝে মাঝে শুধু বুর্জোয়াদের কানে পেঁছিত দূরবর্তী আধা-ভয়াবহ আধা-হাস্যকর রূপকথা হিসেবে, তাকেই সরকারীভাবে প্রচার করতে বাধ্য হয়ে 'Moniteur' (৫১) পত্রিকা লাল হয়ে উঠল। বুর্জোয়া তন্দ্রা থেকে সচকিত হয়ে জেগে উঠল ইউরোপ। সুতরাং, যে প্রলেতারিয়ানরা ফিনান্স অভিজাতবর্গকে গুলিয়ে ফেলেছিল গোটা বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের মনে; সাচ্চা সেকেলে যে প্রজাতন্ত্রীরা শ্রেণীর অস্তিত্বটুকুও স্বীকার করত না, অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ফলেই বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, বড়জোর এই কথা মানত তাদের কল্পনায়; এযাবৎ ক্ষমতার আসনে ঠাঁই পায় নি যে সব বুর্জোয়া গোষ্ঠী তাদের কপট বুলিতে — প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে

সঙ্গে যেন বিলুপ্ত হল **বুর্জোয়া শাসন**। তখন সব রাজতন্ত্রীই যেন প্রজাতন্ত্রীতে এবং প্যারিসের সব লক্ষপতিই যেন শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে গেল। যে কথাটার সঙ্গে শ্রেণী-সম্পর্কের এই কাল্পনিক বিলুপ্তির মিল ছিল সেটি হল fraternité — সার্বজনীন মৈত্রীসাধনা ও সৌভ্রাত্র। শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে এই প্রীতিকর অপসারণ, পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের এই ভাবপ্রবণ আপোস, শ্রেণী-সংগ্রামের ঊর্ধ্বে এই কাল্পনিক অধিরোহণ, এই fraternité হল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আসল ধরতাই বুলি। নিছক **ভুল বোঝাবুঝির** দরুনই নাকি সমাজ শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত, তাই ২৪ ফেব্রুয়ারি লামার্তিন অস্থায়ী সরকারকে অভিসিঞ্চিত করে নাম ছিলেন — 'un gouvernement qui suspende ce *malentendu terrible qui existe entre les différentes classes*'*। সৌভ্রাত্রের এই উদার উন্মত্ততায় মাতাল হল প্যারিসের প্রলেতারিয়েত।

সেইমাত্র প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে অস্থায়ী সরকার বাধ্য হল তখন সেটা চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না প্রজাতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের ও প্রদেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য করে নিতে। রাজনৈতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের (৫২) রক্তাক্ত বিভীষিকাকে অস্বীকার করা হল; সংবাদপত্র উন্মুক্ত হল সব মতামতের কাছে; সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে সেনাবাহিনী, বিচারালয় ও শাসন-ব্যবস্থা রইল সাবেকী মহামহিমদের মুঠোর মধ্যে; জুলাই রাজতন্ত্রের বাধা-বাধা অপরাধীদের একজনকেও বিচারের জন্য হাজির করা হল না। 'National'-এর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা রাজতন্ত্রী নাম ও পোশাকের বদলে পুরনো প্রজাতন্ত্রী নামে ও পোষাকে সেজে আমোদ পেল। তাদের কাছে প্রজাতন্ত্র হল পুরনো বুর্জোয়া সমাজেরই একটা নতুন বল্-নাচের পোশাক। নবীন প্রজাতন্ত্র ত্রাস জাগিয়ে নয় বরং নিজেই সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে, এবং নিজ সত্তাকে মৃদুভাবে মেনে নেওয়া ও প্রতিরোধ না করার সাহায্যে অস্তিত্ব বজায় রাখা ও প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার ভিতরে তার প্রধান কৃতিত্ব খুঁজল। দেশের বিশেষ অধিকারভোগী

---

* 'বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরকার এই ভীষণ ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার সরকার।' — সম্পাঃ

শ্রেণীদের কাছে, বিদেশে স্বেচ্ছাচারী শক্তিগুলির নিকটে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হল যে প্রজাতন্ত্রটি শান্তিপ্রবণ। সেটার ঘোষিত মূলমন্ত্র হল — বাঁচো ও বাঁচতে দাও। এর উপরে জার্মান, পোল, অস্ট্রিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান ও ইতালিয়ানরা — প্রত্যেকটি জাতি নিজের তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী — বিদ্রোহ করল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্প কিছুদিন পরেই। রাশিয়া ও ইংলন্ড অবশ্য প্রস্তুত ছিল না — শেষোক্তটি নিজেই তখন আলোড়িত, প্রথমটি ভয়ভীত। প্রজাতন্ত্রের তাই এমন কোন **জাতীয়** শত্রু ছিল না, যার মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। ফলে এমন কোন বিরাট বৈদেশিক জটিলতাও ছিল না যা কর্মতৎপরতাকে উদ্দীপ্ত, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারত, অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করতে পারত এগিয়ে যেতে কিংবা উচ্ছেদ হতে। প্রজাতন্ত্রকে আপন সৃষ্টি মনে করে স্বভাবতই প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের এমন প্রত্যেকটি কাজকেই অভিনন্দিত করল যা বুর্জোয়া সমাজে সরকারের পাকা আসন প্রতিষ্ঠাতেই সহায়তা করল। প্যারিসে সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় তারা কসিদিয়েরের নির্দেশে পুলিসের কাজে নিযুক্ত হতে রাজী হল, ঠিক যেমন লুই ব্লাঁ-কে তারা দিল শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধের সালিসি করতে। ইউরোপের চোখে প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া মর্যাদাটাকে নিষ্কলঙ্ক রাখা যেন তারা আপন সম্মানের ব্যাপার (point d'honneur) করে তুলল।

দেশে বা বিদেশে প্রজাতন্ত্রকে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। এতে করে সেটা নিরীহ হয়ে পড়ল। তখন আর দুনিয়ার বৈপ্লবিক রূপান্তর নয়, বুর্জোয়া সমাজের সম্পর্কগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোই হল সেটার কাজ। এই কাজে অস্থায়ী সরকারের উন্নত আতিশয্যের সব থেকে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য হল সেটার **আর্থিক ব্যবস্থাবলি**।

স্বভাবতই ঘা খেয়েছিল **সরকারী** ও **ব্যক্তিগত ক্রেডিট**। **সরকারী ক্রেডিট** নির্ভর করে এই আস্থার উপরে যে রাষ্ট্র নিজেকে ফিনান্স জগতের শ্বাপদদের দ্বারা শোষিত হতে দেবে। কিন্তু সাবেকী রাষ্ট্র অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল আর বিপ্লবও সর্বোপরি চালিত হয়েছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধেই। বিগত ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংকটের আলোড়ন তখনও স্তব্ধ হয় নি। তখনও একের পর এক চলেছে দেউলিয়াপনা।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে তাই **ব্যক্তিগত ক্রেডিট পঙ্গু,** পণ্য সঞ্চালন সংকুচিত ও উৎপাদন অচল হয়েছিল। বৈপ্লবিক সংকটের ফলে ঘনীভূত হল বাণিজ্য সংকট। আর ব্যক্তিগত ক্রেডিট যদি নির্ভর করে এই বিশ্বাসের উপরে যে, সেটার সম্পর্কাদির সমগ্র পরিধির ভিতরে বুর্জোয়া উৎপাদনের, বুর্জোয়া ব্যবস্থার গায়ে হাত পড়বে না, তা অলঙ্ঘনীয়ই থাকবে, তাহলে যে বিপ্লব বুর্জোয়া উৎপাদনের ভিত্তি সম্পর্কেই, প্রলেতারিয়েতের আর্থিক দাসত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলে, ফাটকাবাজারের বিরুদ্ধে খাড়া করে লুক্সেমবুর্গের নৃসিংহকে, তার ফল কী দাঁড়াবে? প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের অর্থই হচ্ছে বুর্জোয়া ক্রেডিটের অবসান; কারণ এটা হল বুর্জোয়া উৎপাদন ও তার বিধি ব্যবস্থার অবসান। সরকারী ও ব্যক্তিগত ক্রেডিট হল সেই আর্থনীতিক তাপমানযন্ত্র যার সাহায্যে নির্ণয় করা যায় বিপ্লবের তীব্রতা। **ক্রেডিট যতই নিচের দিকে নামে ততই উপরে ওঠে বিপ্লবের উদ্দীপনা ও সৃজনীশক্তি।**

অস্থায়ী সরকার চাইল প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়াবিরোধী চেহারা ঘোচাতে। আর তাই সেটাকে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করতে হয়েছিল এই নয়া ঢং-এর রাষ্ট্রটির **বিনিময়-মূল্যকে,** ফাটকাবাজারে ঘোষিত তার **হাঁকাদরকে** বেঁধে রাখার জন্য। ব্যক্তিগত ক্রেডিট কাজেই আবার চড়তে লাগল ফাটকাবাজারে প্রজাতন্ত্রের চলতি দর হাঁকার সঙ্গে সঙ্গে।

রাজতন্ত্র যে সব বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছিল, অস্থায়ী সরকার তার দায় গ্রহণ করবে না অথবা গ্রহণ করতে পারবে না এমন **সন্দেহমাত্রের**ও নিরসন ঘটাবার জন্য ও প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া নীতিজ্ঞান ও পরিশোধ ক্ষমতায় আস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকার যে আফালনের আশ্রয় নিল তা যেমন খেলো তেমনই বালকসুলভ। রাষ্ট্রের পাওনাদারদের শতকরা ৫, ৪·৫ ও ৪ হারের বন্ডের উপরে সরকার সুদ দিয়ে দিল আইনগত পরিশোধ তারিখের **আগেই**। বুর্জোয়া নিশ্চিন্ততা, পুঁজিপতিদের আত্মপ্রত্যয় হঠাৎ জেগে উঠল যখন তারা দেখল কী ব্যগ্র দ্রুততায় তাদের আস্থা ক্রয়ের চেষ্টা চলেছে।

এই যে নাটকীয় কাণ্ডটায় অস্থায়ী সরকারের নগদ টাকার তহবিল শূন্য হল, তাতে স্বভাবতই সেটার আর্থিক বিভ্রাট হ্রাস পায় নি। টাকার টানাটানিটা আর গোপন রাখা গেল না, এবং রাষ্ট্রের পাওনাদারদের প্রীতিকর

চমক দেওয়ার যে আয়োজন হয়েছিল তার মূল্য দিতে হল **পেটি বুর্জোয়া, বাড়ির চাকর ও শ্রমিকদের।**

ঘোষণা করা হল **সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা** থেকে একশ ফ্র্যাংকের বেশি পরিমাণ টাকা তোলা যাবে না। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল ও একটা ডিক্রি মারফত রূপান্তরিত হল অশোধনীয় সরকারী ঋণে। পূর্ব থেকেই বিষম বিপন্ন **পেটি বুর্জোয়ারা** এর ফলে প্রজাতন্ত্রের উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতার বদলে যেহেতু সে পেল সরকারী ঋণের সার্টিফিকেট, তাই তাকে বাধ্য হয়ে ফাটকাবাজারে যেতে হল সেগুলি বেচার জন্য; তাতে করে নিজেকে সঁপে দিতে হল সেই ফাটকাবাজারদের হাতেই যাদের বিরুদ্ধে সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে যে ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসন চলেছিল তাদের দেবালয় ছিল **ব্যাঙ্ক।** সরকারী ক্রেডিটের ওপর যেমন ফাটকাবাজারের কর্তৃত্ব, **বাণিজ্য ক্রেডিটের** ওপরেও তেমনি ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব।

ব্যাঙ্কের শুধু কর্তৃত্ব নয়, অস্তিত্ব পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে বিপন্ন হওয়ার দরুন, গোড়া থেকেই সেটার চেষ্টা ছিল ক্রেডিটের অভাবকে সর্বব্যাপী করে প্রজাতন্ত্রকে খেলো করে ফেলা। হঠাৎ সেটা বন্ধ করে দেয় ব্যাঙ্কার, কারখানা-মালিক ও ব্যাপারীদের ক্রেডিট। এতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিপ্লবের সৃষ্টি না হওয়ায় এই কৌশলের অনিবার্য উল্টো ফল ফলেছিল ব্যাঙ্কের উপরেই। ব্যাঙ্কের কোষাগারে যে টাকা পুঁজিপতিরা জমা রেখেছিল তা তারা তুলে নিল। ব্যাঙ্কনোটের মালিকেরা টাকা তোলার দপ্তরে ছুটল নোট ভাঙিয়ে সোনা-রুপো পাবার জন্য।

অস্থায়ী সরকার জবরদস্তি হস্তক্ষেপ না করেও আইনসম্মতভাবে ব্যাঙ্ককে **দেউলিয়া** হতে বাধ্য করতে পারত; শুধু দরকার হত চুপচাপ থাকা ও ব্যাঙ্ককে তার কপালে যা আছে তার উপরে ছেড়ে দেওয়া। **ব্যাঙ্কের দেউলিয়া অবস্থা** হত এমন এক প্লাবন যা নিমেষের মধ্যে ফরাসী দেশের মাটি থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত প্রজাতন্ত্রের সব থেকে শক্তিশালী ও মারাত্মক শত্রু জুলাই রাজতন্ত্রের স্বর্ণপাদপীঠ ফিনান্স অভিজাতবর্গকে। আর ব্যাঙ্ক যেইমাত্র দেউলিয়া হত তখন সরকার যদি জাতীয় ব্যাঙ্ক গড়ত ও জাতীয় ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের ভার দিত জাতিরই হাতে, তাহলে বুর্জোয়ারা

নিজেরাই এই ব্যবস্থাকে বিপদত্রাণের শেষ মরিয়া চেষ্টা বলেই গণ্য করতে বাধ্য হত।

অস্থায়ী সরকার কিন্তু উল্টে ব্যাঙ্কনোটের এক **বাধ্যতামূলক বাজারদর** নির্দিষ্ট করে দিল। উপরন্তু করল আরও কিছু। সমস্ত প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার রূপান্তরিত করল ব্যাঙ্ক দ্য' ফ্রান্সের (Banque de France) শাখায় এবং অনুমতি দিল গোটা ফ্রান্সে ঐ ব্যাঙ্কের জাল বিস্তার করার। পরে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নেওয়া একটা ঋণের জামিন হিসেবে সরকার ব্যাঙ্কের কাছে **সরকারী বনভূমিগুলি** বাঁধা দেয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কর্তৃক যে ব্যাঙ্কতন্ত্রের উচ্ছেদ করার কথা ছিল তাকেই সেটা এইভাবে সরাসরি শক্তিশালী ও বর্ধিত করে তুলল।

ইতিমধ্যে অস্থায়ী সরকার ক্রমবর্ধমান ঘাটতির পীড়নে কাতরাতে আরম্ভ করে। বৃথাই সেটা মিনতি জানাল দেশপ্রেমী আত্মত্যাগের জন্য। সেটাকে ভিক্ষা ছুঁড়ে দিল শুধু শ্রমিকেরাই। একটা বীরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বনের, **নতুন কর** চাপানোর শরণ নেবার প্রয়োজন হল। কিন্তু কার উপরে চাপানো যায় সেই কর? ফাটকাবাজারের নেকড়েদের উপরে, ব্যাঙ্ক সম্রাট, সরকারের মহাজন, লভ্যাংশজীবী (rentiers) বা শিল্পপতিদের উপরে? প্রজাতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের অনুগ্রহভাজন করার উপায় তো তা নয়। তার অর্থ হত একদিকে সরকারী ও ব্যবসাগত ক্রেডিটকে বিপন্ন করা, যখন অন্যদিকে চেষ্টা চলছিল মস্ত ক্ষতিস্বীকার ও লাঞ্ছনার মূল্যে সেগুলোকে কিনে নেওয়ার। কিন্তু কড়ি তো যোগাতে হবে কাউকে। বুর্জোয়া ক্রেডিটের বেদিতে বলি দেওয়া হল কাকে? Jacques le bonhomme,* **কৃষককে।**

অস্থায়ী সরকার চারটি প্রত্যক্ষ করের উপরে ফ্র্যাঙ্ক পিছু ৪৫ সাঁতিম (centime) অতিরিক্ত কর চাপাল। সরকারী খবরের কাগজগুলি স্তোকবাক্য দিয়ে প্যারিসের শ্রমিকদের বিশ্বাস করাল যে, এই করের বোঝা প্রধানত পড়বে নাকি বড় বড় জমির মালিকদের উপরে, রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে (Restoration) (৫৩) মঞ্জুর-করা শত কোটি ফ্র্যাঙ্কের অধিকারীদের উপরে। আসলে কিন্তু এর আঘাতটা সর্বোপরি পড়ল **কৃষক শ্রেণীর** উপর, অর্থাৎ

* সাদাসিধে মানুষ জাক; ফরাসী ভূস্বামীরা অবজ্ঞাভরে কৃষকদের এই নাম দেয়। — **সম্পাঃ**

ফরাসী জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরে। **ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ব্যয় বহন করতে হল এদেরই**; এদের মধ্যেই প্রতিবিপ্লব পেল তার প্রধান উপাদান। ফরাসী কৃষকের পক্ষে ৪৫ সাঁতিমের করটা জীবন-মরণ সমস্যা; প্রজাতন্ত্রের পক্ষেও সে এটাকে জীবন-মরণ সমস্যা করে তুলল। সেই মুহূর্ত থেকে ফরাসী কৃষকের কাছে **প্রজাতন্ত্রের** অর্থ হল **৪৫ সাঁতিমের কর,** প্যারিসের প্রলেতারিয়েত তার চোখে প্রতীয়মান হল এমন এক অপব্যয়ী বলে যে তার ঘাড় ভেঙে নিজেরটা গুছিয়ে নিচ্ছে।

১৭৮৯ সালের বিপ্লব যেখানে শুরু করেছিল কৃষকদের ঘাড় থেকে সামন্ততান্ত্রিক বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, সেখানে ১৮৪৮-এর বিপ্লব গ্রামীণ জনতার কাছে আত্মঘোষণা জানালে নয়া এক কর বসিয়ে, যাতে পুঁজি বিপন্ন না হয় এবং তার রাষ্ট্রযন্ত্র যাতে চালু থাকতে পারে।

একটিমাত্র উপায়ে অস্থায়ী সরকার এত সব ঝামেলা দূর করতে ও এক ধাক্কায় রাষ্ট্রকে ঠেলে তুলতে পারত পুরনো খানা থেকে — **রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা** মারফত। সকলেরই মনে আছে, ফাটকাবাজারের শ্বাপদ, বর্তমানে ফরাসী অর্থসচিব ফুল্দ্-এর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রস্তাব লেদ্রু-রলাঁ যে কত নৈতিক রোষ সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা তিনি পরবর্তী কালে আবৃত্তি করেন জাতীয় পরিষদে। এদিকে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ফুল্দ্।

সাবেকী বুর্জোয়া সমাজ রাষ্ট্রের কাছে যে হুণ্ডি পেশ করেছিল তাকে মান্য করে অস্থায়ী সরকার নতিস্বীকার করল সেই সমাজেরই কাছে। বহু বছরের বৈপ্লবিক ঋণ যাকে আদায় করতে হবে এমন এক পীড়ক উত্তমর্ণ হিসেবে বুর্জোয়া সমাজের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে অস্থায়ী সরকার সেই সমাজেরই এক পীড়িত অধমর্ণ হয়ে দাঁড়াল। নড়বড়ে বুর্জোয়া সম্পর্কগুলি তাকে সংহত করতে হল এমন সব বাধ্যবাধকতার দায় মেটানোর জন্য যা পূরণ করা সম্ভব শুধু সে সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যেই। ক্রেডিট হয়ে দাঁড়াল সেটার জীবনধারণের শর্ত, আর প্রলেতারিয়েতকে যে সব সুবিধা দিতে হয়েছিল, যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি এখন পরিণত হল **শৃংখলে,** যা না খসালেই **নয়**। এমন কি একটা **কথার কথা** হিসেবেও শ্রমিকদের মুক্তি নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে হয়ে উঠল অসহনীয় বিপদ, কারণ চালু

অর্থনীতিক শ্রেণী-সম্পর্কের অবিচল ও নির্বিঘ্ন স্বীকৃতির উপরে যার নির্ভর, সেই ক্রেডিট ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এ দাবি হল এক স্থায়ী প্রতিবাদ। অতএব প্রয়োজন হয়ে পড়ল **শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাবার।**

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সেনাবাহিনীকে প্যারিস-ছাড়া করেছিল। একমাত্র শক্তি ছিল জাতীয় রক্ষিদল, অর্থাৎ নানা স্তরের বুর্জোয়া। তবু একা একা সেটা নিজেকে প্রলেতারিয়েতের সমকক্ষ মনে করে নি। তাছাড়া, প্রবল বিরুদ্ধতা ও হাজারো বিচিত্র প্রতিবন্ধকতা খাড়া করা সত্ত্বেও সেটা বাধ্য হয় ক্রমশ একে একে তার বাহিনীর দ্বার উন্মুক্ত করতে ও সেখানে সশস্ত্র প্রলেতারিয়ানদের প্রবেশাধিকার দিতে। ফলে একটিমাত্র পথ বাকি রইল: **প্রলেতারিয়েতের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া।**

এই উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সরকার প্রত্যেকটিতে এক হাজার করে ১৫ থেকে ২০ বছরের যুবকদের নিয়ে ২৪টি ব্যাটালিয়নের এক **সচল রক্ষিদল** (Mobile Guards) গঠন করল। এদের অধিকাংশই ছিল **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত**, সব বড় শহরেই যারা শিল্পক্ষেত্রের প্রলেতারিয়েত থেকে সুস্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র এক জনতা, চোর ও সবরকমের অপরাধীদের যোগান আসে যাদের মধ্য থেকে; সমাজের উচ্ছিষ্টজীবী এমন সব লোক যাদের নির্দিষ্ট কোন বৃত্তি নেই; যারা ভবঘুরে, চাল নেই, চুলোও নেই (gens sans feu et sans aveu); যে জাতির তারা অন্তর্ভুক্ত তার সভ্যতার মাত্রা অনুযায়ী যাদের ভিতরে ইতরবিশেষ থাকলেও যারা কিছুতেই তাদের লাজারোনি (৫৪) চরিত্র হারায় না; একেবারে নমনীয়, এমন কাঁচা বয়সে অস্থায়ী সরকার এদের বাহিনীভুক্ত করেছিল যখন নির্ভীকতম কার্যকলাপ ও চরমতম আত্মত্যাগও যেমন, তেমনই আবার জঘন্যতম গুন্ডামি ও নিকৃষ্টতম দুর্নীতি — সবই এদের পক্ষে ছিল সম্ভব। অস্থায়ী সরকার এদের প্রতিদিন ১ ফ্র্যাঙ্ক ৫০ সাঁতিম করে দিত, অর্থাৎ এদের কিনে নেওয়া হল। এদের পৃথক একটা বিশিষ্ট উর্দিও সরকার দিল, অর্থাৎ ঢিলেজামা (blouse) পরা শ্রমিকদের থেকে এদের বাহ্যত পৃথক করে রাখা হল। এদের নায়কত্ব করার জন্য কিছু কিছু অফিসার সরকার নিয়ে এল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী থেকে; কিছুটা আবার এরাই এমন সব তরুণ বুর্জোয়া সন্তানদের নিজেরাই অফিসার নির্বাচন করে নিল, যাদের পিতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতি

আনুগত্য সম্পর্কিত লম্বাই-চওড়াই বুলিতে এরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়ে।

কাজেই, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল তাদেরই ভিতর থেকে যোগাড় করা ২৪,০০০ তরুণ জোয়ান ও গোয়ারগোবিন্দ মানুষের এক সেনাবাহিনী। প্যারিসের ভিতর দিয়ে এরা কুচকাওয়াজ করে যাওয়ার সময়ে প্রলেতারিয়েতও জয়ধ্বনি দিত সচল রক্ষিদলের। তারা এদের স্বীকার করে নিল নিজেদের অগ্রণী ব্যারিকেড যোদ্ধা হিসেবে। বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদলের বিপরীতে তারা একে মনে করল **প্রলেতারীয়** রক্ষিদল। তাদের ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য।

সচল রক্ষিদল ছাড়াও সরকার স্থির করল তার চারিদিকে শিল্প শ্রমিকদের এক বাহিনীর সমাবেশ করবে। সংকট ও বিপ্লবের ফলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে এমন একলক্ষ শ্রমিককে মন্ত্রী মারি তথাকথিত জাতীয় কর্মশালায় (ateliers) নাম লেখান। এই জাঁকালো নামের আড়ালে ২৩ সু(sou) মজুরিতে ক্লান্তিকর একঘেয়ে অনুৎপাদনশীল **মাটি কাটার কাজে** শ্রমিকদের লাগানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। **খোলা আকাশের নীচে ইংরেজী শ্রমনিবাস** (৫৫) — এই হল জাতীয় কর্মশালা। অস্থায়ী সরকার ভাবল এরই মধ্য দিয়ে সেটা **শ্রমিকদেরই বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক প্রলেতারিয়ান বাহিনী** গড়েছে। বুর্জোয়ারা এখানে জাতীয় কর্মশালার ব্যাপারে ভুল করল, ঠিক যেমন শ্রমিকেরা ভুল করেছিল সচল রক্ষিদলের ক্ষেত্রে। ওরা সৃষ্টি করে দিল **বিদ্রোহের এক বাহিনী।**

একটি উদ্দেশ্য তবু সফল হয়।

লুই ব্লাঁ লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদ থেকে যে জন-কর্মশালার কথা প্রচার করেছিলেন তার নাম ছিল **জাতীয় কর্মশালা।** লুক্সেমবুর্গের প্রত্যক্ষ **বিরোধিতাকল্পে** উদ্ভাবিত মারি-র **কর্মশালা** একই নামকরণের কল্যাণে এমন এক প্রমাদ-নাট্যের উপলক্ষ যোগাল যা স্পেনীয় ভৃত্য-সংক্রান্ত ভুলের প্রহসনের উপযোগী। অস্থায়ী সরকার নিজেই গোপনে গোপনে এই খবর ছড়াল যে, এই জাতীয় কর্মশালাগুলি লুই ব্লাঁ-এরই আবিষ্কার; এটা আরও বেশি সম্ভব মনে হল এইজন্য যে, জাতীয় কর্মশালার প্রচারক লুই ব্লাঁ ছিলেন অস্থায়ী সরকারেরই একজন সদস্য। আর প্যারিসের বুর্জোয়াদের আধা-সরলমতি, আধা-ইচ্ছাকৃত বিভ্রমের নিকটে, ফ্রান্সের তথা ইউরোপের কৃত্রিমভাবে সংগঠিত

মতামতের কাছে এই শ্রমনিবাসগুলিই মনে হল সমাজতন্ত্রের প্রথম রূপায়ণ, যে সমাজতন্ত্রকে তাতে করে তোলা হল অবজ্ঞা-উপহাসের পাত্র।

অন্তর্বস্তুর দিক দিয়ে না হলেও, নামকরণের দিক দিয়ে **জাতীয় কর্মশালা** ছিল বুর্জোয়া শিল্প, বুর্জোয়া ক্রেডিট ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের মূর্ত প্রতিবাদ। বুর্জোয়াদের সমস্ত ঘৃণাও তাই উদ্যত হল এগুলির উপরে। এদের মধ্যেই তারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল সেই লক্ষ্য যার বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারির মায়াজাল ছিঁড়ে খোলাখুলি বেরিয়ে আসার মতো শক্তিসঞ্চয় করা মাত্র তারা শুরু করতে পারে আক্রমণ। **পেটি বুর্জোয়াদেরও** সমস্ত অসন্তোষ, সকল বিরাগ এই জাতীয় কর্মশালারূপী সাধারণ লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হল। সত্যকার ক্রোধ নিয়ে তারা হিসাব করতে বসল শ্রমিক নিষ্কর্মারা কী পরিমাণ গ্রাস করছে, যখন তাদের নিজেদের অবস্থা দিনের পর দিন দাঁড়াচ্ছে অসহ্য। মনে মনে তারা গজরাতে লাগল — ভুয়ো মেহনতের জন্য সরকারী পেনশন — এই হল তাহলে সমাজতন্ত্র! নিজেদের দুর্গতির কারণ তারা খুঁজল জাতীয় কর্মশালার ভিতরে, লুক্সেমবুর্গের গলাবাজির মধ্যে, প্যারিসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মিছিলে। আর কমিউনিস্টদের তথাকথিত কারসাজি নিয়ে পেটি বুর্জোয়াদের মতন কেউই অত উদগ্র ছিল না — দেউলিয়ার কিনারে অসহায়ভাবে হাবুডুবু খাচ্ছিল এরা।

এইভাবে, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে আসন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় (mêlée) সকল সুযোগ-সুবিধা, সমস্ত নির্ধারক অবস্থান, সমাজের সব কটি মধ্যবর্তী স্তর এল বুর্জোয়াদের হাতে, যখন একই সময়ে সমগ্র মহাদেশের উপর দিয়ে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল উত্তাল; প্রত্যেকটি নতুন ডাক বিপ্লবের নয়া খবর আনছিল কখনও ইতালি থেকে, কখনও জার্মানি থেকে, কখনওবা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সুদূরতম প্রান্ত থেকে, যে বিজয় ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গেছে তারই সাক্ষ্য তাদের কাছে অবিরাম বহন করে [illegible]।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার পক্ষপুটে যে বিরাট শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার প্রথম খণ্ডযুদ্ধ দেখা গেল **১৭ মার্চ** এবং **১৬ এপ্রিল** তারিখে।

১৭ মার্চ প্রলেতারিয়েতের সেই অনিশ্চিত অবস্থাটাকে প্রকট করে তোলে, যার ফলে কোন চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্ভব হয় নি। সেদিনের মিছিলের গোড়ার

উদ্দেশ্য ছিল অস্থায়ী সরকারকে পুনরায় বিপ্লবের পথে ঠেলে আনা, অবস্থা অনুযায়ী সরকারের বুর্জোয়া সদস্যদের বহিষ্কার করা, এবং জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় রক্ষিদলের নির্বাচনের দিন পিছিয়ে দেওয়া। কিন্তু ১৬ মার্চ জাতীয় রক্ষিদলের বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে একটা বৈরভাবাপন্ন মিছিলের আয়োজন করেছিল। 'À bas Ledru-Rollin!'* এই জিগির তুলে তারা চড়াও হয়েছিল টাউন হল্-এ। তাই জনতা ১৭ মার্চ বাধ্য হল রব তুলতে: 'লেদ্রু-রলাঁ দীর্ঘজীবী হোন! অস্থায়ী সরকার জিন্দাবাদ!' তাদের মনে হয়েছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র বিপন্ন, সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধাচরণ** করতে বাধ্য হয় তারা। অস্থায়ী সরকারকে নিজেদের আয়ত্ত করার বদলে সেটাকে তারা মজবুত করে দিল। ১৭ মার্চ অতিবাহিত হল অতিনাটকীয় ভাবে, প্যারিসের প্রলেতারিয়েত সেদিন তার অতিকায় আয়তন আবার দেখিয়ে দিলেও অস্থায়ী সরকারের ভিতরকার ও বাইরের বুর্জোয়ারা সেটাকে ধ্বংস করতে হল আরও বেশি বদ্ধপরিকর।

১৬ এপ্রিলে হল একটি **ভুল বোঝাবুঝি** যা অস্থায়ী সরকার ঘটায় বুর্জোয়ার সঙ্গে যোগসাজশে। মার্স ময়দান ও হিপোড্রোমে শ্রমিকেরা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়েছিল জাতীয় রক্ষিদলের সেনাপতিমণ্ডলী নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য। হঠাৎ সারা প্যারিসময়, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎগতিতে এক গুজব রটে গেল যে লুই ব্লাঁ, ব্লাঙ্কি, কাবে ও রাস্পাই-এর নেতৃত্বে শ্রমিকেরা মার্স ময়দানে সমবেত হয়েছে অস্ত্রহাতে, সেখান থেকে টাউন হল্-এ অভিযান, অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ ও কমিউনিস্ট সরকার ঘোষণার উদ্দেশ্যে। সাধারণ বিপদ সংকেতের ঘণ্টা বাজানো হল — লেদ্রু-রলাঁ, মারাস্ত ও লামার্তিন পরে এটি সূচনা করার সম্মান নিয়ে লড়ালড়ি করেন — আর এক ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রসজ্জিত হল ১,০০,০০০ লোক; টাউন হল্-এর সব ক'টি ঘাঁটি দখল করে বসল জাতীয় রক্ষিদল; সারা প্যারিস জুড়ে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল: 'কমিউনিস্টরা নিপাত যাক! লুই ব্লাঁ, ব্লাঙ্কি, রাস্পাই ও কাবে নিপাত যাক!' অসংখ্য প্রতিনিধিদল অস্থায়ী সরকারের প্রতি

* 'লেদ্রু-রলাঁ নিপাত যাক!' — সম্পাঃ

বশ্যতা জানাল, সবাই প্রস্তুত পিতৃভূমি ও সমাজকে রক্ষার জন্য। শ্রমিকেরা অবশেষে যখন টাউন হল্‌-এ পেঁছিল, মার্স ময়দানে তারা যে দেশপ্রেমিক চাঁদা তুলেছিল অস্থায়ী সরকারের হাতে তা-ই তুলে দিতে, তখন পরম বিস্ময়ে তারা জানল যে, বুর্জোয়া প্যারিস এক সযত্ন পরিকল্পিত নকল লড়াইয়ে তাদের ছায়াকে পরাস্ত করে ফেলেছে। ১৬ এপ্রিলের ভয়াবহ প্রচেষ্টা **প্যারিসে সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে আনার** ছুতো যোগাল — অতি স্থূলভাবে অভিনীত প্রহসনের এটাই ছিল আসল মতলব, — ছুতো যোগাল প্রদেশে প্রদেশে প্রতিক্রিয়াশীল ফেডারেলিস্ট মিছিলেরও।

৪ মে **সরাসরি সাধারণ নির্বাচনের ফল জাতীয় সভার*** অধিবেশন হল। সাবেকী ঢংয়ের প্রজাতন্ত্রীরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি আরোপ করত সে শক্তি বস্তুত সেটার ছিল না। তারা গোটা ফ্রান্সে, অন্তত ফরাসী জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যে দেখত সমস্বার্থসম্পন্ন, সমভাবী ইত্যাদি নাগরিকদের (citoyens)। এই ছিল তাদের জনতাপূজা। তাদের **কাল্পনিক** মানুষের বদলে নির্বাচন গোচরে আনল **প্রকৃত** জনসাধারণকে, অর্থাৎ যে সব নানা শ্রেণীতে জনসাধারণ বিভক্ত তাদের প্রতিনিধিদেরই। আমরা দেখেছি কেন কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াকে ভোট দিতে হল সংগ্রামের জন্য ব্যাকুল বুর্জোয়া ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অধীন বৃহৎ ভূস্বামীদের নেতৃত্বে। তবে প্রজাতন্ত্রী মাতব্বরেরা সর্বজনীন ভোটাধিকারকে যা ভেবেছিল তা সেরকম অলৌকিক যাদুদণ্ড না হলেও অন্য একটা অতুলনীয় উচ্চতর গুণ তার ছিল — শ্রেণী-সংগ্রামকে শৃঙ্খলমুক্ত করা, বুর্জোয়া সমাজের নানা মধ্যবর্তী স্তরগুলির দ্রুত মোহমুক্তি ঘটানো ও নৈরাশ্য কাটিয়ে তোলা, এক ধাক্কায় শোষক শ্রেণীর সব ক'টি অংশকে রাষ্ট্রের শীর্ষে তুলে দেওয়া ও তাতে করে তাদের বিভ্রান্তিজনক মুখোসটা কেড়ে নেওয়া, যখন রাজতন্ত্র সেটার সম্পত্তিগত ভোটাধিকার-বলে বুর্জোয়াদের বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীকেই শুধু বদনামের ভাগী হতে দেয়, অন্যদের লুকিয়ে থাকতে দেয় পর্দার আড়ালে, তাদের সাধারণ সরকার-বিরোধিতার গৌরবে মণ্ডিতও রাখে।

* এখানে এবং পরে ১১৯ পৃষ্ঠা অবধি জাতীয় সভা বলতে বোঝান হয়েছে ১৮৪৮ সালের ৪ মে থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতীয় সংবিধান-সভা (Constituanta)। — সম্পাঃ

৪ মে যে জাতীয় সংবিধান-সভার অধিবেশন হল তাতে প্রাধান্য ছিল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের,** 'National'-এর প্রজাতন্ত্রীদের। গোড়ায় গোড়ায় লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীরা পর্যন্ত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রবাদের মুখোস পরেই শুধু মুখ দেখাবার সাহস পেত। প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো তখন সম্ভব ছিল শুধু প্রজাতন্ত্রের দোহাই পেড়েই।

প্রজাতন্ত্রের সূচনা ৪ মে তারিখ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে নয়, অর্থাৎ সেই প্রজাতন্ত্রের যাকে স্বীকার করেছিল ফরাসী জনসাধারণ। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের উপরে যে প্রজাতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহ প্রজাতন্ত্র, ব্যারিকেড সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে ছিল যে ধ্যানমূর্তি — এ সেই প্রজাতন্ত্র নয়। জাতীয় সভা কর্তৃক ঘোষিত একমাত্র বৈধ প্রজাতন্ত্রটি হল এমন এক প্রজাতন্ত্র যা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধী কোন বৈপ্লবিক হাতিয়ার নয়, বরঞ্চ সেই ব্যবস্থারই রাজনৈতিক পুনর্গঠন, বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক পুনর্সংহতি, এককথায় **একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।** জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে ধ্বনিত হল এই কথাটাই এবং সমস্ত প্রজাতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া সংবাদপত্রে শোনা গেল তারই প্রতিধ্বনি।

আর ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র কেন আসলে **বুর্জোয়া** প্রজাতন্ত্র ছাড়া কিছু ছিল না এবং তা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তাও আমরা দেখেছি। দেখেছি তাসত্ত্বেও কিভাবে অস্থায়ী সরকার প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ তাড়নায় বাধ্য হয়েছিল সেটাকে **সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বলিত প্রজাতন্ত্র** রূপে ঘোষণা করতে; প্যারিসের প্রলেতারিয়েত কিভাবে **স্বপ্নে, কল্পনায়** ছাড়া তখনও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সীমা অতিক্রম করতে অপারগ ছিল; সত্যসত্যই কাজের সময় এলে কেমন করে তারা সর্বক্ষেত্রে তার সেবা করেছে; তাদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কিভাবে নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে অসহনীয় বিপদের কারণ হয়ে উঠল; সাময়িক সরকারের সমগ্র জীবনধারাই কী করে হয়ে দাঁড়াল প্রলেতারিয়েতের দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম — এ সবই আমরা দেখেছি।

জাতীয় সভায় গোটা ফ্রান্স বিচার করতে বসেছিল প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের। সভা কালক্ষেপ না করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সামাজিক মোহজাল অপসারিত করল; স্পষ্ট ঘোষণা জানাল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের,**

নিছক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের। সভা যে নির্বাহী কমিশন নিয়োগ করে তার থেকে প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি লুই ব্লাঁ ও আলবেরকে সরাসরি বাদ দেওয়া হল। বিশেষ এক শ্রম দপ্তরের প্রস্তাব সভা নাকচ করল এবং 'প্রশ্ন এখন শুধু **শ্রমকে আবার তার পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা'** মন্ত্রী ত্রেলার এই বিবৃতিকে গ্রহণ করল সোল্লাসে।

এতেও কিন্তু যথেষ্ট হল না। শ্রমিকেরা ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র অর্জন করেছিল বুর্জোয়ার নিষ্ক্রিয় সহযোগিতায়। সঠিকভাবেই প্রলেতারিয়ানরা নিজেদের ভেবেছিল ফেব্রুয়ারি বিজয়ী এবং বিজয়ীসুলভ উদ্ধত দাবিও তারা তুলেছিল। তাই দরকার পড়ল তাদের রাস্তার লড়াইয়ে পরাস্ত করার, তাদের দেখিয়ে দেওয়া যে বুর্জোয়াদের **সঙ্গে** একযোগে লড়াইয়ের বদলে বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধে** লড়তে গেলেই তাদের হার মানতে হবে। ঠিক যেমন সমাজতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম, তেমনই প্রজাতন্ত্রকে সমাজতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** প্রাধান্য সরকারীভাবে কার্যকরী করতে প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় এক সংগ্রামের। প্রলেতারিয়েতের দাবি নাকচ করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীকে অস্ত্র ধরতে হল। **ফেব্রুয়ারির বিজয় নয়, জুনের পরাভবই** হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভব ক্ষেত্র।

প্রলেতারিয়েত সমাধানটা ত্বরান্বিত করল যখন ১৫ মে তারা চড়াও হয় জাতীয় সভায়, ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের বৈপ্লবিক প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, এবং তাতে করে তাদের সব থেকে উদ্যোগী নেতাদেরই শুধু তুলে দেয় বুর্জোয়াদের কারারক্ষকদের হাতে (৫৬)। Il faut en finir! এ অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে! — এই জিগির তুলে জাতীয় সভা প্রলেতারিয়েতকে এক চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য করার সংকল্প প্রকাশ করল। নির্বাহী কমিশন জনসাধারণের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি কতকগুলি প্ররোচনামূলক ডিক্রি জারি করল একের পর এক। জাতীয় সংবিধান-সভার মঞ্চ থেকে সরাসরি শ্রমিকদের উস্কানি দেওয়া হল, তাদের উপরে বর্ষিত হতে লাগল অপমান ও বিদ্রূপ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আক্রমণের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল **জাতীয় কর্মশালাগুলি**। চড়া সুরে সংবিধান-সভা এগুলির

প্রতি নির্বাহী কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কমিশন অবশ্য শুধু জাতীয় সভার অনুজ্ঞার ভিতরে নিজস্ব পরিকল্পনারই ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় ছিল।

নির্বাহী কমিশন শুরু করল জাতীয় কর্মশালায় প্রবেশ কঠিনতর করে তুলে, দিনমজুরিকে ফুরন মজুরিতে রূপান্তরিত করে, এবং প্যারিসে জন্ম নয় এমন সব শ্রমিকদের মাটি কাটার অছিলায় সলোন-এ নির্বাসন দিয়ে। মাটি কাটার কাজটি যে তাদের নির্বাসনের উপরে প্রলেপ দেওয়ার এক আলংকারিক ধুয়ামাত্র, মোহমুক্ত শ্রমিকেরা ফিরে এসে তাদের সহকর্মীদের তা জানায়। সর্বশেষে, ২১ জুন 'Moniteur' পত্রিকায় একটা ডিক্রি জারি হল যাতে জাতীয় কর্মশালা থেকে সমস্ত অবিবাহিত মজুরদের জবরদস্তি বহিষ্করণ অথবা তাদের সৈন্যদলভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গত্যন্তর রইল না শ্রমিকদের; হয় তাদের অনশন করতে হবে, নয়ত লড়তে হবে। ২২ জুন তারা প্রচণ্ড এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে এর জবাব দিল, যার ভিতরে বর্তমান সমাজ যে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের মধ্যকার প্রথম বৃহৎ লড়াই সংঘটিত হয়। এ লড়াই **বুর্জোয়া** ব্যবস্থার হয় সংরক্ষণ অথবা তার উচ্ছেদের জন্য। প্রজাতন্ত্র যার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল সেই আবরণ।

বিনা নেতৃত্বে, সাধারণ কোন পরিকল্পনা বাদে, রসদ ছাড়া ও অধিকাংশ সময়ে হাতিয়ারের অভাবের মধ্যেও শ্রমিকেরা অতুলনীয় নির্ভীকতা ও উদ্ভাবনশক্তির জোরে কিভাবে পাঁচ দিন ধরে সৈন্যবাহিনী, সচল রক্ষিদল, প্যারিসের ভিতরকার ও প্রদেশ থেকে স্রোতের মতো আগত জাতীয় রক্ষিদলকে ঠেকিয়ে রাখে তা সকলেই জানে। এও সুপরিচিত কিভাবে বুর্জোয়ারা তাদের প্রাণান্তিক ত্রাসভোগের শোধ তোলে অশ্রুতপূর্ব নৃশংসতা চালিয়ে, ৩,০০০-এরও বেশি বন্দী হত্যা করে।

ফরাসী গণতন্ত্রের সরকারী প্রতিনিধিরা প্রজাতান্ত্রিক মতাদর্শে এতদূর আচ্ছন্ন ছিল যে, কয়েক সপ্তাহ কাটলে পরে তবেই তারা জুনের লড়াইয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেতে শুরু করে। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ছিল বারুদের ধোঁয়ায়, যার মধ্যে মিলিয়ে যায় তাদের কল্পনার প্রজাতন্ত্র।

জ্বন পরাভবের খবর আমাদের উপরে যে ছাপ ফেলেছিল, পাঠকদের অন্বমতি নিয়ে আমরা তার বর্ণনা দেব 'Neue Rheinische Zeitung'-এর ভাষায় :

'ঘটনাবলির গ্বর্বত্বের ম্বখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের শেষ সরকারী অবশেষ নির্বাহী কমিশন শ্বন্যে বিলীন হয়েছে ছায়াম্বর্তির মতো। লামার্তিনের আতসবাজি র্বপান্তরিত হয়েছে কাভেনিয়াকের সামরিক হাউইয়ে। এই হল fraternité– ভ্রাতৃত্ব, পরস্পরবিরোধী শ্রেণী যার ভিতরে একে অন্যের উপরে শোষণ চালায়, এমন fraternité– ভ্রাতৃত্ব ঘোষিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে, প্যারিসের ললাটে, প্রত্যেক কারাগারে, প্রত্যেকটি ব্যারাকে তা লেখা হয়েছিল বড় বড় হরফে, সে ভ্রাতৃত্বের সত্যকার, নিখাদ, সাদামাটা র্বপ হল **গৃহযুদ্ধ**, সব থেকে ভয়ংকর রকমের গৃহযুদ্ধ, শ্রম ও প্বঁজির যুদ্ধ। ২৫ জ্বন সন্ধ্যায় প্যারিসের সমস্ত জানলার সম্মুখে এই ভ্রাতৃত্বই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল, যখন ব্বর্জোয়াদের প্যারিসে চলল দীপালি উৎসব; আর অগ্নিশিখায়, রক্তক্ষয়ে, আর্তস্বরে মৃত্যুম্বখে ঢলে পড়ল প্রলেতারিয়েতের প্যারিস। ভ্রাতৃত্ব টিকে ছিল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ ব্বর্জোয়াদের স্বার্থের মিল ছিল প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সঙ্গে।

'১৭৯৩ সালের প্বরনো বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের বিদ্যা-দিগ্‌গজেরা; সমাজতন্ত্রী স্বসম্বদ্ধকারীরা, যারা জনসাধারণের হয়ে ভিক্ষা চেয়েছে ব্বর্জোয়াদের দ্বারে দ্বারে, এবং প্রলেতারিয়ান সিংহকে যতদিন ঘ্বম পাড়িয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল ততদিন পর্যন্ত যাদের অন্বমতি দেওয়া হত লম্বা-চওড়া বাণী প্রচারের ও নিজেদের খেলো প্রতিপন্ন করার; ম্বকুটপরা মাথাটি বাদে প্বরনো ব্বর্জোয়া ব্যবস্থার সবটুকু দাবি করত যে প্রজাতন্ত্রীরা; বিরোধীদের ভিতরে রাজবংশের অন্বগামিবৃন্দ, ঘটনাচক্রে যাদের ঘাড়ে এসে পড়ে মন্ত্রিপরিবর্তনের বদলে রাজবংশের উচ্ছেদ; লেজিটিমিস্ট সম্প্রদায় যারা উর্দি ছাড়তে চায় নি, চেয়েছিল শ্বধ্ব তার ছাঁট পাল্টাতে — এমন সব মিত্রদের নিয়েই জনসাধারণ ঘটিয়েছিল তাদের ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল **মনোরম** বিপ্লব, সর্বজনীন সহান্বভূতির বিপ্লব, কারণ তাদের মধ্যে রাজতন্ত্রের বির্বদ্ধে যে বিরোধিতা জ্বলে উঠেছিল তা ছিল **অপরিণত** অবস্থায় স্বপ্ত, পাশাপাশি অবস্থানে স্বসমঞ্জস, কারণ যে সামাজিক সংগ্রাম ছিল তার পটভূমি

সেটা শুধু এক বায়বীয় অস্তিত্ব, বুলি ও কথার অস্তিত্বই অর্জন করেছিল। **জুন বিপ্লব হল কুৎসিৎ** বিপ্লব, জঘন্য বিপ্লব, কারণ কথার বদলে কাজ এসে দাঁড়াল, কারণ যে মুকুট রাক্ষসের মাথাকে রক্ষা ও আড়াল করে রেখেছিল, সেটাকে ঘা মেরে সরিয়ে দিয়ে প্রজাতন্ত্র সেই মাথাটাই অনাবৃত করে দিল। গিজো-র রণধ্বনি ছিল **শৃঙ্খলা**! ওয়ারশ যখন রুশ কবলে পড়ল তখন গিজো-র শিষ্য সেবাস্তিয়ানি রব তুলেছিলেন — **শৃঙ্খলা!** ফরাসী জাতীয় সভা ও প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের নৃশংস প্রতিধ্বনি তুলে কাভেনিয়াক-ও হাঁক পাড়ছেন — **শৃঙ্খলা!** শ্রমিকদের দেহ বিদীর্ণ করার সময়ে তাঁর গ্রেপ-শটের বজ্রনির্ঘোষেও শোনা গেল — **শৃঙ্খলা!** ১৭৮৯ সালের পর থেকে ফরাসী বুর্জোয়াদের বহু বিপ্লবের কোন্‌টিই **শৃঙ্খলার** উপরে আক্রমণ করে নি; কারণ তারা শ্রেণী-প্রভুত্ব চলতে দেয়, শ্রমিকদের দাসত্ব চলতে দেয়, বেঁচে থাকতে দেয় **বুর্জোয়া** শৃঙ্খলাকে — সেই প্রভুত্ব ও সেই দাসত্বের রাজনৈতিক ধাঁচ যতবারই বদলাক না কেন। এই শৃঙ্খলাকেই লঙ্ঘন করেছে জুন। হতভাগা জুন!' ('Neue Rheinische Zeitung', ২৯ জুন, ১৮৪৮।)*

হতভাগা জুন! প্রতিধ্বনি করেছে ইউরোপ।

বুর্জোয়ারা প্যারিসের প্রলেতারিয়েতকে জুনের অভ্যুত্থান ঘটাতে **বাধ্য করেছিল।** তার পতনের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট। নিজেদের আশু ঘোষিত দাবিদাওয়ার তাড়নায় প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের বলপূর্বক উচ্ছেদের সংগ্রামে নামে নি; এর উপযুক্ত শক্তিও তাদের ছিল না। 'Moniteur' পত্রিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হয়েছিল যে, প্রলেতারিয়েতের মায়ার কাছে মাথা নুইয়ে তটস্থ হবার কাল প্রজাতন্ত্রের গত হয়েছে। শুধু পরাজয়েই প্রলেতারিয়েতের মনে এই সত্য সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাল যে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের **ভিতরে** তাদের অবস্থার সামান্যতম উন্নতিও হচ্ছে **আকাশকুসুম,** এ আকাশকুসুম বাস্তব হয়ে ওঠার উপক্রম করলেই পরিণত হয় অপরাধে। রূপের দিক থেকে উচ্ছল কিন্তু সারবত্তার মাপকাঠিতে তুচ্ছ, এমন কি তখনো বুর্জোয়া গণ্ডিভুক্ত সব দাবিদাওয়ার জায়গায়, যে সব দাবিদাওয়ার মঞ্জুরি তারা চেয়েছিল ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে আদায় করতে, সেগুলির

---

* ক. মার্কস, 'জুনের বিপ্লব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

জায়গায় এবার দেখা দিল বৈপ্লবিক সংগ্রামের নির্ভীক স্লোগান: **বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ! শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব!**

প্রলেতারিয়েতের তার কবরকে **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** জন্মস্থানে পরিণত ক'রে সেই প্রজাতন্ত্রকে বাধ্য করল অবিলম্বে আত্মপ্রকাশ করতে সেটার বিশুদ্ধ রূপে — পুঁজির কর্তৃত্ব ও শ্রমের দাসত্ব কায়েম রাখা, যার স্বীকৃত লক্ষ্য এমন এক রাষ্ট্র হিসেবে। চোখের সামনে নিরন্তর ক্ষতচিহ্নিত, আপোসহীন, অপরাজেয় এক শত্রুর উপস্থিতির ফলে — অপরাজেয়, কেননা সেটার অস্তিত্ব বুর্জোয়ার আপন জীবনধারণেরই শর্ত — নিরঙ্কুশ বুর্জোয়া শাসন অবিলম্বে **বুর্জোয়া সন্ত্রাসে** পরিণত হতে বাধ্য ছিল। আসর থেকে সাময়িকভাবে প্রলেতারিয়েতের অপসারণ ও আনুষ্ঠানিকভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্বীকৃতিলাভের ফলে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যবর্তী স্তর — পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীকে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হতে হল প্রলেতারিয়েতেরই সঙ্গে, কারণ তাদের অবস্থা হতে থাকল আরও অসহনীয় এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের বৈরবিরোধ হতে থাকল তীব্রতর। ঠিক যেমন আগে তাদের দুর্গতির কারণ খুঁজে পেতে হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মাঝে, তেমনই এখন তারা সেটার সন্ধান পেল প্রলেতারিয়েতের পরাজয়ের মধ্যে।

জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান যদি সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বুর্জোয়াদের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দিয়ে থাকে, জনসাধারণের বিপক্ষে তাদের সামন্ত রাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মিলাতে প্রণোদিত করে থাকে, তবে সেই জোট বাঁধার প্রথম বলি হল কারা? ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা নিজেরাই। তাদের শাসন সংহত করা, এবং আধা-তুষ্ট আধা-ক্ষুব্ধ জনসাধারণকে বুর্জোয়া বিপ্লবের সব থেকে নিচের ধাপে থামিয়ে রাখার ব্যাপারে বাদ সাধল জুনের পরাজয়।

সর্বশেষে জুনের পরাভব ইউরোপের স্বৈরাচারী শক্তিদের কাছে এই গুপ্ততথ্য উদ্ঘাটিত করে দিল যে, দেশে গৃহযুদ্ধ চালাতে হলে ফ্রান্সকে অন্য দেশের সঙ্গে যেকোন মূল্যে শান্তি রক্ষা করতেই হবে। কাজেই, যে সব জাতি তাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করেছিল তাদের সঁপে দেওয়া হল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিপুলতর শক্তির কাছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এইসব জাতীয় বিপ্লবগুলির ভাগ্যকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভাগ্যাধীন হতে হল; তাদের বাহ্য আত্মকর্তৃত্ব, মহান সমাজ-বিপ্লব থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য

খোয়া গেল। শ্রমিকের দাসত্ব যতদিন না ঘুচবে ততদিন না হাঙ্গেরিয়ান, না পোল্, না ইতালিয়ান, কেউই মুক্তি পাবে না!

শেষ পর্যন্ত পবিত্র মিতালীর জয়লাভের ফলে ইউরোপের চেহারা এমন দাঁড়িয়েছে যাতে ফ্রান্সে প্রত্যেকটি নতুন প্রলেতারীয় অভ্যুত্থানকে সরাসরি এক **বিশ্বযুদ্ধের** সমকালীন হতে হবে। নতুন ফরাসী বিপ্লব বাধ্য হবে অবিলম্বে সেটার জাতীয় এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে **ইউরোপীয় ভূখণ্ড জয় করতে**। একমাত্র এইখানেই সমাধা হতে পারবে উনিশ শতকের সমাজ-বিপ্লব।

সুতরাং, শুধু জুনের পরাভবই এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে ফ্রান্স ইউরোপীয় বিপ্লব সাধনের **উদ্যোগ** গ্রহণ করতে পারে। শুধু **জুন বিদ্রোহীদের** রক্তে রঞ্জিত হয়েই তেরঙ্গা ঝাণ্ডা পরিণত হল ইউরোপীয় বিপ্লবের পতাকায় — **লাল ঝাণ্ডায়!**

আর আমরা বলি: **বিপ্লব মৃত! — দীর্ঘজীবী হোক বিপ্লব!**

২

১৩ জুন, ১৮৪৯

১৮৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখটি ফ্রান্সকে এনে দেয় **প্রজাতন্ত্র,** ২৫ জুনে তার উপরে চাপাল **বিপ্লব**। আর জুনের পর বিপ্লবের অর্থ হল: **বুর্জোয়া সমাজের উচ্ছেদ,** যেখানে ফেব্রুয়ারির আগে তার অর্থ ছিল: **রাষ্ট্রের আকৃতির উৎপাদন**।

জুন সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছিল বুর্জোয়াদের **প্রজাতান্ত্রিক** গোষ্ঠী; জয়লাভের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনিবার্যভাবেই গিয়ে পড়ল তাদের ভাগে। অবরোধের অবস্থার দরুন কণ্ঠরুদ্ধ প্যারিস বিনা প্রতিরোধে পড়ে রইল তাদের পায়ের কাছে। আর প্রদেশগুলিতে চালু হল এক নৈতিক অবরোধের অবস্থা, বুর্জোয়াদের জয়ের আশঙ্কাজনক নৃশংস ঔদ্ধত্য ও কৃষকদের সম্পত্তিসংশ্লিষ্ট অবাধ উন্দামতা। অতএব **নিচ থেকে** আশঙ্কা রইল না কোন বিপদের!

শ্রমিকদের বৈপ্লবিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের,** অর্থাৎ **পেটি-বুর্জোয়া** অর্থে যারা প্রজাতন্ত্রী তাদের

রাজনৈতিক প্রভাব, এদের প্রতিনিধিত্ব করতেন নির্বাহী কমিশনে লেদ্রু-রলাঁ, জাতীয় সংবিধান-সভায় 'পর্বত' এবং সংবাদপত্র জগতে 'Reforme' পত্রিকা (৫৭)। ১৬ এপ্রিল (৫৮) বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে এরা প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, জুনের দিনগুলিতে তাদেরই সঙ্গে জুটে এরা লড়াই করেছিল প্রলেতারিয়েতের বিপক্ষে। এইভাবে, এরা নিজেরাই সেই পটভূমিকা দীর্ণবিদীর্ণ করল যার উপরে এদের তরফটা দাঁড়িয়েছিল একটি শক্তি হিসেবে, কারণ বুর্জোয়াদের প্রতি পেটি বুর্জোয়ারা বৈপ্লবিক মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে ততক্ষণই, যতক্ষণ তাদের পিছনে থাকে প্রলেতারিয়েত। এদের এখন তাড়ানো হল। অস্থায়ী সরকার ও নির্বাহী কমিশনের যুগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও মনে কিন্তু ভাব রেখে এদের সঙ্গে যে ভুয়া মৈত্রী রচিত হয়, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা প্রকাশ্যেই তা চুরমার করে দিল। মিত্র হিসেবে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হয়ে এরা তেরঙ্গা-ঝাণ্ডাওয়ালাদের দালালের পর্যায়ে নেমে গেল। তাদের কাছ থেকে কোন সুযোগ-সুবিধাই এরা আদায় করতে পারে নি, অথচ যেই প্রজাতন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির হাতে সে আধিপত্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত বিপন্ন বলে মনে হয়েছে, তখনই সে আধিপত্য এদের সমর্থন করতে হয়েছে। শেষত, এই গোষ্ঠীগুলি, অর্থাৎ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্ট দল একেবারে গোড়ার থেকেই সংখ্যালঘু ছিল জাতীয় সংবিধান-সভায়। জুনের দিনগুলির আগে তারা শুধু বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার মুখোসের আড়ালেই কাজকর্ম করার ভরসা পেত; গোটা বুর্জোয়া ফ্রান্স ক্ষণিকের জন্য কাভেনিয়াককে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে অভিনন্দন জানাতে পেরেছিল জুন বিজয়ের ফলে; আর জুনের দিনগুলির অল্প কিছুকাল পরে যখন প্রজাতন্ত্রবিরোধী তরফ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে তখন সামরিক একনায়কত্ব ও প্যারিসের অবরোধের অবস্থায় সে তরফ শুধু খুবই সন্ত্রস্ত ও সতর্কভাবেই শুঁড় বাড়াতে পেরেছিল।

১৮৩০ সাল থেকে **বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক** গোষ্ঠীটি, তার লেখক, তার মুখপাত্র, তার প্রতিভাধর ও উচ্চাশাপোষ, তার প্রতিনিধি, সেনাপতি, ব্যাঙ্কার ও উকীলদের মারফত সবাই 'National' নামে এক প্যারিসীয় পত্রিকার চারিদিকে জড়ো হয়। এই পত্রিকার শাখা কাগজ চলত প্রদেশে প্রদেশে।

'National' -এর এই চক্রই ছিল **তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রের রাজবংশ**। সে চক্র তৎক্ষণাৎ দখল করে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্মানিত পদ — মন্ত্রিদপ্তরের আসন, পুলিস দপ্তর, ডাকঘরের পরিচালক আপিস, শাসনকর্তা ও যে সব সেনাবাহিনীর উচ্চতর অফিসারের পদ তখন খালি পড়েছিল। নির্বাহী ক্ষমতার শীর্ষে রইলেন সেটার জেনারেল **কাভেনিয়াক**; পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মারাস্ত স্থায়ী সভাপতি হলেন জাতীয় সংবিধান-সভার। সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানকর্তা হিসেবে তিনি তাঁর অভ্যর্থনাকক্ষে শিষ্টাচার জানাতে লাগলেন সম্মানীয় প্রজাতন্ত্রের তরফে।

বিপ্লবী ফরাসী লেখকেরা পর্যন্ত যেন প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্যে অভিভূত হয়েই এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে জোরদার করেছেন যে, জাতীয় সংবিধান-সভায় আধিপত্য রাজতন্ত্রীদের। বরং তার বিপরীতে, জুনের দিনগুলির পরে জাতীয় সংবিধান-সভা **পুরোপুরি বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতারই প্রতিনিধি** হয়ে রইল এবং তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীদের প্রভাব সভার বাইরে যতই বিধ্বস্ত হতে থাকে ততই দৃঢ়ভাবে এই দিকটির উপরে জোর দিয়ে যায় সেই সভা। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের **রূপ** বজায় রাখাটাই যদি প্রশ্ন হত তাহলে সভার হাতে ছিল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের ভোট; কিন্তু যদি প্রশ্নটা হয় **মর্মবস্তু** বজায় রাখা নিয়ে, তাহলে কথাবার্তার ধরনে পর্যন্ত আর রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের থেকে সেটার কোন পার্থক্য রইল না, কেননা বুর্জোয়াদের স্বার্থ, তাদের শ্রেণীগত প্রভুত্ব ও শ্রেণীগত শোষণের বৈষয়িক অবস্থাই হচ্ছে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মর্মবস্তু।

এইভাবে, রাজতান্ত্রিকতা নয়, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতাই এই সংবিধান-সভার জীবন ও কার্যকলাপের মধ্যে রূপ লাভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত এই সভা মরে নি, মারাও পড়ে নি, শুধু ক্ষয়ে যায়।

তার সমগ্র শাসনকাল জুড়ে, যতদিন রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে জমকালো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি চলে, ততদিন পিছনের দিকে সম্পন্ন হচ্ছিল এক অবিশ্রান্ত বলিদান পর্ব — সামরিক বিচারালয়ে ধৃত জুন বিদ্রোহীদের অবিরাম দন্ডদান অথবা বিনাবিচারে তাদের নির্বাসন। সংবিধান-সভার স্বীকার করতে বাধে নি যে, জুন বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তারা অপরাধীদের বিচার নয়, শত্রুনিধনই করছিল।

জাতীয় সংবিধান-সভার প্রথম কাজ হল জুন মাস ও ১৫ মে-র ঘটনাবলি এবং সে সময়ে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পার্টির নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে এক **তদন্ত কমিশন** বসানো। এই তদন্তের সরাসরি লক্ষ্য হলেন লুই ব্লাঁ, লেদ্রু-রলাঁ ও কসিদিয়ের। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা এইসব প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারণের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। তাদের ঝাল ঝাড়ার পক্ষে রাজবংশপন্থী বিরোধীদলের প্রাক্তন নেতা, উদারনীতির প্রতিমূর্তি, অন্তঃসারশূন্য গাম্ভীর্যের প্রতীক, শ্রীযুক্ত **অদিলোঁ বারোর** চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি তাদের আর জুটত না। এই নিতান্ত ফাঁপা লোকটির রাজবংশের হয়ে প্রতিহিংসা সাধনই শুধু নয়, নিজের প্রধানমন্ত্রিত্ব বানচাল করার জন্যও বিপ্লবীদের সঙ্গে একটা ফয়সালা করার কথা। তাঁর নির্মমতার এ এক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেই বারো তাই তদন্ত কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তিনি খাড়া করলেন এক পুরোদস্তুর আইনমাফিক মামলা, যাকে সংক্ষেপে এইভাবে বলা চলে: ১৭ মার্চ — **মিছিল;** ১৬ এপ্রিল — **ষড়যন্ত্র;** ১৫ মে — **হামলা;** ২৩ জুন — **গৃহযুদ্ধ!** তিনি তাঁর বিদগ্ধ অপরাধবিজ্ঞানীর গবেষণাজাল একেবারে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানলেন না কেন? 'Journal des Débats'(৫৯) জবাব দিল: ২৪ ফেব্রুয়ারি, সে তো হল **রোম প্রতিষ্ঠার** দিন। রাষ্ট্রের উদ্ভব বৃত্তান্ত পুরা-কাহিনীতে চাপা, যা বিশ্বাস্য, কিন্তু আলোচ্য নয়। লুই ব্লাঁ ও কসিদিয়েরকে আদালতের হাতে সঁপে দেওয়া হল। জাতীয় সভা ১৫ মে যে আত্মশোধন শুরু করেছিল তার ঘটল সমাপ্তি।

বন্ধকী কর হিসেবে পুঁজির উপরে কর বসানোর যে পরিকল্পনা অস্থায়ী সরকার ফেঁদেছিল এবং গুদশো যার পুনরায়োজন করেছিলেন, সেটাকে নাকচ করল সংবিধান-সভা; যে আইন শ্রম-সময়কে দশ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করেছিল তা বাতিল হয়ে গেল; ঋণের জন্য পুনঃপ্রবর্তিত হল কারাদণ্ড; ফরাসী জনসাধারণের যে বিপুল অংশ লিখতে-পড়তে পারে না তাদের বাদ দেওয়া হল জুরির কাজ থেকে। ভোটাধিকার থেকেই বা নয় কেন? পত্রিকাগুলিকে আবার জামানত রাখতে হল; সীমাবদ্ধ হল সংগঠনের অধিকার।

পুরাতন বুর্জোয়া সম্পর্কাদিতে আগের নিশ্চিতি এনে দেওয়া ও

বৈপ্লবিক তরঙ্গের রেখে-যাওয়া প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলার তাড়াহুড়োয় বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা কিন্তু এমন এক প্রতিরোধ পেল যা তাদের এক অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন করল।

সম্পত্তি রক্ষা ও ক্রেডিট পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জুনের দিনগুলিতে প্যারিসের পেটি বুর্জোয়াদের মতন কেউই অত মরিয়া হয়ে লড়ে নি — কাফে ও রেস্তোরাঁর মালিক, marchands de vins,* ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকানী, ক্ষুদে কারিগর প্রভৃতি। রাস্তাঘাট থেকে দোকান অবধি গমনাগমন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দোকানীরা সেদিন জড়তা ঝেড়ে ফেলে ব্যারিকেডের বিপক্ষে ধাওয়া করেছিল। কিন্তু ব্যারিকেডের পিছনে ছিল খরিদ্দার ও দেনাদার; তার সামনে ছিল দোকানের পাওনাদারেরা। তাই ব্যারিকেড যখন ধুলোয় মিশল, পর্যুদস্ত হল শ্রমিকেরা, আর বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত দোকানীরা ফিরে গেল তাদের নিজ নিজ দোকানে, তখন তারা দেখল যে, তাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে এক সম্পত্তিরক্ষক, ক্রেডিট ব্যবস্থারই এক সরকারী প্রতিনিধি, যে তাদের উপরে জারি করল নানা হুঁশিয়ারী নোটিস: মেয়াদ পেরনো প্রমিসরি নোট বাবদ পাওনা! বাড়িভাড়া বাবদ পাওনা! বণ্ড বাবদ পাওনা! দোকানের সর্বনাশ! দোকানীর সর্বনাশ!

সম্পত্তিরক্ষা! তবে যে বাড়িতে তাদের বাস সেটা তাদের সম্পত্তি নয়; যে দোকান তারা চালায় সেটাও তাদের সম্পত্তি নয়; যে পণ্য নিয়ে তাদের কারবার তাও তাদের সম্পত্তি নয়। তাদের ব্যবসাপত্র, তাদের খাবার থালাটা, তাদের শোবার বিছানাটারও আর তারা মালিক নয়। তাদের হাত থেকেই **এই সম্পত্তিকে রক্ষা করতে হবে** — যে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, যে ব্যাঙ্কার প্রমিসরি নোট গ্রহণ করেছে, যে পুঁজিপতি নগদ টাকা আগাম দিয়েছে, যে কারখানা-মালিক তার পণ্য বিক্রয়ের ভার দিয়েছে খুচরো বিক্রেতাদের, যে পাইকারী ব্যবসায়ী এইসব কারিগরদের কাঁচামাল যুগিয়েছে তাদের জন্য। **ক্রেডিটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা**! ক্রেডিট কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েই এক পরাক্রান্ত ও জেদী দেবতা রূপে নিজেকে জাহির করল, দেনদার টাকা শুধতে না পারলে সে তাকে স্ত্রী-পুত্রসমেত ঘরছাড়া করল, তার ভুয়া সম্পত্তি

---

* মদ বিক্রেতা। — সম্পাঃ

সঁপে দিল পঁুজির হাতে, আর লোকটাকে ঠেলে দিল দেনদারদের জেলখানায় — জুন বিদ্রোহীদের শবের উপরে আবার যে জেলখানা মাথা তুলেছিল বিভীষিকার মতো।

সভয়ে পেটি বুর্জোয়া লক্ষ্য করল যে, শ্রমিকদের খতম করে তারা বিনা প্রতিরোধে নিজেদের তুলে দিয়েছে পাওনাদারদের হাতে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাদের যে দেউলিয়াপনা একটানা চলছিল ও বাহ্যত উপেক্ষিত হচ্ছিল, জুনের পর তা ঘোষিত হল প্রকাশ্যেই।

সম্পত্তির নামে যতক্ষণ এদের রণক্ষেত্রে চালিত করার প্রয়োজন ছিল ততদিন তাদের **নামমাত্র সম্পত্তিতে** হাত দেওয়া হয় নি। এখন যখন প্রলেতারিয়েত নিয়ে গুরুতর ব্যাপারটারই সুরাহা হয়ে গেল, তখন পরের পালায় দোকানদারী সংক্রান্ত ক্ষুদে সমস্যার সমাধান হতে বাধা থাকল না। প্যারিসে তমসুকী কাগজের বকেয়া পাওনা দাঁড়িয়েছিল ২,১০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্কের বেশি, প্রদেশগুলিতে তার পরিমাণ ১,১০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্কের বেশি। প্যারিসে ৭,০০০-এর বেশি ফার্ম-মালিক ফেব্রুয়ারির পর থেকে ঘরভাড়া দেয় নি।

জাতীয় সভা ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে শুরু করে **রাজনৈতিক অপরাধ** সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করেছিল, পেটি বুর্জোয়ারা সেখানে তাদের দিক থেকে এখন দাবি তুলল ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত **দেওয়ানী ঋণের** ব্যাপারে তদন্তের জন্য। দলে দলে তারা ফাটকাবাজার হল্-এ জড় হল। বিপ্লবজনিত অচলাবস্থার দরুনই শুধু সর্বস্বান্ত হয়েছে ও ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যবস্থা ভালোই চলেছিল এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীর তরফ থেকে ভয় দেখিয়ে তারা দাবি করল যে, একটা বাণিজ্য আদালতের আদেশ জারী করে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে হবে, এবং পরিমিত অনুপাত পরিশোধ করতে পারলেই আবশ্যিকভাবে পাওনাদারের দাবিদাওয়া চুকে যাবে। বিধানিক প্রস্তাবরূপে এই প্রশ্ন জাতীয় সভায় আলোচিত হল concordats à l'amiable* হিসেবে। সভা ইতস্তত করতে লাগল। হঠাৎ জানা গেল যে, এই সময়েই বিদ্রোহীদের হাজার হাজার স্ত্রী-পুত্র পোর্ট সাঁ দেনি-তে মার্জনা প্রার্থনার এক দরখাস্ত তৈরি করেছে।

* আপোসে মিটমাট। — সম্পাঃ

জুনের পুনরুজ্জীবিত বিভীষিকার সামনে কেঁপে উঠল পেটি বুর্জোয়ারা এবং জাতীয় সভা ফিরে পেল তার অনমনীয় মনোভাব। দেনাদার-পাওনাদারের মধ্যে আপোসে মিটমাট প্রস্তাবের সব থেকে জরুরী অংশগুলিই নাকচ হয়ে গেল।

এইভাবে, জাতীয় সভার ভিতরে পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিরা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক প্রতিহত হওয়ার অনেক পরে এই আইনসভাগত বিচ্ছেদটি তার বুর্জোয়া, তার প্রকৃত অর্থনৈতিক তাৎপর্য লাভ করল দেনদাররূপী পেটি বুর্জোয়াকে পাওনাদাররূপী বুর্জোয়ার হাতে সঁপে দিয়ে। প্রথমোক্তদের বিপুল এক অংশ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, আর বাকিদের ব্যবস্থা চালাতে দেওয়া হল এমন শর্তে যার ফলে তারা হয়ে দাঁড়াল পুঁজির ষোলো আনা গোলাম। ১৮৪৮ সালের ২২ আগস্ট জাতীয় সভা আপোসে মিটমাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। ১৮৪৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর অবরোধের অবস্থার মধ্যেই প্যারিসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন প্রিন্স লুই বোনাপার্ট ও ভাঁসেন-এর বন্দী কমিউনিস্ট রাস্পাই। বুর্জোয়ারা অবশ্য নির্বাচিত করল সুদখোর, টাকার কারবারী ও অর্লিয়ান্সী ফুল্দ্‌-কে। সর্বদিক থেকেই তাই একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা ধ্বনিত হল জাতীয় সংবিধান-সভার বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, কাভেনিয়াকের বিরুদ্ধে।

প্যারিসের পেটি বুর্জোয়াদের ভিতরে ব্যাপক দেউলিয়া অবস্থার ফলাফল যে সে অবস্থার যারা অব্যবহিত শিকার তাদের গণ্ডি বহুদূর ছাড়িয়ে যেতই, আর জুন বিদ্রোহের ব্যয়ভারে সরকারী ঘাটতি যখন আবার নতুন করে ফেঁপে উঠেছিল অথচ ব্যাহত উৎপাদন, সংকুচিত পরিভোগ ও পড়তি আমদানির দরুন রাজস্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছিল ঠিক তখন যে তা বুর্জোয়া বাণিজ্যকে আর একবার তোলপাড় করতই, একথা বোঝাবার জন্য কোন যুক্তি অবতারণার প্রয়োজন নেই। নতুন এক ঋণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কাভেনিয়াক ও জাতীয় সভার আর কোন গতি রইল না, সে ঋণ তাঁদের বাধ্য করল আরো বেশি মাত্রায় ফিনান্স অভিজাতবর্গের খপ্পরে গিয়ে পড়তে।

জুন বিজয়ের ফলস্বরূপ যখন পেটি বুর্জোয়াদের কপালে জুটেছিল দেউলিয়াপনা ও কারবার গোটানোর আদালতী ডিক্রি, কাভেনিয়াকের জ্যোনিসেরি (৬০), **সচল রক্ষিদল** তখন পুরস্কার লাভ করছিল বারবিলাসিনীদের কোমল বাহুপাশে, আর 'সমাজের নবীন পরিত্রাতা' হিসেবে তারা সবরকম সমাদরই পাচ্ছিল তেরঙ্গা ঝান্ডার নাইট (gentilhomme) মারাস্ত-এর অভ্যর্থনা কক্ষে, যিনি সেই সঙ্গেই মহিমময় প্রজাতন্ত্রের বদান্য পৃষ্ঠপোষক ও চারণ। ইতিমধ্যে এই ধরনের সামাজিক পক্ষপাতিত্ব এবং সচল রক্ষিদলের বেমানান মাত্রার উচ্চ বেতন ক্ষুব্ধ করে তুলল **সেনাবাহিনীকে,** আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতা তার পত্রিকা 'National'-এর মারফত যে জাতীয়তার মোহজাল বিস্তার ক'রে লুই ফিলিপ আমলের সেনাবাহিনী ও কৃষক শ্রেণীর এক অংশের আনুগত্য জয় করেছিল, সে সমস্তই দূর হয়ে যায়। **উত্তর ইতালিতে** কাভেনিয়াক ও জাতীয় সভা সালিশের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ইংলন্ডের সঙ্গে জুটে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে অঞ্চল অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, ফলে তার একদিনের রাজত্বেই নষ্ট হয়ে গেল 'National'-এর আঠারো বছরের প্রতিপক্ষ ভূমিকা। 'National'-এর সরকারের চেয়ে কম জাতীয় ভাবাপন্ন সরকার দেখা যায় না; তার চেয়ে ইংলন্ডের উপরে বেশি নির্ভরশীল সরকার আর কখনও হয় নি, যদিও লুই ফিলিপের আমলে এই 'National'-ই প্রতিদিন কেটোর বচন — Carthaginem esse delendam,* এই মন্ত্রের নতুন ভাষ্য আবৃত্তি করে টিকে ছিল। এই সরকারের চেয়ে পবিত্র মিতালীর বেশি পদলেহী কেউ ছিল না, যদিও গিজোর 'National'-এর দাবি ছিল ভিয়েনা চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ইতিহাসের পরিহাসে 'National'-এর বৈদেশিক বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক বাস্তিদ হয়ে দাঁড়ালেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব, যাতে তিনি তাঁর প্রতিটি নির্দেশপত্রে নিজেরই প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে খণ্ডন করতে পারেন।

ক্ষণিকের জন্য সৈন্যবাহিনী ও কৃষক শ্রেণীর মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সামরিক একনায়কত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক যুদ্ধ ও গৌরবও বুঝি

---

* কার্থেজ ধ্বংস করতে হবেই। — সম্পাঃ

এবার ফ্রান্সে রেওয়াজ হয়ে উঠল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের উপরে তলোয়ারের একনায়কত্ব ছিলেন না কাভেনিয়াক; তিনি ছিলেন তলোয়ারের সাহায্যে বুর্জোয়া একনায়কত্ব। সৈনিক বলতে তারা এখন চাইল কেবল সশস্ত্র পুলিস। সাবেকী প্রজাতান্ত্রিক আনুগত্যের গুরুগম্ভীর চেহারার আড়ালে কাভেনিয়াক গোপন রেখেছিলেন বুর্জোয়া পদাধিকারের অপমানজনক শর্তের কাছে নিছক বশ্যতা। L'argent n'a pas de maître! অর্থের কোন উপরিওয়ালা নেই! তিনি ও সাধারণভাবে সংবিধান-সভা সমাজের তৃতীয় মন্ডলীর (tiers état) সেই পুরনো নির্বাচনী বুলিটিকে আদর্শায়িত করেন এই রাজনৈতিক উক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে: বুর্জোয়াদের কোন রাজা নেই; তাদের শাসনের প্রকৃত রূপ হল প্রজাতন্ত্র।

আর জাতীয় সংবিধান-সভার 'বিরাট মৌলিক কাজ' হল এই **রূপেরই** পরিস্ফুটন, প্রজাতান্ত্রিক **সংবিধান** রচনা। এই সংবিধান বুর্জোয়া সমাজে যে পরিবর্তন ঘটাল বা ঘটাবে মনে করা হল, আবহাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি তারতম্য ঘটায় নি খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকার প্রজাতান্ত্রিক পঞ্জিকা হিসেবে, সাধু বার্থলমিউ-এর সাধু রবেস্‌পিয়ের হিসেবে নতুন নামকরণ। **সাজবদলের** গন্ডির বাইরে এই সংবিধান যা গেছে তাতে শুধু চালু ঘটনাটাকেই বিধিবদ্ধ করা হয়। এইভাবেই, সংবিধান গম্ভীরভাবে লিপিবদ্ধ করল প্রজাতন্ত্রের ঘটনা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ঘটনা, এবং দুইটি সীমাবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক কক্ষের বদলে একটি সার্বভৌম জাতীয় সভার ঘটনা। এইভাবেই, স্থাণু দায়িত্বহীন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের জায়গায় চলিষ্ণু দায়ী নির্বাচিত রাজতন্ত্র, অর্থাৎ একটা চতুর্বার্ষিক রাষ্ট্রপতিত্বের ব্যবস্থা দিয়ে সংবিধান বিধিবদ্ধ ও নিয়মিত করল কাভেনিয়াকের একনায়কত্বের ঘটনাকে। এইভাবেই, ১৫ মে ও ২৫ জুনের বিভীষিকার পর জাতীয় সভা নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থে তার সভাপতিকে রক্ষাকবচ হিসেবে যে অসামান্য ক্ষমতায় ভূষিত করেছিল, সেই ঘটনাকেও সংবিধান একেবারে মৌলিক আইনের পর্যায়ে তুলতে ছাড়ল না। সংবিধানের বাকি অংশ হল পরিভাষার খেলা। পুরনো রাজতন্ত্রের ঠাট থেকে রাজতান্ত্রিক নামচিহ্ন ছিঁড়ে ফেলে সেখানে এঁটে দেওয়া হল প্রজাতান্ত্রিক লেবেল। 'National'-এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক, বর্তমানে সংবিধানের প্রধান সম্পাদক মারাস্ত এই পন্ডিতী কাজে প্রতিভার পরিচয়ই দিলেন।

সংবিধান-সভা ছিল চিলি দেশের সেই কর্মচারীটির জুড়ি, যিনি এক জরিপের ব্যবস্থা করে ভূসম্পত্তির সম্পর্কাদি আরো দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল সেই মুহূর্তে যখন ভূগর্ভের গুরুগুরু গর্জন ইতিমধ্যেই এমন অগ্ন্যুৎপাতের ঘোষণা জানিয়েছে যা তোলপাড় করে দেবে তাঁর পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত। বুর্জোয়া শাসন যে রূপের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক পরিভাষা পরিগ্রহ করে তাকে সংবিধান-সভা তত্ত্বের দিক থেকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করলেও, আসলে সে শাসন বজায় রইল শুধু সমস্ত সূত্রের বিলোপ ঘটিয়ে, নিছক জবরদস্তি করে, **অবরোধের অবস্থা** চালিয়ে। সংবিধানের কাজে হাত দেবার দু-দিন আগে সভা অবরোধের অবস্থার মেয়াদ বাড়িয়ে দিল। এতদিন পর্যন্ত সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়েছে বিপ্লবের সামাজিক প্রক্রিয়া স্থিতিলাভ করা মাত্র; সদ্যগঠিত শ্রেণী-সম্পর্কাদি প্রতিষ্ঠা পাওয়া মাত্র এবং শাসক শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী অংশগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই চালান যায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে অবসন্ন জনসাধারণকে দূরে রাখা চলে এমন এক আপোস-নিষ্পত্তিতে পৌঁছন মাত্র। এই সংবিধান কিন্তু কোন সমাজ-বিপ্লবকে মঞ্জুর করল না; মঞ্জুর করল বিপ্লবের উপরে পুরনো সমাজের সাময়িক জয়লাভটাই।

জুনের দিনগুলির আগে রচিত সংবিধানের পয়লা খসড়ায় (৬১) তখনও পর্যন্ত ছিল 'droit au travail', কাজের অধিকারের কথা, প্রাথমিক যে আনাড়ি সূত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায় প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক দাবি। সেটাকে এখন রূপান্তরিত করা হল 'droit à l'assistance'-এ, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারে, অথচ কোন না কোন উপায়ে সর্বস্বান্তদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে না কোন্ আধুনিক রাষ্ট্র? বুর্জোয়া অর্থে কাজের অধিকার হচ্ছে একটা অবাস্তবতা, শোচনীয় এক সদিচ্ছামাত্র। কিন্তু কাজের অধিকারের পিছনে থাকে পুঁজির উপরে আধিপত্য; পুঁজির উপরে আধিপত্যের পিছনে থাকে উৎপাদনের উপকরণগুলি দখল করে সেগুলিকে সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর অধীনে আনা, আর সেই হেতু মজুরি-শ্রমের অবসান, পুঁজির অবসান, দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের অবসান। **'কাজের অধিকারে'র** পিছনে ছিল জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যে সংবিধান-সভা বস্তুত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে hors la loi, বেআইনী

করে তুলেছিল সেটাকে নীতি গত-ভাবেই **প্রলেতারীয়** সূত্রটাকে বিধানের বিধান, সংবিধান থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হল, অভিসম্পাত বর্ষাতে হল 'কাজের অধিকারের' উপরে। কিন্তু সেখানেও তার ক্ষান্তি হল না। প্লেটো যেমন তাঁর প্রজাতন্ত্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করেছিলেন তেমনই সভা প্রজাতন্ত্র থেকে চিরতরে নির্বাসন দিল **ক্রমবর্ধিষ্ণু করকে**। অথচ ক্রমবর্ধিষ্ণু কর একটা বুর্জোয়া ব্যবস্থা যা কমবেশি মাত্রায় চালু উৎপাদন-সম্পর্কের আওতাতেই কার্যকরী করা যায়, শুধু তাই নয়; এটি ছিল বুর্জোয়া সমাজের মধ্য স্তরকে 'শিষ্ট' প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে রাখার, সরকারী ঋণহ্রাসের, বুর্জোয়াদের ভিতরে প্রজাতন্ত্রবিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠকে সামলে রাখার একমাত্র হাতিয়ার।

আপোসে মিটমাটের ব্যাপারে তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা আসলে বড় বুর্জোয়াদের খাতিরে পেটি বুর্জোয়াদের বলি দিয়েছিল। এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটিকে তারা নীতির পর্যায়ে উন্নীত করল ক্রমবর্ধিষ্ণু কর বেআইনী করে দিয়ে। বুর্জোয়া সংস্কারটাকে তারা প্রলেতারীয় বিপ্লবের সমপর্যায়ভুক্ত করল। কিন্তু এর পরে কোন্ শ্রেণী থাকল তাদের প্রজাতন্ত্রের মূল খুঁটি হিসেবে? বড় বুর্জোয়ারাই। এদের অধিকাংশই কিন্তু ছিল প্রজাতন্ত্রবিরোধী। অর্থনৈতিক জীবনের পুরনো সম্পর্ক পুনঃসংহত করার জন্য 'National'-এর প্রজাতন্ত্রীদের ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে এরা অন্যদিকে পুনঃসংহত সমাজ-সম্পর্ককে আশ্রয় করে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রিক কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাই ভাবছিল। ইতিমধ্যে, অক্টোবরের গোড়াতেই কাভেনিয়াক তাঁর আপন পার্টির নির্বোধ নীতিবাগীশদের চেঁচামেচি, ধমকাধমকি সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছিলেন লুই ফিলিপের প্রাক্তন মন্ত্রী দুফোর ও ভিভিয়েঁ-কে প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী হিসেবে বরণ করতে।

তেরঙ্গা সংবিধান পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে যেকোন আপোসরফা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নতুন ধরনের সরকারের প্রতি সমাজের কোন নতুন অংশেরই আনুগত্য জয় করতে পারল না। অথচ সংবিধান এমন এক সংস্থার হাতে তার সনাতনী অলঙ্ঘনীয়তা ফিরিয়ে দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠল, যা ছিল সাবেকী রাষ্ট্রের সব থেকে একরোখা ও উগ্র সমর্থক। অস্থায়ী সরকার **বিচারকদের অনপসারণীয়তা** সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল, সংবিধান কিন্তু তাকেই

মৌলিক আইনের পর্যায়ে তুলল। এক রাজাকে সেটা অপসারণ করেছিল, আর আইনের অনপসারণীয় এই অভিশংসকদের মূর্তিতে সে উঠে দাঁড়াল গণ্ডায় গণ্ডায়।

শ্রীযুক্ত মারাস্তের সংবিধানের অসঙ্গতি ফরাসী সংবাদপত্রগুলি নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করেছে, যেমন জাতীয় সভা ও রাষ্ট্রপতি এই দুই সার্বভৌম কর্তৃত্বের সহাবস্থান প্রভৃতি।

অবশ্য এই সংবিধানের প্রধানতম স্ববিরোধ হল এইখানে: প্রলেতারিয়েত, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া, এই যে শ্রেণীগুলির সামাজিক দাসত্ব সংবিধানে কায়েম রাখার কথা, সর্বজনীন ভোটাধিকার মারফত সংবিধান তাদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী করল। আর যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাবেকী সামাজিক শক্তি এতে মঞ্জুর করা হয়েছে তার কাছ থেকে সে ক্ষমতার রাজনৈতিক নিশ্চিতি সংবিধান প্রত্যাহার করল। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক শাসনকে তা বাধ্য করল গণতান্ত্রিক শর্তে, যা প্রতিমুহূর্তে বিরুদ্ধ শ্রেণীগুলিকে সহায়তা করবে জয়লাভে এবং বুর্জোয়া সমাজের মূল পর্যন্ত বিপন্ন করে দেবে। একপক্ষের কাছে সংবিধান দাবি জানাল যে তারা যেন রাজনৈতিক থেকে সামাজিক মুক্তির দিকে না এগোয়; অন্যপক্ষের কাছে তার দাবি তারা যেন সামাজিক থেকে রাজনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে না পিছোয়।

এসব স্ববিরোধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের উদ্বেগ ঘটাল যৎসামান্যই। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে পুরনো সমাজের শুধু মাতব্বর হিসেবেই তারা অপরিহার্য ছিল, তাদের এ **অপরিহার্যতা** যে পরিমাণে ফুরিয়ে গেল সেই পরিমাণেই জয়লাভের কয়েক সপ্তাহ পরে তাদের অবস্থা একটা **তরফ** থেকে নেমে এল **গোষ্ঠীর** স্তরে। সংবিধানটাকে তারা প্রকাণ্ড একটা **কারসাজি** হিসেবে দেখল। এর ভিতর দিয়ে বিধিবদ্ধ করতে হবে সর্বোপরি এই গোষ্ঠীর শাসনকেই। রাষ্ট্রপতি হবেন প্রলম্বিত কাভেনিয়াক; বিধান-সভা হবে প্রলম্বিত সংবিধান-সভা। তারা আশা করেছিল জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে তারা পর্যবসিত করবে ক্ষমতার আভাসে এবং সেই ভুয়ো ক্ষমতাটাকে নিয়েই এমনভাবে খেলাবে যাতে অধিকাংশ বুর্জোয়াদের উপরে অবিশ্রাম ঝুলে থাকে জুনের দিনগুলির দোটানার খাঁড়া: *'National'*-এর রাজত্ব না নৈরাজ্যের আমল।

সংবিধান রচনার কাজ ৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শেষ হল ২৩ অক্টোবর। ২ সেপ্টেম্বর সংবিধান-সভা স্থির করেছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সংবিধানের পরিপূরক মৌলিক আইনগুলি বিধিবদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ সেটা ভেঙে যাবে না। তবু সেটা স্থির করল যে সেটার অতি স্বকীয় সৃষ্টি রাষ্ট্রপতি-পদে প্রাণসঞ্চার করতে হবে ১০ ডিসেম্বর তারিখেই, সেটার আপন ক্রিয়াকলাপ শেষ হবার অনেক আগেই। সভা ভারি নিশ্চিন্ত ছিল যে সংবিধানের হমুন্কুলাস-এর মধ্যেই সে মায়ের ছেলেকে অভিনন্দন জানাতে পারবে। সতর্কতার জন্য ব্যবস্থা রইল যে, যদি কোন প্রার্থীই বিশ লক্ষ ভোট না পান তাহলে নির্বাচন জাতির হাত থেকে সংবিধান-সভার হাতে চলে আসবে।

ব্যর্থ সতর্কতা! সংবিধান কার্যকর করার প্রথম দিনটিই হল সংবিধান-সভার শাসনের শেষ দিন। ভোটবাক্সের অতলেই ছিল তার মৃত্যুদণ্ড। সে চেয়েছিল 'মায়ের ছেলেকে' আর পেল 'খুড়োর ভাইপোকে'। সল কাভেনিয়াক পেলেন দশ লক্ষ ভোট কিন্তু ডেভিড নেপোলিয়ন পেলেন ষাট লক্ষ। ছয় গুণ হার হল সল্ কাভেনিয়াকের (৬২)।

১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর হল **কৃষক অভ্যুত্থানের** দিন। কেবল এই তারিখ থেকেই শুরু হল ফরাসী কৃষকদের ফেব্রুয়ারি। বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাদের প্রবেশ সূচিত করল যে প্রতীক — সেই স্থূল ধূর্ত, পাষণ্ড-বাতুল, মূঢ়মহীয়ান, এক সুচিন্তিত কুসংস্কার, এক করুণ প্রহসন, সুচতুর নির্বোধ এক কালব্যতিক্রম, এক বিশ্ব ঐতিহাসিক ভাঁড়ামি, এবং সভ্যমানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য পাঠোদ্ধারের অতীত এক সাংকেতিক লিপি -- সেই প্রতীকের চেহারায় সংশয়াতীত ছাপ ছিল সেই শ্রেণীর, সভ্যতার অভ্যন্তরে যে শ্রেণী বর্বরতার প্রতিনিধি। প্রজাতন্ত্র এই শ্রেণীর কাছে আত্মজ্ঞাপন করেছিল **কর সংগ্রাহক** পাঠিয়ে: প্রজাতন্ত্রের কাছে এ শ্রেণী নিজের জানান দিল **সম্রাট** মারফত। নেপোলিয়নই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৭৮৯ সালে নবোদ্ভূত কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্পনার সর্বাঙ্গীণ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রজাতন্ত্রের প্রচ্ছদপত্রে তাঁরই নাম লিখে এ শ্রেণী বিদেশে যুদ্ধ ও স্বদেশে নিজ শ্রেণী স্বার্থ সবলে সিদ্ধির সংকল্প ঘোষণা করল। কৃষকদের কাছে নেপোলিয়ন কোন ব্যক্তি নন, তিনি হলেন এক কর্মসূচি। ঝাণ্ডা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে ও তূর্য নিনাদ করতে করতে তারা ভোটকেন্দ্রের দিকে অভিযান করল এই

জিগির তুলে: 'Plus d'impôts, à bas les riches, à bas la république, vive l'Empereur!'– 'আর কর নয়, বড় লোকেরা নিপাত যাক, নিপাত যাক প্রজাতন্ত্র, দীর্ঘজীবী হোন সম্রাট!' সম্রাটের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল কৃষক সংগ্রাম। যে প্রজাতন্ত্রকে তারা ভোট দিয়ে হটাল সে ছিল **বড়লোকদের প্রজাতন্ত্র।**

১০ ডিসেম্বর হল **কৃষকদের** কুদেতা, তার ফলে উচ্ছেদ হল চালু সরকার। আর যখন তারা ফ্রান্সে এক সরকার সরিয়ে আর এক সরকারকে বসাল, সেই দিন থেকেই তাদের অবিচল দৃষ্টি রইল প্যারিসের উপরে। ক্ষণিকের তরে বৈপ্লবিক নাটকের সক্রিয় নায়ক হওয়ামাত্র তাদের আর কোরাস দলের নিষ্ক্রিয় ও নির্বীর্য ভূমিকায় ঠেলে রাখা অসম্ভব।

অন্য শ্রেণীরাও সহায়তা করেছিল কৃষকদের নির্বাচনী জয়লাভ সম্পূর্ণ করতে। **প্রলেতারিয়েতের** কাছে নেপোলিয়নের নির্বাচনের অর্থ কাভেনিয়াকের পদচ্যুতি, সংবিধান-সভার উচ্ছেদ, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার অপসারণ, জুন বিপ্লবের খণ্ডন। **পেটি বুর্জোয়ার** কাছে নেপোলিয়নের নির্বাচনের অর্থ উত্তমর্ণের উপরে অধমর্ণের আধিপত্য। বড় **বুর্জোয়াদের** অধিকাংশের কাছে নেপোলিয়নের নির্বাচনের তাৎপর্য হল, সাময়িকভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে হয়েছে অথচ যাদের সাময়িক অবস্থিতিকে এক সাংবিধানিক সংহতি দিতে চাওয়া মাত্রই যে গোষ্ঠী তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল তারই সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ। এই অধিকাংশের কাছে কাভেনিয়াকের বদলে নেপোলিয়নের অর্থ প্রজাতন্ত্রের স্থানে রাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত, অর্লিয়ান্সের প্রতি সলজ্জ এক ইঙ্গিত, ভায়োলেট ফুলের আড়ালে প্রচ্ছন্ন লিলি ফুল (৬৩)। সর্বশেষে, **সৈন্যবাহিনী** নেপোলিয়নকে ভোট দিল সচল রক্ষিদলের বিরুদ্ধে, শান্তি কাবোর বিরুদ্ধে, যুদ্ধের সপক্ষে।

'Neue Rheinische Zeitung' যা বলেছিল, এইভাবে দাঁড়াল যে, ফ্রান্সের সব থেকে সরলমতি লোকটাই সব থেকে বিচিত্র তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। সে কিছুই নয় বলেই নিজের ছাড়া সবকিছুরই দ্যোতক হতে পারে সে। ইতিমধ্যে, নেপোলিয়নের নামের ব্যঞ্জনা বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে বিচিত্র ধরনের হলেও এই নাম নিয়েই সবাই তার ভোটের উপরে লিখল: 'National'-এর পার্টি নিপাত যাক, কাভেনিয়াক নিপাত যাক, সংবিধান-সভা নিপাত যাক,

নিপাত যাক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।' মন্ত্রী দ্যুফোর সংবিধান-সভায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন: '১০ ডিসেম্বর হচ্ছে দ্বিতীয় ২৪ ফেব্রুয়ারি।'

প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়ারা en bloc* নেপোলিয়নকে **ভোট দিয়েছিল** কাভেনিয়াকের **বিরুদ্ধে** ভোট দেবার জন্য এবং তাদের ভোট একত্র করে সংবিধান-সভার কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। দুই শ্রেণীরই অগ্রণী অংশেরা অবশ্য তাদের নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ সমস্ত তরফের **সাধারণ নাম** ছিল নেপোলিয়ন; আর **লেদ্রু-রলাঁ** ও **রাস্পাই** হল **ব্যক্তিবাচক নাম**, প্রথম জন গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার, শেষোক্ত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের। প্রলেতারিয়ানরা ও তাদের সমাজতন্ত্রী মুখপাত্ররা সোচ্চার ঘোষণা করেছিল, রাস্পাই-এর পক্ষের ভোট হল শুধু প্রদর্শন, যেকোন রাষ্ট্রপতিত্বের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সংবিধানেরই বিরুদ্ধে অতগুলি প্রতিবাদ, এতগুলি ভোট লেদ্রু-রলাঁর বিরুদ্ধে — এই হল স্বতন্ত্র রাজনৈতিক তরফ হিসেবে প্রলেতারিয়েতের প্রথম কাজ, যার দ্বারা তারা গণতান্ত্রিক তরফ থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করল। অন্যদিকে ওই পার্টিটা, গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তার সংসদীয় প্রতিনিধি, 'পর্বত' দল, লেদ্রু-রলাঁর প্রার্থিত্বের উপরে সমস্ত গুরুত্বই আরোপ করেছিল, যেভাবে গাম্ভীর্য সহকারে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে সেটা অভ্যস্ত। তাছাড়া প্রলেতারিয়েতের বিপক্ষে নিজেকে এক স্বতন্ত্র তরফ হিসেবে খাড়া করার এই তার শেষ চেষ্টা। শুধু প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া তরফ নয়, গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তার 'পর্বত' দলও পরাস্ত হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর।

ফ্রান্সের এখন জুটল একটা **'পর্বতের'** পাশাপাশি এক **নেপোলিয়ন,** এতে প্রমাণিত হল যে, যে বিরাট বাস্তবতার নাম তারা বহন করছিল, এই উভয়ে সেটার নিষ্প্রাণ ব্যঙ্গচিত্রমাত্র। সম্রাটের টুপি ও ঈগল পাখির প্রতীক সমেত লুই নেপোলিয়ন যেমন সাবেকী নেপোলিয়নের একটা করুণ প্যারোডি, এই 'পর্বত' দলও তেমনি ১৭৯৩-এর বুলি ধার করে বাগাড়ম্বরী ঢঙে পুরনো 'পর্বতের' কম করুণ প্যারোডি নয়। এইভাবে, ঐতিহ্যগত ১৭৯৩ সালের সংস্কারও ছিন্ন হল ঐতিহ্যমণ্ডিত নেপোলিয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই।

* দল বেঁধে। — সম্পাঃ

বিপ্লব তার **স্বকীয়**, তার **মূলগত** নাম অর্জন করেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, আর এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু তখনই যখন আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণী, শ্রম-শিল্পের প্রলেতারিয়েত পুরোভাগে প্রবলরূপে এসে দাঁড়ায়। বলা যেতে পারে ১০ ডিসেম্বর 'পর্বতের' হতচকিত ও বিভ্রান্ত করে দিল আর কিছু না হলেও অন্তত এই কারণেই যে, ঐ দিনটি সহাস্যে একটা বাঁকা চাষাড়ে রসিকতা করে পুরনো বিপ্লব নিয়ে চিরায়ত তুলনা থামিয়ে দেয়।

কাভেনিয়াক ২০ ডিসেম্বর তাঁর দপ্তর ছাড়লেন এবং সংবিধান-সভা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করল লুই নেপোলিয়নকে। সভা তার একচ্ছত্র রাজত্বের শেষদিন ১৯ ডিসেম্বর জুন বিদ্রোহীদের মার্জনা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ২৭ জুনের যে ডিক্রি অনুসারে বিচার বিভাগীয় দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই পরিষদ ১৫,০০০ বিদ্রোহীকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, সে ডিক্রি প্রত্যাহারের অর্থ কি জুন সংগ্রামকেই নাকচ করা নয়?

লুই ফিলিপের শেষ মন্ত্রী অদিলোঁ বারো হলেন লুই নেপোলিয়নের প্রথম মন্ত্রী। লুই নেপোলিয়ন যেমন তাঁর শাসনের তারিখ ধরতেন ১০ ডিসেম্বর থেকে নয়, ১৮০৪ সালের সেনেটের একটা ডিক্রি থেকে (৬৪), তেমনই তিনি প্রধানমন্ত্রীও যোগাড় করলেন এমন একজনকে যিনি তাঁর মন্ত্রিত্ব শুরুর তারিখ ধরতেন ২০ ডিসেম্বর থেকে নয়, ২৪ ফেব্রুয়ারির এক রাজকীয় ফরমান থেকে। লুই ফিলিপের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে লুই নেপোলিয়ন সরকার বদলের কাজটা নরম করে আনলেন সাবেকী মন্ত্রিত্ব বজায় রেখে; তাছাড়া সে মন্ত্রিত্ব ভোঁতা হওয়ার সময়ই পায় নি, কারণ সেটার জীবন শুরু করারই ফুরসত মেলে নি।

রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির নেতারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল এই বাছাইয়ের ব্যাপারে। পুরাতন রাজবংশপন্থী বিরোধীপক্ষের নেতা, অজ্ঞাতসারে যিনি 'National'-এর প্রজাতন্ত্রীদের উৎক্রমণস্বরূপ হয়েছিলেন, পরিপূর্ণ জ্ঞাতসারেই তিনি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে উৎক্রমণস্বরূপ হওয়ার পক্ষে আরো বেশি যোগ্য।

অদিলোঁ বারো ছিলেন এমন এক পুরনো বিরোধী পার্টির নেতা যা মন্ত্রিত্বের দপ্তর লাভের জন্য সর্বদাই নিষ্ফলভাবে সচেষ্ট হলেও তখনও পর্যন্ত রিক্ত হয়ে যাবার সময় পায় নি। বিপ্লব দ্রুত পরম্পরায় সব ক'টি পুরনো

বিরোধী পার্টিকে রাষ্ট্রের চূড়োয় ঠেলে দিয়েছিল যাতে তারা তাদের আগেকার বুলি অস্বীকার করতে, খন্ডন করতে বাধ্য হয় — শুধু কাজে নয়, এমন কি কথার মধ্যেও, — এবং শেষ পর্যন্ত জনগণ যাতে সবাইকেই এক জঘন্য তালগোল পাকিয়ে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করতে পারে। কোন ডিগবাজিই বাদ দেন নি এই বারো, বুর্জোয়া উদারনীতির এই প্রতিমূর্তি, আঠারো বছর ধরে যিনি তাঁর মনের শয়তানী অন্তঃসারশূন্যতা ঢেকে রেখেছিলেন দেহের গাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলনের আড়ালে। যদি কোন কোন মুহূর্তে হাল আমলের কাঁটা ও সাবেক কালের জয়মালার অতি প্রকট বৈপরীত্য ঐ মানুষটিকেও সচকিত করে থাকে, তবে আয়নার দিকে একবার তাকালেই তিনি ফিরে পেতেন তাঁর মন্ত্রিশোভন আত্মসংবরণ ও মানবশোভন আত্মশ্লাঘা। আয়নায় যে মুখ তাঁর দিকে ঝলমলিয়ে উঠত সে মুখ গিজো-র, যাঁকে তিনি সর্বদাই হিংসা করতেন, যিনি সর্বদাই তাঁকে দাবিয়ে রেখেছিলেন, সেই স্বয়ং গিজোই, তবে আদিলোঁ অলিম্পীয় ললাটসমেত গিজো। যা তাঁর নজর এড়িয়ে যেত তা হল মিডাসের কান দুটি!

২৪ ফেব্রুয়ারির বারো প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন ২০ ডিসেম্বরের বারো-র মধ্যে। অর্লিয়ান্সী ও ভলটেয়ারপন্থী বারো-র সহযোগী হলেন ধর্মমন্ত্রী হিসেবে লেজিটিমিস্ট ও জেশুইট ফালু।

কয়েকদিন পরে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রিত্বের ভার দেওয়া হল ম্যালথাসপন্থী লেওঁ ফশে-কে। আইন, ধর্ম ও অর্থশাস্ত্র! বারো-র মন্ত্রিসভায় এসব তো রইলই, তার উপরে আবার থাকল লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের সমাহার। অভাব ছিল শুধু বোনাপার্টপন্থীর। বোনাপার্ট তখনও পর্যন্ত তাঁর নেপোলিয়নী শখ গোপন রেখেছিলেন, কারণ **সুলুক** তখনও পর্যন্ত তুসাঁ-লুভের্তুর ভূমিকায় নামেন নি।

'National'-এর পার্টি যেসব বড় বড় পদে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল সেখান থেকে অবিলম্বে তাদের সরানো হল। পুলিস দপ্তর, ডাক ব্যবস্থা পরিচালকমণ্ডলী দপ্তর, প্রধান সরকারী উকিলের অফিস, প্যারিসের মেয়রের দপ্তর — সবই পূর্ণ করা হল রাজতন্ত্রের সেকেলে জীবদের দিয়ে। লেজিটিমিস্ট শাঙ্গার্নিয়ে সেন্ জেলার জাতীয় রক্ষিদল, সচল রক্ষিদল ও প্রথম সামরিক ডিভিশনের সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ

সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব লাভ করলেন; অর্লিয়ান্সী ব্যজো নিযুক্ত হলেন আলপাইন সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। বারো সরকারের আমলে এই কর্মাধ্যক্ষ পরিবর্তন অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। তাঁর মন্ত্রিত্বের প্রথম কাজ ছিল পুরনো রাজতান্ত্রিক প্রশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। চকিতে সরকারী রঙ্গমঞ্চ রূপান্তরিত হয়ে গেল — দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, বাচন, অভিনেতা, বাড়তি চরিত্র, মূক অভিনেতৃবর্গ, প্রম্পটার, বিভিন্ন পক্ষের অবস্থিতি, নাটকের বিষয়বস্তু, সংঘাতের সারবস্তু, সমগ্র পরিস্থিতিটাই বদলে গেল। একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক সংবিধান-সভাই তখনও রয়ে গেল নিজের জায়গায়। কিন্তু জাতীয় সভা বোনাপার্টকে, বোনাপার্ট বারো ও বারো শাঙ্গার্নিয়েকে গদিতে বসানোর সময় থেকেই ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর্ব থেকে প্রবেশ করল প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের পর্বে। আর প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে সংবিধান-সভার স্থান কোথায়? পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর স্বর্গে পালানো ছাড়া সৃষ্টিকর্তার আর কোন কাজই ছিল না। সংবিধান-সভা পণ করল তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হবে না; বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক তরফের শেষ আশ্রয়ই ছিল জাতীয় সভা। নির্বাহী ক্ষমতার সব কলকাঠি সেটার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হলেও সাংবিধানিক সর্বশক্তিমত্তা কি সেটারই হাতে রয়ে গেল না? সেটার প্রথম চিন্তা হল, যে সার্বভৌমত্ব আয়ত্তে ছিল তা যেকোন অবস্থাতেই আঁকড়ে থাকা ও সেইখান থেকেই হারানো জমি পুনর্দখল করা। একবার বারো মন্ত্রিত্বের জায়গায় 'National'-এর মন্ত্রিত্ব বসাতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রী কর্মচারিবৃন্দকে শাসন-ব্যবস্থার ঘাঁটি ছাড়তেই হবে, আর বিজয়গর্বে আবার সেখানে ঢুকবে তেরঙ্গা আমলার দল। জাতীয় সভা স্থির করল মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং মন্ত্রিসভা নিজেই আক্রমণের এমন একটা সুযোগ যোগাল যার চেয়ে ভালো সুযোগ সংবিধান-সভা উদ্ভাবন করতেই পারত না।

মনে রাখতে হবে, কৃষকদের কাছে লুই বোনাপার্টের তাৎপর্য ছিল: কর বরবাদ! রাষ্ট্রপতির আসনে তিনি বসলেন ছ-দিন, এবং সাতদিনের দিন, ২৭ ডিসেম্বর তাঁর মন্ত্রিসভা **লবণ কর চালু রাখার** প্রস্তাব করল, যে কর বাতিল করার সিদ্ধান্ত করেছিল অস্থায়ী সরকার। পুরনো ফরাসী আর্থিক ব্যবস্থার যত দোষ নন্দ ঘোষে বর্তানোর দিক থেকে লবণ কর ছিল মদ্য করের জুড়ি, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কাছে। **লবণ কর ফের চালু!** — কৃষকদের

নির্বাচিত মানুষটির মুখে নির্বাচকদের প্রতি এর চেয়ে তীব্রতর শ্লেষ বারো মন্ত্রিসভা আর কিছুই বসাতে পারত না। নিমক করের সঙ্গে বোনাপার্ট হারালেন তাঁর বিপ্লবী নিমক — কৃষক অভ্যুত্থানের নেপোলিয়ন প্রেতের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেলেন এবং কিছুই রইল না রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া চক্রান্তের মধ্যাস্থিত বিরাট অজানা ব্যক্তিটি ছাড়া। আর, বারো মন্ত্রিসভা যে অসতর্কিত রূঢ় এই মোহমুক্তির কাজটাকেই রাষ্ট্রপতির প্রথম সরকারী কাজ করে তুলল, সেটা বিনা অভিসন্ধিতে নয়।

সংবিধান-সভাও মন্ত্রিসভা উচ্ছেদকল্পে এবং কৃষকদের নির্বাচিত প্রতিভূর বিরুদ্ধে নিজেকে কৃষক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে খাড়া করার দুনো সুযোগ সাগ্রহে আঁকড়ে ধরল। সভা অর্থসচিবের প্রস্তাব নাকচ করল, আগে লবণ করের পরিমাণ যা ছিল তার একতৃতীয়াংশে ঐ করকে নামাল, যার ফলে ছাপ্পান্ন কোটি অঙ্কের সরকারী ঘাটতির উপরে আরো চাপল ছ-কোটি, এবং এই **অনাস্থা ভোটের** পরে শান্তভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকল মন্ত্রিসভার পদত্যাগের জন্য। চারদিকের নতুন দুনিয়া ও নিজের পরিবর্তিত অবস্থা বিষয়ে কত কম সেটার জ্ঞান। মন্ত্রিসভার পিছনে ছিলেন রাষ্ট্রপতি, আর রাষ্ট্রপতির পিছনে ছিল ষাট লক্ষ মানুষ যারা ভোটের বাক্সে ফেলেছিল সংবিধান-সভার বিরুদ্ধেই ঠিক অতগুলো অনাস্থার ভোট। সংবিধান-সভা জাতিকে ফিরিয়ে দিল তার অনাস্থার ভোট। আজগুবি লেনদেন! সভার খেয়াল হয় নি যে এখন আর তার ভোট বাজারে কাটবে না। লবণ কর প্রত্যাখ্যান শুধু ঘনিয়ে তুলল বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত যে সংবিধান-সভাকে **'খতম করতে হবে'**। শুরু হল সেই সুদীর্ঘ সংঘাত যা চলল সংবিধান-সভার জীবনের সমগ্র শেষার্ধ জুড়ে। **২৯ জানুয়ারি,** ২১ মার্চ ও ৮ মে হচ্ছে এই সংকটের journées, চরম দিনগুলি, **১৩ জুনের** একটা অগ্রদূত।

ফরাসীরা, যেমন লুই ব্লাঁ, ২৯ জানুয়ারিকে ধরেছেন এক সাংবিধানিক বিরোধ উদ্ভবের দিন হিসেবে — সর্বজনীন ভোটাধিকারপ্রসূত সার্বভৌম যে জাতীয় সভাকে ভেঙে দেওয়া চলে না তার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির বিরোধ — যে রাষ্ট্রপতি সংজ্ঞা ধরলে সভার কাছে দায়ী বটে, কিন্তু বাস্তবতা ধরলে যিনি অনুরূপভাবে সর্বজনীন ভোটে সমর্থিত শুধু তাই নয়, তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে

জাতীয় সভায় সদস্যদের মধ্যে যত ভোট শত শত টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত ছিল সেই সমস্ত ভোট একা তাঁর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ, তদুপরি কার্যনির্বাহের সমস্ত ক্ষমতাটাও পুরোপুরি তাঁর মুঠোয়, যার উপরে জাতীয় সভা ভাসমান কেবলমাত্র এক নৈতিক শক্তি হিসেবেই। ২৯ জানুয়ারির এই ব্যাখ্যায় বক্তৃতা মঞ্চে, সংবাদপত্রে ও ক্লাবগুলিতে ব্যবহৃত সংগ্রামের ভাষার সঙ্গে তার প্রকৃত স্বরূপকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। জাতীয় সংবিধান-সভার বিরুদ্ধে লুই বোনাপার্ট — এটা একপক্ষের সাংবিধানিক শক্তির বিরুদ্ধে অপর পক্ষের সাংবিধানিক শক্তি নয়, বিধানিক শক্তির বিপক্ষে কার্যনির্বাহক শক্তি নয়; এ হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের নির্মাণ যন্ত্রের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াদের যে বৈপ্লবিক অংশ সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল ও এখন বিস্ময়ভরে লক্ষ্য করছে যে তাদের গড়া প্রজাতন্ত্রের চেহারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের মতনই এবং সেইজন্য স্বীয় শর্ত, বিভ্রম, ভাষা ও ব্যক্তিবর্গ সহ তার সংবিধান পর্বটাকে জোর করে প্রলম্বিত করতে, সুপরিণত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রটির পরিপূর্ণ ও বিশিষ্ট রূপের অভ্যুদয় আটকাতে ইচ্ছুক — বুর্জোয়াদের সেই বিপ্লবী অংশের উচ্চাভিলাষী চক্রান্ত ও মতাদর্শগত দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে এ হল খোদ প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রটাই। জাতীয় সংবিধান-সভা যেমন ছিল কাভেনিয়াকের প্রতিনিধি যিনি তার মধ্যেই গিয়ে পড়েছিলেন, তেমনই বোনাপার্ট হলেন সেই জাতীয় বিধান-সভার প্রতিনিধি যা তখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভার।

বোনাপার্টের নির্বাচনের একমাত্র ব্যাখ্যা মেলে **একটি** নামের জায়গায় তার বিচিত্র ব্যঞ্জনাকে বসালে, নতুন জাতীয় সভা নির্বাচনে সে নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি দিয়েই। ১০ ডিসেম্বর পুরনো সভার হুকুমনামা নাকচ করে দেয়। সুতরাং ২৯ জানুয়ারি **একই** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সভা মুখোমুখি দাঁড়ায় নি — দাঁড়িয়েছিল উদ্ভবকালীন প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভা ও উদ্ভূত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রজাতন্ত্রের জীবনধারার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই পর্বের প্রতিমূর্তি দুই শক্তি। একদিকে, বুর্জোয়াদের সেই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী, একমাত্র যারাই সক্ষম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে, রাস্তার লড়াই ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে সেটাকে ছিনিয়ে নিতে এবং সংবিধানের ভিতরে লিখে রাখতে তারই আদর্শ মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে;

অন্যদিকে, সমস্ত রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া-সাধারণ, একমাত্র যারাই এই প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে শাসন চালাতে, সংবিধানের মতাদর্শগত ঝালরগুলিকে ছেঁটে দিতে, এবং নিজস্ব বিধানিক ও প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে দমনে রাখবার অপরিহার্য শর্তগুলিকে কার্যকরী করতে সক্ষম।

যে ঝঞ্ঝার বিস্ফোরণ হল ২৯ জানুয়ারি সেটার শক্তি সঞ্চয় চলছিল সারা জানুয়ারি মাস ধরেই। সংবিধান-সভা বারো মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগে ঠেলে দিতে চেয়েছিল অনাস্থা ভোট দিয়ে। অপর পক্ষে বারো মন্ত্রিসভা সংবিধান-সভার কাছে প্রস্তাব করল যে, সভাকেই নিজের উপরে চূড়ান্ত অনাস্থা ভোট জানাতে হবে, আত্মহত্যার জন্য মনস্থির করতে হবে, নির্দেশ দিতে হবে **নিজেকে ভাঙবার।** ৬ জানুয়ারি সভার জনৈক অতি অখ্যাত প্রতিনিধি রাতো মন্ত্রিসভার নির্দেশে সেই সংবিধান-সভার সামনেই এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যে, সভা গত অগস্ট মাসেই স্থির করেছিল সংবিধানের পরিপূরক পুরো একরাশ মৌলিক আইন যতদিন না তারই হাতে পাস হচ্ছে ততদিন নিজেকে ভেঙে দেবে না। মন্ত্রিসভার সমর্থক ফুল্দ্ স্পষ্টই সভাকে জানালেন যে **'বিপর্যস্ত ক্রেডিট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য'** তাকে ভেঙে দেওয়া দরকার। আর অস্থায়ী অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করে, এবং বারো-র সঙ্গে সঙ্গে আবার বোনাপার্ট সম্পর্কে ও বোনাপার্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে সভা কি ক্রেডিট বিপর্যস্ত করে নি? দেবতুল্য বারো, প্রজাতন্ত্রীরা একদা এক দশক অর্থাৎ দশমাস ধরে যে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিল, শেষ পর্যন্ত পকেটস্থ সেই পদ সবেমাত্র দু-হপ্তা ভোগের পরই আবার তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার সম্ভাবনা দেখে হয়ে উঠলেন এক উন্মত্ত রোল্যান্ড। হতভাগ্য সভার সম্মুখীন হয়ে বারো স্বৈরাচারে ছাড়িয়ে গেলেন খোদ স্বৈরাচারীকেই। তাঁর সব থেকে নরম বুলি হল, 'এর কোন ভবিষ্যৎ নেই'। আর বাস্তবিকই সভা ছিল শুধু অতীতেরই প্রতীক। শ্লেষভরে তিনি বললেন, 'প্রজাতন্ত্রের সংহতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদি যোগাতে এই সভা অসমর্থ।' অসমর্থই বটে! প্রলেতারিয়েতের প্রতি ঐকান্তিক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সেটার বুর্জোয়া উদ্যোগ ভেঙে পড়ে, আর রাজতন্ত্রীদের প্রতি বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে নবজন্ম লাভ করেছিল সেটার প্রজাতান্ত্রিক উচ্ছ্বাস। সুতরাং দু-দিক দিয়েই সভা উপযোগী প্রতিষ্ঠান দিয়ে সংহত করতে অসমর্থ

ছিল সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে, যেটাকে সেটা আর বুঝে উঠতে পারছিল না।

রাতো-র প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রিসভা সারা দেশজুড়ে **দরখাস্তের এক ঝড়** বইয়ে দেয়, এবং ফ্রান্সের সব কোণ থেকেই প্রত্যহ সংবিধান-সভার মাথা লক্ষ্য করে ধেয়ে আসতে থাকে গোছা গোছা billets doux*, যাতে মোটের উপর স্পষ্ট করেই সভাকে অনুরোধ জানানো হল **ভেঙে যেতে** ও নিজের অন্তিম ইচ্ছাপত্র সম্পন্ন করতে। সংবিধান-সভাও পাল্টা দরখাস্তের ব্যবস্থা করল, যাতে সে নিজেকে অনুরোধ জানানোর ব্যবস্থা করল যেন সেটা বেঁচে থাকে। বোনাপার্ট ও কাভেনিয়াকের নির্বাচনী লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি হল জাতীয় সভা ভাঙার পক্ষে বা বিপক্ষের দরখাস্ত সংগ্রামের মধ্যে। দরখাস্তগুলিকে হয়ে দাঁড়াতে হল ১০ ডিসেম্বর সম্পর্কে বিলম্বিত মন্তব্য। এই আন্দোলন চলল গোটা জানুয়ারি মাস জুড়ে।

সংবিধান-সভা ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংঘাতে সংবিধান-সভা তার উদ্ভব হিসেবে সাধারণ নির্বাচনের নজির টানতে পারে নি, কারণ আবেদন উঠেছিল সভার বিরুদ্ধে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নামেই। কোন যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ শক্তির উপরে সেটা দাঁড়াতে পারল না, কারণ আইনসম্মত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল প্রশ্ন। অনাস্থা প্রস্তাব দিয়ে সভা মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করতে পারল না — সে চেষ্টা করা হয়েছিল আবার ৬ ও ২৬ জানুয়ারি — কারণ মন্ত্রিসভা তার আস্থার প্রত্যাশী ছিল না। একটিমাত্র পথ তার বাকি রইল, **অভ্যুত্থানের** পথ। অভ্যুত্থানের সংগ্রামী শক্তি ছিল **জাতীয় রক্ষিদলের প্রজাতান্ত্রিক অংশ, সচল রক্ষিদল****, এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ঘাঁটি — **ক্লাবগুলি**। ডিসেম্বর মাসে বুর্জোয়াদের প্রজাতান্ত্রিক অংশের সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি ছিল সচল রক্ষিদল, জুনের দিনগুলির সেই বীরেরা, ঠিক যেমন জুনের আগে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি ছিল **জাতীয় কর্মশালাগুলি**।*** সংবিধান-সভার নির্বাহী কমিশন যেমন জাতীয় কর্মশালাগুলির উপরেই তার নৃশংস অভিযান পরিচালিত করেছিল যখন তাকে খতম করতে হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের অসহ্য হয়ে ওঠা দাবিদাওয়া,

* প্রেমপত্র। — সম্পাঃ

** এই খন্ডের ১০৪-১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** এই খন্ডের ১১০-১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

তেমনই যখন খতম করতে হল বুর্জোয়াদের প্রজাতান্ত্রিক অংশের অসহ্য হয়ে ওঠা দাবিদাওয়া তখন বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা আক্রমণ চালাল সচল রক্ষিদলের উপরে। মন্ত্রিসভা নির্দেশ দিল **সচল রক্ষিদলকে ভেঙে দিতে হবে।** সচল রক্ষিদলের অর্ধেককে ছাঁটাই করে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল, বাকি অর্ধেককে নতুনভাবে সংগঠিত করা হল গণতান্ত্রিক কেতার বদলে রাজতান্ত্রিক কায়দায়, এবং তাদের মাইনে কমিয়ে সৈন্যবাহিনীর সাধারণ বেতনের সমান করা হল। সচল রক্ষিদল দেখতে পেল তাদের হাল দাঁড়িয়েছে জুন বিদ্রোহীদের মতন; আর প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে লাগল **প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি,** যাতে তারা জুনের ঘটনার জন্য নিজেদের দোষ স্বীকার করে সেটা ক্ষমা করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে অনুনয় জানাতে লাগল।

আর **ক্লাবগুলি**? যে মুহূর্তে সংবিধান-সভা বারো মারফত রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে, আর রাষ্ট্রপতি মারফত বিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে, এবং বিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মারফত সাধারণভাবে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলল, তৎক্ষণাৎ ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র গড়ার সমস্ত উপাদান অনিবার্যভাবে এসে তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল — এল সেই সমস্ত তরফ যারা চাইছিল বর্তমান প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং হিংস্র এক পশ্চাদ্‌গতি প্রক্রিয়ায় তাদের শ্রেণীস্বার্থ ও নীতির ধারক এক প্রজাতন্ত্রে তার রূপান্তর। ওমলেট ফের ডিম হয়ে উঠল; বৈপ্লবিক আন্দোলনের দানাবাঁধা বিভিন্ন রূপ পুনরায় হয়ে উঠল তরল। যার জন্য লড়াই, সেটা আবার সেই ফেব্রুয়ারির দিনগুলির অনির্দিষ্ট প্রজাতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল, যাকে সুনির্দিষ্ট করার ভার প্রত্যেক তরফ রাখল নিজের হাতেই। মুহূর্তের জন্য বিভিন্ন তরফ ফের ফেব্রুয়ারির দিনের সেই পুরনো অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াল, ফেব্রুয়ারির বিভ্রান্তির অংশীদার না হয়ে। 'National'-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা আবার 'Réforme'-এর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের উপরে ভর করল, আর প্রবক্তা হিসেবে তাদের ঠেলে দিল পার্লামেন্টারি সংগ্রামের পুরোভাগে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীরা আবার ভর করল সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রীদের উপরে — ২৭ জানুয়ারি এক প্রকাশ্য ইস্তাহারে ঘোষিত হল তাদের পুনর্মিলন ও ঐক্য — এবং ক্লাবে ক্লাবে চালাল তাদের অভ্যুত্থানী পৃষ্ঠপটের প্রস্তুতি। মন্ত্রিসভা-সমর্থক সংবাদপত্রজগৎ সঠিকভাবেই 'National'-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীদের গণ্য করল

পুনরুজ্জীবিত জুন বিদ্রোহী হিসেবেই। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে নিজেদের স্থান বজায় রাখার জন্য তারা প্রশ্ন তুলল খোদ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেই। ২৬ জানুয়ারি মন্ত্রী ফশে সংগঠনের অধিকার সম্পর্কে এক আইনের প্রস্তাব করলেন, যার প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখা হল **'ক্লাবগুলি নিষিদ্ধ হল'।** তিনি আর্জি জানালেন যে, জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে এই বিল অবিলম্বে আলোচিত হোক। সংবিধান-সভা জরুরী প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব নাকচ করল এবং ২৭ জানুয়ারি লেদ্রু-রলাঁ ২৩০টি স্বাক্ষরযোগে এক প্রস্তাব আনলেন সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ এমন সময়ে যখন তা বিচারকের, অর্থাৎ সভাস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠের অক্ষমতাই আনাড়ির মতো উন্মোচিত করে দেবে, অথবা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠেরই বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের নিষ্ফল প্রতিবাদ-মাত্রে পর্যবসিত হবে, — পরবর্তী 'পর্বত' দল এখন থেকে সংকটের প্রতিটি চরম মুহূর্তে এই মস্ত বৈপ্লবিক চালই চালতে লাগল। নিজ নামের ভারেই মারা পড়ল বেচারা 'পর্বত'!

১৫ মে ব্লাঙ্কি, বার্বে, রাস্পাই প্রভৃতি সংবিধান-সভা ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিলেন প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের পুরোভাগে সেটার অধিবেশন প্রকোষ্ঠে জবরদস্তি প্রবেশ করে। সেই সভার জন্যই বারো এক নৈতিক ১৫ মে-র বন্দোবস্ত করলেন, যখন তিনি সেটার আত্মলোপের নির্দেশ ও দরজায় তালা দিতে চাইলেন। এই সভাই বারো-কে নির্দেশ দিয়েছিল মে মাসের আসামীদের সম্পর্কে সরকারী তদন্ত চালাতে। আজ যখন তিনি সভার সামনে হাজির হলেন এক রাজতন্ত্রী ব্লাঙ্কি হিসেবে, যখন বারো-র বিরুদ্ধে সভা সহায় খুঁজছিল ক্লাবের ভিতরে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, ব্লাঙ্কির পার্টিতেই, সেই মুহূর্তে নির্মম বারো কিনা তাকে জ্বালাতন করলেন এই প্রস্তাব নিয়ে যাতে মে মাসের বন্দীদের জুরীর সুযোগ সম্বলিত দায়রা আদালত থেকে সরিয়ে নিয়ে হাই কোর্টের, 'National'-এর পার্টি কর্তৃক উদ্ভাবিত haute cour-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। আশ্চর্য! মন্ত্রিত্বের গদি হারাবার আতঙ্কে বারো-র মাথা থেকে এমন প্যাঁচ বেরল যা বমার্শে-এরই যোগ্য! বহু টালবাহানার পর জাতীয় সভা মেনে নিল তাঁর প্রস্তাব। মে প্রয়াসের স্রষ্টাদের বিরুদ্ধে সভা ফিরে গেল সেটার স্বাভাবিক চরিত্রে।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জাতীয় সভা যেমন বাধ্য হচ্ছিল সশস্ত্র **অভ্যুত্থানের** দিকে এগোতে, তেমনই জাতীয় সভার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীরাও বাধ্য হলেন কুদেতার দিকে এগুতে, কেননা সভা ভেঙে দেবার কোন আইনসম্মত পন্থা তাঁদের হাতে ছিল না। কিন্তু সংবিধান-সভা হল সংবিধানের জননী, আর তেমনি সংবিধান হল জন্মদাত্রী রাষ্ট্রপতির। কুদেতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি টুকরো টুকরো করেন সংবিধানটাকে, ঘুচিয়ে দেন তাঁর প্রজাতান্ত্রিক বৈধ স্বত্ব। তখন তিনি বাধ্য হন তাঁর বাদশাহী বৈধ স্বত্ব টেনে বার করতে, কিন্তু সে স্বত্ব ঘুচিয়ে জাগায় অর্লিয়ান্সী বৈধ স্বত্বকে, আবার এই দুইই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে লেজিটিমিস্ট বৈধ স্বত্বের কাছে। বৈধ প্রজাতন্ত্রের পতনের ফলে উপরে ঠেলে ওঠা সম্ভব শুধু সেটার চরম বিপরীতের, লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্রেরই, এমন এক মুহূর্তে যখন অর্লিয়ান্সী তরফ ছিল শুধু ফেব্রুয়ারির বিজিত পক্ষ আর বোনাপার্ট ছিলেন কেবল ১০ ডিসেম্বরের বিজয়ী, উভয়েই যখন প্রজাতান্ত্রিক ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে পেশ করতে পারতেন শুধু নিজেদের একইভাবে জবরদখল করা রাজতান্ত্রিক স্বত্ব। লেজিটিমিস্টরা এই শুভলগ্ন সম্পর্কে সজাগ ছিল, তারা চক্রান্ত চালাল প্রকাশ্যেই। জেনারেল শাঙ্গার্নিয়েকে তারা তাদের **মঙ্ক** হিসেবে পাওয়ার আশা করতে পারত। **শ্বেত রাজতন্ত্রের** আসন্নতার কথা তাদের ক্লাবে ঠিক তেমনই প্রকাশ্যে ঘোষিত হল যেমন প্রলেতারিয়ানদের ক্লাবগুলিতে হল **লাল প্রজাতন্ত্রের** কথা।

একটা অভ্যুত্থান দমন করার সৌভাগ্য জুটলে মন্ত্রিসভা সমস্ত অসুবিধার অবসান ঘটাতে পারত। অদিলোঁ বারো তাই আর্তনাদ করেছিলেন, 'বৈধতাই আমাদের মরণ।' অভ্যুত্থান মন্ত্রিসভাকে সুযোগ দিত জনকল্যাণের (salut public) অজুহাতে সংবিধান-সভা ভেঙে দিতে, সংবিধানের স্বার্থেই সংবিধান লংঘন করতে। জাতীয় সভায় অদিলোঁ বারো-র নৃশংস আচরণ, ক্লাব ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব, হৈ-হুল্লোড় করে ৫০ জন তেরঙ্গা জেলা-কর্তার (prefects) অপসারণ ও তাদের জায়গায় রাজতন্ত্রীদের বসানো, সচল রক্ষিদল ভেঙে দেওয়া, তাদের নেতাদের প্রতি শাঙ্গার্নিয়ের দুর্ব্যবহার, এমন কি গিজো-র আমলেও যে অধ্যাপককে অসহ্য মনে করা হত সেই লের্মিনিয়ের পুনর্নিয়োগ, লেজিটিমিস্টদের লম্বা-চওড়া বুলি সহ্য করা — এ সবই হল শুধু বিদ্রোহেরই

প্ররোচনা। কিন্তু নির্বাক রইল বিদ্রোহ। মন্ত্রিসভার কাছ থেকে নয়, সংবিধান-সভার কাছ থেকেই সেটা সংকেতের অপেক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত এল ২৯ জানুয়ারি। রাতোর প্রস্তাব বিনা শর্তে নাকচের জন্য মাতিয়ে (দ্য লা দ্রম) কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে সেদিন সিদ্ধান্ত নেবার কথা। লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী, বোনাপার্টপন্থী, সচল রক্ষিদল, 'পর্বত', ক্লাব, সবাই এদিনে চক্রান্ত করল প্রতীয়মান শত্রুর বিরুদ্ধে যতটা, প্রতীয়মান মিত্রের বিপক্ষেও ততটাই। ঘোড়ায় চড়ে বোনাপার্ট সৈন্যবাহিনীর একাংশকে জড়ো করলেন Place de la Concorde-এ; শাঙ্গার্নিয়ে রণকৌশলের খেল দেখিয়ে অভিনয় করলেন। সংবিধান-সভা দেখল তার বাড়িটি সামরিক বাহিনীর দখলে। সমস্ত পরস্পরবিরোধী আশা, আশংকা, প্রত্যাশা, বিক্ষোভ, উত্তেজনা ও চক্রান্তের কেন্দ্র এই সিংহবিক্রম সভা বিশ্বচৈতন্যের [Weltgeist] সবচেয়ে নিকটে পেঁছে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করল না। সেটার অবস্থা হল সেই যোদ্ধার মতো যে তার নিজের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে শঙ্কিত শুধু তাই নয়, উপরন্তু শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার ব্যবস্থা করাও কর্তব্যজ্ঞান করে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সভা স্বাক্ষর দিল নিজ মৃত্যু পরোয়ানায় এবং নাকচ করল রাতোর বিনা শর্তে নাকচের প্রস্তাব। নিজেই এখন অবরোধের অবস্থায় পড়ে সভা সেই সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপের সীমা নির্দেশ করে দিল যার প্রয়োজনীয় কাঠামোই ছিল প্যারিসের অবরোধের অবস্থা। উপযুক্ত প্রতিহিংসাই সভা গ্রহণ করল যখন পরের দিন সেটা ২৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা যে ত্রাস ভোগ করিয়েছিল সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করে। 'পর্বত' বৈপ্লবিক উদ্যম ও রাজনৈতিক বোধের দৈন্যই প্রকাশ করল এই বিরাট চক্রান্তের প্রহসনে, 'National'-এর পার্টির হাতে নিজেকে সেই প্রতিযোগিতার ঘোষক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিয়ে। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের উন্মেষকালে যে একচ্ছত্র শাসন আয়ত্তে ছিল, প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে সেই ক্ষমতা বজায় রাখার শেষ চেষ্টা করল 'National'-এর পার্টি। ভরাডুবি হল তার।

জানুয়ারি সংকটে যেখানে প্রশ্ন ছিল সংবিধান-সভার অস্তিত্ব সম্পর্কে, ২১ মার্চ সেখানে প্রশ্ন উঠল সংবিধানেরই অস্তিত্ব নিয়ে — প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্ন 'National'-এর পার্টির ব্যক্তিবর্গ নিয়ে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার আদর্শ সম্পর্কেই। বলাই বাহুল্য যে, মান্যগণ্য প্রজাতন্ত্রীরা তাঁদের আদর্শের উচ্ছ্বাস

অনেক সস্তায় ছেড়ে দিলেন সরকারী ক্ষমতার পার্থিব সম্ভোগের তুলনায়।

২১ মার্চ জাতীয় সভার আলোচ্য সূচীতে ছিল সংগঠনের অধিকারের বিরুদ্ধে ফশে-র প্রস্তাব: **ক্লাব দমন**। সংবিধানের ৮ম ধারা সকল ফরাসীকে সংগঠনের অধিকার দিয়েছিল। সুতরাং ক্লাবগুলির নিষিদ্ধকরণ হল সংবিধানের পরিষ্কার লংঘন, আর সংবিধান-সভাকেই অনুমোদন করতে হবে তার দেবতার এই লাঞ্ছনা। কিন্তু ক্লাবগুলি তো বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সমাবেশ কেন্দ্র, তাদের চক্রান্তের ঘাঁটি। জাতীয় সভাই তো স্বয়ং নিষিদ্ধ করেছিল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জোট। আর ক্লাবগুলি সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর জোট ছাড়া, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক রাষ্ট্র গঠন ছাড়া আর কী? ওগুলি কি প্রলেতারিয়েতের অতগুলি সংবিধান-সভা মাত্র নয়, লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত অতগুলি বিদ্রোহী সামরিক বাহিনী নয়? সংবিধানকে সর্বোপরি যা বিধিবদ্ধ করতে হবে সেটা বুর্জোয়াদের শাসন। সংগঠনের অধিকার দ্বারা সংবিধান তাই স্পষ্টতই বোঝাতে চেয়েছিল শুধু এমন সংগঠন, যা বুর্জোয়া আধিপত্যের সঙ্গে অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তত্ত্বগত শোভনতার খাতিরে যদি-বা কথাটা ঢালাওভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে তার অর্থ করা ও প্রয়োগের জন্য সরকার ও জাতীয় সভা কি নেই? আর প্রজাতন্ত্রের আদি শৈশবের পর্বে ক্লাবগুলি যদি প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে থাকে অবরোধের অবস্থার দরুন, তবে সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ প্রজাতন্ত্রে কি সেগুলিকে নিষিদ্ধ করতে হবে না আইনের সাহায্যেই? তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা সংবিধানের এই গদাময় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আর কিছুই খাড়া করতে পারল না সংবিধানের বাগাড়ম্বরী বুলিগুলি বাদে। পানিয়ের, দ্যুক্লের প্রভৃতি তাদেরই একাংশ মন্ত্রিসভার পক্ষে ভোট দিল ও তার দ্বারা সেটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যোগাল। অন্যেরা দেবদূত কাভেনিয়াক ও ধর্মগুরু মারাস্তের নেতৃত্বে ক্লাব নিষিদ্ধ করার ধারাটি গৃহীত হবার পর লেদ্রু-রলাঁ ও 'পর্বতের' সঙ্গে একযোগে এক বিশেষ কমিটি কক্ষে সরে পড়লেন 'এবং সলাপরামর্শ চালালেন'। অচল হয়ে পড়ল জাতীয় সভা; তার আর কোরাম রইল না। যথাসময়ে কমিটি কক্ষে শ্রীযুক্ত ক্রেমিও-র মনে পড়ল যে, সেখান থেকে পথটা সরাসরি রাস্তার দিকে, আর সেটা তখন আর ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি নয়, ১৮৪৯ সালের

মার্চ মাস। সহসা দৃষ্টিলাভ করে 'National'-এর পার্টি জাতীয় সভার অধিবেশন কক্ষে প্রত্যাবর্তন করল, পিছু পিছু এল পুনঃপ্রতারিত 'পর্বত'। এই শেষোক্তরা যেমন অবিশ্রাম বৈপ্লবিক কামনাপীড়িত, ঠিক তেমনই অবিশ্রাম সাংবিধানিক সম্ভাবনাগুলিকে আঁকড়ে ধরার জন্য চেষ্টিত এবং তখনও বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পুরোভাগে থাকার চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের পেছনে থাকতে। এইভাবেই অভিনীত হল প্রহসনটি। আর সংবিধান-সভা নিজেই তো বিধান দেয় যে, সংবিধানের ভাষা লঙ্ঘনেই তার মর্মের একমাত্র সিদ্ধি।

একটিমাত্র ব্যাপার নিষ্পত্তি করা বাকি রইল: ইউরোপীয় বিপ্লবের সঙ্গে বিধিবদ্ধ প্রজাতন্ত্রের সম্পর্ক, তার **বৈদেশিক নীতি**। যার আয়ুষ্কাল কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হবার কথা সেই সংবিধান-সভায় অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার হল ১৮৪৯ সালের ৮ মে। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর রোম আক্রমণ, রোমানদের হাতে তার পরাজয়, তার রাজনৈতিক কলঙ্ক ও সামরিক অপমান, ফরাসী প্রজাতন্ত্র কর্তৃক রোমান প্রজাতন্ত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় বোনাপার্টের প্রথম ইতালি অভিযান — এই হল তখনকার কর্মসূচি। 'পর্বত' আবার একবার ছাড়ল তার মস্ত তুরুপের তাস; রাষ্ট্রপতির সামনে লেদ্রু-রলাঁ সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী অভিযোগপ্রস্তাব আনলেন, আর এবার সেটা বোনাপার্টের বিরুদ্ধেও।

৮ মে-র সংকল্পের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল পরে ১৩ জুনের সংকল্প হিসেবে। এখন রোম অভিযান সম্পর্কে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

ইতিপূর্বেই, ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কাভেনিয়াক চিভিতাভেকিয়ায় এক নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন পোপ-কে* রক্ষা করার জন্য এবং তাঁকে জাহাজে তুলে ফ্রান্সে নিয়ে আসার জন্য। কথা ছিল পোপ শিষ্ট প্রজাতন্ত্রকে মন্ত্রপূত এবং কাভেনিয়াকের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। পোপকে নিয়ে কাভেনিয়াক চেয়েছিলেন পাদ্রীদের, পাদ্রীদের নিয়ে কৃষকদের, এবং কৃষকদের নিয়ে রাষ্ট্রপতিত্ব হাত করতে। কাভেনিয়াকের অভিযানের আশু লক্ষ্য নির্বাচনী বিজ্ঞাপন হলেও, তার সঙ্গে সঙ্গে ওটি ছিল

---

* ৯ম পায়েস। — সম্পাঃ

রোমান বিপ্লবের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ ও ভীতিপ্রদর্শন। ভ্রূণাকারে তার মধ্যে ছিল পোপের সপক্ষে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ।

অস্ট্রিয়া ও নেপ্‌ল্‌সের সহযোগিতায় রোমান প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পোপের হয়ে এই হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয় ২৩ ডিসেম্বর, বোনাপার্টের মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশনে। মন্ত্রিসভায় ফালুর অবস্থান ছিল রোমে পোপ থাকার এবং পোপেরই রোমে পোপ থাকার শামিল। কৃষকদের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য বোনাপার্টের এখন আর পোপের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু পোপের সংরক্ষণ তাঁর দরকার ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে কৃষকদের সংরক্ষণের জন্যই। তাদের আস্থাপ্রবণতাই তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেছিল। ধর্মবিশ্বাস গেলে তারা আস্থাপ্রবণতা হারাবে, আর পোপ গেলে হারাবে ধর্মবিশ্বাস। আর ছিল অর্লিয়ান্সীদের ও লেজিটিমিস্টদের জোট, যারা শাসন চালাচ্ছিল বোনাপার্টের নামে! রাজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রয়োজন ছিল যে-শক্তি রাজার অভিষেক করে সেটার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাদের রাজানুগত্যের কথা ছেড়ে দিলেও -- পোপের লৌকিক শাসনাধীন পুরনো রোম না থাকলে পোপ থাকে না; পোপ না থাকলে ক্যাথলিকতন্ত্র থাকে না; ক্যাথলিকতন্ত্র ছাড়া ফরাসী ধর্ম থাকে না; আর ধর্মই বাদ দিলে কী গতি হবে পুরনো ফরাসী সমাজের? স্বর্গীয় সম্পত্তির উপরে কৃষকদের যে বন্ধকী খত আছে, সেটাই যে কৃষকদের সম্পত্তির উপরে বুর্জোয়াদের বন্ধকী খতকে সুনিশ্চিত করে। রোমান বিপ্লব তাই ছিল সম্পত্তির উপরে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উপরে এক হামলা, জুন বিপ্লবের মতোই ভয়ংকর। ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া শাসনের পক্ষে প্রয়োজন ছিল রোমে পোপের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সর্বোপরি রোমান বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আঘাত ফরাসী বিপ্লবীদের মিত্রবর্গের বিরুদ্ধে আঘাত; প্রতিষ্ঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রতিবৈপ্লবিক শ্রেণীগুলির মৈত্রীকে স্বাভাবিকভাবেই পরিপূরণ করা হয়েছিল পবিত্র মিত্রালীর সঙ্গে, নেপ্‌ল্‌স ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মৈত্রী দিয়ে। মন্ত্রিসভার ২৩ ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত সংবিধান-সভার পক্ষে কিছু গোপন ব্যাপার ছিল না। ৮ জানুয়ারিতেই লেদ্রু-রলাঁ মন্ত্রিসভাকে প্রশ্ন করেছিলেন এ প্রসঙ্গে; মন্ত্রিসভা কথাটা অস্বীকার করে, আর জাতীয় সভা তখনকার কর্মসূচি ধরে কাজ চালিয়ে যায়। মন্ত্রিসভার কথা কি বিশ্বাস করেছিল সভা? আমরা জানি

সারা জানুয়ারি মাস সেটা কাটিয়েছিল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট জানাতেই। কিন্তু মিথ্যাভাষণ যদি মন্ত্রিসভার ভূমিকার অঙ্গ হয়ে থাকে, তবে জাতীয় সভার ভূমিকার অঙ্গ ছিল সে মিথ্যায় বিশ্বাসের ভান করা এবং এই উপায়ে প্রজাতান্ত্রিক ঠাট (déhors) বজায় রাখা।

ইতিমধ্যে পিয়েমোঁ পরাস্ত হল, চার্লস-আলবার্ট গদি ছাড়লেন এবং অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী করাঘাত করল ফ্রান্সের দরজায়। লেদ্রু-রলাঁ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করলেন ভীমবেগে। মন্ত্রিসভা প্রমাণ করল যে, তারা উত্তর ইতালিতে শুধু কাভেনিয়াকেরই কর্মনীতি চালিয়ে গেছে, আর কাভেনিয়াক চালিয়েছিলেন কেবল অস্থায়ী সরকারের অর্থাৎ লেদ্রু-রলাঁরই কর্মনীতি। এবারে মন্ত্রিসভা এমন কি আস্থাসূচক ভোটই যোগাড় করে ফেলল জাতীয় সভার কাছ থেকে। তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল উত্তর ইতালিতে সাময়িকভাবে কোন উপযুক্ত স্থান দখল করার, যাতে সার্ডিনিয়া অঞ্চলের অখণ্ডতা ও রোম সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আপোস-মীমাংসায় সাহায্য হয়। ইতালির ভাগ্য উত্তর ইতালির যুদ্ধক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, এ কথা সবাই জানে। সুতরাং লম্বার্ডি ও পিয়েমোঁ-র সঙ্গে রোমেরও পতন হবে, নয়তো ফ্রান্সকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ও তার ফলে ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবেরই বিপক্ষে। জাতীয় সভা কি হঠাৎ বারো-র মন্ত্রিসভাকে পুরনো জননিরাপত্তা কমিটি ঠাওরাল? অথবা নিজেকে মনে করল কনভেনশন (৬৫)? তাহলে উত্তর ইতালির স্থানবিশেষে সামরিক দখল কেন? আসলে এই স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা রইল রোমের বিরুদ্ধে অভিযান।

১৪ এপ্রিল উদিনো-র নেতৃত্বে ১৪,০০০ সৈনা সমুদ্রযাত্রা করল চিভিতাভেকিয়ার উদ্দেশ্যে; ১৬ এপ্রিল জাতীয় সভা মন্ত্রিসভাকে ১২,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক মঞ্জুর করল ভূমধ্যসাগরে তিন মাসের জন্য এক হস্তক্ষেপের ফরাসী নৌবাহিনী রাখার জন্য। এইভাবে সভা মন্ত্রিসভাকে রোমের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের সবরকম হাতিয়ার যোগাল, যদিও এই ভড়ং করে রইল যেন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেই তাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সভা দেখল না মন্ত্রিসভা কী করছে, শুধু শুনে গেল মন্ত্রিসভা কী বলছে। ইসরায়েলেও অমন বিশ্বাস মেলে নি; প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র কী করবে তা জানার সাহস নেই, এমনি এক অবস্থায় পৌঁছেছিল সংবিধান-সভা।

অবশেষে ৮ মে প্রহসনের শেষ দৃশ্য অভিনীত হল; জাতীয় সভা মন্ত্রিসভাকে সনির্বন্ধ তাগাদা জানাল ইতালি অভিযানকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সেই সন্ধ্যায়ই বোনাপার্ট 'Moniteur' পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করলেন, তাতে তিনি বিপুল প্রশংসা বর্ষণ করেন উদিনো-র উপরে। ১১ মে জাতীয় সভা বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করল। আর 'পর্বত' যে এই ছলনা জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার বদলে সংসদীয় প্রহসনকে মর্মান্তিকভাবেই গ্রহণ করল যাতে তার মধ্যে সে ফুকিয়ে-তেঁভিলের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সেটা কি কনভেনশনের ধার-করা সিংহচর্মের তলায় তার স্বভাবজাত পেটি বুর্জোয়া গোবৎস চর্মটাই প্রকাশ করে ফেলে নি।

সংবিধান-সভার জীবনের শেষার্ধ এইভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায়: ২৯ জানুয়ারি সভা স্বীকার করে যে, সেটার সংবদ্ধ প্রজাতন্ত্রে রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীরাই হল স্বাভাবিক কর্তা; ২১ মার্চ সভা মেনে নিল যে, সংবিধান লঙ্ঘনই হচ্ছে তার রূপায়ণ; এবং ১১ মে সভা মত দিল যে, সংগ্রামী জাতিগুলির সঙ্গে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের শব্দাড়ম্বরে ঘোষিত নিষ্ক্রিয় মৈত্রীর অর্থ ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে তার সক্রিয় মৈত্রী।

এই শোচনীয় সভা রঙ্গমঞ্চ ছাড়ল সেটার ৪ মে তারিখের জন্মবার্ষিকীর দু-দিন আগে, জুন বিদ্রোহীদের মার্জনার প্রস্তাব নাকচ করে আনন্দ লাভের পর। বিধ্বস্ত তার শক্তি, জনসাধারণের প্রচণ্ড ঘৃণার পাত্র, যে বুর্জোয়ার সে হাতিয়ার তার দ্বারাই প্রতিহত, দুর্ব্যবহার পীড়িত ও ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষিপ্ত, তার জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমার্ধকে অস্বীকার করতে বাধ্য, তার প্রজাতান্ত্রিক স্বপ্নজালরিক্ত, অতীতে মহৎ কিছু সৃষ্টির অনধিকারী, ভবিষ্যতের আশাবিহীন, ক্রমে ক্রমে মুমূর্ষু তার জীবন্ত দেহের প্রতি অঙ্গ — এই সভা তার শবে প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছিল শুধু বারবার জুন বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে ও স্মরণ করে, অভিশপ্তের উপরেই বারবার অভিশাপ হেনে নিজের জানান দিয়ে। জুন বিদ্রোহীদের রক্তশোষক পিশাচ!

সভা পিছনে রেখে গেল এক সরকারী ঘাটতি, যার অঙ্ক স্ফীত করেছিল জুন বিদ্রোহের খরচ, লবণ কর সংশ্লিষ্ট ক্ষতি, নিগ্রো দাসত্ব রদের

দরুন বাগিচা মালিকদের ক্ষতিপূরণ, রোম অভিযানের ব্যয়, মদ্য কর সংশ্লিষ্ট লোকসান -- এ আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত যখন সে নিল তখন তার শেষ অবস্থা; বিদ্বেষপরায়ণ এক বৃদ্ধ সে, হাস্যমুখ উত্তরাধিকারীর উপরে মানরক্ষার এক ঝঞ্জাটে ঋণ চাপিয়ে যে খুশি।

মার্চের শুরু থেকে **জাতীয় বিধান-সভার** নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল দুটি প্রধান দল — **শৃঙ্খলা পার্টি** (৬৬) আর **গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক** বা **লাল পার্টি**। এ দুইয়ের মধ্যে দাঁড়াল **সংবিধান সুহৃদেরা,** যে নামে 'National'-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা একটা পার্টি খাড়া করার চেষ্টা করল। **শৃঙ্খলা পার্টি** গঠিত হয় ঠিক জুনের দিনগুলির পরেই; ১০ ডিসেম্বরে 'National'-এর গোষ্ঠী, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের গোষ্ঠীটাকে ঝেড়ে ফেলার সুযোগ পাবার পরেই শুধু তার অস্তিত্বের গোপন রহস্যটুকু — **অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের এক পার্টিতে** জোট বাঁধার এই কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণী ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুটি বড় বড় গোষ্ঠীতে, যারা একের পর এক একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করেছিল — **বৃহৎ ভূস্বামীরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের** (৬৭) আমলে এবং **ফিনান্স অভিজাতবর্গ** ও **শিল্প বুর্জোয়ারা জুলাই রাজতন্ত্রের** সময়ে। একটা গোষ্ঠীর স্বার্থপ্রধান্যের রাজকীয় নাম ছিল **বুরবোঁ,** অপর গোষ্ঠীর স্বার্থপ্রাধান্যের রাজকীয় নাম **অর্লিয়ান্স। প্রজাতন্ত্রের নামহীন জগৎটাই** হল একমাত্র স্থান যেখানে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্জন না করেই দুই গোষ্ঠীই সমভাবে তাদের সাধারণ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারত। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যদি সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ ও সুপ্রকট শাসন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর না থাকে, তবে লেজিটিমিস্টদের সহযোগে অর্লিয়ান্সী শাসন এবং অর্লিয়ান্সীদের সহযোগে লেজিটিমিস্টদের শাসন ছাড়া, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র ও জুলাই রাজতন্ত্রের সমন্বয়** ছাড়া আর কিছু কি সেটা হতে পারত? 'National'-এর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা তাদের শ্রেণীর মধ্যে অর্থনীতিভিত্তিক কোন বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত না। রাজতন্ত্রের আমলে, দুই বুর্জোয়া গোষ্ঠী যেখানে শুধু তাদের নিজস্ব **রাজত্ববিশেষকেই** বুঝত সেখানে তাদের উল্টোদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ রাজত্বের উপরে, **প্রজাতন্ত্রের নামহীন জগতের** উপরে জোর দেওয়ার গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক

দাবিই শুধু তাদের ছিল — এ নির্বিশেষ জগৎকে তারা আদর্শায়িত ও সেকেলে অলঙ্করণে সজ্জিত করেছিল, কিন্তু তার ভিতরেও সবার আগে তারা অভিনন্দিত করেছিল তাদের স্বমণ্ডলীর শাসন। 'National'-এর পার্টি তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের দেখে যদি বিভ্রান্ত বোধ করে থাকে, তবে রাজতন্ত্রীরাও কম আত্মপ্রতারণা করে নি তাদের ঐক্যবদ্ধ শাসনের ব্যাপারে। তারা বোঝে নি যে তাদের দুই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র করে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তারা উভয়ে রাজতান্ত্রিক হলেও তাদের রাসায়নিক সংযোগের ফলাফলটা অনিবার্যভাবেই হবে **প্রজাতান্ত্রিক**; শ্বেত ও নীল রাজতন্ত্র পরস্পরকে ব্যর্থ করে দেবে তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রেই। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত এবং তাকে কেন্দ্র করে মাঝামাঝি শ্রেণীগুলির যে ক্রমবর্ধমান ভিড় জমছিল তার প্রতি বিরুদ্ধতার চাপে বাধ্য হয়ে শৃঙ্খলা পার্টির দুই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিই, উভয়ের মিলিত শক্তির উদ্বোধন ও সেই মিলিত শক্তিজাত সংগঠনকে রক্ষার জন্যই, অপর পক্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও শব্দাড়ম্বর ঔদ্ধত্যের পাল্টা হিসেবে তাদের যুক্ত শাসন, অর্থাৎ বুর্জোয়া শাসনের **প্রজাতান্ত্রিক রূপটাকেই** জোর করে তুলে ধরতে বাধ্য হয়। আমরা তাই দেখি যে এই রাজতন্ত্রীরা গোড়ায় গোড়ায় ছিল রাজতন্ত্রের আশু পুনরাবির্ভাবে বিশ্বাসী, পরে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ও প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক গালিগালাজ করতে করতে তারা প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোটাই বজায় রাখছে, আর শেষ পর্যন্ত তারা স্বীকার করছে যে, পরস্পরকে তারা সইতে পারবে শুধু প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই এবং রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে দিয়ে। মিলিত শাসন ব্যাপারটা দুটি গোষ্ঠীকেই শক্তিশালী করল বটে, এবং অপর পক্ষের কাছে এ নতিস্বীকার অর্থাৎ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উভয়কেই আরও বেশি অপারগ ও অনিচ্ছুক করে তুলল।

শৃঙ্খলা পার্টি তার নির্বাচনী কর্মসূচিতে সরাসরি ঘোষণা করল বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনের কথা, অর্থাৎ তার শাসনের অস্তিত্বের শর্ত: **সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা** সংরক্ষণের কথা! স্বভাবতই সে তার শ্রেণী-শাসন ও সেই শ্রেণী-শাসনের শর্তগুলিকে তুলে ধরল সভ্যতারই কর্তৃত্ব হিসেবে এবং বৈষয়িক উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও সেই সঙ্গে

তার থেকে উদ্ভূত সামাজিক লেনদেন সম্পর্কেরও আবশ্যক শর্ত হিসেবে। শৃঙ্খলা পার্টির হাতে ছিল অজস্র টাকার সংস্থান; সারা ফ্রান্স জুড়ে তার শাখা সংগঠিত হল। সাবেকী সমাজের সমস্ত মতাদর্শবিদেরা ছিলেন তার বেতনভুক; চালু সরকারী যন্ত্রের প্রভাব ছিল তারই হেফাজতে; সমগ্র পেটি-বুর্জোয়া জনতা ও কৃষকদের মধ্যে এক অবৈতনিক অনুচরবাহিনী ছিল তার আয়ত্তে, যারা তখনও পর্যন্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাতে সম্পত্তির মালিক উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই তাদের তুচ্ছ সম্পত্তি ও তার তুচ্ছ বদ্ধধারণার স্বাভাবিক প্রতিনিধিদের সন্ধান পেত। সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য ক্ষুদে রাজা ছিল যার প্রতিনিধি সেই পার্টি দলীয় প্রার্থীদের প্রত্যাখানকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হিসেবে দণ্ড দিতে পারত, কর্মচ্যুত করতে পারত বিদ্রোহী শ্রমিকদের, অবাধ্য ক্ষেতমজুরকে, ভৃত্য, লিপিকর রেলকর্মচারী, কেরানি, বেসামরিক ক্ষেত্রে অধীন সমস্ত কর্মচারীকেই। সর্বোপরি এখানে-ওখানে সেটা এই বিভ্রান্তিও বজায় রাখতে পারত যেন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান-সভাই ১০ ডিসেম্বরের বোনাপার্টকে বাধা দিয়েছে তাঁর আশ্চর্য ফলপ্রদ শক্তির প্রকাশে। শৃঙ্খলা পার্টি প্রসঙ্গে আমরা বোনাপার্টপন্থীদের উল্লেখ করি নি। তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল না; তারা ছিল বরং সেকেলে কুসংস্করাচ্ছন্ন পঙ্গুদের এবং তরুণ অবিশ্বাসী ভাগ্যান্বেষীদের সমাবেশ মাত্র। নির্বাচনে জয়ী হল শৃঙ্খলা পার্টি; বিধান সভায় তারা পাঠাল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি।

সম্মিলিত প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীর যে অংশ ইতিমধ্যে বিপ্লবীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তাদের স্বভাবতই নিজেদের যুক্ত করতে হল বৈপ্লবিক স্বার্থের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে। আমরা দেখেছি পার্লামেণ্টে পেটি বুর্জোয়ার গণতান্ত্রিক মুখপাত্র, অর্থাৎ 'পর্বত' তাদের পার্লামেণ্টে পরাজয়ের ফলে কিভাবে বাধ্য হয়ে প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী মুখপাত্রদের দিকে ভেড়ে, এবং কিভাবে পার্লামেণ্টের বাইরেকার আসল পেটি বুর্জোয়ারা আপোসে মিটমাটের ঠেলায়, বুর্জোয়া স্বার্থের পাশব জবরদস্তি ও দেউলিয়া ঘোষণার চাপে আসল প্রলেতারিয়ানদের দিকে ভেড়ে। ২৭ জানুয়ারি 'পর্বত' ও সমাজতন্ত্রীরা তাদের সমঝোতার উৎসব অনুষ্ঠিত করেছিল, ১৮৪৯ সালের

ফেব্রুয়ারির বিরাট ভোজসভায় তারা পুনর্ঘোষিত করল তাদের মৈত্রী। সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পার্টির, শ্রমিক ও পেটি বুর্জোয়ার পার্টির মিলনে গঠিত হল **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি** বা **লাল** পার্টি।

জুনের দিনগুলির পরবর্তী যন্ত্রণায় সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার পর ফরাসী প্রজাতন্ত্র, অবরোধের অবস্থার অবসানের পর থেকে, ১৯ অক্টোবর থেকে অবিশ্রাম এক একটা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে আসছিল। প্রথমে রাষ্ট্রপতিত্ব নিয়ে সংগ্রাম; তারপর রাষ্ট্রপতি ও সংবিধান-সভার লড়াই; ক্লাবের জন্য লড়াই; বুর্জে-র (৬৮) বিচার পর্ব যা রাষ্ট্রপতি, সম্মিলিত রাজতন্ত্রী, গণ্যমান্য প্রজাতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক 'পর্বত' ও প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী তত্ত্ববাগীশদের খর্বাকৃতি মূর্তির তুলনায় প্রলেতারিয়েতের প্রকৃত বিপ্লবীদের প্রতিপন্ন করল এমন সব আদিম অতিকায় প্রাণী বলে, যা একমাত্র প্রলয়ের পরেই সমাজদেহে থেকে যায় অথবা সামাজিক প্রলয়ের পূর্বাহ্নেই কেবল দেখা দিতে পারে; নির্বাচনী প্রচার আন্দোলন; ব্রেয়ার (৬৯) হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম মামলা; ভোজসভাগুলির উপর পুলিসের হামলার সাহায্যে সরকারের হিংস্র হস্তক্ষেপ; উদ্ধত রাজতান্ত্রিক প্ররোচনা; লাঞ্ছনা-মঞ্চে লুই ব্লাঁ ও কসিদিয়েরর ছবি প্রদর্শন; সংস্থাপিত প্রজাতন্ত্র ও সংবিধান-সভার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত প্রতিমুহূর্তেই যা বিপ্লবকে ঠেলে আনছিল তার উৎসমুখে, দণ্ডে দণ্ডে যা বিজেতাকে বিজিত ও বিজিতকে বিজেতায় রূপান্তরিত করছিল ও পলকের মধ্যে পার্টি ও শ্রেণীর অবস্থান, তাদের বিচ্ছেদ ও মিলনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল; ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের দ্রুত অভিযান; গৌরবোজ্জ্বল হাঙ্গেরীয় সংগ্রাম; জার্মানির সশস্ত্র অভ্যুত্থানসমূহ; রোম অভিযান; রোমের কাছে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর কলঙ্কজনক পরাজয় — গতির এই ঘূর্ণাবর্তে, ঐতিহাসিক চাঞ্চল্যের এই তাণ্ডবে, বৈপ্লবিক আবেগ ও আশা নিরাশার এই নাটকীয় জোয়ার-ভাটায় ফরাসী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে তাদের বিকাশ পর্বের হিসাব কষতে হচ্ছিল সপ্তাহের মাপে, আগে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধশতাব্দীর মাপ। কৃষক ও প্রদেশগুলির মধ্যে অনেকখানি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছিল। নেপোলিয়নের ব্যাপারেই শুধু যে তারা নিরাশ হয়েছিল তাই নয়; পরন্তু লাল পার্টি তাদের দিতে চাইল নামের বদলে সারবস্তু, করের

হাত থেকে ভুয়া মুক্তির বদলে লেজিটিমিস্টদের হাতে তুলে দেওয়া একশ' কোটি মুদ্রা পুরিশোধ, বন্ধকগুলির বন্দোবস্ত এবং সুদখোরির অবসান।

খাস সৈন্যবাহিনীতেও বৈপ্লবিক উদ্দীপনা সংক্রামিত হয়। বোনাপার্টকে ভোটের মারফত তারা জয়ের জন্য ভোট দিয়েছিল, আর তিনি তাদের দিলেন পরাজয়। তাঁর মারফত তারা ভোট দিয়েছিল ক্ষুদে কর্পোরালকে, যার পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে বৃহৎ বিপ্লবী সেনানায়ক; আর তিনি ফের আবার তাদের দিলেন বৃহৎ সেনানায়কদের যাদের আড়ালে আশ্রয় নিলেন পোষাকী কর্পোরাল। সংশয় রইল না যে, লাল পার্টি অর্থাৎ সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পার্টি চূড়ান্ত বিজয় না হলেও অন্তত বড় সাফল্য অর্জন করবেই, প্যারিস ও সৈন্যবাহিনী এবং অনেকগুলি প্রদেশ ভোট দেবে তাকেই। 'পর্বতের' নেতা **লেদ্রু-রলাঁ** পাঁচ পাঁচটি প্রদেশের দ্বারা নির্বাচিত হলেন; শৃঙ্খলা পার্টির কোন নেতা এ ধরনের জয়লাভ করতে পারেন নি, খাঁটি প্রলেতারীয় পার্টির কোন প্রার্থীও পারে নি। গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক পার্টির রহস্য আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে এই নির্বাচন। একদিকে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার সংসদীয় প্রবক্তা 'পর্বত' যেমন বাধ্য হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী তত্ত্ববাগীশদের সঙ্গে হাত মেলাতে, তেমনি জুনের ভয়ানক বাস্তব পরাজয়ের ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক জয়লাভের সাহায্যে ফের উত্থানের চেষ্টা করতে বাধ্য হয়ে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর বিকাশের মারফত তখনও পর্যন্ত বৈপ্লবিক একনায়কতন্ত্র অর্জন করতে না পেরে প্রলেতারিয়েতকে তার মুক্তির তত্ত্ববাগীশদের, সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের কোলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে বিপ্লবী কৃষক, সেনাবাহিনী ও প্রদেশগুলি ভিড়ল 'পর্বতের' পিছনে, যে 'পর্বত' তাই হয়ে দাঁড়াল বৈপ্লবিক সেনাশিবিরের একাধিপতি প্রভু, সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার দরুন বৈপ্লবিক পার্টির ভিতরে সকল বিরুদ্ধতার অবসান ঘটিয়েছিল তারা। সংবিধান-সভার জীবনের শেষার্ধে 'পর্বত'ই সভার প্রজাতান্ত্রিক উদ্দীপনার প্রতিনিধিত্ব করত: এতে করে অস্থায়ী সরকার, কার্যনির্বাহক কমিশন ও জুনের দিনগুলির সময়কার তার পাপ বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জন করিয়ে নেয়। 'National'-এর পার্টি তার দোটানা প্রকৃতির দরুন যে পরিমাণে রাজতান্ত্রিক মন্ত্রিসভার দ্বারা নিজেকে অবদমিত হতে দিল, 'National'-এর একচ্ছত্রতার যুগে যাকে

একপাশে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই 'পর্বত' ততই উঠে দাঁড়াল ও আত্মপ্রকাশ করল বিপ্লবের সংসদীয় প্রতিনিধি হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে, অন্য সব, অর্থাৎ রাজতন্ত্রী গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ ও আদর্শবাদী গলাবাজি ছাড়া 'National'-এর পার্টির কিছুই দাঁড় করাবার ছিল না। অপরপক্ষে 'পর্বতের' বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দোদুল্যমান এক জনতার প্রতিনিধিত্ব করত, এমন এক জনতা যাদের বৈষয়িক স্বার্থের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি আবশ্যক। কাভেনিয়াক ও মারাস্তদের তুলনায় লেদ্রু-রলাঁ ও 'পর্বত'ই তাই প্রকৃত বিপ্লবের প্রতিনিধি ছিলেন, আর এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁরা ততই সাহসী হয়ে উঠেছিলেন, যতই বৈপ্লবিক উদ্দীপনার প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকছিল সংসদীয় আক্রমণ, অভিযোগ প্রস্তাব আনয়ন, ভীতি প্রদর্শন, উচ্চকণ্ঠ, বজ্রনির্ঘোষময় বক্তৃতা ও শুধু চরম কথাবার্তার মধ্যেই। কৃষকদের অবস্থা ছিল প্রায় পেটি বুর্জোয়াদেরই মতো; তারা যে সামাজিক দাবি তুলছিল তাও ছিল মোটের উপর একই। তাই সমাজের সমস্ত মধ্যবর্তী স্তরই বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভিতরে যতখানি এসে পড়েছিল ততখানি পর্যন্ত তারা লেদ্রু-রলাঁ-র ভিতরেই দেখতে পেল তাদের নায়ককে। লেদ্রু-রলাঁই হলেন গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার প্রধান মানুষ। শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বপ্রথমে এই শৃঙ্খলার আধা-রক্ষণশীল, আধা-বৈপ্লবিক ও পুরোদস্তুর ইউটোপীয় সংস্কারকদের পুরোভাগে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

'National'-এর পার্টি, 'সংবিধানেরই প্রকৃত সুহৃদ', খাঁটি প্রজাতন্ত্রীগণ নির্বাচনে সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। বিধান-সভায় তাদের ক্ষুদ্র এক সংখ্যাল্প দল ঢুকল; তাদের সব থেকে নামজাদা নেতারা, এমন কি প্রধান সম্পাদক ও সম্মানীয় প্রজাতন্ত্রের অর্ফিয়ুস মারাস্ত পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করলেন।

২৮ মে বিধান-সভার অধিবেশন শুরু হয়। ১১ জুন ৮ মে-র সংঘাতের পুনরভিনয় ঘটল এবং 'পর্বতের' নামে লেদ্রু-রলাঁ রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক অভিশংসন প্রস্তাব আনলেন সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য, রোমের উপর গোলাবর্ষণের জন্য। ১১ মে সংবিধান-সভা যেমন নাকচ করেছিল, তেমনি ১১ জুন বিধান-সভাও নাকচ করল অভিশংসন প্রস্তাব। কিন্তু প্রলেতারিয়েত এবার 'পর্বতকে' বাধ্য করল রাস্তায় নামতে, অবশ্য রাস্তার

লড়াইয়ে নয়, শুধু এক রাস্তার মিছিলে। এ আন্দোলনের শীর্ষে ছিল 'পর্বত', এইটুকু বললেই বোঝা যাবে যে আন্দোলন পরাস্ত হয়েছিল এবং ১৮৪৯-এর জুন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮৪৮-এর জুনের যেমন হাস্যকর তেমনই জঘন্য এক প্রহসন। ১৩ জুনের বিরাট পশ্চাদপসরণকে শুধু ছাপিয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক উদ্ভাবিত মহাপুরুষ শাঙ্গার্নিয়েরের বিপুলতর যুদ্ধ রিপোর্ট। হেলভেশিয়াস যা বলেছেন — প্রত্যেক সামাজিক যুগেরই প্রয়োজন পড়ে নিজস্ব মহাপুরুষের, সে মহাপুরুষ না থাকলে তাকে উদ্ভাবন করে নেয়।

২০ ডিসেম্বর সংবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের আধখানার মাত্র অস্তিত্ব ছিল: **রাষ্ট্রপতি**; ২৮ মে সেটি সম্পূর্ণ হল অন্য আধখানা, অর্থাৎ **বিধান-সভার** দ্বারা। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে সংবিধায়ক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে এক অকথ্য সংগ্রাম মারফত এবং ১৮৪৯ সালের জুন মাসে সংবিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র পেটি বুর্জোয়ার সঙ্গে এক অনুচ্চারণীয় প্রহসন মারফত তাদের নাম গ্রথিত করল ইতিহাসের জন্মপঞ্জিতে। ১৮৪৯-এর জুন হল ১৮৪৮ সালের জুনের নেমেসিস, ১৮৪৯ সালের জুন মাসে শ্রমিকেরা পরাস্ত হয় নি, পাতিত হল শ্রমিক ও বিপ্লবের মধ্যে দন্ডায়মান পেটি বুর্জোয়া। ১৮৪৯-এর জুন মজুরি ও পুঁজির মধ্যে একটা রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি নয়, বরঞ্চ দেনাদার পাওনাদারদের জেলভর্তি করা শোচনীয় এক নাটক। জয়যুক্ত হল শৃঙ্খলা পার্টি, সেটা হল সর্বশক্তিমান; এখন সেটার স্বরূপ দেখানোর পালা।

৩

১৮৪৯-এর ১৩ জুনের ফলাফল

২০ ডিসেম্বরে **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের** জেনাস-মাথার শুধু একটি মুখই দেখা গিয়েছিল তখন পর্যন্ত, তার লুই বোনাপার্টের আবছায়া, সাদামাঠা আদলসহ কার্যনির্বাহক মুখ। ১৮৪৯ সালের ২৮ মে সেটার দ্বিতীয় মুখ দেখা গেল — রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জুলাই রাজতন্ত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা

যে ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছিল তার দ্বারা কলঙ্কিত সেটার **বিধানিক** মুখটি। জাতীয় বিধান-সভার সঙ্গে সঙ্গে **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হল, সম্পন্ন হল সরকারের সেই প্রজাতান্ত্রিক রূপ, যার ভিতরে বিধিবদ্ধ হয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন, সুতরাং যে দুটি বৃহৎ রাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিয়ে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী গঠিত তাদের উভয়েরই শাসন, মিলিত লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের, **শৃঙ্খলা পার্টির** শাসন। ফরাসী প্রজাতন্ত্র এইভাবে যেমন রাজতান্ত্রিক পার্টিদের এক জোটের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল, প্রতিবৈপ্লবিক শক্তিপুঞ্জের ইউরোপীয় জোটও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মার্চ বিপ্লবের শেষ আশ্রয়স্থানগুলির বিরুদ্ধে এক সাধারণ জেহাদ শুরু করল। রাশিয়া হাঙ্গেরি আক্রমণ করল; যে বাহিনী রাইখ সংবিধান রক্ষা করছিল তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাল প্রাশিয়া, আর রোমের উপরে গোলাবর্ষণ করলেন উদিনো। ইউরোপীয় সংকট স্পষ্টতই পৌঁছচ্ছিল এক নির্ধারক সন্ধিক্ষণে; গোটা ইউরোপের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্যারিসের উপরে আর সমগ্র প্যারিসের চোখ ছিল **বিধান-সভার** উপরে।

১১ জুন সভার বক্তৃতা-মঞ্চে উঠলেন লেদ্রু-রলাঁ। তিনি কোন বক্তৃতা করলেন না; মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তিনি শাস্তিবিধানের দাবি জানালেন — অনাবৃত, অশোভিত তথ্যনিষ্ঠ, সংহত ও জোরালো এক দাবি।

রোম আক্রমণ হল সংবিধানের উপরেই আক্রমণ; রোম প্রজাতন্ত্রের উপরে হামলা — ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উপরেই হামলা। সংবিধানের পঞ্চম ধারায় আছে: 'ফরাসী প্রজাতন্ত্র কখনও কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করবে না,' অথচ রোমান স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফরাসী সৈন্য নিয়োগ করছেন রাষ্ট্রপতি। জাতীয় সভার* বিনা অনুমতিতে কার্যনির্বাহক শক্তির তরফ থেকে যেকোন যুদ্ধ ঘোষণা নিষিদ্ধ করেছে সংবিধানের চুয়ান্ন ধারা। সংবিধান-সভার ৮ মে-র সিদ্ধান্ত মন্ত্রীদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে অতি সত্বর রোম অভিযানকে সেটার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

* এখানে এবং পরে জাতীয় সভা বলতে বোঝান হয়েছে ১৮৪৯ সালের ২৮ মে থেকে ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ক্ষমতাসীন জাতীয় বিধান-সভা (Legislativa)। — সম্পাঃ

করে আনতে হবে; সুতরাং সমান স্পষ্টভাবেই সে নির্দেশে রোমের উপরে হামলা নিষিদ্ধ; অথচ রোমের উপরে গোলা ফেলছেন উদিনো। লেদ্রু-রলাঁ এইভাবে বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী মানলেন খোদ সংবিধানকেই। জাতীয় সভার রাজতন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি সংবিধানের মুখপাত্র হিসেবে তিনি এই সতর্কবাণী হানলেন: 'সংবিধানকে মান্য করতে শিখিয়ে দেবে প্রজাতন্ত্রীরা সবরকম পন্থায়, এমন কি অস্ত্রের জোরেও!' **'অস্ত্রের জোরে!'** 'পর্বতের' শতগুণ প্রতিধ্বনিতে পুনরাবৃত্তি হল এই ধ্বনির। সংখ্যাগুরু পক্ষ এর জবাব দিল প্রচণ্ড হট্টগোল তুলে; জাতীয় সভার সভাপতি লেদ্রু-রলাঁকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে বললেন। লেদ্রু-রলাঁ পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁর সংগ্রামী ঘোষণার ও শেষ পর্যন্ত সভাপতির টেবিলে রাখলেন বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব। ৩৬১ — ২০৩ ভোটে জাতীয় সভা সাব্যস্ত করল রোমের উপরে গোলাবর্ষণ প্রসঙ্গ থেকে আলোচ্য সূচীর পরবর্তী দফায় যাওয়া হবে।

লেদ্রু-রলাঁ কি বিশ্বাস করতেন যে তিনি সংবিধানের সাহায্যে জাতীয় সভাকে ও জাতীয় সভার সাহায্যে রাষ্ট্রপতিকে হারাতে পারবেন?

একথা ঠিক যে, সংবিধানে বিদেশী জাতিগুলির স্বাধীনতার উপরে আক্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী রোমে যার উপরে আক্রমণ চালাচ্ছিল, মন্ত্রিসভার মতে তা 'স্বাধীনতা' নয় বরঞ্চ 'নৈরাজ্যের স্বেচ্ছাচার'। সংবিধান-সভার সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও 'পর্বত' কি তখনও পর্যন্ত এ কথা বোঝে নি যে, সংবিধানের ব্যাখ্যাকার তার স্রষ্টারা নয়, সেটা শুধু তারাই যারা সংবিধানকে গ্রহণ করে নিয়েছে? সংবিধানের কথাগুলিকে বুঝতে হবে তার সজীব অর্থে, এবং বুর্জোয়া ব্যাখ্যাই হল তার একমাত্র সজীব অর্থ? বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার রাজতান্ত্রিক সংখ্যাগুরু অংশই হল সংবিধানের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকার, যেমন পাদ্রী হচ্ছেন বাইবেলের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকার এবং বিচারক আইনের? সাধারণ নির্বাচন থেকে সদ্যোদ্ভূত জাতীয় সভার কি উচিত মৃত সংবিধান-সভার অন্তিমপত্রের শর্ত মানতে বাধ্য বোধ করা, যখন জীবিত অবস্থাতেই তার ইচ্ছা লঙ্ঘন করে গেছেন এক ওদিলোঁ বারো? লেদ্রু-রলাঁ যখন সংবিধান-সভার ৮ মে প্রস্তাবের নজির দেখাচ্ছিলেন তখন কি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে সেই সংবিধান-সভাই ১১ মে তারিখে বোনাপার্ট ও

মন্ত্রীদের অভিযুক্ত করার তাঁর প্রথম প্রস্তাবটি নাকচ করেছিল, রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের অব্যাহতি দিয়েছিল, রোমের উপরে আক্রমণও তাই 'সংবিধানসঙ্গত' বলেই মঞ্জুর করেছিল? তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন যে ইতিমধ্যে যে-রায় দেওয়া হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে তিনি একটি আপিল করেছেন মাত্র; আর শেষ কথা, তাঁর সে আপিল হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান-সভার কাছ থেকে রাজতান্ত্রিক বিধান-সভার কাছে? সংবিধানই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্য নেবার ব্যবস্থা করেছিল বিশেষ একটি ধারায় সমস্ত নাগরিকদের সংবিধান রক্ষার জন্য আহ্বান জানিয়ে। লেদ্রু-রলাঁ এই ধারাটাকে ভিত্তি করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে, সরকারী কর্তৃপক্ষ কি সংবিধান রক্ষার জন্যই সংগঠিত নয়, আর সংবিধান লঙ্ঘন তো শুধু সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় যখন একটি বৈধ সরকারী কর্তৃপক্ষ আর একটি বৈধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? অথচ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিবর্গ ও প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভার মধ্যে সব থেকে সঙ্গতিপূর্ণ মতৈক্যই তো বর্তমান।

১১ জুন 'পর্বত' যা করতে চেয়েছিল সেটা '**বিশুদ্ধ যুক্তির চৌহদ্দির মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটানো**', অর্থাৎ একটি নিছক **সংসদীয় অভ্যুত্থান**। সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হয়ে যেন বোনাপার্ট ও মন্ত্রীদের মারফত আপন শক্তি ও নিজস্ব নির্বাচনের তাৎপর্য বিনষ্ট করবে। বারো-ফালু মন্ত্রিসভার পদচ্যুতির জন্য অতি নাছোড়বান্দা জেদ করার সময়ে সংবিধান-সভা কি অনুরূপভাবে বোনাপার্টের নির্বাচনটাই নাকচ করার চেষ্টা করে নি?

কনভেনশনের সময় থেকে এমন সংসদীয় অভ্যুত্থানের নজিরেরও অভাব হয় নি যা অকস্মাৎ সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, আর প্রাক্তন 'পর্বত' যেখানে সফল হয়েছিল সেখানে নবীন 'পর্বত' কি ব্যর্থ হতে পারে? সে সময়ের সম্পর্কাদিও এরূপ প্রচেষ্টার প্রতিকূল মনে হয় নি। প্যারিসে জনসাধারণের বিক্ষোভ আশঙ্কাজনকভাবে এক উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল; নির্বাচনের ভোট দেখে মনে হয়েছিল সৈন্যবাহিনী সরকারের প্রতি প্রসন্ন নয়; বিধান-সভার সংখ্যাগুরু অংশও সুসংহত হওয়ার পক্ষে তখনও পর্যন্ত অতি অপরিণত, তার উপরে তারা হল প্রবীণ ভদ্রলোকের দল। 'পর্বত' যদি সংসদীয় অভ্যুত্থানে সফল হয় তবে রাষ্ট্রের হাল সরাসরি

এসে পড়বে তাদেরই মুঠোয়। গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ারা তাদের দিক থেকে বরাবরের মতোই, এর চেয়ে তীব্রভাবে আর কিছুরই কামনা করে নিয়ে শূন্যে তাদের মাথার উপরে সংসদের গতায়ু ছায়া-মূর্তিদের মধ্যে লড়াই চলুক। সর্বোপরি, সংসদীয় অভ্যুত্থান মারফত গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তাদের প্রতিনিধি, 'পর্বত' উভয়েই প্রলেতারিয়েতের লাগাম না ছেড়ে বা পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া তাদের হাজির হতে না দিয়ে বুর্জোয়া শক্তি চূর্ণ করার মহান লক্ষ্য সাধন করবে; প্রলেতারিয়েতকে ব্যবহার করা হবে, অথচ তারা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না।

জাতীয় সভার ১১ জুনের ভোটের পরে 'পর্বতের' কিছু সদস্য ও গুপ্ত শ্রমিক সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক সম্মেলন হয়। শেষোক্তেরা তাগিদ দিল সেই সন্ধ্যাতেই আক্রমণ শুরু হোক। 'পর্বত' এ পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে নাকচ করল। কোনক্রমেই মুঠো থেকে নেতৃত্ব ফস্কে যেতে দিতে রাজি ছিল না তারা; শত্রুদের মতো মিত্ররাও তাদের কাছে সমান সন্দেহভাজন ছিল, এবং তা ঠিকই। ১৮৪৮ সালের জুন মাসের স্মৃতি আগের চেয়ে প্রবলভাবেই তরঙ্গায়িত হচ্ছিল প্যারিসের প্রলেতারিয়েত মহলে। তবুও তারা শৃঙ্খলিত ছিল 'পর্বতের' সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে। এলাকাগুলির অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করত 'পর্বত'; সৈন্যবাহিনীতে নিজেদের প্রভাব তারা বাড়িয়ে দেখত; জাতীয় রক্ষিদলের গণতান্ত্রিক অংশ ছিল তাদের হাতে; দোকানীদের নৈতিক শক্তিও ছিল তাদের পিছনে। 'পর্বতের' ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার উপরে আবার কলেরায় হ্রাসপ্রাপ্ত ও বেকারির ফলে যথেষ্ট সংখ্যায় প্যারিস থেকে চলে-যাওয়া প্রলেতারিয়েতের পক্ষে এই মুহূর্তে অভ্যুত্থান শুরু করার অর্থ হত ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলির অর্থহীন পুনরাবৃত্তি, সেই মরীয়া লড়াই বাধ্য হয়ে যে পরিস্থিতিতে চালাতে হয়েছিল সেটা ছাড়াই। শ্রমিক প্রতিনিধিরা একমাত্র যুক্তিযুক্ত কাজটাই করল। 'পর্বতকে' তারা **বেকায়দায় পড়তে**, অর্থাৎ তাদের অভিশংসন প্রস্তাব বাতিল হলে সেক্ষেত্রে সংসদীয় সংগ্রামের চৌহদ্দি থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে বলে বাধ্য করে রাখল। গোটা ১৩ জুন ধরে তারা এই সংশয়পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি বজায় রাখে, আর গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিদল ও সৈন্যদলের মধ্যে গুরুতর আপোসহীন mêlée-র* জন্য

* হাঙ্গামা। — সম্পাঃ

প্রতীক্ষা করে, যাতে তখন তারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ও বিপ্লবকে ঠেলে এগিয়ে নিতে পারে সেটার পেটি বুর্জোয়া-নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাপিয়ে। জয়লাভের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই প্রলেতারীয় কমিউন তৈরী ছিল, যা স্থান নেবে বৈধ সরকারের পাশেই। ১৮৪৮-এর জুনের রক্তাক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়েছিল প্যারিসের শ্রমিক।

১২ জুন স্বয়ং মন্ত্রী লাক্রস বিধান-সভায় প্রস্তাব হাজির করলেন অবিলম্বেই অভিশংসন প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হোক। রাত্রিতেই সরকার প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিল; জাতীয় সভার সংখ্যাগুরু অংশ বিদ্রোহী সংখ্যালঘুদের ঠেলে রাস্তায় নামাবার জন্য কৃতসংকল্প ছিল; সংখ্যালঘুরও আর পিছু হটার জো ছিল না; পাশার দান ফেলা হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ প্রস্তাব নাকচ হল ৩৭৭—৮ ভোটে। ভোটদানে বিরত 'পর্বত' ক্ষুব্ধচিত্তে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল 'শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রের' প্রচার প্রকোষ্ঠে, 'Démocratie pacifique' (৭০) সংবাদপত্রের দপ্তরে।

সংসদ ভবন থেকে নিষ্ক্রমণ সেটার শক্তি নাশ করে দিল, ঠিক যেমন মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছেদের ফলে মৃত্তিকার অতিকায় সন্তান আণ্টিয়সের শক্তি নষ্ট হয়েছিল। বিধান-সভার এলাকার মধ্যে স্যামসন হলেও, 'শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রের' এলাকায় এরা ছিল কূপমণ্ডূক মাত্র। শুরু হল এক সুদীর্ঘ, কোলাহলপূর্ণ এলোমেলো বিতর্ক। 'পর্বত' সংকল্প করেছিল সর্ববিধ উপায়ে সংবিধানের মর্যাদা রাখতে তারা সবাইকে বাধ্য করবে **'শুধু অস্ত্রের জোরে ছাড়া'**। এই সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করল 'সংবিধান সুহৃদদের' এক ইস্তাহার (৭১) ও তাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদল। 'National' গোষ্ঠীর, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক পার্টির ধ্বংসাবশেষ নিজের নামকরণ করেছিল 'সংবিধান সুহৃদ'। তার বাকি সংসদীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ছ-জন যেখানে অভিযুক্তদের বিচার প্রস্তাব নাকচ করার **বিরুদ্ধে** ভোট দেয়, অন্যেরা দল বেঁধে ভোট দেয় প্রস্তাব নাকচ করার **পক্ষেই, কাভেনিয়াক** যেখানে শৃঙ্খলা পার্টির হাতে তুলে দেন তাঁর তলোয়ার, সেখানে গোষ্ঠীর বৃহত্তর, সংসদ বহির্ভূত অংশ তাদের রাজনৈতিক ভাগাড়ের অবস্থা থেকে নির্গত হওয়ার ও গণতান্ত্রিক পার্টির ঝাঁকে ভিড়ে পড়ার সুযোগ আঁকড়ে ধরল লুব্ধচিত্তেই। যে পার্টি আত্মগোপন করেছে তাদেরই ঢালের পিছনে, তাদেরই **নীতির** আড়ালে,

সংবিধানের অন্তরালে, এমন পার্টির স্বাভাবিক ঢাল-বরদার বলে তারাই কি প্রতিভাত হবে না?

ভোর অবধি গর্ভযন্ত্রণা চলল 'পর্বতের'। ফলে জন্ম হল **'জনসাধারণের উদ্দেশে ঘোষণার'**, যেটি ১৩ জুন সকালে দুটি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকায় (৭২) ন্যূনাধিক সলজ্জ একটা স্থান পেল। তাতে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ ও বিধান-সভার অধিকাংশকে **'সংবিধান বহির্ভূত'** (hors la Constitution) ঘোষণা করা হয় এবং জাতীয় রক্ষিদল, সৈন্যদল ও সর্বশেষে জনসাধারণকে আহ্বান জানান হয় 'উঠে দাঁড়াবার'। **'দীর্ঘজীবী হোক সংবিধান!'** এই স্লোগানই তারা তুলল, যে স্লোগানের তাৎপর্য **'বিপ্লব নিপাত যাক!'** ছাড়া আর কিছুই নয়।

'পর্বতের' সাংবিধানিক ঘোষণা অনুসারে ১৩ জুন পেটি বুর্জোয়াদের একটি তথাকথিত **শান্তিপূর্ণ মিছিল** বের হল; অর্থাৎ প্রধানত নিরস্ত্র জাতীয় রক্ষিদল ও তার সঙ্গে গুপ্ত শ্রমিক সংস্থাগুলির কিছু সদস্যের সংমিশ্রণ, ৩০,০০০ লোকের এই রাস্তার মিছিল **'সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!'** জিগির তুলে Château d'Eau থেকে বুলভারগুলো দিয়ে এগোল। শোভাযাত্রার লোকেরাই সে ধ্বনি উচ্চারণ করছিল যান্ত্রিক ও নিরুত্তাপভাবে, কলুষিত বিবেক নিয়ে; উত্তাল বজ্রনির্ঘোষে পরিণত না হয়ে সে আওয়াজ পাশের হাঁটাপথে ভিড় করে আসা জনতার প্রতিধ্বনিতে ফেরত আসছিল শ্লেষভরে। বহুকণ্ঠের সঙ্গীতে অভাব ঘটেছিল জলদ গম্ভীর স্বরগুলির। আর মিছিল যখন 'সংবিধান সুহৃদদের' সভাকক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং ছাতের উপরে দেখা গেল সংবিধানের জনৈক ভাড়াটে দূত, তার ক্ল্যাকার টুপি প্রবলবেগে আকাশে ঘোরাতে ঘোরাতে প্রচণ্ড কলিজার জোরে **'সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!'** এই ধরতাই বুলি যেন তীর্থযাত্রীদের মাথায় শিলাবর্ষণের মতো বর্ষিত হতে দিল, তখন পরিস্থিতির হাস্যকরতা উপলব্ধি করে মিছিলের লোকেরাই যেন সাময়িকভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল। মিছিল de la Paix রাস্তার কাছে পৌছলে শাঙ্গার্নিয়ের ঘোড়সওয়ারেরা কিভাবে বুলভারগুলোয় একেবারেই অ-সংসদীয় কেতায় তার অভ্যর্থনা করল, কিভাবে পলকের মধ্যে মিছিল চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ও যাবার সময় পিছন পানে বারকয়েক 'অস্ত্র ধর' হাঁক দিয়ে গেল শুধু যাতে ১১ জুনের সংসদীয় অস্ত্রধারণের আহ্বান পূর্ণ হতে পারে -- এসব কথা সকলেই জানে।

Du Hasard রাস্তায় সমবেত 'পর্বতের' অধিকাংশ সদস্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন যখন শান্তিপূর্ণ মিছিলের এই হিংস্র বিতাড়ন, বুলভারগুলোয় নিরস্ত্র নাগরিক হত্যার চাপা গুজব, আর রাস্তায় ক্রমবর্ধমান কোরগোল যেন আসন্ন অভ্যুত্থানেরই ইঙ্গিত জানাচ্ছিল। সভা-প্রতিনিধিদের ছোট একটি দলের নেতৃত্বে লেদ্রু-রলাঁ রাখলেন 'পর্বতের' সম্মান। জাতীয় প্রাসাদে সমবেত প্যারিসের গোলন্দাজ বাহিনীর আশ্রয়ে তাঁরা বৃত্তি ও ব্যবসায় মিউজিয়মে গিয়ে উঠলেন, সেখানে জাতীয় রক্ষিদলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাহিনীর আসার কথা। কিন্তু 'পর্বতের' সদস্যরা বৃথাই প্রতীক্ষা করল পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাহিনীর জন্য; হিসাবী এই জাতীয় রক্ষী সৈন্যরা পথে বসাল তাদের প্রতিনিধিদের; প্যারিসের গোলন্দাজ বাহিনীই আবার জনসাধারণের ব্যারিকেড গড়ায় বাধা দিল; অরাজক বিশৃঙ্খলায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হল না; সঙ্গীন বাগিয়ে লাইনের সৈন্যরা এগোতে লাগল; কিছু প্রতিনিধি বন্দী হল, আর অন্যেরা গেল পালিয়ে। ১৩ জুনের সমাপ্তি ঘটেছিল এইভাবে।

১৮৪৮ সালের ২৩ জুন যদি হয়ে থাকে বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের সশস্ত্র অভ্যুত্থান, তবে ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন ঘটল গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যে যে শ্রেণী এই দুই অভ্যুত্থানের বাহন, তাদের চিরায়ত বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল এগুলির প্রত্যেকটিতে।

একমাত্র লিয়োঁ শহরে তা একরোখা রক্তাক্ত সংঘাতে পৌঁছয়। এইখানে, শিল্প বুর্জোয়া ও শিল্প প্রলেতারিয়েত যেখানে সরাসরি পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, যেখানে শ্রমিক আন্দোলন প্যারিসের মতো সাধারণ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত নয় ও তার দ্বারাই নির্ধারিত নয়, এইখানেই ১৩ জুনের প্রতিক্রিয়ায় সেটার আদি চরিত্র খোয়া যায়। প্রদেশগুলিতে অন্য যেখানেই অভ্যুত্থান হয় তা আগুন জ্বালায় নি, নিরুত্তাপ বিদ্যুতের ঝিলিক দেয় মাত্র।

১৮৪৯ সালের ২৮ মে তারিখে বিধান-সভার প্রথম বৈঠক থেকে যার স্বাভাবিক অস্তিত্ব শুরু, সেই নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জীবনের প্রথম পর্বে ছেদ টানল ১৩ জুন। ভূমিকার এই গোটা পর্বটি পরিপূর্ণ ছিল শৃঙ্খলা পার্টি ও 'পর্বতের' কোলাহলময় সংগ্রামে, বড় বুর্জোয়ার সঙ্গে পেটি বুর্জোয়ার সংগ্রামে, -- এই পেটি বুর্জোয়া বৃথাই লড়ে সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সংহতির বিরুদ্ধে যার জন্য তারা নিজেরাই অস্থায়ী সরকার ও

নির্বাহী কমিশনে অবিশ্রাম চক্রান্ত করেছিল, যার জন্য জুনের দিনগুলিতে উন্মত্তের মতো লড়েছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। ১৩ জুন চূর্ণ করল তার সেই প্রতিরোধ এবং সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের **বিধানিক একনায়কত্বকে** নিষ্পন্ন ব্যাপারে (fait accompli) পরিণত করল। এই মুহূর্ত থেকে জাতীয় সভা হয়ে পড়ল **শৃঙ্খলা পার্টির জননিরাপত্তা কমিটি** মাত্র।

রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ ও জাতীয় সভার সংখ্যাধিক অংশকে প্যারিস **'অভিশংসিত অবস্থায়'** দাঁড় করাল; তারা প্যারিসকে ফেলল **'অবরোধের অবস্থায়'**। বিধান-সভার সংখ্যাধিকদের 'পর্বত' **'সংবিধান বহির্ভূত'** ঘোষণা করেছিল; সংখ্যাধিকেরা 'পর্বতকে' সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য হাই কোর্টের হাতে তুলে দিল এবং তার মধ্যে তখনও যেটুকু সজীব ছিল তা সব নিষিদ্ধ করল। মুণ্ডহীন হৃদয়হীন এক কবন্ধে পরিণত হল সেটা। সংখ্যালঘুরা **সংসদীয় অভ্যুত্থানের** স্পর্ধা করে; সংখ্যাগুরুরা তাদের **সংসদীয় স্বেচ্ছাচারকে** তুলে ধরল আইনের পর্যায়ে। তারা জারী করল নতুন **স্থায়ী বিধি;** তার ফলে খতম হয়ে গেল বাক্‌স্বাধীনতা, আর জাতীয় সভার সভাপতিকে অধিকার দেওয়া হল বিধিলঙ্ঘনের জন্য প্রতিনিধিদের নিন্দা, জরিমানা, বেতনবন্ধ, সভাপদ মুলতুবি, কারাদণ্ড, ইত্যাদি শাস্তিবিধানের। 'পর্বতের' কবন্ধাংশের উপরে তারা তলোয়ার নয়, বেত্র ঝুলিয়ে রাখল। মর্যাদার খাতিরে 'পর্বতের' বাকি সদস্যদের উচিত ছিল সকলে মিলে বেরিয়ে আসা। তাহলে ত্বরান্বিত হত শৃঙ্খলা পার্টির বিলুপ্তি। সেটাকে একত্রে রাখার মতো বিরোধিতার আভাসমাত্র না থাকলে সে পার্টি এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত সেটার মৌলিক উপাদানগুলিতে।

সংসদীয় শক্তির সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার **সশস্ত্র** শক্তিও হরণ করা হল প্যারিসের গোলন্দাজ বাহিনী ও জাতীয় রক্ষিদলের ৮ম, ৯ম ও ১২শ বাহিনী ভেঙে দিয়ে। অন্যদিকে টাকার কুমিরদের যে বাহিনী ১৩ জুন বুলে ও রু-এর ছাপাখানাগুলিতে হামলা করে, মুদ্রণযন্ত্র ভাঙে, প্রজাতান্ত্রিক পত্রিকার দপ্তরগুলি তচনচ করে ও খেয়াল-খুশিমতো গ্রেপ্তার করে সম্পাদক, কম্পোজিটর, মুদ্রক, চালান-কেরানী ও পিয়নদের, সেটাকে উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন জানানো হল জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে। প্রজাতান্ত্রিক

মনোভাবের সন্দেহে জাতীয় রক্ষিদল ছত্রভঙ্গ করার ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি ঘটল সারা ফ্রান্স জুড়ে।

নতুন **মুদ্রণ আইন**; নতুন **সভা-সমিতি সংক্রান্ত আইন**; নতুন **অবরোধের অবস্থার আইন**; প্যারিস বন্দিশালা ভরপুর; রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের বিতাড়ন; 'National'-এর সীমানা অতিক্রমকারী প্রত্যেকটি পত্রিকা বন্ধ; লিয়োঁ ও তার চতুর্দিকের পাঁচটি এলাকাকে সামরিক যথেচ্ছাচারের নৃশংস পীড়নের হাতে সমর্পণ; আদালতের সর্বব্যাপকতা এবং বহুবার পরিশুদ্ধ কর্মচারী বাহিনীর আর একবার পরিশুদ্ধি — জয়যুক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার তরফে এগুলো হল অনিবার্য, অবিরাম সংঘটিত **মামুলী ব্যাপার,** জুন হত্যাকাণ্ড ও নির্বাসনের পরে এর উল্লেখ প্রয়োজন শুধু এজন্যই যে, এবার আঘাত পড়ল শুধু প্যারিসের উপরে নয়, জেলাগুলির উপরেও, শুধু প্রলেতারিয়েতের উপরে নয়, বরং সব থেকে বেশি করে মধ্য শ্রেণীগুলির উপরেই।

জুন, জুলাই ও অগস্ট মাসে জাতীয় সভার সমস্ত আইন প্রণয়নের তৎপরতা ব্যয়িত হল দমন বিধি রচনায়, যার দ্বারা অবরোধের অবস্থা ঘোষণার অধিকার ছেড়ে দেওয়া হল সরকারী মর্জির উপরে, সংবাদপত্রের আরো কঠোর কণ্ঠরোধ ঘটল এবং বিলুপ্ত হল সভা-সমিতির অধিকার।

তবু এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হল বিজয় কাজে লাগাবার ব্যাপারে — সেটা **বাস্তবে** নয়, **নীতির দিক থেকে;** জাতীয় সভার সিদ্ধান্তে নয়, সে সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি অবতারণায়; বিষয়টা দিয়ে নয়, কথায়; কথায় নয়, কথা যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই বাচনভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গিতে। অসঙ্কোচে নির্লজ্জ **রাজতান্ত্রিক মনোভাব** প্রকাশ; প্রজাতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক অভিজাতশোভন অপমানবর্ষণ; রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য সম্পর্কে লীলা-চপল প্রগল্‌ভতা; এক কথায় **প্রজাতান্ত্রিক শিষ্টাচারের** সদম্ভ লঙ্ঘন যুগিয়েছিল এ পর্বের বিশিষ্ট আমেজ ও রঙ। 'সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!' ১৩ জুনের **বিজিত পক্ষের** এই ছিল রণধ্বনি। **বিজয়ীদের** তাই সাংবিধানিক, অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক বাগবিস্তারের কপটতার দায় রইল না। প্রতিবিপ্লব পদানত করেছিল হাঙ্গেরি, ইতালি ও জার্মানিকে; তাদের বিশ্বাস যে, রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের দোরগোড়ায় এসে গেছে। শৃঙ্খলা পার্টির উপদলগুলির নাটের

গুরুদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল 'Moniteur' পত্রিকায় দলিলরূপে তাদের রাজতান্ত্রিকতার প্রমাণ দাখিল এবং রাজতন্ত্রের আমলে যদি দৈবক্রমে কোন উদারনৈতিক পাপ স্পর্শে থাকে তার জন্য ঈশ্বর ও মানুষের কাছে পাপস্বীকার, অনুতাপ ও মার্জনা ভিক্ষার এক খাঁটি প্রতিযোগিতা। এমন একদিনও গেল না যেদিন জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে জাতীয় অভিশাপ বলে ঘোষণা করা হল না, কোন নগণ্য প্রাদেশিক লেজিটিমিস্ট জমিদার যেদিন গম্ভীরভাবে বলল না যে সে কোনদিনই প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে নি, যেদিন জুলাই রাজতন্ত্রের কোন কাপুরুষ দলত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে কেউ না কেউ বীরোচিত কাজকর্মের বিলম্বিত ফিরিস্তি দেয় নি, যার সম্পাদন থেকে তাকে নাকি নিরস্ত রেখেছিল শুধু লুই ফিলিপের বদান্যতা অথবা অন্য কোন ভুল বোঝাবুঝি। ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে যা তারিফ করার মতো তা বিজয়ী জনসাধারণের ঔদার্য নয়, সেটা হল রাজতন্ত্রীদের আত্মত্যাগ ও সংযম, তারা জনসাধারণকে বিজয়ী হতে দিয়েছিল। জনসাধারণের একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব করল যে, ফেব্রুয়ারিতে আহতদের জন্য সাহায্যদানের টাকার কিয়দংশ **পৌর রক্ষীদের** জন্য খরচের খাতে চালান করা হোক, পিতৃভূমির কাছ থেকে ভালো আচরণ পাবার যোগ্যতা সে সময় কেবল এরাই দেখিয়েছিল। আর একজন চাইল Plase du Carrousel-এ ডিউক অভ্ অর্লিয়ান্সের একটি অশ্বারোহী মূর্তির ব্যবস্থা হোক। সংবিধানকে নোংরা কাগজের টুকরো আখ্যা দিলেন তিয়ের। বক্তৃতা-মঞ্চে একের পর এক দেখা গেল অর্লিয়ান্সীদের, যারা আত্মধিক্কার দিল বৈধ (লেজিটিমিস্ট) রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জন্য; দেখা গেল লেজিটিমিস্টদের, যারা অবৈধ রাজতন্ত্রের প্রতিরোধ মারফত সাধারণভাবে রাজতন্ত্র উচ্ছেদকেই ত্বরান্বিত করেছে বলে আত্মসমালোচনা করল; দেখা গেল তিয়েরকে, যিনি মলে-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালানোর জন্য অনুতাপ করলেন; দেখা গেল মলে-কে, যিনি গিজো-র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য আক্ষেপ জানালেন; বারো-কে দেখা গেল, যিনি খেদ করলেন তিনজনের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করেছিলেন বলে। 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' এই ধ্বনিকে সংবিধানবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল; 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' এই ধ্বনির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক অপবাদের। ওয়াটার্লু যুদ্ধের বার্ষিকী দিবসে

একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করল: 'ফ্রান্সে বিপ্লবী আশ্রয়প্রার্থীদের প্রবেশের থেকে আমি কম ভয় পাই প্রুশীয় আক্রমণকে।' লিয়োঁ ও প্রতিবেশী জেলা-গুলিতে যে সন্ত্রাস সংগঠিত করা হয়েছিল তার সম্পর্কে অভিযোগের উত্তরে বারাগে দ'ইলিয়ে জবাব দেন, 'লাল সন্ত্রাসের চেয়ে আমি পছন্দ করি শ্বেত সন্ত্রাস ('J'aime mieux la terreur blanche que la terreur rouge')। আর যখনই কোন বক্তার মুখ থেকে শ্লেষোক্তি নির্গত হল প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে, সংবিধানের বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্র বা পবিত্র মিতালীর স্বপক্ষে, অমনি সভা উন্মত্তের মতো সাধুবাদ জানাল প্রতিবারেই। নেহাত খুঁটিনাটি প্রজাতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতার প্রতিটি লঙ্ঘনেই, যেমন প্রতিনিধিদের citoyens* নামে সম্বোধন লঙ্ঘনে উৎসাহে ভরে উঠত শৃঙ্খলার যোদ্ধারা।

অবরোধের অবস্থা ও প্রলেতারিয়েতের বড় একটা অংশের ভোটদানে বিরতির মধ্যে প্যারিসে ৮ জুলাইয়ের উপনির্বাচন, ফরাসী বাহিনী কর্তৃক রোম দখল, রোমে রক্তাম্বর মহিমাময়দের প্রবেশ (৭৩) ও তাদের পিছু পিছু ইন্কুইজিশন ও পাদ্রীমার্কা সন্ত্রাসের আবির্ভাব, এই সবে জুন বিজয়ের সঙ্গে নতুন নতুন বিজয় যোগ হল এবং উন্মাদনা আরো বাড়িয়ে দিল শৃঙ্খলা পার্টির।

অবশেষে, অগস্ট মাসের মাঝামাঝি অর্ধেকটা সদ্য সংগঠিত জেলা কাউন্সিলগুলিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ও অর্ধেকটা বহুমাসব্যাপী অভিসন্ধি-পরায়ণ হুল্লোড়ের অবসাদের দরুন রাজতন্ত্রীরা দু-মাসের জন্য জাতীয় সভার অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল। অকপট পরিহাসের সঙ্গে তারা লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের সেরা লোকজন, যেমন মলে ও শাঙ্গার্নিয়ে ইত্যাদিকে নিয়ে পঁচিশজন প্রতিনিধির এক কমিশন রেখে গেল জাতীয় সভার বদলি ও **প্রজাতন্ত্রের অভিভাবক** হিসেবে। তারা যা ভেবেছিল তার থেকে পরিহাসটা দাঁড়াল আরও গুরুতর। যে রাজতন্ত্রকে এরা ভালোবাসত তারই উচ্ছেদে সহায়তা করার ইতিহাসনির্দিষ্ট নিয়তি হল তাদের, আর ইতিহাসের দ্বারাই আবার তারা নির্দিষ্ট হল সেই প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য, যার প্রতি তারা পোষণ করত বিদ্বেষ।

---

* নাগরিক। — সম্পাঃ

নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব, সেটার দুরন্তপনার রাজতান্ত্রিক পর্ব শেষ হল বিধান-সভা **স্থগিত রাখার সঙ্গে সঙ্গে।**

আবার ঘুচল প্যারিসের অবরোধের অবস্থা, আবার চালু হল সংবাদপত্রের কাজকর্ম। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পত্রিকা বন্ধের সময়ে, দমন আইন ও রাজতান্ত্রিক তর্জন-গর্জনের যুগে **রাজতান্ত্রিক সংবিধানপন্থী পেটি বুর্জোয়াদের** পুরনো সাহিত্যিক প্রতিনিধি 'Siècle' (৭৪) নিজেকে **প্রজাতান্ত্রিক করে নিল; বুর্জোয়া সংস্কারপন্থীদের** পুরনো সাহিত্যিক মুখপত্র 'Presse' (৭৫) নিজেকে আরো **গণতান্ত্রিক করে নিল;** আর **প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার** পুরনো চিরায়ত মুখপত্র 'National' নিজেকে **করে নিল সমাজতান্ত্রিক।**

প্রকাশ্য ক্লাব যে পরিমাণে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, পরিসরে ও প্রাবল্যের দিক থেকে ঠিক সেই মাত্রায় বাড়তে লাগল **গুপ্ত সমিতিগুলি।** নিছক ব্যবসায়ী কমিটি হিসেবে যাদের সহ্য করা হত **শ্রমিকদের** সেই শিল্প **সমবায়গুলি** অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোন কাজের না হলেও, রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে ঐক্যবদ্ধ করার বাহন হয়ে দাঁড়াল। ১৩ জুন বিভিন্ন আধা-বৈপ্লবিক পার্টির সরকারী মাথাগুলো খসে যায়; সাধারণ যে লোক বাকি রয়ে গেল তারা নিজস্ব মাথা জোগাড় করল। লাল প্রজাতন্ত্রের সন্ত্রাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে শৃঙ্খলার বীরপুঙ্গবেরা ভয় দেখাত; হাঙ্গেরি, বাডেন ও রোমে বিজয়ী প্রতিবিপ্লবের জঘন্য অমিতাচার ও অস্বাভাবিক নৃশংসতা **'লাল প্রজাতন্ত্রকে'** ধুয়ে শাদা করে তুলল। আর ফরাসী সমাজের অতৃপ্ত মধ্য শ্রেণীগুলি সম্ভাব্য সন্ত্রাস সমেত লাল প্রজাতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকেই পছন্দ করতে শুরু করল বাস্তব নৈরাশ্য সমেত লাল রাজতন্ত্রের সন্ত্রাসের চেয়ে। ফ্রান্সে কোন সমাজতন্ত্রী **হাইনাউ-এর** চেয়ে বেশি বৈপ্লবিক প্রচার চালায় নি। A chaque capacité selon ses œuvres!*

ইতিমধ্যে লুই বোনাপার্ট জাতীয় সভার বিরতির সুযোগ নিয়ে রাজোচিত পরিভ্রমণ করলেন প্রদেশগুলিতে; সব থেকে উগ্র লেজিটিমিস্টরা তীর্থযাত্রা করল এম্স্-এ — সাধু লুই-এর পৌত্রের (৭৬) কাছে; এবং

* প্রতিভাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির পাওনা হবে তার কর্ম অনুসারে (সাঁ-সিমোঁ-র সুবিদিত সূত্রের শব্দান্তর)। — সম্পাঃ

শৃঙ্খলা পার্টির অধিকাংশ জনপ্রতিনিধিরা ঘোঁট করতে থাকল সদ্য সমবেত জেলা কাউন্সিলগুলিতে। প্রয়োজন ছিল তাদের দিয়ে বলানো সেই কথা যা তখনও পর্যন্ত জাতীয় সভার সংখ্যাগুরুও উচ্চারণ করতে ভরসা পায় নি — **সংবিধানের আশু সংশোধনের জন্য জরুরী প্রস্তাবের** কথা। সংবিধান অনুসারে ১৮৫২ সালের আগে সংবিধান সংশোধন করা চলে না, আর তাও সে কাজ করতে পারে শুধু সেই উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার জন্য আহূত এক জাতীয় সভাই। কিন্তু অধিকাংশ জেলা কাউন্সিল যদি এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে জাতীয় সভা কি বাধ্য নয় ফ্রান্সের কণ্ঠস্বরের কাছে সংবিধানের সতীত্ব বলি দিতে? এই জেলা কাউন্সিলগুলি সম্পর্কে জাতীয় সভা সেই ধরনেরই আশা পোষণ করছিল যা ভলটেয়ারের 'Henriade' সন্ন্যাসিনীরা করেছিল পাণ্ডুরের (৭৭) সম্বন্ধে। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদে জাতীয় সভার পটিফারদের মোকাবেলা করতে হল প্রদেশের অতগুলি জোসেফের সঙ্গে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধরতেই চাইল না এই একান্ত একরোখা ইঙ্গিত। সংবিধান সংশোধন আটকে গেল ঠিক সেই হাতিয়ারের ফলেই যার সহায়তায় তা সংঘটনের কথা, অর্থাৎ জেলা কাউন্সিলের ভোটে। ফ্রান্সের কণ্ঠ, বাস্তবিকপক্ষে বুর্জোয়া ফ্রান্সেরই কণ্ঠ ধ্বনিত হল, ধ্বনিত হল সংশোধনের বিরুদ্ধেই।

অক্টোবরের গোড়ায় জাতীয় বিধান-সভা আর একবার বসল — tantum mutatus ab illo!* সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল সেটার চেহারা। জেলা কাউন্সিলের তরফে অপ্রত্যাশিতভাবে সংশোধন প্রত্যাখ্যান সেটাকে আবার সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যেই ঠেলে দিল এবং সূচিত করল সেটার আয়ুষ্কালের সীমানা। অর্লিয়ান্সীরা লেজিটিমিস্টদের এম্‌স্‌-এ তীর্থযাত্রার ফলে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল; লেজিটিমিস্টরা আবার সন্দিগ্ধ হয়েছিল লণ্ডনের সঙ্গে অর্লিয়ান্সীদের আলাপ-আলোচনার দরুন (৭৮); দুই গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলি আগুনে ইন্ধন যোগাল, আর দাবিদারদের পারস্পরিক দাবিদাওয়ার মাপ করতে বসল। অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্ট উভয় গোষ্ঠী একযোগে বিক্ষোভ জানাল বোনাপার্টপন্থীদের কারসাজিতে, যার প্রকাশ দেখা গেল রাষ্ট্রপতির রাজোচিত পরিভ্রমণে, তাঁর প্রায় স্বচ্ছ মুক্তি প্রয়াসে,

* কী পরিবর্তনই না ঘটে গেছে ইতিমধ্যে! (ভার্জিল, 'এনেইড')। — সম্পাঃ

বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলির উদ্ধত ভাষায়; লুই বোনাপার্ট বিক্ষোভ জানালেন জাতীয় সভা সম্পর্কে, যা শুধু লেজিটিমিস্ট-অর্লিয়ান্সী চক্রান্তকেই বৈধজ্ঞান করত; আর মন্ত্রিসভা সম্পর্কেও যারা কৃতঘ্নের মতো বারবার তাঁকে সঁপে দিচ্ছিল সেই জাতীয় সভার কাছেই। শেষত, মন্ত্রিসভা নিজেও বিভক্ত ছিল রোম সম্পর্কিত নীতি ও মন্ত্রী পাসি কর্তৃক প্রস্তাবিত আয়করের ব্যাপারে, যেটিকে রক্ষণশীলেরা নিন্দা করল সমাজতান্ত্রিক বলে।

পুনঃসমবেত বিধান-সভায় বারো মন্ত্রিসভার প্রথম কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি হল ডাচেস অভ্ অর্লিয়ান্সকে বৈধব্য ভাতা দানের জন্য, ৩,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক ক্রেডিটের দাবি। জাতীয় সভা এটি মঞ্জুর করল এবং ফরাসী জাতির ঋণের তালিকায় যোগ করল সত্তর লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক। এইভাবে লুই ফিলিপ যখন সার্থকভাবে pauvre honteux-এর, সলজ্জ ভিক্ষুকের অভিনয় চালাতে লাগলেন, তখন মন্ত্রিসভাও ভরসা পেল না বোনাপার্টের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে এবং সভাকেও সে প্রস্তাবে মঞ্জুরি দিতে ইচ্ছুক মনে হল না। আর বরাবরের মতো লুই বোনাপার্ট দোল খেতে থাকলেন দোটানায়: Aut Caesar aut Clichy!*

রোম অভিযানের ব্যয় নির্বাহ বাবত নব্বই লক্ষ ফ্র্যাঙ্কের দ্বিতীয় ক্রেডিটের জন্য মন্ত্রিসভার দাবি একদিকে বোনাপার্ট এবং অন্যদিকে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সভার মধ্যে মনকষাকষি বাড়িয়ে তুলল। লুই বোনাপার্ট তাঁর সামরিক সহকারী এদগার নে-র কাছে লেখা একটি চিঠি 'Moniteur' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করান, যাতে তিনি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিতে শর্তবদ্ধ করলেন পোপ সরকারকে। পোপ তাঁর নিজের দিক থেকে এক ঘোষণা motu proprio (৭৯) প্রকাশ করলেন, যাতে তিনি অগ্রাহ্য করলেন তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শাসনে কোন সীমার আরোপ। বোনাপার্টের চিঠি স্বেচ্ছাকৃত অবিবেচনার সাহায্যে তুলে ধরল তাঁর মন্ত্রিসভার আবরণী, যাতে দর্শকদের চোখে তিনি প্রতিপন্ন হতে পারেন সদিচ্ছাপ্রবণ প্রতিভা হিসেবে, যাঁকে নাকি

---

* হয় সিজার নয় ক্লিচি। (ক্লিচি — দেউলিয়া দেনদারদের জন্য প্যারিসের জেলখানা।) ('Aut Caesar aut nihil' — 'হয় সিজার, নইলে কিছু না', এই সুবিদিত বচনের শব্দান্তর।) — সম্পাঃ

ভুল বোঝা ও আটক রাখা হচ্ছিল তাঁর আপন ঘরেই। 'মুক্ত আত্মার গোপন বিহার'* নিয়ে তাঁর লীলা-খেলা এই প্রথম নয়। কমিশনের বক্তা **তিয়ের** পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন বোনাপার্টের এই বিহার এবং পোপের ভাষণ ফরাসীতে তরজমা করেই তুষ্ট করলেন নিজেকে। মন্ত্রিসভা নয়, **ভিক্তর হ্যুগোই** রাষ্ট্রপতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন দৈনিক কর্মসূচিতে একটি প্রস্তাব তুলে, যাতে জাতীয় সভাকে মতৈক্য ঘোষণা করতে হয় নেপোলিয়নের চিঠির সঙ্গে। 'Allons donc! Allons donc!'** অপমানকর এই চপল চিৎকারে সংখ্যাগুরুরা ডুবিয়ে দিল হ্যুগোর প্রস্তাব। রাষ্ট্রপতির নীতি? রাষ্ট্রপতির চিঠি? রাষ্ট্রপতি স্বয়ং? 'Allons donc! Allons donc!' শ্রীযুক্ত বোনাপার্টের কথা au sérieux*** ধরে কোন্ হতভাগা? শ্রীযুক্ত ভিক্তর হ্যুগো, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আমরা বিশ্বাস করি আপনি বিশ্বাস করেন রাষ্ট্রপতিকে? 'Allons donc! Allons donc!'

শেষ পর্যন্ত বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার মধ্যেকার বিচ্ছেদ আরও ত্বরান্বিত হল **অর্লিয়ান্সী ও ব্যুরবোঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা** সম্পর্কে আলোচনার ফলে। মন্ত্রিসভার অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির জ্ঞাতি ভাই, ওয়েস্টফালিয়ার প্রাক্তন রাজার পুত্র**** এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী দাবিদারদের বোনাপার্টপন্থী দাবিদারের সঙ্গে একস্তরে নামানো ছাড়া, অথবা বোনাপার্টীয় দাবিদারের **নিচে** তাদের টেনে আনা ছাড়া — তিনি বাস্তবক্ষেত্রে অন্ততঃ রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অশিষ্টতা এতদূর গেল যে, **বিতাড়িত রাজতন্ত্রী পরিবারগুলির প্রত্যাগমন ও জুন বিদ্রোহীদের মার্জনা** তিনি একই প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করলেন। পূত ও অপবিত্র, রাজার জাত ও প্রলেতারীয় সন্তানপাল, সমাজের ধ্রুবনক্ষত্র ও তার জলাজমির আলেয়াকে এইরকম অসম্মানজনকভাবে একত্র গ্রথিত করার জন্য সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের

* জার্মান কবি হেরভেগ-এর 'পাহাড় থেকে' কবিতার লাইন। — সম্পাঃ

** 'সরে পড়ুন। সরে পড়ুন!' — সম্পাঃ

*** গুরুত্বসহকারে। — সম্পাঃ

**** নেপোলিয়ন জোসেফ বোনাপার্ট, জেরোম বোনোপার্টের পুত্র। — সম্পাঃ

ক্রোধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চাইতে এবং প্রস্তাব-দ্বটির যথাযথ স্থান নির্দিষ্ট করতে বাধ্য করল। সংখ্যাধিকেরা সোৎসাহে রাজবংশীয়দের ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং লেজিটিমিস্টদের ডেমোস্থিনিস, **বেরিয়ে** এই ভোটের তাৎপর্য সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ রাখলেন না। সিংহাসনের দাবিদারদের সাধারণ নাগরিকদের স্তরে নামিয়ে আনা — প্রস্তাবটার লক্ষ্য হল এই! তাদের জ্যোতি, যে অন্তিম মহিমা তখনও তাদের অবশিষ্ট ছিল সেই **নির্বাসনের মহিমা** হরণ করাই হল এর অভিপ্রায়। বেরিয়ে গর্জন করলেন, সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে যিনি তাঁর মহৎ কুলগর্ব ভুলে এখানে সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বসবাস করতে ফিরে আসবেন, কী ভাবা হবে তাঁর সম্পর্কে? এর থেকে স্পষ্ট করে লুই বোনাপার্টকে আর জানানো যেত না যে তিনি তাঁর উপস্থিতির ফলে কিছুই জেতেন নি; রাজতন্ত্রীদের জোটের কাছে তাঁর প্রয়োজন এখানে, ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতির গদিতে আসীন **নিরপেক্ষ লোক** হিসেবে, আর সিংহাসনের গুরুত্বপূর্ণ দাবিদারদের রাখতে হবে অপবিত্র দৃষ্টি থেকে দূরে নির্বাসনের কুয়াশার আড়ালে।

১ নভেম্বর লুই বোনাপার্ট বিধান-সভাকে জবাব দিলেন এক বাণী পাঠিয়ে, যাতে বেশ রূঢ়ভাবেই ঘোষণা করা হল বারো মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও নতুন এক মন্ত্রিসভা গঠনের কথা। বারো-ফালু মন্ত্রিসভা ছিল রাজতান্ত্রিক জোটের মন্ত্রিত্ব; দ'অপুল মন্ত্রিসভা হল বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা, বিধান-সভার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির এক হাতিয়ার, **কেরানিদের মন্ত্রিসভা।**

বোনাপার্ট তখন আর ১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের নিতান্ত **নিরপেক্ষ মানুষটি** নন। কার্যনির্বাহের ক্ষমতা আয়ত্তে থাকায় বেশ কিছু স্বার্থসাধক মহল তাঁর চারিদিকে ভিড় করেছিল; অরাজকতার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শৃঙ্খলা পার্টিই বাধ্য হয়েছিল তাঁর প্রভাব বাড়াতে; আর তিনি যদি-বা এখন আর জনগণের প্রিয় না থেকেও থাকেন, তবে শৃঙ্খলা পার্টিই ছিল জনগণের বিরাগভাজন। তিনি কি আশা করতে পারতেন না যে, অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের বাধ্য করতে পারবেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মারফত এবং কোন না কোন ধরনের রাজতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার দরুন **নিরপেক্ষ দাবিদারকেই** স্বীকার করে নিতে?

১৮৪৯ সালের ১ নভেম্বর থেকে শুরু হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের

জীবনের তৃতীয় পর্ব, যে পর্ব শেষ হয় ১৮৫০ সালের ১০ মার্চে। নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মবাঁধা খেলা, যার অত ভক্ত ছিলেন গিজো, কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়ন শক্তির সেই লড়াই এবার শুরু হল। তার চেয়েও বেশি। ঐক্যবদ্ধ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে বোনাপার্ট রক্ষা করছেন তাঁর বাস্তব ক্ষমতার স্বত্ব প্রজাতন্ত্রকে; বোনাপার্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টি রক্ষা করছে তার সাধারণ শাসনের স্বত্ব সেই প্রজাতন্ত্রকে; অর্লিয়ান্সীদের বিরুদ্ধে লেজিটিমিস্টরা, এবং লেজিটিমিস্টদের বিরুদ্ধে অর্লিয়ান্সীরা রক্ষা করছে status quo*, অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রকে। শৃঙ্খলা পার্টির এইসব উপদল, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজা ও নিজস্ব in petto** লালিত পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা রয়েছে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতাদখল ও বিদ্রোহের লালসার বিরুদ্ধে পারস্পরিকভাবে বহাল করল বুর্জোয়ার সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা **প্রজাতন্ত্রকেই**, যার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ দাবিগুলি নিরপেক্ষকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে।

কাণ্ট যেমন প্রজাতন্ত্রকে, এই রাজতন্ত্রীরা তেমনই **রাজতন্ত্রকেই** রাষ্ট্রের একমাত্র যুক্তিযুক্ত রূপ হিসেবে, ব্যবহারিক বিচারের এমন এক প্রকল্প হিসেবে দাঁড় করাল, যার বাস্তব রূপায়ণে কখনও পেঁৗছানো যাবে না, অথচ সর্বদাই তা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে ও মনে মনে তাকে মেনে চলতে হবে লক্ষ্য বলে।

এইভাবে, নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের হাতে একটা ফাঁকা মতাদর্শগত সূত্র থেকে মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের হাতে হয়ে দাঁড়ায় সারগর্ভ ও প্রাণবান একটা রূপ। তাই তিয়ের যখন বললেন, 'আমরা, রাজতন্ত্রীরাই হলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত স্তম্ভস্বরূপ,' তখন তিনি যা আঁচ করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশী সত্য কথাই বলেছিলেন।

মৈত্রীবদ্ধ মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ ও কেরানিদের মন্ত্রিসভার অভ্যুদয়ের একটা দ্বিতীয় তাৎপর্য রয়েছে। এর অর্থসচিব ছিলেন ফুল্দ্। অর্থসচিব হিসেবে

---

* স্থিতাবস্থা। — সম্পাঃ

** মনে মনে। — সম্পাঃ

ফুল্দ্ থাকার অর্থ সরকারীভাবে ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ ফাটকাবাজারের কাছে সঁপে দেওয়া, ফাটকাবাজার কর্তৃক ও ফাটকাবাজারের স্বার্থে রাষ্ট্র সম্পত্তির ব্যবস্থাপন। ফুল্দ্‌কে মনোনীত করার সঙ্গে সঙ্গে ফিনান্স অভিজাতবর্গ 'Moniteur' পত্রিকায় তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ঘোষণা করল। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা স্বভাবতই অন্যান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকেই পরিপূরণ করল, যেগুলি হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শিকলের অতগুলি কড়ামাত্র।

লুই ফিলিপ কখনও কোন খাঁটি ফাটকাবাজারী হাঙরকে (loup-cervier) অর্থসচিব করার ভরসা পান নি। ঠিক যেমন তাঁর রাজতন্ত্র ছিল বৃহৎ বুর্জোয়া শাসনের আদর্শ নাম, তেমনই তাঁর মন্ত্রিসভায় বিশেষ অধিকারভোগী স্বার্থসাধকদের ধারণ করতে হত মতাদর্শগতভাবে স্বার্থহীন নাম। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সেইসব ব্যাপারকে সর্বক্ষেত্রে সামনে টেনে আনল, লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী উভয় রাজতন্ত্রই যা পিছনে রেখেছিল সংগোপনে। ওরা যাকে স্বর্গীয় করে রেখেছিল, প্রজাতন্ত্র তাকে করে তুলল পার্থিব। সাধুদের নামের জায়গায় তারা বসাল প্রাধান্যশালী শ্রেণীস্বার্থের নির্দিষ্ট বুর্জোয়া নামগুলিকে।

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় প্রজাতন্ত্র কিভাবে জন্মের প্রথম দিন থেকে ফিনান্স অভিজাতবর্গকে উচ্ছেদ নয়, সংহতই করছিল। কিন্তু যে সব সুযোগ-সুবিধা সেটাকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল নিয়তির বিধান, যার কাছে নতিস্বীকার করতে হয় ইচ্ছা না থাকলেও। ফুল্দের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উদ্যোগ ফিরে এল ফিনান্স অভিজাতবর্গের হাতে।

প্রশ্ন করা হবে, ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়ারা কী করে মেনে নিল বা সহ্য করল ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসন, লুই ফিলিপের আমলে যে শাসন নির্ভর করেছিল অন্যান্য বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের বহিষ্করণ বা অধীন করার উপরে?

এর সহজ উত্তর রয়েছে।

প্রথমত, ফিনান্স অভিজাতবর্গ নিজেই হচ্ছে সেই রাজতান্ত্রিক জোটেরই এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষীয় অংশ যার সাধারণ সরকারী শক্তির নাম প্রজাতন্ত্র। অর্লিয়ান্সীদের মুখপাত্র ও মাতব্বরেরা কি ফিনান্স অভিজাতবর্গের পুরনো সহচর ও দুষ্কর্মসঙ্গী নয়? ফিনান্স অভিজাতেরাই কি অর্লিয়ান্সপন্থার স্বর্ণ বাহিনী নয়? আর লেজিটিমিস্টরা তো ইতিপূর্বে

লুই ফিলিপের আমলেই ফাটকাবাজার এবং খনি ও রেলের শেয়ারের ফাটকার সমস্ত ফুর্তিতে কার্যত অংশীদার ছিল। সাধারণভাবে, বৃহৎ ভূসম্পত্তি ও ফিনান্স অভিজাতবর্গের যোগাযোগ তো **স্বাভাবিক ঘটনা**। **প্রমাণ ইংলণ্ড,** প্রমাণ এমন কি **অস্ট্রিয়াও।**

ফ্রান্সের মতো যে দেশে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ জাতীয় ঋণের অঙ্কের অনুপাতে বিসদৃশ ধরনের নিচু মাত্রায়, যেখানে সরকারী বণ্ডই হল ফাটকার সব থেকে প্রকৃষ্ট বিষয়, আর অনুৎপাদী উপায়ে যে পুঁজি লাভবান হতে চায় তা লগ্নী করার প্রধান বাজারই যেখানে ফাটকাবাজার, সেরকম দেশে পুরো বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির অসংখ্য মানুষের স্বার্থ থাকবেই সরকারী ঋণে, ফাটকাবাজারের জুয়ায়, ফিনান্সে। এইসব স্বার্থসাধক ছোটোবাবুরা কি তাদের স্বাভাবিক খুঁটি বা সর্দার খুঁজে পায় না সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই যেটা এই স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তার ব্যাপকতম রূপরেখায়, তার সমগ্রতায়?

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ফিনান্স অভিজাতবর্গের হাতে গিয়ে জমা হবার কারণ কী? রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান দেনা। আর রাষ্ট্রের দেনার কারণ? রাষ্ট্রের আয় থেকে ব্যয়ের নিয়মিত আধিক্য — যে বৈষম্য একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ঋণ ব্যবস্থার কারণ ও ফল।

এই ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পেতে হলে হয় রাষ্ট্রকে ব্যয়সংকোচ ঘটাতে হবে, অর্থাৎ সরকারী যন্ত্রের সরলতাসাধন ও সংকোচন করতে হবে, যথাসম্ভব কম শাসন চালাতে হবে, যথাসম্ভব কম লোক নিয়োগ করতে ও বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে যত কম সম্ভব সম্পর্ক গড়তে হবে। শৃঙ্খলা পার্টির পক্ষে এই পন্থা গ্রহণ অসম্ভব; সেটার দমন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের নামে সরকারী হস্তক্ষেপ ও রাষ্ট্র-যন্ত্রের মারফত সর্বব্যাপকতা সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পেতে বাধ্য, যে-পরিমাণে সেটার শাসন ও শ্রেণী-অস্তিত্বের শর্তগুলিকে বিপন্ন করার মতো মহলের সংখ্যা বেড়ে চলবে। ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপরে হামলা বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে সশস্ত্র পুলিসের (gendarmerie) সংখ্যা হ্রাস করা চলে না।

অথবা রাষ্ট্রকে ঋণের দায় এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে ও বাজেটের একটা আশু যদিও সাময়িক সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে সব থেকে বিত্তশালী শ্রেণীগুলির উপরে **বিশেষ কর** চাপিয়ে। কিন্তু ফটকাবাজার কর্তৃক জাতীয়

সম্পদের শোষণ বন্ধ করার জন্য পিতৃভূমির বেদী-তলে শৃঙ্খলা পার্টি কি উৎসর্গ করবে তার নিজের সম্পদ? Pas si bête !*

সুতরাং ফরাসী রাষ্ট্রে পুরোপুরির বিপ্লব না ঘটলে ফরাসী রাষ্ট্রীয় বাজেটের বিপ্লব সম্ভব নয়। এই রাষ্ট্রীয় বাজেটের সঙ্গে স্বভাবতই জড়িত রাষ্ট্রীয় ঋণ, আর রাষ্ট্রীয় ঋণের সঙ্গে অবশ্যই চলে রাষ্ট্রীয় ঋণ নিয়ে কারবারের প্রভুত্ব, সরকারের পাওনাদার, ব্যাঙ্কার, টাকার কারবারী ও ফাটকাবাজারের নেকড়েদের প্রভুত্ব। শৃঙ্খলা পার্টির একটিমাত্র গোষ্ঠীর, **কারখানা-মালিকদের** প্রত্যক্ষ আগ্রহ ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের উচ্ছেদে — আমরা মাঝারিদের, শিল্পে নিযুক্ত ছোটখাটোদের কথা বলছি না, আমরা বলছি শিল্প স্ব-কুলে অধিপতি নৃপতিদের কথা, লুই ফিলিপের আমলে রাজবংশগত বিরোধিতার যারা ছিল ব্যাপক ভিত্তি। নিঃসন্দেহে তাদের স্বার্থ উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসে, আর তাই উৎপাদনের মধ্যে যা প্রবেশ করে সেই কর হ্রাসে, আর তাই যে ঋণের সুদ করের মধ্যে ঢোকে সেই সরকারী ঋণ হ্রাসে, সুতরাং ফিনান্স অভিজাতবর্গের উচ্ছেদে।

সব থেকে বড় বড় ফরাসী শিল্পপতিরা তাদের ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় পেটি বুর্জোয়া মাত্র, সেই ইংলণ্ডে আমরা সত্যই দেখতে পাই যে শিল্পপতিরা, একজন কবডেন, একজন ব্রাইট ব্যাঙ্ক ও ফাটকাবাজারের অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে জেহাদের নায়কতা করছেন। ফ্রান্সে নয় কেন? ইংলণ্ডে শিল্পই প্রধান, ফ্রান্সে প্রাধান্য কৃষির। ইংলণ্ডে শিল্পের প্রয়োজন অবাধ বাণিজ্যের; ফ্রান্সে প্রয়োজন রক্ষণ-শুল্কের, অন্যান্য একচেটিয়ার পাশাপাশি জাতীয় একচেটিয়ার। ফরাসী উৎপাদনে ফরাসী শিল্পের প্রাধান্য নেই; কাজেই ফরাসী শিল্পপতিরাও ফরাসী বুর্জোয়াদের ভিতরে প্রধান নয়। অন্যান্য বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের বিপক্ষে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজদের মতো তারা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে আপন স্বার্থকে সামনে আনতে পারে না; তাদের চলতে হয় বিপ্লবের পিছু পিছু, আর এমন সব স্বার্থের সেবা করতে হয় যা তাদের শ্রেণীর যৌথ স্বার্থের বিরোধী। ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের অবস্থান তারা ভুল বুঝেছিল; ফেব্রুয়ারি তাদের বুদ্ধিকে পাকিয়ে

* অত বোকা সে নয়। — সম্পাঃ

তুলল। আর নিয়োগকর্তা, শিল্প পুঁজিপতিদের চেয়ে আর কে বেশি শ্রমিকদের দ্বারা সরাসরি বিপন্ন? সুতরাং স্বভাবতই ফ্রান্সে কারখানা-মালিকেরা হল শৃঙ্খলা পার্টির সব থেকে উগ্র সদস্য। ফিনান্সের হাতে তার **মুনাফা** হ্রাস — **প্রলেতারিয়েতের হাতে মুনাফানাশের তুলনায় সেটা আর এমন কী?**

শিল্প বুর্জোয়ার স্বভাবত যা করার কথা, ফ্রান্সে তা করে পেটি বুর্জোয়া; পেটি বুর্জোয়ার যা স্বাভাবিক কাজ সেটা করে শ্রমিকেরা; আর শ্রমিকদের কাজ, সেটা কে করে? কেউ না। ফ্রান্সে সে কাজ করা হয় না, তার ঘোষণা মাত্র হয়। জাতীয় চৌহদ্দির অভ্যন্তরে কোথাও সে কাজ সম্পন্ন হয় না; ফরাসী সমাজের ভিতরকার শ্রেণী-সংগ্রাম পরিণত হয় বিশ্বযুদ্ধে, যাতে মুখোমুখি দাঁড়ায় বিভিন্ন জাতি। কাজ সম্পাদন শুরু হয় সেই মুহূর্তে যখন বিশ্বযুদ্ধ মারফত প্রলেতারিয়েতকে ঠেলে দেওয়া হয় বিশ্ববাজারের মাতব্বরদের পুরোভাগে, ইংলণ্ডের পুরোভাগে। এক্ষেত্রে যে-বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে না, ঘটে সাংগঠনিক সূত্রপাত, সেটা স্বল্পস্থায়ী বিপ্লব নয়। বর্তমান পুরুষ-পর্যায় হচ্ছে ইহুদীদের মতো, মুসা যাদের নিয়ে গিয়েছিলেন মরুভূমির মধ্য দিয়ে। একে এক নতুন দুনিয়া জয় করতে হবে শুধু তাই নয়, এদের পথ ছেড়ে দিতে হবে তাদের জন্য যারা সামাল দিতে পারবে নতুন দুনিয়ার। ফুল্দ্ প্রসঙ্গে আবার ফেরা যাক।

১৮৪৯ সালের ১৪ নভেম্বর ফুল্দ্ জাতীয় সভার মঞ্চে উঠলেন ও ব্যাখ্যা করলেন তাঁর আর্থিক নীতির, যা পুরনো কর ব্যবস্থারই সাফাই! মদ্য-কর বজায় রাখা! পাসির আয়কর বর্জন!

পাসিও কিছু বিপ্লবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন লুই ফিলিপের পুরনো মন্ত্রী। দ্যুফোর মার্কা গোঁড়াপন্থী এবং জুলাই রাজতন্ত্রের যিনি যত দোষ নন্দঘোষ, সেই তেস্ত-এর* সব থেকে অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বর্গের অন্তর্ভুক্ত

* ১৮৪৭ সালের ৮ জুলাই প্যারিসে সম্ভ্রান্ত সংসদের (Chamber of Peers) সামনে লবণ গোলার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজপুরুষদের ঘুষ দেবার জন্য পার্মাঁতিয়ে ও জেনারেল কুবিয়েরের এবং ঐ ঘুষ খাওয়ার জন্য তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী তেস্ত-এর বিচার শুরু হয়। বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সকলেরই মোটা জরিমানা হয়, তেস্ত-এর হয় আরো তিন বছর কারাদণ্ড। [১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

ছিলেন তিনি। পাসিও পুরনো কর ব্যবস্থার তারিফ করেছিলেন ও মদ্য-কর বজায় রাখার সুপারিশ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি পর্দা খসিয়ে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ঘাটতির। রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা এড়াতে হলে নতুন একটা কর, আয়-করের প্রয়োজন, এই তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ফুল্দ্, যিনি লেদ্রু-রলাঁর কাছে সুপারিশ করেছিলেন সরকারী দেউলিয়াপনার, তিনি বিধান-সভার কাছে সুপারিশ জানালেন রাষ্ট্রীয় ঘাটতির। তিনি ব্যয় সঙ্কোচের প্রতিশ্রুতি দিলেন, যার রহস্য পরে এই ধরনের ব্যাপারে উদ্ঘাটিত হল যেমন, খরচ কমল ছ-কোটি, আর চালু ঋণ বাড়ল বিশ কোটি — সংখ্যা বিন্যাসের, হিসাব সাজানোর হাতসাফাই. শেষ পর্যন্ত যে সবেরই পরিণতি নতুন ঋণে।

অন্য ঈর্ষাপরায়ণ বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি ফিনান্স অভিজাতবর্গ স্বভাবতই ফুল্দের আমলে, লুই ফিলিপের রাজত্বকালের মতো অত নির্লজ্জ দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ চালায় নি। কিন্তু তার অস্তিত্ব বহাল থাকায় ব্যবস্থাটাও একই রকম থেকে গেল: ক্রমাগত ঋণবৃদ্ধি ও ঘাটতি গোপন। আর যথাকালে, ফাটকাবাজারের পুরনো জুয়াচুরিও আরো প্রকাশ্যে দেখা দিল। প্রমাণ: আভিনোঁ রেলপথ সম্পর্কিত আইন, সরকারী সিকিউরিটির রহস্যজনক দর ওঠা-পড়া, অল্প কিছুকালের জন্য যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সারা প্যারিসের প্রধান আলোচ্য বিষয়; সর্বশেষে ১০ মার্চের নির্বাচন ব্যাপারে ফুল্দ্ ও বোনাপার্টের হতভাগ্য দুরকল্পনা।

ফিনান্স অভিজাতবর্গের সরকারী পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী জনসাধারণকে আবার একবার সম্মুখীন হতে হল এক ২৪ ফেব্রুয়ারির।

সংবিধান-সভা তার উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ঝোঁকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মদ্য-কর উঠিয়ে দিয়েছিল। পুরনো কর তুলে দিয়ে নতুন ঋণ পরিশোধ করা যায় না। শৃঙ্খলা পার্টির এক নির্বোধ **ক্রেতোঁ** বিধান-সভার অধিবেশন বিরতির আগেই মদ্য-কর বজায় রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। বোনাপার্টপন্থী মন্ত্রিসভার নামে ফুল্দ্ সেই প্রস্তাব হাজির করলেন এবং বোনাপার্টকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণার বার্ষিকীতে, ১৮৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সভা **মদ্য-কর পুনঃপ্রবর্তনের** বিধান দিল।

এই পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাবক কোন ফিনান্সপতি নয়, তিনি হলেন জেশুইট নেতা **মঁতালাঁবের**। তাঁর যুক্তি আশ্চর্যরকম সরল: কর ব্যবস্থা হচ্ছে মায়ের বুক, যার স্তন্যপান করে সরকার। সরকার হচ্ছে পীড়নযন্ত্র, কর্তৃত্বের সংস্থা, সৈন্যবাহিনী, পুলিস; সরকার হল রাজপুরুষ, বিচারক, মন্ত্রী আর **পাদ্রী**। কর ব্যবস্থার উপরে আক্রমণ হচ্ছে প্রলেতারিয়ান বর্বরদের অনুপ্রবেশ থেকে বুর্জোয়া সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ফসল রক্ষার জন্য যারা পাহারা দেয়, শৃঙ্খলার সেই প্রহরীদের উপরে নৈরাজ্যবাদীদের আক্রমণ। সম্পত্তি, পরিবার, শৃঙ্খলা ও ধর্মের পাশাপাশি পঞ্চম দেবতা হচ্ছে কর ব্যবস্থা। আর মদ্য-কর অবিসংবাদীভাবেই কর আর তার উপরে মামুলী নয়, সেটা ঐতিহ্যসম্মত, রাজতন্ত্রঘেঁষা, ভদ্র কর। Vive l'impôt des boissons!* বারবার তিনবারের পরেও আরো একবার জয়ধ্বনি!

ফরাসী কৃষকেরা যখন শয়তানের ছবি আঁকে, তখন তাকে আঁকা হয় কর সংগ্রাহকের বেশে। মঁতালাঁবের যেই কর ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের পর্যায়ে তুললেন, অমনি কৃষক নিরীশ্বর নাস্তিক হয়ে দাঁড়াল এবং ঝাঁপ দিল শয়তানের কোলে, **সমাজতন্ত্রের** কোলে। শৃঙ্খলার ধর্ম তাকে হারাল, জেশুইটরা তাকে হারাল, তাকে হারালেন বোনাপার্ট। ১৮৪৯-এর ২০ ডিসেম্বর অপরিবর্তনীয়ভাবে খেলো করে দিল ১৮৪৮-এর ২০ ডিসেম্বরকে। 'খুড়োর ভাইপোই' তাঁর পরিবারের প্রথম লোক নন যাঁকে পরাস্ত করল মদ্য-কর, সেই কর, মঁতালাঁবের ভাষায় যা নাকি বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝার আহ্বায়ক। সেন্ট হেলেনা-য় আসল মহান নেপোলিয়ন ঘোষণা করেছিলেন যে, মদ্য-করের পুনঃপ্রবর্তনই তাঁর পতনে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছে, কারণ তার ফলেই দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষকেরা বিমুখ হয়ে যায় তাঁর প্রতি। চতুর্দশ লুই-এর আমলেই জনগণের ঘৃণার প্রধান পাত্র (বুয়াগিইবের ও ভবাঁ-এর লেখা দ্রষ্টব্য) ও প্রথম বিপ্লবের ফলে বাতিল এই করটিকে নেপোলিয়ন ১৮০৮ সালে সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রবর্তিত করেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠা যখন ফ্রান্সে প্রবেশ করে তখন তার সামনে শুধু কসাকদের (৮০) নাচন নয়, নাচছিল মদ্য-কর বাতিলের প্রতিশ্রুতিও। বড়ঘরের মানুষদের (gentilhommerie) স্বভাবতই দায় পড়ে না, খেয়াল

---

* মদ্য-কর দীর্ঘজীবী হোক! — সম্পাঃ

খুশিমতো যে লোকের ঘাড়ে কর চাপানো যায় (gens taillables à merci et miséricorde) তার কাছে প্রতিশ্রুতি রাখার। ১৮৩০ সাল প্রতিশ্রুতি দিল মদ্য-কর বাতিলের। যা বলত তাই করা বা যা করত তাই বলা অবশ্য তার ধাতে ছিল না। ১৮৪৮ সাল মদ্য-কর বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ঠিক যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সব কিছুরই। সর্বশেষে যে সংবিধান-সভা কোন কিছুরই প্রতিশ্রুতি দেয় নি, সে অন্তিম উইলে ব্যবস্থা করে যায় যাতে ১৮৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মদ্য-কর উঠে যায়। আর ১৮৫০-এর ১ জানুয়ারি তারিখের ঠিক দশ দিন আগে বিধান-সভা সেটার পুনঃপ্রবর্তন ঘটাল। ফরাসী জনসাধারণ তাই ক্রমাগত এর পিছনে তাড়া করে যখন দরজা দিয়ে তাকে বার করে দিল, তখন দেখা গেল যে ওটা আবার ফিরে এসেছে জানলা দিয়ে।

মদ্য-করের বিরুদ্ধে জনবিরাগের কারণ হল এই যে, ফরাসী কর ব্যবস্থার সমস্ত জঘন্যতা মিলিত হয়েছিল এর মধ্যে। সেটার সংগ্রহ পদ্ধতি জঘন্য, বণ্টন পদ্ধতি অভিজাত, কারণ সবচেয়ে মামুলী আর সবচেয়ে দামী উভয় মদের উপরেই করের হার ছিল একই; কাজেই, এ করের গুণোত্তর বৃদ্ধি ঘটত মদ্যপায়ীর আয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, এটা ছিল যেন উল্টো ধরনের ক্রমোন্নত একটি কর। তদনুসারে ভেজাল ও নকল মদের আনুকূল্য ক'রে এই কর মেহনতী শ্রেণীগুলির উপরে সরাসরি বিষপ্রয়োগে প্ররোচনা যোগাত। পণ্যের ব্যবহার এর ফলে কমে যেত, কারণ ৪,০০০-এর বেশি অধিবাসীর শহরগুলির ফটকের সামনে তা বসায় octrois*; ফলে যেন ফরাসী মদের বিরুদ্ধে রক্ষণ-শুল্ক বসিয়েছে এমন সব পরদেশে রূপান্তরিত হয় তেমন প্রত্যেকটি শহর। বড় মদ্য ব্যবসায়ীরা, তার থেকেও বেশী পরিমাণে ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা (marchands de vins), মদ বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকেরা, মদবিক্রয়ের উপর যাদের জীবিকা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, এরা সবাই মদ্য-করের উপরে খড়্গহস্ত। সর্বোপরি, মদের ব্যবহার হ্রাস ক'রে এই কর উৎপাদকের বিক্রয়-ক্ষেত্রের। এই কর যেমন শহুরে শ্রমিকদের মদের দাম দিতে অপারগ করে তোলে, তেমনই মদের জন্য যারা আঙুরের চাষ করে তারাও এর দরুন মদ

---

* স্থানীয় শুল্ক সংগ্রহের দপ্তর। — সম্পাঃ

বিক্রয় করে উঠতে পারে না। অথচ ফ্রান্সে আঙুর-চাষীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় এককোটি বিশ লক্ষ। সাধারণভাবে এ ব্যাপারে মানুষের বিদ্বেষ তাই বোঝা যায়, বিশেষ করে বোঝা যায় মদ্য-করের বিরুদ্ধে কৃষকদের উগ্রতা। এর উপরে, তারা এই কর পুনঃপ্রবর্তনের ভিতরে কোন বিচ্ছিন্ন, মোটের উপরে আকস্মিক ঘটনামাত্র দেখে নি। কৃষকদের এক ধরনের স্বকীয় ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে, যেটার ধারা পিতা থেকে পুত্রে প্রবহমান; আর সেই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ে শোনা যায় যে, যখনই কোন সরকার কৃষকদের ঠকাতে চায় তখনই সেটা মদ্য-কর উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং যখনই কৃষকদের প্রতারণা সম্পন্ন হয়ে যায় তখনই করটা বজায় রাখে বা পুনঃপ্রবর্তিত করে। মদ্য-করের মধ্যে কৃষকেরা শুঁকে দেখে সরকারের গন্ধ, সেটার ঝোঁক। ২০ ডিসেম্বর মদ্য-করের পুনঃপ্রবর্তনের অর্থ দাঁড়াল **লুই বোনাপার্ট ও অন্যদের শামিল**। কিন্তু তিনি তো অন্যদের মতো ছিলেন না; তিনি **কৃষকদেরই এক আবিষ্কার**। আর মদ্য-করের বিপক্ষে লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষরের দরখাস্ত মারফত তারা যেন ফিরিয়ে নিল সেই ভোট, এক বছর আগে যা তারা দিয়েছিল 'খুড়োর ভাইপোকে'।

মোট ফরাসী জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি গ্রামের মানুষ, তাদের অধিকাংশই তথাকথিত স্বাধীন **জমি-মালিক**। ১৭৮৯-এর বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক বোঝা থেকে বিনা খরচে মুক্তি লাভ করায় এদের প্রথম পুরুষ জমির জন্য কোন দাম দেয় নি। কিন্তু তাদের আধা-ভূমিদাস পূর্বপুরুষদের যা দিতে হত খাজনা, আবওয়াব, বেগারখাটা (corvée) প্রভৃতি খাতে, সেটা উত্তর পুরুষদের দিতে হতে লাগল **জমির দাম** হিসেবে। একদিকে জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেল ও অন্যদিকে জমির বিভাজন যেমন বাড়তে থাকল, টুকরো ভাগগুলির দরও তেমন চড়তে লাগল, কারণ যতই টুকরো ছোট হল ততই সেগুলির চাহিদা বেড়ে গেল। কিন্তু জমির টুকরোটার জন্য কৃষকের দেওয়া দাম যে-অনুপাতে বাড়ল, তা সে-জমি সে সরাসরিই কিনুক বা তার সহ-উত্তরাধিকারীদের কাছে তা পুঁজি হিসেবে গণ্য করিয়েই নিক, **কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা** অর্থাৎ **মর্টগেজও** বাধ্য হয়ে ততই বাড়তে লাগল। জমির উপর দায় চাপিয়ে যে ঋণের দাবি তাকেই বলে **মর্টগেজ**, জমির ক্ষেত্রে বন্ধকী খত। মধ্যযুগীয় ভূসম্পত্তির উপরে যেভাবে **বিশেষ অধিকারগুলি** জমে উঠেছিল, তেমনই **মর্টগেজ** জমতে থাকে আধুনিক ক্ষুদে জোতগুলির

উপরে। অপরপক্ষে, জমি বিভাজন ব্যবস্থায় জমি হল সেটার মালিকের একটা নিছক **উৎপাদন হাতিয়ার**। জমির ফলপ্রসূতা আবার জমি বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে একই মাত্রায় হ্রাস পায়। জমিতে যন্ত্রের প্রয়োগ, শ্রমবিভাগ. জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সেচ প্রণালী প্রভৃতি জমির উন্নতিবিধায়ক প্রধান ব্যবস্থাগুলি আরও বেশি পরিমাণে অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর উৎপাদনের হাতিয়ারটারই বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির **অনুৎপাদী খরচও** বেড়ে চলে সেই অনুপাতে। এ সবই ঘটে ক্ষুদে জোতের মালিকের হাতে পুঁজি থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু যতই বিভাজন বেড়ে যায়, ততই একান্ত শোচনীয় সাজসরঞ্জাম সমেত জমির টুকরোটাই হয়ে দাঁড়ায় ক্ষুদে জোতের কৃষকদের সমগ্র পুঁজি; ততই জমিতে পুঁজি প্রয়োগ কমতে থাকে; ততই কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ নেওয়ার মতো জমি, টাকা ও শিক্ষার অভাব ঘটে কুটিরবাসী কৃষকের, আর সঙ্গে সঙ্গে অবনতি ঘটতে থাকে ভূমিকর্ষণের। শেষ পর্যন্ত, **মোট পরিভোগ** যেমন বাড়ে সেই অনুপাতে কমতে থাকে **নীট মুনাফা**, কেননা কৃষকের সমগ্র পরিবার তার জোতের টানে অন্য পেশা গ্রহণে নিবৃত্ত থাকে অথচ তার থেকে তাদের জীবনধারণের উপায় কুলিয়ে ওঠে না।

সুতরাং যে পরিমাণে জনসংখ্যা ও তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি বিভাজন বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণেই **উৎপাদনের সাধিত্র**, জমিও **দুর্মূল্য হতে থাকে** ও **তার উর্বরতা** হ্রাস পায়, **কৃষির অবনতি ঘটে এবং কৃষকের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপে**। আর যা ছিল ফল তাই ঘুরে আবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক পুরুষ পরবর্তী পুরুষকে রেখে যায় আরো ঋণের অতলে; প্রত্যেক নতুন পুরুষ শুরু করে আরও প্রতিকূল, আরও খারাপ অবস্থা থেকে, মর্টগেজ থেকে আরো মর্টগেজের উদ্ভব হয়; আর কৃষকের পক্ষে যখন **নতুন ঋণ** পাওয়ার জন্য তার ক্ষুদে জোত বাঁধা রাখা, অর্থাৎ তার ওপর নতুন মর্টগেজ চাপানো অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন সে সরাসরি শিকার হয়ে পড়ে **সুদখোরির**, আর **সুদখোরী কুসীদের হারও** ততই অপরিমিত হয়ে দাঁড়ায়।

তাই অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, ফরাসী কৃষক জমি বন্ধক রাখা **মর্টগেজের সুদ**, এবং **বিনা বন্ধকে সুদখোরেরা যে টাকা কর্জ দেয়** তার সুদ হিসেবে পুঁজিপতির হাতে তুলে দিচ্ছে শুধু ভূমিখাজনা নয়, শুধু শিল্পগত

মুনাফা নয়, এককথায় কেবলমাত্র **সমগ্র নীট মুনাফা** নয়, তুলে দিচ্ছে **মজুরির একাংশ** পর্যন্ত, তাই এইভাবে সে নেমে গেছে **আইরিশ প্রজাচাষীর** সমপর্যায়ে, আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে **ব্যক্তিগত সম্পত্তিমালিক** হওয়ার অছিলায়।

ফ্রান্সে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে ক্রমবর্ধমান **করের বোঝা** ও **আদালতের খরচার দরুন,** যার কিছুটা দরকার পড়ে ফরাসী আইনকানুন ভূমিস্বত্বকে যে আনুষ্ঠানিকতায় জড়িয়েছে সরাসরি তারই কারণে; কিছুটা ভূমিখন্ডগুলি সর্বত্রই পরস্পরকে ঘিরে থাকা ও কাটাকাটি করার ফলে যে অসংখ্য বিরোধ ঘটে তার জন্য; এবং কিছুটা কৃষকদের মামলাবাজির ফলে — এই কৃষকদের সম্পত্তিভোগ সীমাবদ্ধ তাদের কাল্পনিক সম্পত্তির পাট্টা, তাদের **স্বত্বাধিকার** প্রতিষ্ঠার ক্ষেপামিতে।

১৮৪০ সালের এক পরিসংখ্যান বিবৃতি অনুসারে ফরাসী কৃষির মোট উৎপাদন ছিল ৫,২৩,৭১,৭৮,০০০ ফ্র্যাঙ্ক পরিমাণ। যারা খাটে তাদের পরিভোগের পরিমাণ ধরে কৃষির খরচ দাঁড়ায়, ৩,৫৫,২০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক। বাকি থাকে ১,৬৮,৫১,৭৮,০০০ ফ্র্যাঙ্ক পরিমাণের নীট উৎপন্ন, যার থেকে ৫৫,০০,০০,০০০ বাদ দিতে হবে মর্টগেজের সুদ বাবদ, ১০,০০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক আদালত কর্মচারীদের পাওনা বাবদ, ৩৫,০০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক কর বাবদ, এবং ১০,৭০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক রেজিস্ট্রি খরচ, স্ট্যাম্প মাসুল, মর্টগেজ ফী প্রভৃতি বাবদ। বাকি থাকে নীট উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৫৩,৮০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক। জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করে দিলে মাথাপিছু ২৫ ফ্র্যাঙ্ক নীট উৎপন্নও পড়ে না (৮১)। স্বভাবতই মর্টগেজ বাদে সুদখোরি বা উকিলের পাওনা প্রভৃতি এই হিসাবে ধরা হয় নি।

প্রজাতন্ত্র পুরনোর উপরে নতুন বোঝা চাপিয়ে দেবার দরুন ফরাসী কৃষকদের হাল কী দাঁড়াল বুঝতেই পারা যায়। দেখা যায় যে, তাদের উপরে শোষণ শুধু **রূপের** দিক দিয়েই শিল্প শ্রমিকদের উপরে শোষণের থেকে ভিন্ন ধরনের। শোষক একই: **পুঁজি।** ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষণ করে **মর্টগেজ ও সুদখোরি** মারফত; গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে **সরকারী কর** মারফত। কৃষকের স্বত্বাধিকারই হল সেই কবচ যার দ্বারা পুঁজি এযাবৎ তাকে যাদু করে এসেছে সেই অছিলা যা

তাকে লাগিয়েছে শিল্প শ্রমিকদের বিপক্ষে। একমাত্র পুঁজির পতনেই কৃষকের উন্নতিবিধান সম্ভব; পুঁজিপতি-বিরোধী প্রলেতারীয় সরকারই শুধু অবসান ঘটাতে পারে তার আর্থিক দুর্গতির, তার সামাজিক অবনতির। **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** হল তার ঐক্যবদ্ধ শোষকদের একনায়কত্ব, **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক, লাল** প্রজাতন্ত্র হচ্ছে তার মিত্রদের একনায়কত্ব। পাল্লা ওঠে পড়ে আবার ভোটের বাক্সে ফেলা কৃষকের ভোটের সঙ্গে সঙ্গে। তার ভাগ্য স্থির করতে হবে স্বয়ং তাকেই। সমাজতন্ত্রীরা এ কথাই বলছিল পুস্তিকা, বার্ষিকী, দিনপঞ্জী ও নানা ইস্তাহার মারফত। এই ভাষা তার কাছে আরো বোধগম্য হল শৃঙ্খলা পার্টির পাল্টা লেখালেখির ফলে; সে পার্টিও কৃষকের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল এবং স্থূল অত্যুক্তি আর সমাজতন্ত্রীদের অভিপ্রায় ও আদর্শ সম্পর্কে তার ক্রূর ধারণা ও বর্ণনা দ্বারা খাঁটি কৃষকের মনের তারে ঘা দিয়েছিল, নিষিদ্ধ ফলের প্রতি আরও উদ্দীপিত করে তুলেছিল তার তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু সব থেকে বোধগম্য ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাষা, যে অভিজ্ঞতা কৃষকেরা সঞ্চয় করেছিল ভোটাধিকার ব্যবহারের ফলে; সবচেয়ে বোধগম্য ছিল মোহভঙ্গগুলো, যা তাকে অভিভূত করে ফেলছিল বৈপ্লবিক গতিতে, আঘাতের পর আঘাতে। **বিপ্লবই হচ্ছে ইতিহাসের ইঞ্জিন।**

কৃষকদের ক্রমিক বৈপ্লবিক রূপান্তর নানা লক্ষণের ভিতর দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিধান-সভা নির্বাচনে ইতিপূর্বেই তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, দেখা গেল লিয়োঁ-র প্রান্তবর্তী পাঁচটি জেলার অবরোধের অবস্থার মধ্যে, দেখা গেল ১৩ জুনের মাস কয়েক পরে জিরোঁদ জেলা কর্তৃক অবিশ্বাস্য পরিষদের* (Chambre introuvable) প্রাক্তন সভাপতির জায়গায় 'পর্বতের' লোকের নির্বাচনে; দেখা গেল মৃত লেজিটিমিস্ট প্রতিনিধির জায়গায় ১৮৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর দ্যু গার (du Gard) (৮২) জেলায় এক লাল প্রার্থীর নির্বাচনে, যে এলাকা ছিল লেজিটিমিস্টদের কল্পরাজ্য, ১৭৯৪ ও ১৭৯৫ সালে যা ছিল প্রজাতন্ত্রীদের উপরে ভীষণতম উৎপীড়নের রঙ্গমঞ্চ, এবং

---

* ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের দ্বিতীয় পতনের ঠিক পরেই যে অত্যুগ্র রাজতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচিত হয় ইতিহাসে তার এই নামকরণ হয়েছিল। [১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

১৮১৫ সালে যা ছিল শ্বেত সন্ত্রাসের কেন্দ্র, যেখানে উদারপন্থী ও প্রটেস্টান্টদের হত্যা করা হয়েছিল প্রকাশ্যে। সব থেকে স্থাণু শ্রেণীর এই বৈপ্লবিক রূপান্তর সব থেকে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মদ্য-কর পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে। সরকারী ব্যবস্থাদি এবং ১৮৫০ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের আইনগুলি প্রায় একান্তভাবেই প্রযুক্ত হয়েছিল **জেলাগুলি ও কৃষকদের** বিরুদ্ধে। এইটাই তাদের অগ্রগতির সব থেকে পরিষ্কার প্রমাণ।

দ'অপুল বিজ্ঞপ্তি, যার দ্বারা সশস্ত্র পুলিসকে প্রিফেক্ট, সাব-প্রিফেক্ট ও সর্বোপরি মেয়রের ইন্‌কিউজিটর নিয়োগ এবং সুদূরতম গ্রামের গোপন আনাচে-কানাচেও গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা হল; **স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইন,** যার দ্বারা কৃষক শ্রেণীর গুণীজন, মুখপাত্র, গুরু ও ব্যাখ্যাকারেরা হল প্রিফেক্টের স্বৈরাচারী ক্ষমতাধীন, যাতে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যকার এই প্রলেতারিয়ানরা একটা থেকে অন্য সম্প্রদায়ে বিতাড়িত জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে ফিরল; **মেয়র-বিরোধী আইন,** যার দ্বারা পদচ্যুতির আশঙ্কারূপী দ্যামোক্লিসের খড়্গ এদের মাথার উপরে ঝোলানো রইল, আর কৃষক-সম্প্রদায়গুলির এই সভাপতিরা প্রতি মুহূর্তেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও শৃঙ্খলা পার্টির বিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছিল; সেই **অর্ডিনান্স,** যাতে সতেরোটি সামরিক জেলাকে রূপান্তরিত করা হল চারটি পাশালিক এলাকায় (৮৩) এবং ফরাসীদের উপরে সৈন্য ব্যারাক আর শিবির চাপিয়ে দিল জাতীয় **আড্ডা বৈঠক** হিসেবে; **শিক্ষা আইন,** যার দ্বারা শৃঙ্খলা পার্টি সর্বজনীন ভোটাধিকারের আমলে ফ্রান্সের জীবনের শর্তরূপে যেন ঘোষণা করল তার অজ্ঞানতা ও জবরদস্তি বিমূঢ়তাকেই; এইসব আইন ও ব্যবস্থাদির প্রকৃতিটা কী? শৃঙ্খলা পার্টির তরফে জেলাগুলিকে ও জেলার কৃষকদের পুনরায় জয় করারই মরিয়া চেষ্টা মাত্র।

পীড়ন হিসেবে এগুলি ছিল নিকৃষ্ট পদ্ধতি, যা গলা টিপে মারল নিজের উদ্দেশ্যকেই। মদ্য-কর, ৪৫ সাঁতিম কর বজায় রাখা, শতকোটি ফ্র্যাঙ্ক ফেরত দেবার জন্য কৃষকদের আবেদনগুলিকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বড় বড় ব্যবস্থা, এইসব আইনী বজ্রাঘাত কেন্দ্র থেকে পাইকারীভাবে একবারই পড়েছিল কৃষক শ্রেণীর উপরে; যে সব আইন ও ব্যবস্থাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তা আক্রমণ ও প্রতিরোধকে **সাধারণ** ও প্রতিটি কুটিরের প্রতিদিনের

আলোচ্য বিষয় করে তুলল। প্রতিটি গ্রামে তা বিপ্লবের টিকা দিয়ে দিল; **বিপ্লবকে করে তুলল স্থানীয়ভূত ও কৃষকীভূত।**

পক্ষান্তরে, বোনাপার্টের এই সকল প্রস্তাব ও জাতীয় সভা কর্তৃক সেগুলিকে গ্রহণ কি অরাজকতা দমন, অর্থাৎ বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শ্রেণী দাঁড়ায় তাদের দমনের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দুই শক্তির ঐক্যই প্রমাণ করে না? **সুলুক** তাঁর অশিষ্ট বক্তব্যের (৮৪) ঠিক পরেই কি বিধান-সভাকে তাঁর dévouement* সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করেন নি তার অব্যবহিত পরবর্তী **কার্লিয়ে**-র বক্তব্য মারফত (৮৫), যে কার্লিয়ে ছিলেন ফুশে-র নোংরা ও নীচ এক ব্যঙ্গমূর্তি, যেমন লুই বোনাপার্ট নিজেই ছিলেন নেপোলিয়নের শূন্যগর্ভ ব্যঙ্গমূর্তি।

শিক্ষা আইন আমাদের দেখাল তরুণ ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রবীণ ভলটেয়ারভক্তদের মৈত্রীর দৃশ্য। ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া শাসন কি জেশুইট-সমর্থক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও লোকদেখানো যুক্তিবাদী জুলাই রাজতন্ত্রের সম্মিলিত স্বৈরাচার ছাড়া আর কিছু হতে পারত? প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সংগ্রামের সময়ে এক বুর্জোয়া উপদল অন্য উপদলের বিরুদ্ধে যে হাতিয়ার ছড়িয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে; তা কি সেই জনসাধারণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে না যখন শেষোক্তরা তাদের ঐক্যবদ্ধ একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে? **জেশুইটবাদের** এই লাস্যময়ী প্রদর্শনীর (étalage) চেয়ে বেশি করে প্যারিসের দোকানীদের আর কিছুই ক্ষুব্ধ করে নি, এমন কি আপোসে মিটমাটের প্রত্যাখ্যানও নয়।

ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা পার্টির বিভিন্ন উপদলের মধ্যে এবং জাতীয় সভা ও বোনাপার্টের মধ্যে সংঘাত চলতেই থাকল। জাতীয় সভা মোটেই খুশি হয় নি যে বোনাপার্ট তাঁর হঠাৎ কুদেতার ঠিক পরেই, তাঁর নিজস্ব বোনাপার্টপন্থী মন্ত্রিসভা নিয়োগের পর রাজতন্ত্রের অথর্বদের, সদ্যনিযুক্ত প্রিফেক্টদের তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর পুনঃনির্বাচনের জন্য তাদের তরফ থেকে সংবিধানবিরুদ্ধ আন্দোলনকেই তাদের চাকরির শর্ত করলেন; সভা খুশি হয় নি যে কার্লিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা

* শৃঙ্খলানুগতা। — সম্পাঃ

উদ্‌যাপন করলেন একটি লেজিটিমিস্ট ক্লাব বন্ধ করে দিয়ে অথবা বোনাপার্ট তাঁর নিজস্ব এক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন 'Le Napoléon' (৮৬) নামে, যার মধ্যে জনসাধারণের নিকটে প্রকট হতে থাকল রাষ্ট্রপতির গোপন কামনা অথচ বিধান-সভার মঞ্চ থেকে তাঁর মন্ত্রীদের সেকথা অস্বীকার করতে হচ্ছিল। সভা মোটেই খুশি হয় নি যে, বহু অনাস্থা ভোট সত্ত্বেও তাচ্ছিল্যভরে মন্ত্রিসভা বজায় রাখা হল; প্রতিদিন চার সু বাড়তি মাইনে দিয়ে নিম্নস্তরের অফিসারদের অথবা এজেন স্যু-র 'রহস্য'* মেরে দিয়ে মানরক্ষার ঋণ ব্যাঙ্ক যুগিয়ে প্রলেতারিয়েতকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টাতেও খুশি হয় নি সভা। সর্বোপরি, সভা মোটেই খুশি হয় নি সেই ঔদ্ধত্যে, যার মারফত মন্ত্রীদের বাধ্য করা হল বাকি জুন বিদ্রোহীদের আলজিয়েরে নির্বাসনে পাঠানোর প্রস্তাব করতে, যাতে বিধান-সভার উপরে en gros** জনসাধারণের বিরাগ চাপানো যায়, অথচ রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিবিশেষে মার্জনা বিতরণ করে en détail*** জনপ্রিয়তা মজুত রাখলেন নিজের জন্য। **তিয়ের**-এর মুখ দিয়ে কুদেতা ও হঠকারী কার্যকলাপের (coups de tête) সশঙ্ক কথা বেরিয়ে পড়ল, আর বিধান-সভা বোনাপার্টের উপরে প্রতিশোধ নিল তাঁর নিজের সুবিধার জন্য তিনি যে সব আইনের প্রস্তাব করছিলেন তার প্রত্যেকটিকেই নাকচ ক'রে, এবং সাধারণ স্বার্থে যখনই তিনি প্রস্তাব পেশ করলেন তার প্রত্যেকটিতে সোচ্চার সংশয়ে এই নিয়ে তদন্ত করে যে, কার্যনির্বাহক ক্ষমতাবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে বোনাপার্ট নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বাড়াতে চাইছেন কিনা। এককথায়, সভা **প্রতিশোধ নিচ্ছিল এক অবজ্ঞার চক্রান্ত দিয়ে।**

লেজিটিমিস্ট পার্টি তার দিক থেকে বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল যে, অধিকতর দক্ষ অর্লিয়ান্সীরা আবার প্রায় সব পদ দখল করে ফেলেছে, এবং তারা যেখানে মুক্তির সন্ধান করছিল, প্রধানত **বিকেন্দ্রীকরণে**, সেখানে বেড়েই চলেছে **কেন্দ্রীকরণ**। আর ঘটেছিলও তাই। প্রতিবিপ্লব **কেন্দ্রীকরণ** চালিয়েছিল **বলপ্রয়োগের সাহায্যে**, অর্থাৎ সেটা প্রস্তুত করছিল বিপ্লবেরই যন্ত্রব্যবস্থা। প্যারিস ব্যাঙ্কে ফ্রান্সের সোনারূপাও প্রতিবিপ্লব **কেন্দ্রীভূত**

* বইটির পুরা ইংরেজী নাম হল 'প্যারিস রহস্য'। — সম্পাঃ

** পাইকারীভাবে। — সম্পাঃ

*** খুচরাভাবে। — সম্পাঃ

করেছিল ব্যাংকনোটের বাধ্যতামূলক দর বেঁধে, আর এভাবে সৃষ্টি করেছিল বিপ্লবের **তৈরী যুদ্ধ-তহবিল।**

সর্বশেষে, অর্লিয়ান্সীরা বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল তাদের জারজ নীতির সঙ্গে প্রতিতুলনা টানা হচ্ছে উদীয়মান লেজিটিমিস্ট নীতির, আর নিজেরা তারা প্রতিমুহূর্তে অভিজাত স্বামীর হীনকুল বুর্জোয়া স্ত্রী হিসেবে লাঞ্ছনা ও দুর্ব্যবহার সইছে।

কিছু কিছু করে দেখা গেল কী করে কৃষক, পেটি বুর্জোয়া, সাধারণভাবে মধ্য শ্রেণীগুলি প্রলেতারিয়েতের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিল, বাধ্য হচ্ছিল সরকারী প্রজাতন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে, আর প্রজাতন্ত্র তাদের গণ্য করছিল বিপক্ষ হিসেবে। **বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, নিজেদের আন্দোলনের সংস্থা হিসেবে গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আনুগত্য, নির্ধারক বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে জড় হওয়া,** এসবই হল **তথাকথিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পার্টি, লাল প্রজাতন্ত্রের পার্টির** সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিরুদ্ধপক্ষের দেওয়া আখ্যা অনুসারে এই **নৈরাজ্য পার্টিও** ছিল **শৃঙ্খলা পার্টির** মতোই বিচিত্র স্বার্থের জোট। পুরনো সামাজিক বিশৃঙ্খলার তুচ্ছতম সংস্কার থেকে শুরু করে পুরনো সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ অবধি, বুর্জোয়া উদারনীতি থেকে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ অবধি, এমনই বিপুল ব্যবধান নৈরাজ্য পার্টির আরম্ভস্থল এবং সমাপ্তিস্থলের চরম অবস্থানের মধ্যে।

রক্ষণ-শুল্কের অবসান — সমাজতন্ত্র! কারণ শৃঙ্খলা পার্টির **শিল্প** গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারের উপরে এতে আঘাত পড়ে। সরকারী বাজেট নিয়ন্ত্রণ — সমাজতন্ত্র! কারণ এতে ঘা পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির **ফিনান্স** গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে। বিদেশ থেকে মাংস ও শস্যের অবাধ আমদানি — সমাজতন্ত্র! কারণ তার চোট পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির তৃতীয় গোষ্ঠী **বৃহৎ ভূসম্পত্তি-মালিকদের** একচেটিয়া অধিকারের উপরে। অবাধ বাণিজ্য (free-trade) পার্টির (৮৭), অর্থাৎ ইংলণ্ডের সব থেকে অগ্রণী বুর্জোয়া পার্টির দাবিগুলি ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক দাবি বলে প্রতীয়মান হয়। ভলটেয়ারবাদ — সমাজতন্ত্র! কারণ শৃঙ্খলা পার্টির চতুর্থ গোষ্ঠী **ক্যাথলিকেরা** এতে আহত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনের অধিকার, সর্বজনীন সাধারণ

শিক্ষা — **সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র!** সেগুলির আঘাত পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির সাধারণ একচেটিয়ার উপরে।

বিপ্লবের অগ্রগতি অবস্থাটাকে এত দ্রুত পরিণত করে তুলল যাতে সব ধাঁচের সংস্কার-বান্ধবেরা, মধ্য শ্রেণীগুলির সব থেকে নরম দাবিগুলিও বাধ্য হল বিপ্লবের সব থেকে চরমপন্থী পার্টির পতাকা, **লাল ঝাণ্ডার** চারিদিকে জড়ো হতে।

তবু, আপন আপন শ্রেণীর অথবা শ্রেণীভুক্ত গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও সেটা থেকে উদ্ভূত সমগ্র বৈপ্লবিক চাহিদা অনুসারে নৈরাজ্য পার্টির বিভিন্ন বড় বড় অংশের **সমাজতন্ত্র** বিচিত্র ঢঙের হলেও **একটি** ব্যাপারে সেগুলির মধ্যে মিল ছিল: নিজেকে **প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের উপায়** বলে, এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিকে নিজ **লক্ষ্য** হিসেবে ঘোষণা করার ব্যাপারে। কারও কারও পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত প্রতারণা; আপন চাহিদা অনুযায়ী রূপান্তরিত দুনিয়াকে যারা সকলের পক্ষেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সব বৈপ্লবিক দাবির সার্থক রূপায়ণ ও সব বৈপ্লবিক সংঘাতের অবসান বলে চালিয়ে থাকে, এমন ধরনের অন্যান্যদের পক্ষে এটা হল আত্মপ্রতারণা।

শুনতে যা একরকমই ঠেকে, **'নৈরাজ্য পার্টির'** সেইসব **সাধারণ** সমাজতান্ত্রিক বুলির পিছনে লুকানো রইল 'National', 'Presse' এবং 'Siècle'-এর **সমাজতন্ত্র,** মোটামুটি স্থিরভাবে যার লক্ষ্য ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসনের উচ্ছেদ এবং শিল্প-বাণিজ্য তদবধি যে শৃঙ্খলে বাঁধা রইল তা থেকে সেগুলির মুক্তিসাধন। এ হল শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সমাজতন্ত্র, শৃঙ্খলা পার্টির ভিতরে যাদের মাতব্বরেরা এই স্বার্থগুলিকে অস্বীকার করে যেই তাদের ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকারের সঙ্গে ওগুলির আর মিল থাকে না। খাস সমাজতন্ত্র, **পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র,** par excellence* সমাজতন্ত্র, সেটা এই **বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র** থেকে স্বতন্ত্র, যেটার কাছে, যেমন যেকোন ঢঙের সমাজতন্ত্রেরই কাছে, শ্রমিক ও পেটি বুর্জোয়াদের একটি অংশ গিয়ে জোটে স্বভাবতই। এই শ্রেণীর ওপর পুঁজি হানা দেয় প্রধানত তার **পাওনাদার** হিসেবে; তাই সে চায় **ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান।** পুঁজি তাকে দমন

* সেরা। — সম্পাঃ

করে **প্রতিযোগিতায়**; তাই সে চায় রাষ্ট্রসমর্থিত **সমিতি।** পঁুজি তাকে অভিভূত করে **কেন্দ্রীকরণে**; তাই তার দাবি হল **ক্রমোন্নত কর,** উত্তরাধিকারের সীমাবদ্ধকরণ, রাষ্ট্র কর্তৃক বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পগুলি গ্রহণ, এবং **পঁুজির বৃদ্ধিতে জোর করে বাধা দেবার** অন্যান্য ব্যবস্থাদি। যেহেতু এই **সমাজতন্ত্র** স্বপ্ন দেখে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র লাভের — স্বল্পস্থায়ী এক-আধ দিনের দ্বিতীয় এক ফেব্রুয়ারি বিপ্লব না-হয় মেনে নিয়ে — সেইজন্য আগামী দিনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটা তার কাছে স্বভাবতঃই **বিভিন্ন তন্ত্রের** (systems) **প্রয়োগ** বলেই মনে হয়, যে-তন্ত্র সমাজের চিন্তাবিদেরা, দল বেঁধেই হোক বা একক উদ্ভাবক হিসেবেই হোক, উদ্ভাবন করছেন বা করেছেন। এইভাবে এরা চালু সমাজতান্ত্রিক **তন্ত্রগুলির, নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্রের** পাঁচমিশালী সংগ্রাহক বা ওস্তাদ হয়ে দাঁড়ায়, যা প্রলেতারিয়েতের তত্ত্বগত অভিব্যক্তি ছিল শুধু ততদিনই যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী নিজস্ব স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্যে বিকাশলাভ করতে পারে নি।

এই **ইউটোপিয়া,** এই **নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্র** যখন সমগ্র আন্দোলনকে সেটার একটা মুহূর্তের সাপেক্ষ করে রাখে, সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের জায়গায় স্থান দেয় বিশেষ বিশেষ বিদ্যাবাগীশের মস্তিষ্ক-কর্মকে, এবং, সর্বোপরি, শ্রেণীগুলির বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও তার চাহিদাকে কল্পনায় উড়িয়ে দেয় তুচ্ছ ভেল্কিবাজিতে, নয়ত বিপুল ভাবালুতায়; এই নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্র যখন আসলে চালু সমাজকে আদর্শায়িত করে, তার ছবি আঁকে ছায়া বাদ দিয়ে ও বর্তমান সমাজের বাস্তবতার বিপরীতেই হাসিল করতে চায় নিজের আদর্শ। এই সমাজতন্ত্রকে যখন প্রলেতারিয়েত ছেড়ে দেয় পেটি বুর্জোয়াদের হাতে; বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী নেতাদের নিজেদের ভিতরকার সংগ্রাম যখন এর প্রত্যেকটি তথাকথিত তন্ত্রকে অন্যের বিপক্ষে সমাজ-বিপ্লবে উৎক্রমণের অন্যতম যাত্রাস্থলের প্রতি সাড়ম্বর আনুগত্য হিসেবে তুলে ধরে — **প্রলেতারিয়েত** তখন ক্রমাগত বেশি মাত্রায় সমবেত হতে থাকে **বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের** চারিদিকে, **কমিউনিজমের** চারিদিকে, বুর্জোয়ারাই যেটাকে **ব্লাঙ্কি**-র নামাঙ্কিত করেছে। **সাধারণভাবে শ্রেণী বৈষম্য লোপ করার,** যে সব উৎপাদন-সম্পর্কের উপরে সেটার প্রতিষ্ঠা তা লোপ করার, সেই উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক লোপ করার,

সেই সমাজ-সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত সমস্ত ধ্যানধারণার বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উৎক্রমণ-স্থান হিসেবে **বিপ্লবের নিরন্তরতা** এবং প্রলেতারিয়েতের **শ্রেণীগত একনায়কত্বের ঘোষণাই** এই সমাজতন্ত্র।

এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা এই রচনার চৌহদ্দির মধ্যে সম্ভব নয়।

আমরা দেখেছি **শৃঙ্খলা** পার্টিতে যেমন **ফিনান্স আভিজাত্য** অনিবার্যভাবেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, তেমনি **'নৈরাজ্য'** পার্টিতে নেতৃত্ব করল **প্রলেতারিয়েত**। এক বৈপ্লবিক সংঘে ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণী যখন প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে সমবেত হতে থাকল, জেলাগুলি যখন ক্রমেই আরো অনির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে লাগল, এবং বিধান-সভাও ক্রমেই যখন আরো বিষণ্ণ হতে থাকল ফরাসী সুলুকের* দাবিতে, তখন ১৩ জুনের পর বিতাড়িত 'পর্বতের' সদস্যদের স্থানে বহুবার স্থগিত ও বহুবিলম্বিত বদলি সদস্য উপনির্বাচনের দিন নিকটে এল।

শত্রুদের দ্বারা ঘৃণিত, তথাকথিত বন্ধুদের কাছে দুর্ব্যবহারপীড়িত ও দিনের পর দিন লাঞ্ছিত সরকার এই প্রতিকূল ও অসহ্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটিমাত্র পথ দেখতে পেল — **বিদ্রোহ**। প্যারিসে কোনও বিদ্রোহ ঘটলে প্যারিসে ও জেলাগুলিতে অবরোধের অবস্থা ঘোষণার, আর সেই সঙ্গে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের সুযোগ হবে। পক্ষান্তরে, নৈরাজ্যের উপরে জয়লাভ করেছে এমন এক সরকারের সামনে শৃঙ্খলার বন্ধুরাও সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, যদি না তারা নিজেরাই নৈরাজ্যবাদী প্রতিপন্ন হতে চায়।

কাজ শুরু করল সরকার ১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারির গোড়ায় মুক্তি বৃক্ষগুলি (৮৮) কেটে ফেলে জনগণকে প্ররোচিত করা হল। ব্যর্থ প্রয়াস। মুক্তি বৃক্ষ যদি বা স্থানচ্যুত হল, দিশেহারা হয়ে পড়ল সরকার নিজেই এবং নিজের প্ররোচনাতে নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটল। জাতীয় সভা অবশ্য বোনাপার্টের তরফের এই স্থূল বন্ধনছেদের প্রয়াসকে হিমশীতল অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। জুলাই স্তম্ভ থেকে ইম্মর্টেল ফুলের মালা (৮৯) অপসারণও

* নেপোলিয়ন তৃতীয়। — সম্পাঃ

এর থেকে বেশি সফল হল না। সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে এ ঘটনা সুযোগ দেয় বৈপ্লবিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের; আর জাতীয় সভা এতে উপলক্ষ পায় মন্ত্রিসভার প্রতি কমবেশি প্রচ্ছন্ন এক অনাস্থাজ্ঞাপক ভোটের। বৃথাই সরকারী খবরের কাগজগুলি ভয় দেখাল সর্বজনীন ভোটাধিকার নাকচের ও কসাক আক্রমণের। ব্যর্থ হল খাস বিধান-সভায় বামপন্থীদের উদ্দেশে ঘোষিত দ'অপুলের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের এই আহ্বান — যেন তারা রাস্তায় নেমে দেখে, আর তাঁর এই ঘোষণা যে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার। দ'অপুল সভাপতির কাছ থেকে শৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ বাদে আর কিছু লাভ করলেন না এবং নীরব বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে শৃঙ্খলা পার্টি বামপন্থীদেরই একজন সদস্যকে বোনাপার্টের জবরদস্তি গদি দখলের লোলুপতাকে বিদ্রূপ করতে দিল। সর্বশেষে ব্যর্থ হল **২৪ ফেব্রুয়ারি** তারিখে নতুন বিপ্লব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। জনসাধারণ যাতে ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে উপেক্ষা করে তা সরকারই ঘটিয়ে দিল।

প্রলেতারিয়েত প্ররোচিত হয়ে **বিদ্রোহ** করে নি, কারণ তারা তখন **বিপ্লব** ঘটাবার মুখে।

যে সরকারী প্ররোচনা চলতি অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে উত্যক্ত মনোভাবকেই আরও তীব্র করে তুলেছিল তার ফাঁদে পা না দিয়ে পুরোপুরি শ্রমিকদের প্রভাবাধীন নির্বাচন কমিটি প্যারিসের জন্য তিনজন প্রার্থী দাঁড় করাল: **দ্য ফ্লত, ভিদাল ও কার্নো**। দ্য ফ্লত ছিলেন জুন মাসে নির্বাসিত এক ব্যক্তি, বোনাপার্টের জনপ্রিয়তা অর্জনের নানা চালের একটির দরুন যাঁর দণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়ে যায়; তিনি ছিলেন ব্লাঙ্কির বন্ধু এবং ১৫ মে-র প্রচেষ্টায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন। 'সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গে' নামক তাঁর গ্রন্থের মারফত কমিউনিস্ট লেখক হিসেবে পরিচিত ভিদাল ছিলেন লুক্সেমবুর্গ কমিশনে লুই ব্লাঁর প্রাক্তন সচিব। কনভেনশনের যে লোকটি জয়লাভ সংগঠিত করেছিলেন তাঁর পুত্র, 'National'-এর পার্টির সব থেকে কম কলঙ্কলিপ্ত সদস্য, অস্থায়ী সরকার ও কার্যনির্বাহক কমিশনের শিক্ষামন্ত্রী কার্নো তাঁর গণতান্ত্রিক জনশিক্ষা প্রস্তাবের দরুন জেশুইটদের শিক্ষা আইনের জীবন্ত প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই তিন প্রার্থী প্রতিনিধিত্ব করতেন তিনটি মিত্র শ্রেণীর: নেতৃত্বে রইল জুন বিদ্রোহী, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি; তাঁর পরে

নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্রী, সমাজতান্ত্রিক পেটি পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি; সর্বশেষে তৃতীয় জন ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া পার্টির প্রতিনিধি, যে পার্টির গণতান্ত্রিক সূত্রগুলি শৃঙ্খলা পার্টির মুখোমুখি এসে অর্জন করেছিল একটা সমাজতান্ত্রিক তাৎপর্য এবং বহুকাল আগে নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিল। **ফেব্রুয়ারির মতোই** এটা ছিল **বুর্জোয়া ও সরকারের বিরুদ্ধে এক সাধারণ জোট।** তবে এবার **প্রলেতারিয়েতই ছিল বৈপ্লবিক জোটের নেতৃত্বে।**

সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জয়ী হলেন সমাজতন্ত্রী প্রার্থীরা। সৈন্যবাহিনীই জুন বিদ্রোহীকে ভোট দিল তার আপন যুদ্ধ মন্ত্রী লা ইত-এর বিপক্ষে। হতভম্ব হয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি। জেলায় জেলায় নির্বাচনও তাদের সান্ত্বনা দিল না, তারা সংখ্যাধিক্য যোগাল 'পর্বতের' সদস্যদেরই।

১৮৫০ সালের ১০ মার্চের নির্বাচন! এটা হল যেন ১৮৪৮ সালের জুনকে বাতিল করার শামিল। জুন বিদ্রোহীদের ঘাতক ও নির্বাসনদাতারা ফিরে এল জাতীয় সভায়, কিন্তু ফিরল ঘাড় হেঁট করে, নির্বাসিতদের পিছু পিছু ও তাদেরই নীতি আওড়াতে আওড়াতে। **এ হল ১৮৪৯-এর ১৩ জুনেরও খন্ডন:** জাতীয় সভা কর্তৃক বিতাড়িত 'পর্বত' ফিরে এল জাতীয় সভায়, কিন্তু ফিরল আর বিপ্লবের নায়ক হিসেবে আর নয়, আগুয়ান বাজনদার রূপে। **এতে ১০ ডিসেম্বর নাকচ হল:** মন্ত্রী লা ইতের পরাজয় মারফত পরাস্ত হলেন নেপোলিয়ন। ফ্রান্সের সংসদীয় ইতিহাসে এর একটিমাত্র তুলনার কথা জানা আছে: ১৮৩০ সালে দশম চার্লসের মন্ত্রী দ'অসে-র পরাভব। শেষকথা, ১৮৫০ সালের ১০ মার্চের নির্বাচন নাকচ করল ১৩ মে-র নির্বাচনকে, যে নির্বাচন শৃঙ্খলা পার্টিকে সংখ্যাধিক্য দিয়েছিল। ১০ মার্চের নির্বাচন প্রতিবাদ জানাল ১৩ মে-র সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে। ১০ মার্চ ছিল একটা বিপ্লব। ভোটের কাগজের পিছনে রাস্তাবাঁধানর ইঁটপাথর।

'১০ মার্চের ভোটের অর্থ যুদ্ধ,' হুঙ্কার ছাড়লেন শৃঙ্খলা পার্টির সবচেয়ে অগ্রণী সদস্যদের অন্যতম, সেগ্যুর দ'আগেসো।

১৮৫০-এর ১০ মার্চের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রবেশ করল নতুন এক পর্বে, **তার ভাঙনের পর্বে।** সংখ্যাধিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী

আবার নিজেদের মধ্যে ও বোনাপার্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হল; আবার তারা দাঁড়াল শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে; বোনাপার্ট আবার হলেন তাদের **নিরপেক্ষ মানুষ।** তারা যে রাজতন্ত্রী একথা যদি তাদের মনে হয়ে থাকে, তবে তা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের নৈরাশ্য থেকেই; বোনাপার্টের যদি মনে হয়ে থাকে যে তিনি দাবিদার, তবে তার কারণ শুধু রাষ্ট্রপতিত্ব বজায় রাখা সম্পর্কে তাঁর হতাশা।

শৃঙ্খলা পার্টির হুকুমে বোনাপার্ট জুন বিদ্রোহী **দ্য ফ্লত**-এর নির্বাচনের জবাব দেন **বারোশকে** অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রী নিয়োগ ক'রে — ব্লাঁকি, বার্বে, লেদ্রু-রলাঁ ও গিনার-এর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী বারোশকে। বিধান-সভা **কার্নোর** নির্বাচনের জবাব দিল শিক্ষা আইন পাস করে ও **ভিদালের** নির্বাচনের জবাব দিল সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র দমন করে। শৃঙ্খলা পার্টি নিজের ভয় তাড়াতে চাইল তার সংবাদপত্রগুলির দুন্দুভি নিনাদে। তার একটি মুখপত্র চেঁচিয়ে উঠল, 'তলোয়ারই পবিত্র!' আর একটি চেঁচাল, 'শৃঙ্খলার রক্ষকদের আক্রমণ চালাতে হবে লাল পার্টির বিপক্ষে!' শৃঙ্খলা পার্টির তিন নম্বর মোরগ ডাক ছাড়ল, 'সমাজতন্ত্র ও সমাজের মধ্যে চলেছে আমৃত্যু দ্বন্দ্বযুদ্ধ, এ যুদ্ধ ক্ষান্তিহীন, ক্ষমাহীন; এই মরিয়া লড়াইয়ে কোন না কোন পক্ষকে পর্যুদস্ত হতে হবেই; সমাজ যদি সমাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত না করে, তবে সমাজতন্ত্র বিলুপ্ত করবে সমাজকে।' খাড়া কর শৃঙ্খলার ব্যারিকেড, ধর্মের ব্যারিকেড, পরিবারের ব্যারিকেড! খতম করতেই হবে প্যারিসের ১,২৭,০০০ ভোটদাতাকে (৯০)! সমাজতন্ত্রীদের জন্য ব্যবস্থা হোক এক বার্থলমিউ রাত্রির (৯১)! আর মুহূর্তের জন্য শৃঙ্খলা পার্টি আশ্বস্ত হয়ে উঠল বিজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনায়।

পত্রিকাগুলি সব থেকে উগ্র বিষোদ্গার করে **'প্যারিসের দোকানীদের'** বিরুদ্ধে। প্যারিসের জুন বিদ্রোহী নির্বাচিত হল প্যারিসের দোকানীদের দ্বারা তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে! তার মানে দ্বিতীয় ১৮৪৮-এর জুন আর সম্ভব নয়; তার মানে দ্বিতীয় ১৮৪৯-এর ১৩ জুনও অসম্ভব; এর অর্থ পুঁজির নৈতিক প্রভাব আজ চূর্ণ; এর অর্থ বুর্জোয়া সভা এখন শুধু বুর্জোয়াদেরই প্রতিনিধি; তার তাৎপর্য হল বৃহৎ সম্পত্তির দফারফা, কেননা

তার বশংবদ ক্ষুদে সম্পত্তি নিজের মুক্তির সন্ধান করছে সম্পত্তিহীনদের শিবিরে।

শৃঙ্খলা পার্টি স্বভাবতই ফিরে গেল তার অনিবার্য **গতানুগতিকতায়।** হাঁক দিল, **'আরও দমন-পীড়ন চাই, দশগুণ দমন-পীড়ন!'** কিন্তু তার দমন-পীড়নের ক্ষমতা যে কমে গেছে দশগুণ, যেখানে প্রতিরোধ বেড়ে গেছে শতগুণ। দমনের মুখ্য হাতিয়ার সৈন্যবাহিনী, সেটাকেই কি দমন করা দরকার নয়? তাই তার শেষ কথা বলে ফেলল শৃঙ্খলা পার্টি: 'শ্বাসরোধী বৈধতার লৌহ-নিগড় ভাঙতেই হবে। **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অসম্ভব।** আমাদের লড়তে হবে নিজেদের আসল হাতিয়ার নিয়ে; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমরা বিপ্লবের সঙ্গে লড়েছি **তারই** অস্ত্র নিয়ে ও **তারই** জমির উপরে; আমরা গ্রহণ করেছি **তারই** প্রতিষ্ঠানগুলিকে; সংবিধান হল এমন এক দুর্গ যা রক্ষা করে শুধু অবরোধকারীদেরই, অবরুদ্ধদের নয়! ট্রোজান ঘোড়ার পেটের মধ্যে ঢুকে আমরা গোপনে পবিত্র ইলিয়নে প্রবেশ করেছি, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ Grecs-এর* মতো আমরা বিরোধী শহরকে জয় না করে, নিজেদেরই বন্দীতে পরিণত করেছি।'

সংবিধানের ভিত্তি কিন্তু **সর্বজনীন ভোটাধিকার। সর্বজনীন ভোটাধিকার সংহার** — এই হল শৃঙ্খলা পার্টির, বুর্জোয়া একনায়কত্বের শেষ কথা।

১৮৪৮-এর ৪ মে, ১৮৪৮-এর ২০ ডিসেম্বর, ১৮৪৯-এর ১৩ মে, ও ১৮৪৯-এর ৮ জুলাই তারিখে সর্বজনীন ভোটাধিকার মেনেছিল যে, তারাই ঠিক। ১৮৫০-এর ১০ মার্চ সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার করল যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারটাই ভুল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলাফল হিসেবে বুর্জোয়া শাসন, জনসাধারণের সার্বভৌম ইচ্ছার সুস্পষ্ট প্রকাশ হিসেবে বুর্জোয়া শাসন — বুর্জোয়া সংবিধানের অর্থ ত এই-ই। কিন্তু যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শাসন আর সেই ভোটাধিকারের, সেই সার্বভৌম ইচ্ছার সারবস্তু থাকে না, তখন থেকে সংবিধানের কি আর কোন অর্থ থাকে? বুর্জোয়ার কর্তব্য কি এমনভাবে ভোটাধিকারের নিয়ন্ত্রণ নয় যাতে সে যুক্তিযুক্ত টার,

---

* Grecs – এখানে কথার খেলা আছে: এক অর্থ গ্রীকেরা, অপর অর্থ — ঠগ ব্যবসায়ীরা। [১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

তারই শাসনের অভিপ্রায় জানায়? বারবার চলতি রাষ্ট্রশক্তির অবসান ঘটিয়ে এবং নিজের ভিতর থেকেই নতুন করে সে শক্তির সৃষ্টি করে সর্বজনীন ভোটাধিকার কি সমস্ত সুস্থিতি খতম করে দিচ্ছে না, প্রতিমুহূর্তেই কি এই অধিকার সমস্ত কর্তৃপক্ষ সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলছে না, ধ্বংস করছে না কর্তৃত্ব, নৈরাজ্যকেই কর্তৃত্বের আসনে তোলার বিপদ সৃষ্টি করছে না? ১৮৫০ সালের ১০ মার্চের পরও কে আর সন্দেহ পোষণ করবে এ সম্পর্কে?

যে সর্বজনীন ভোটাধিকারকে তারা নামাবলী করেছিল ও যার থেকে তারা চোষে নিয়েছিল নিজেদের সার্বভৌমত্ব, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রকাশ্যেই স্বীকার করল, **'আমাদের একনায়কত্ব এ পর্যন্ত চালু ছিল জনসাধারণের ইচ্ছার জোরে, এখন সেটাকে সুসংহত করতে হবে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।'** আর তদনুসারেই তারা আর **ফ্রান্সের** ভিতরেই খুঁটি খুঁজে বেড়াবে না, বরং খুঁজবে বাইরে, বিদেশে, **বিদেশ থেকে অভিযানের** মধ্যেই।

অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের মধ্যেই আসনপ্রাপ্ত এই দোসরা নম্বর কবলেনৎস (৯২) নিজের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলবে সমস্ত জাতীয় আবেগ। সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে আক্রমণের দ্বারা সেটা নতুন এক বিপ্লবের **সাধারণ অছিলা** যোগাবে, আর বিপ্লবের প্রয়োজন তেমন এক অছিলার। প্রতিটি **বিশেষ** অজুহাতই বৈপ্লবিক জোটের গোষ্ঠীগুলিকে বিভক্ত করে দেবে, এবং প্রকট করে তুলবে তাদের মতানৈক্যকেই। **সাধারণ** অজুহাত বিহ্বল করে দেয় আধা-বিপ্লবী শ্রেণীদের; আসন্ন বিপ্লবের **সুনিশ্চিত চরিত্র** সম্পর্কে, নিজেদের কাজকর্মের ফলাফল সম্পর্কে তাদের আত্মপ্রতারণা করার অবকাশ এনে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই প্রয়োজন এক ভোজসভার সওয়ালের। নতুন বিপ্লবের সেই সওয়াল হল সর্বজনীন ভোটাধিকার।

জোটবদ্ধ বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির মন্দভাগ্য কিন্তু অবধারিত হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই, কারণ তারা তাদের **ঐক্যবদ্ধ** শক্তির একমাত্র সম্ভাব্য রূপ, তাদের **শ্রেণী-প্রভুত্বের** সব থেকে কার্যকরী ও সম্পূর্ণ রূপ **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** থেকে পালায় **রাজতন্ত্রের** অপকৃষ্ট, অসম্পূর্ণ ও দুর্বলতর রূপেরই দিকে। তাদের হাল এখন সেই বৃদ্ধের মতো যে তারুণ্যশক্তি পুনরার্জন করার জন্য নিজের বাল্যকালের জামা-কাপড় খুঁজে বের ক'রে তার মধ্যে আপন

শীর্ণ দেহ ঢোকাবার চেষ্টায় নাজেহাল হয়। তাদের প্রজাতন্ত্রের একমাত্র গুণ ছিল **বিপ্লবের জননকক্ষ হওয়া।**

১৮৫০-এর ১০ মার্চের গায়ে মুদ্রিত ছিল এই লিপি:

Après moi le déluge!*

৪

১৮৫০ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিলোপসাধন

(আগের তিনটি অধ্যায়ের পরিপূরক লেখাটি 'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকার শেষ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'Revue'-তে পাওয়া যায়। এখানে, ১৮৪৭ সালে ইংলন্ডে যে বিরাট ব্যবসায় বাণিজ্য সংকটের উদ্ভব হয় প্রথমে তার বর্ণনা দেওয়া হয় এবং ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ বিপ্লবে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে রাজনৈতিক জটিলতার চরমে ওঠার ব্যাপারটিকে এই সংকটের প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তারপর দেখানো হয়েছিল ১৮৪৮-এর ঘটনাপ্রবাহের সময়ে ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমৃদ্ধির আবার সূত্রপাত হল, এবং যা আরো বৃদ্ধি পেল ১৮৪৯ সালে, সেই সমৃদ্ধি কিভাবে বৈপ্লবিক জোয়ারকে পঙ্গু করে দেয় ও সম্ভব করে তোলে প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগপৎ জয়লাভ। বিশেষ করে ফ্রান্স প্রসঙ্গে তারপরে বলা হয়:)**

১৮৪৯ সাল থেকে, বিশেষ করে **১৮৫০**-এর গোড়ার দিক থেকে এই **একই লক্ষণ** দেখা দিয়েছে **ফ্রান্সে**। প্যারিসের শিল্পগুলি পূর্ণ গতিতে কাজ করেছে, এবং রুয়েঁ ও মুলহাউজেন-এর কাপড়কলগুলিও বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে, যদিও ইংলন্ডের মতো এখানেও কাঁচামালের চড়া দরের ফলে একটা

* আমার পরেই প্রলয় (যেন এই কথাগুলি পনেরো লুই বলেছেন)। — সম্পাঃ

** ১৮৯৫ সালের সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস ভূমিকা হিসেবে এই অনুচ্ছেদটি লেখেন। — সম্পাঃ

মন্দীভবনের প্রভাব আছে। এ ছাড়াও ফ্রান্সে সমৃদ্ধির বিকাশ বিশেষ করেই উদ্দীপিত হয়েছে স্পেনের সর্বাঙ্গীণ শুল্ক সংস্কার ও মেক্সিকোয় বিভিন্ন বিলাসদ্রব্যের উপরকার শুল্ক হ্রাসের ফলে; দুই বাজারেই ফরাসী পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। ফ্রান্সে পুঁজি ফেঁপে ওঠায় পরের পর কতগুলি ফটকাবাজি দেখা গেছে, যার ছুতো হিসেবে কাজ করেছে ক্যালিফোর্নিয়া স্বর্ণখনির ব্যাপক উপযোগ। ঝাঁকে ঝাঁকে কোম্পানি গজিয়ে উঠেছে, যাদের স্বল্পমূল্য শেয়ার এবং সমাজতান্ত্রিক ছোপের অনুষ্ঠানপত্র পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের তহবিলকে সরাসরি আকৃষ্ট করে, অথচ যার সবগুলিরই পরিণতি ঘটে সেই ধরনের একটা নিছক জুয়াচুরিতে, যা শুধু ফরাসী ও চীনাদেরই বৈশিষ্ট্য। এমন কি এদের মধ্যে একটি কোম্পানির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করছে সরকারই। ১৮৪৮ সালের প্রথম নয় মাসে ফ্রান্সে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ছিল ৬,৩০,০০,০০০ ফ্র্যাংক, ১৮৪৯-এ — ৯,৫০,০০,০০০ ফ্র্যাংক, ও ১৮৫০ সালে ৯,৩০,০০,০০০ ফ্র্যাংক। এর উপরে ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ১৮৪৯ সালের ঐ মাসের তুলনায় আবার বেড়ে গেল দশ লক্ষেরও বেশি। রপ্তানিও বাড়ল ১৮৪৯ সালে এবং আরও বেশী মাত্রায় ১৮৫০-এ।

পুনরুজ্জীবিত সমৃদ্ধির সব থেকে চমকপ্রদ প্রমাণ হচ্ছে ১৮৫০ সালের ৬ অগস্টের আইনে ব্যাঙ্কের তরফে ধাতুমুদ্রায় পাওনা পরিশোধ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। ১৮৪৮-এর ১৫ মার্চ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তেমন পরিশোধ স্থগিত রাখার। সে সময়ে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমেত তার চালু নোটের পরিমাণ ছিল ৩৭,৩০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক (১,৪৯,২০,০০০ পাউন্ড)। ১৮৪৯-এর ২ নভেম্বর চালু নোটের পরিমাণ দাঁড়াল ৪৮,২০,০০,০০০ ফ্র্যাংক বা ১,৯২,৮০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ বেড়ে গেল ৪৩,৬০,০০০ পাউন্ড; আবার ১৮৫০-এর ২ সেপ্টেম্বরে পরিমাণটা দাঁড়াল ৪৯,৬০,০০,০০০ ফ্র্যাংক বা ১,৯৮,৪০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ বাড়ল প্রায় ৫০,০০,০০০ পাউন্ড। এর আনুষঙ্গিক হিসেবে কিন্তু নোটের মূল্যহ্রাস ঘটল না, পক্ষান্তরে চালু নোটের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলল ব্যাঙ্কের কুঠুরিতে মজুত সোনা-রুপারও স্থিরগতি বৃদ্ধি, যার ফলে ১৮৫০ সালের গ্রীষ্মকালে ব্যাঙ্কের সোনা-রুপার মজুতের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় ১,৪০,০০,০০০ পাউন্ড, ফ্রান্সের

পক্ষে এক অভূতপূর্ব পরিমাণ। এর ফলে ব্যাঙ্ক এমন অবস্থায় পৌঁছল যার ফলে সেটার পক্ষে চলতি নোট ও সেই সঙ্গে তার সক্রিয় পুঁজির পরিমাণ ১২,৩০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক বা ৫০,০০,০০০ পাউন্ড বাড়ানো সম্ভব হল — এই ঘটনাটা আমাদের পত্রিকার আগেকার এক সংখ্যায় প্রকাশিত এই স্পষ্ট অভিমতের যাথার্থ্য লক্ষণীয়ভাবেই প্রমাণ করে* যে, ফিনান্স অভিজাতবর্গ বিপ্লবের ফলে উৎখাত তো হয়ই নি, বরঞ্চ সেটার শক্তিবৃদ্ধি পর্যন্ত ঘটেছে। এই ফলাফল আরও বেশি স্পষ্টপ্রতীয়মান হয় গত কয়েক বছরের ফরাসী ব্যাংক সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের নিম্নলিখিত পর্যালোচনা থেকে। ১৮৪৭-এর ১০ জুন ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হল ২০০ ফ্র্যাঙ্ক নোট ছাড়ার — এযাবং ক্ষুদ্রতম রাশিটি ছিল ৫০০ ফ্র্যাঙ্ক। ১৮৪৮-এর ১৫ মার্চের এক ডিক্রি ব্যাঙ্ক অভ্ ফ্রান্স-এর নোটকে বিহিত অর্থ (legal tender) ঘোষণা করল এবং ধাতু মুদ্রায় দায় খালাসের বাধ্যবাধকতা থেকে ব্যাংককে অব্যাহতি দিল। ব্যাঙ্কের নোট ছাড়ার সীমানা নির্দিষ্ট হল ৩৫,০০,০০,০০০ ফ্র্যাংক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হল ১০০ ফ্র্যাংক নোট ছাড়বার। ২৭ এপ্রিলের ডিক্রি ব্যাংক অভ্ ফ্রান্স-এ জেলা ব্যাঙ্কগুলির অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করল; ১৮৪৮-এর ২ মে-র আর একটা ডিক্রি ব্যাঙ্কের নোট ছাড়ার সীমা বাড়িয়ে তুলল ৪৪,২০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্কে। ১৮৪৯-এর ২২ ডিসেম্বরের একটা ডিক্রি নোট ছাড়ার চরম সীমা ওঠাল ৫২,৫০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্কে। সর্বশেষে ১৮৫০-এর ৬ অগস্টের আইন ধাতু মুদ্রার সঙ্গে নোটের বিনিময়সাধ্যতা পুনঃপ্রবর্তিত করে। নোট ছাড়ার ক্রমিক বৃদ্ধি; ব্যাঙ্কের হাতে সমগ্র ফরাসী ক্রেডিটের কেন্দ্রীকরণ, ও ব্যাঙ্কের কুঠুরিতে ফ্রান্সের সমস্ত সোনা-রূপা মজুত — এই তথ্যগুলি শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ-কে এই সিদ্ধান্তে ঠেলে নিয়ে যায় যে, ব্যাংককে এখন সাপের পুরনো খোলস ছাড়তে হবেই এবং নিজেকে রূপান্তরিত করতে হবে প্রুধোঁমার্কা গণ-ব্যাঙ্কে। ১৭৯৭ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের (৯৩) ইতিহাস পর্যন্ত তাঁর জানার দরকার হল না; তিনি শুধু যদি একবার দৃষ্টি ফেরাতেন চ্যানেলের ওপারে তাহলেই দেখতে পেতেন যে, বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাসে তাঁর পক্ষে অভূতপূর্ব এই ঘটনা একটা মামুলি

* এই খণ্ডের ১৭৪-১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বুর্জোয়া ব্যাপার বই আর কিছুই নয় — কেবল ফ্রান্সে এখন এটা ঘটল সর্বপ্রথম। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিপ্লবী বলে অভিহিত যে তাত্ত্বিকরা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্যারিসে আসর গরম করেছিলেন তাঁরা সেই সরকারের ভদ্রলোকদেরই মতন গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে সমানই অজ্ঞ ছিলেন।

শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স সাময়িকভাবে যে সমৃদ্ধি ভোগ করছে তা সত্ত্বেও কিন্তু বিপুল জনসাধারণকে, আড়াই কোটি কৃষককে সইতে হচ্ছে বিরাট এক মন্দার দুর্গতি। গত কয়েক বছরের ভালো ফসল শস্যের দর নামিয়ে দিয়েছে ইংলন্ডেরও নিচে, আর সে অবস্থায় ঋণগ্রস্ত, সুদখোরির শোষণে জর্জর ও করের চাপে বিধ্বস্ত কৃষকদের হাল মোটেই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। গত তিন বছরের ইতিহাস অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণ যুগিয়েছিল যে জনসমষ্টির ভিতরে এই শ্রেণী কোন বৈপ্লবিক উদ্যোগ গ্রহণে সম্পূর্ণ অপারগ।

ইংলন্ডের তুলনায় ইউরোপীয় মূল ভূখন্ডে যেমন সংকটের পর্ব বিলম্বে দেখা দেয়, সমৃদ্ধির বেলায়ও তাই ঘটে থাকে। আদি প্রক্রিয়াটা সবসময়েই ঘটে ইংলন্ডে; বুর্জোয়া ব্রহ্মান্ডের এই হল আদ্যাশক্তি। চক্রের যে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে বুর্জোয়া সমাজ ক্রমাগত নতুন করে ধাবমান, ইউরোপীয় মূল ভূখন্ডে তা ঘটে থাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার রূপে। প্রথমত, ইউরোপীয় মূল ভূখন্ড যেকোন দেশের চেয়ে ইংলন্ডেই রপ্তানি করে বেশি। ইংলন্ডে এই রপ্তানি আবার কিন্তু নির্ভর করে ইংলন্ডের অবস্থা, বিশেষ করে সমুদ্রপারের বাজার-সংশ্লিষ্ট অবস্থার উপরে। তারপর, ইংলন্ড সমুদ্রপারের দেশগুলিতে রপ্তানি করে সমগ্র ইউরোপীয় মূল ভূখন্ডের চেয়ে বহুল পরিমাণে বেশি, যার ফলে এই ভূখন্ড থেকে সেসব দেশে রপ্তানির পরিমাণ সবসময়েই বিদেশে ইংলন্ডের রপ্তানির উপরে নির্ভর করে। সুতরাং সংকট ইউরোপীয় মূল ভূখন্ডে প্রথমে বিপ্লব ঘটালেও সেটার ভিত্তি সবসময়েই গাঁথা হয় ইংলন্ডেই। স্বভাবতঃই, প্রচন্ড বিস্ফোরণ বুর্জোয়া দেহের প্রত্যন্তে ঘটবে তার হৃৎপিন্ডের বদলে, কারণ ওখানকার চাইতে এখানে সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনা বেশি। অপরপক্ষে, ইউরোপীয় মূল ভূখন্ডের বিপ্লব কতটা ঘা দিচ্ছে ইংলন্ডকে সেটা সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে এক পরিমাপযন্ত্র, যাতে হদিশ মেলে সে বিপ্লব সত্যসত্যই

বুর্জোয়া জীবনের শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কতখানি অথবা কতটুকু আঘাত করেছে শুধু তার রাজনৈতিক বিন্যাসগুলিকে।

এই যে সাধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি বুর্জোয়া সম্পর্কাদির চৌহদ্দির ভিতরে যথাসম্ভব সতেজে বিকশিত হচ্ছে, তার ফলে সত্যকার বিপ্লবের কথা ওঠে না। তেমন বিপ্লব শুধু সে পর্বেই সম্ভব, যখন **আধুনিক উৎপাদন-শক্তি ও বুর্জোয়া উৎপাদন-কাঠামো,** এই **উভয় উপাদানের** মধ্যে পারস্পরিক **সংঘাত** লাগে। ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের শৃঙ্খলা পার্টির এক এক উপদলের প্রতিনিধিরা বর্তমানে যে সব ঝগড়াঝাঁটিতে মাতছে ও নিজেদের খেলো করে তুলছে, সেগুলি নতুন নতুন বিপ্লবের উপলক্ষ যোগান তো দূরের কথা উল্টে তা সম্ভব হচ্ছে সম্পর্কাদির বনিয়াদটা সাময়িকভাবে অতি মজবুত, আর প্রতিক্রিয়া যা জানে না, অতিশয় **বুর্জোয়া** বলেই। বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত করার জন্য প্রতিক্রিয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ওর গায়ে লেগে ঠিক ততখানি নিশ্চিতভাবেই ঠিকরে ফিরে আসবে, যেমন ফিরে আসবে গণতন্ত্রীদের সমস্ত নৈতিক ক্রোধ ও সোৎসাহ সকল ঘোষণা। **নতুন এক বিপ্লব সম্ভব শুধু নতুন এক সংকটের ফলেই। এ সংকটের মতোই সে বিপ্লব সুনিশ্চিত।**

এবার **ফ্রান্সের** কথায় ফেরা যাক।

পেটি বুর্জোয়াদের সহযোগে জনসাধারণ ১০ মার্চের নির্বাচনে যে জয়লাভ করেছিল সেটা তা নিজেই বাতিল করল যখন সেটা ডেকে আনল ২৮ এপ্রিলের নতুন নির্বাচন। শুধু প্যারিসে নয়, ভিদাল নির্বাচিত হয়েছিলেন নিম্ন রাইনেও। 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের জোরালো প্রতিনিধিত্ব ছিল যে প্যারিস কমিটিতে, সেই কমিটি তাঁকে রাজি করাল নিম্ন রাইনের আসন গ্রহণ করতে। ১০ মার্চের বিজয় আর নির্ধারক হয়ে রইল না; সিদ্ধান্তের তারিখ আর একবার পিছানো হল; জনসাধারণের উত্তেজনা হয়ে হল প্রশমিত; তারা অভ্যস্ত হল বিপ্লবের নয়, আইনগত জয়লাভেই। ১০ মার্চের বৈপ্লবিক তাৎপর্য — জুন অভ্যুত্থানের মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা — শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল উচ্ছ্বাসপ্রবণ পেটি বুর্জোয়া সামাজিক-ছিটগ্রস্ত এজেন স্যু-কে প্রার্থী হিসেবে স্থির করাতে — প্রলেতারিয়েত যে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারত বড়জোর রসিকাবিনোদনের উপযোগী তামাসা হিসেবেই। বিপক্ষদলের

দোদুল্যমান নীতিতে সাহস পেয়ে শৃঙ্খলা পার্টি এই ভালোমানুষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে এমন এক প্রার্থী দাঁড় করাল যিনি জুন **বিজয়ের** প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। হাস্যোদ্দীপক সেই প্রার্থী হলেন স্পার্টান ধরনের pater familias* লেক্লের, যাঁর দেহের বীরকবচটুকু ছিন্নভিন্ন করে ফেলল সংবাদপত্রগুলি এবং যিনি নির্বাচনে এক জমকালো ধরনের পরাজয় লাভ করলেন। ২৮ এপ্রিলের নতুন নির্বাচনী বিজয় 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের খুবই উৎফুল্ল করেছিল। ইতিমধ্যেই তারা উল্লসিত হয়েছিল এই ভেবে যে, বিশুদ্ধ আইনসম্মত পন্থায় ও নতুন এক বিপ্লব মারফত প্রলেতারিয়েতকে আবার পুরোভাগে ঠেলে না দিয়েও তারা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে, তারা নিশ্চিতভাবে ধরে নিচ্ছিল যে, ১৮৫২ সালের নয়া নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে লেদ্রু-রলাঁকে বসানো যাবে রাষ্ট্রপতি পদে এবং সভায় প্রতিষ্ঠিত হবে 'পর্বতের' সংখ্যাধিক্য। ভাবী নির্বাচন, স্যু-র প্রার্থীপদলাভ এবং 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের মেজাজ লক্ষ্য করে শৃঙ্খলা পার্টি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হল যে, যাই ঘটুক না কেন, 'পর্বত' আর পেটি বুর্জোয়ারা শান্ত থাকতেই বদ্ধপরিকর, এবং দুই নির্বাচনী বিজয়ের জবাব দিল এক **নির্বাচনী আইন** দিয়ে, যাতে বিলোপ করা হল সর্বজনীন ভোটাধিকার।

সরকার যথেষ্ট সতর্ক হয়েই নিজ দায়িত্বে এই আইনের প্রস্তাব আনল না। আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাধিকদের কাছে যেন নতিস্বীকার করে নিয়ে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষের মানী ব্যক্তিবর্গ বুর্গ্রেভ (৯৪) সতেরো জনের হাতে প্রস্তাব রচনার দায়িত্ব তুলে দিল। কাজেই সরকার সভার সামনে প্রস্তাব তোলে নি সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের জন্য; সভার সংখ্যাগুরুরাই সে প্রস্তাব আনল নিজেদের কাছেই।

৮ মে প্রস্তাবটি তোলা হল সভায়। সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্র এক হয়ে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ, calme majestueux,** নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিনিধিদের উপরে আস্থা রাখার জন্য জনসাধারণে প্রচার চালাল। সেসব পত্রিকার প্রতিটি প্রবন্ধই হল এই স্বীকারোক্তি যে, বিপ্লব সবার আগে খতম

---

* পরিবার কর্তা। — সম্পাঃ

** শান্ত গাম্ভীর্য। — সম্পাঃ

করবে এই তথাকথিত বৈপ্লবিক সংবাদপত্রগুলিকেই, আর তাই তখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তার আত্মরক্ষার। বৈপ্লবিক নামে অভিহিত সংবাদপত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিল সেটার সমস্ত রহস্য। আপন মৃত্যু পরোয়ানায় সেটা স্বাক্ষর দিল।

২১ মে 'পর্বত' প্রাথমিক আলোচনায় প্রশ্ন তুলল এবং তাতে সংবিধান লঙ্ঘিত হয় বলে গোটা পরিকল্পনা নাকচের প্রস্তাব আনল। শৃঙ্খলা পার্টি জবাব দিল যে, প্রয়োজন হলে সংবিধান লঙ্ঘন করতে হবে, তবে বর্তমানে তার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সংবিধানের সবরকম ব্যাখ্যাই সম্ভব এবং সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণের অধিকারী একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠরাই। তিয়ের ও মঁতালাঁবের-এর অসংযত, বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে 'পর্বত' খাড়া করল ভদ্র ও শালীন মানবতা। তারা দাঁড়াল আইনের জমিতে, আর শৃঙ্খলা পার্টি তাদের দেখিয়ে দিল সেই জমি যাতে আইন জন্মায়, অর্থাৎ বুর্জোয়া সম্পত্তি। 'পর্বত' কান্নার সুরে বলল, তবে কি তারা সত্যসত্যই বলপ্রয়োগ মারফত বিপ্লব ডেকে আনতে চায়? শৃঙ্খলা পার্টি উত্তর দিল, বেশ দেখা যাবে।

২২ মে প্রাথমিক প্রশ্নের নিষ্পত্তি হল ৪৬২—২২৭ ভোটে। যারা অতি সুগম্ভীর প্রগাঢ়ভাবে প্রমাণ করেছিল যে, জাতীয় সভা ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক ম্যান্ডেট লঙ্ঘন করা হবে যদি তারা ম্যান্ডেটদাতা জনসাধারণকেই অগ্রাহ্য করে, তারাই এখন গদি আঁকড়ে রইল এবং নিজেরা কাজে না নেমে হঠাৎ দেশকেই কাজে নামাতে চাইল — তাও আবার দরখাস্ত মারফতই; আর ৩১ মে যখন ঘটা করে আইন পাস হয়ে গেল তখনও তারা বসে থাকল অবিচলভাবে। তারা শোধ তুলতে চাইল এক প্রতিবাদপত্রে, যাতে তারা সংবিধান ধর্ষণের ব্যাপারে নিজেদের নির্দোষ বলে লিপিবদ্ধ করে রাখল এবং সে প্রতিবাদও তারা প্রকাশ্যে পেশ করল না, পিছন থেকে গুঁজে দিল সভাপতির পকেটে।

প্যারিসে ১,৫০,০০০ সৈন্যের বাহিনীর উপস্থিতি, বহুদিন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা, সংবাদপত্রের তোষণের মনোভাব, 'পর্বত' ও নবনির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের কাপুরুষতা, পেটি বুর্জোয়ার সুগম্ভীর প্রশান্তি, কিন্তু সর্বোপরি বাণিজ্য ও শিল্পগত সমৃদ্ধি প্রলেতারিয়েতের যেকোন বিপ্লবপ্রচেষ্টার গতিরোধ করল।

উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গিয়েছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের। অধিকাংশ মানুষ বিকাশের শিক্ষালয় পার হয়ে এসেছিল — বৈপ্লবিক পর্বে শুধু এই কাজটুকু করাই সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে সম্ভব। সেটার অপসারণ ঘটতেই হত বিপ্লবের ফলে অথবা প্রতিক্রিয়ার চাপে।

অল্প কিছুকাল পরে আর একটি উপলক্ষ দেখা দিলে 'পর্বত' আরও বেশি উদ্যোগের পরিচয় প্রদর্শন করে। বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে আখ্যা দেন মারাত্মক সর্বনাশ বলে। 'পর্বতের' যে বক্তারা বরাবরের মতো নৈতিক রোষের তর্জনগর্জনে নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলেছিল, সভাপতি দ্যুপোঁ তাদের বলতেই দিলেন না। জিরার্দাঁ তৎক্ষণাৎ দল বেঁধে বেরিয়ে যাবার জন্য 'পর্বতের' কাছে প্রস্তাব আনলেন। তার ফল হল এই যে, 'পর্বত' বসেই রইল, কিন্তু দলের মধ্যে থেকে জিরার্দাঁ বিতাড়িত হলেন অযোগ্য বলে।

নির্বাচনী আইনকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য তখনও একটি জিনিসের দরকার ছিল — একটি নতুন **সংবাদপত্র আইন**। সেটি আসতেও বেশী দিন লাগল না। শৃংখলা পার্টির সংশোধনগুলোর ফলে আরো উগ্র করে তোলা এক সরকারী প্রস্তাব অনুসারে জামানত বৃদ্ধি পেল; হাল্কা ব্যঙ্গ উপন্যাস প্রকাশের উপরে এক বাড়তি টিকিট চাপান হল (এজেন স্যু-র নির্বাচনের জবাব হল এটি); নির্দিষ্টসংখ্যক পাতা পর্যন্ত সাপ্তাহিক ও মাসিক সমস্ত পত্রিকার উপরে কর বসল; এবং সর্বশেষে, ব্যবস্থা হল যে, পত্রিকার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে রচয়িতার স্বাক্ষর থাকা চাই। জামানতের ব্যবস্থায় মারা পড়ল তথাকথিত বৈপ্লবিক পত্র-পত্রিকাগুলি; জনসাধারণ এদের বিলুপ্তিকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বিলোপের ঋণ পরিশোধ হিসেবে দেখল। তবে নয়া কানুনের ঝোঁক বা ফলাফল সংবাদপত্র জগতের শুধু এই অংশটি পর্যন্তই গেল না। যতদিন পর্যন্ত সংবাদপত্রে রচনা বেনামী ছিল, ততদিন সংখ্যাহীন ও নামহীন জনমতের মুখপত্র হিসেবেই ঘটত তার প্রকাশ; সেটা ছিল রাষ্ট্রের তৃতীয় শক্তি। প্রত্যেক প্রবন্ধে স্বাক্ষর থাকার ব্যবস্থার ফলে পত্রিকাগুলি ন্যূনাধিক পরিচিত ব্যক্তিদের সাহিত্যিক রচনার সমষ্টিমাত্র হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ নেমে গেল বিজ্ঞাপনের স্তরে। এযাবৎ খবরের কাগজগুলি প্রচারিত হত জনমতের কাগুজে মুদ্রা হিসেবে; এখন সেগুলি পরিণত হল কতকগুলি

কমবেশি কাঁচা ব্যক্তিগত হুণ্ডিতে, যার মূল্য বা সঞ্চালন নির্ভর করে শুধু সে হুণ্ডি যে কাটে তার উপরেই নয়, যে তাকে অনুমোদন করে তার উপরেও। শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি শুধু সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের জন্যই নয়, খারাপ কাগজের বিরুদ্ধে সব থেকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্ররোচনা দিয়েছিল। কিন্তু আশঙ্কাজনক বেনামীত্বের জন্য এমন কি ভালো কাগজও শৃঙ্খলা পার্টির কাছে বিরক্তিকর বোধ হত, আরও বেশি হত সে পার্টির বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের কাছে। নিজের তরফ থেকে সেটা চাইত শুধু ভাড়াটে লেখকদের, যাদের নাম, ঠিকানা ও রকম জানা। বৃথাই ভালো কাগজগুলি আক্ষেপ করতে থাকল তাদের সেবার পুরস্কার হিসেবে এই অকৃতজ্ঞতায়। আইন পাস হয়ে গেল; নাম প্রকাশ সম্পর্কিত ব্যবস্থা ভাল কাগজকেই সব থেকে বেশি আঘাত হানল। প্রজাতন্ত্রী সাংবাদিকদের নাম অবশ্য যথেষ্ট সুপরিচিত ছিল, কিন্তু 'Journal des Débats', 'Assemblée nationale' (৯৫), 'Constitutionnel' (৯৬) প্রভৃতি গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞার লম্বাচওড়া গলাবাজি খুবই কাহিল দেখাল, যখন তাদের রহস্যজনক মণ্ডলী হঠাৎ ভেঙ্গেচুরে পর্যবসিত হল গ্রানিয়ে দ্য কাসানিয়াকের মতো বহুদিনের লাইনপিছু এক পেনির ভাড়াটে লেখকে, টাকার লোভে যারা সম্ভাব্য যেকোন ব্যাপারকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছে; কিংবা পরিণত হল কাফিগের মতো বুড়ো খোকায়, যারা নিজেদের রাষ্ট্রনায়ক বলে অভিহিত করে, অথবা 'Débats'-এর শ্রীযুক্ত লেমুয়ান-এর মতো রসিক কার্তিকে।

সংবাদপত্র আইনের ওপর বিতর্কের সময়েই 'পর্বত' নৈতিক অধঃপতনের এমন স্তরে নেমে গিয়েছিল যে, লুই ফিলিপের আমলের বৃদ্ধ যশস্বী শ্রীযুক্ত ভিক্তর হুগোর দীপ্ত শ্লেষবাণে হাততালি দেওয়ার ভিতরেই সে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।

নির্বাচনী ও সংবাদপত্র আইন আসার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক তরফ প্রস্থান করল সরকারী মঞ্চ থেকে। অধিবেশন শেষ হওয়ার অল্প কিছুকাল পর তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের আগে 'পর্বতের' দুই উপদল, সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রীরা ও গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীরা দুটি ইস্তাহার, দুটি

testimonia paupertatis* প্রকাশ করে, যাতে তারা প্রমাণ করল যে, শক্তি ও সাফল্য কখনও তাদের হাতে না এলেও তারা কিন্তু সর্বদাই ছিল চিরন্তন ন্যায় তথা অন্যান্য সব চিরন্তন সত্যের সপক্ষে।

এবার আমরা শৃঙ্খলা পার্টির কথা একটু বিবেচনা করে দেখি। 'Neue Rheinische Zeitung' বলেছিল (৩য় সংখ্যা, ১৬ পৃঃ), 'ঐক্যবদ্ধ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে বোনাপার্ট রক্ষা করছেন তাঁর বাস্তব ক্ষমতার স্বত্ব — প্রজাতন্ত্র; বোনাপার্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টি রক্ষা করছে তার সাধারণ শাসনের স্বত্ব — প্রজাতন্ত্র। অর্লিয়ান্সীদের বিরুদ্ধে লেজিটিমিস্টরা এবং লেজিটিমিস্টদের বিরুদ্ধে অর্লিয়ান্সীরা রক্ষা করছে স্থিতাবস্থা — প্রজাতন্ত্র। শৃঙ্খলা পার্টির এইসব উপদল, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজা ও মনে মনে (in petto) লালিত নিজস্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কামনা রয়েছে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতা-দখল ও বিদ্রোহ-কামনার বিরুদ্ধে পারস্পরিকভাবে বহাল করছে বুর্জোয়ার সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা — প্রজাতন্ত্র, যার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ দাবিগুলি নিরপেক্ষকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে... তাই তিয়ের যখন বলেন, 'আমরা, রাজতন্ত্রীরাই হলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত স্তম্ভ,' তখন তিনি যা আঁচ করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশী সত্য কথাই বলেছিলেন।'**

Républicains malgré eux- এর*** এই প্রহসন, স্থিতাবস্থার প্রতি বিরাগ অথচ অবিশ্রাম তারই সংহতিসাধন; বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার মধ্যকার নিরন্তর সংঘাত; শৃঙ্খলা পার্টির বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানে ভাগ হয়ে যাবার ক্রমাগত নতুন আশংকা, এবং উপদলগুলির ক্রমাগত সংঘটিত পুনর্মিলন; প্রত্যেক উপদলের দিক থেকে সাধারণ শত্রুর উপরে জয়লাভকে তার সাময়িক মিত্রদের পরাজয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা; পারস্পরিক তুচ্ছ ঈর্ষা, ফন্দীফিকির, জ্বালাতন, অবিশ্রাম তরবারি উন্মোচন যা বারবার শেষ হয়

---

* দৈন্যের দলিল। — সম্পাঃ

** এই খণ্ডের ১৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রী। (মোলিয়ের-এর 'Le Médecin malgré lui' কমেডির পরোক্ষ উল্লেখ।) — সম্পাঃ

লামুরেৎ-এর চুম্বনে (৯৭) — অশ্রদ্ধেয় এই গোটা প্রমাদ প্রহসনটা গত ছয় মাসে যেমন নিখুঁতভাবে পেকে উঠেছিল তেমন আর কখনো হয় নি।

শৃঙ্খলা পার্টি নির্বাচনী আইনকে একইসঙ্গে বোনাপার্টের উপরে জয়লাভ মনে করল। সরকার তার আপন প্রস্তাবের সম্পাদনার ভার ও দায়িত্ব সতেরো জনের কমিশনের হাতে সঁপে দিয়ে কি ক্ষমতা ছেড়ে দেয় নি? আর সভার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের প্রধান শক্তি কি এইজন্য নয় যে তিনি ছিলেন ষাট লক্ষ লোকের মনোনীত মানুষ? তাঁর দিক থেকে বোনাপার্ট নির্বাচনী আইনকে দেখেছিলেন সভার প্রতি কিছু সুবিধা দান হিসেবে, যা দিয়ে তিনি আইন প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহক শক্তির ভিতরে সঙ্গতি হাসিল করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন। পুরস্কার হিসেবে এই ইতর ভাগ্যান্বেষী দাবি জানালেন যে তাঁর ব্যক্তিগত ভাতা ত্রিশ লক্ষ পরিমাণ বাড়ানো হোক। ফরাসী জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাধিক অংশকে যে মুহূর্তে জাতীয় সভা অপাংক্তেয় করল, তখনই কি আর সাহস করে সেটা দ্বন্দ্বে নামবে কার্যনির্বাহক শক্তির সঙ্গে? ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সভা; চরমে যাবার ভাব করল; সেটার কমিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল; বোনাপার্টপন্থী কাগজগুলি ভয় দেখাল ও উল্লেখ করল ভোটাধিকারবঞ্চিত, স্বত্বহারা জনসাধারণের; সোরগোল তুলে বহু চেষ্টা চলল একটা ব্যবস্থা করার এবং শেষ পর্যন্ত সভা কার্যত মাথা নোয়াল, কিন্তু শোধ নিল নীতির দিক থেকে। নীতিগতভাবে বছরে ত্রিশ লক্ষ পরিমাণ ভাতা না বাড়িয়ে সভা তাঁর জন্য ২১,৬০,০০০ ফ্র্যাঙ্কের এক বরাদ্দ মঞ্জুর করল। এতেও তুষ্ট না হয়ে সভা এই সুবিধা দিল শুধু তখনই, যখন শৃঙ্খলা পার্টির সেনাপতি ও বোনাপার্টের উপরে চাপানো রক্ষাকর্তা শাঙ্গার্নিয়ে তা সমর্থন করলেন। সুতরাং সভা বিশ লক্ষ মঞ্জুর করল বোনাপার্টকে নয়, শাঙ্গার্নিয়েকেই।

দাক্ষিণ্য বিবর্জিত (de mauvaise grâce) এই উৎকোচ বোনাপার্ট গ্রহণ করলেন দাতার মনোভাব নিয়েই। বোনাপার্টপন্থী কাগজগুলি নতুন করে তর্জন-গর্জন চালাল জাতীয় সভার বিপক্ষে। এবার যখন সংবাদপত্র আইন সম্পর্কিত আলোচনায় নামস্বাক্ষরের ব্যাপারে সংশোধন প্রস্তাব আনা হল, যার অবশ্য বিশেষ লক্ষ্য ছিল গৌণ কাগজগুলি, বোনাপার্টের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিনিধি, তখন প্রধান বোনাপার্টপন্থী পত্রিকা 'Pouvoir' (৯৮) এক

খোলাখুলি ও প্রচন্ড আক্রমণ প্রকাশ করল জাতীয় সভার বিরুদ্ধে। সভার সামনে মন্ত্রীরা বাধ্য হলেন পত্রিকার দায়িত্ব অস্বীকার করতে; পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত পরিচালককে (gérant) তলব করা হল জাতীয় সভার দরবারে এবং সেটাকে সর্বোচ্চ অর্থদন্ড, ৫,০০০ ফ্র্যাঙ্ক জরিমানা করা হল। পরদিন 'Pouvoir' আরও বেশি উদ্ধত এক প্রবন্ধ প্রকাশ করল সভার বিপক্ষে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রতিহিংসা হিসেবে সরকারী উকিল সংবিধানলঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করল গোটাকয়েক লেজিটিমিস্ট পত্রিকাকে।

শেষ পর্যন্ত এল সভা স্থগিত রাখার প্রশ্ন। বোনাপার্ট এটা চেয়েছিলেন সভার বাধা এড়িয়ে কাজ করার জন্য। শৃঙ্খলা পার্টি এটা চাইল কিছুটা উপদলীয় চক্রান্ত চালানোর জন্য, কিছুটা সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উভয়েরই এর প্রয়োজন ছিল প্রদেশগুলিতে প্রতিক্রিয়ার জয়লাভ আরো সংহত ও প্রসারিত করার জন্য। সভা তাই স্থগিত রইল ১১ অগস্ট থেকে ১১ নভেম্বর অবধি। কিন্তু যেহেতু বোনাপার্ট মোটেই গোপন রাখেন নি যে তাঁর একমাত্র ভাবনা হল জাতীয় সভার বিরক্তিকর খবরদারি থেকে মুক্তিলাভ, তাই সভা আস্থাজ্ঞাপক ভোটের উপরই এঁকে দিল রাষ্ট্রপতির প্রতি অনাস্থার ছাপ। আটাশ জন সদস্যের যে স্থায়ী কমিশন বিরতিকালের জন্য প্রজাতন্ত্রের ধর্ম রক্ষার অভিভাবক হিসেবে রইল, তা থেকে সমস্ত বোনাপার্টপন্থীদের দূরে রাখা হল (৯৯) তাদের বদলে 'Siècle' আর 'National'- এর কিছু কিছু প্রজাতন্ত্রীদের পর্যন্ত কমিশনে নির্বাচিত করা হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি সংখ্যাগুরুর আনুগত্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রমাণ করে দেবার জন্য।

সভা স্থগিত রাখার অল্পদিন আগে ও বিশেষ করে তার ঠিক পরেই বোধ হল শৃঙ্খলা পার্টির বড় দুটি উপদল — অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টরা — আবার রফা করতে চাইছে, আর তা চাইছে যে দুটি রাজবংশের পতাকার তলে তারা লড়াই করছিল তাদের পুনর্মিলনের দ্বারাই। কাগজগুলি ভরে উঠল মীমাংসা প্রস্তাবের খবরে, যা নাকি আলোচিত হয়েছিল সেন্ট লেনার্ডসে, লুই ফিলিপের রোগশয্যায়। এমন সময় লুই ফিলিপের মৃত্যু সহসা অবস্থা সরল করে দিল। লুই ফিলিপ ছিলেন সিংহাসনের অবৈধ দখলদার; পঞ্চম হেনরি সিংহাসন থেকে বিতাড়িত; পঞ্চম হেনরি অপুত্রক

হওয়ায় অপর পক্ষে কাউণ্ট অভ্‌ প্যারিস হলেন তাঁর সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। দ্বই রাজবংশীয় স্বার্থের মিলনে আপত্তি তোলার প্রত্যেকটি ছ্বতা এবার অপসারিত হল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ব্বর্জোয়াদের দ্বই উপদল প্রথম আবিষ্কার করল যে, কোন রাজবংশবিশেষের জন্য আগ্রহই তাদের প্থক করে রাখে নি, বরঞ্চ তাদের প্থক প্থক শ্রেণীস্বার্থই ব্যবধান ঘটিয়েছিল দ্বই রাজবংশের মধ্যে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেমন সেণ্ট লেনার্ডসে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিল তেমনই লেজিটিমিস্টগণ ভিসবাদেন-এ পঞ্চম হেনরির আবাসে গিয়ে শ্বনল ল্বই ফিলিপের মৃত্যুর খবর। সঙ্গে সঙ্গে তারা in partibus infidelium এক মন্ত্রিসভা (১০০) গঠন করল, যাতে অধিকাংশই হলেন প্রজাতন্ত্রের ধর্মরক্ষক অভিভাবক সেই কমিশনের সদস্য, এবং পার্টির মধ্যে এক বিসংবাদ উপলক্ষে এই মন্ত্রিসভা ঈশ্বরের কৃপালব্ধ অধিকার সম্পর্কে সম্প্বর্ণ খোলাখ্বলি এক ঘোষণা দিয়ে বসল। এই ঘোষণায় (১০১) খবরের কাগজে যে কলঙ্কের ঢিঢি পড়ে গেল তাতে উল্লসিত হল অর্লিয়ান্সীরা; তারা এক ম্বহূর্তের জন্যও তাদের শত্রুতা গোপন করে নি লেজিটিমিস্টদের প্রতি।

জাতীয় সভা স্থগিত থাকার সময়ে জেলা কাউন্সিলগ্বলির অধিবেশন হয়। এগ্বলির অধিকাংশই কমবেশি সীমাবদ্ধভাবে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে মত ঘোষণা করে অর্থাৎ অতি স্বনির্দিষ্ট নয় এরূপ এক রাজতান্ত্রিক প্বনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে, এক সমাধানের পক্ষে মত জানায়, আবার সেই সঙ্গে স্বীকারও করে যে সে সমাধান সন্ধানের পক্ষে তারা বড়ই অকর্মণ্য ও কাপ্বরুষ। বোনাপার্টপন্থী উপদল তৎক্ষণাৎ এই সংশোধন কামনাকে ব্বঝে নিল বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্ব দীর্ঘায়িত করার অর্থে।

১৮৫২ সালের মে মাসে বোনাপার্টের অবসর গ্রহণ, দেশের সমস্ত ভোটদাতা কর্তৃক সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নতুন রাষ্ট্রপতিত্বের আমলে গোড়ার কয়েক মাসের ভিতরেই একটি সংশোধন পরিষদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধন — এই নিয়মতান্ত্রিক সমাধান অবশ্য শাসক শ্রেণীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনটা হবে লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী, ব্বর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক, বৈপ্লবিক, সব ক'টি পরস্পরবিরোধী তরফের জমায়েতের দিন। বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সেক্ষেত্রে এক হিংস্র সমাধানে

পেঁছিতে হবে বলপ্রয়োগে। রাজবংশগুলির বাইরে কোন নিরপেক্ষ মানুষের প্রার্থিত্বের চারিদিকে যদি-বা শৃঙ্খলা পার্টি ঐক্যবদ্ধ হতে সফল হয়, তবু সে লোকেরও বিরোধিতা করবেন বোনাপার্ট। জনসাধারণের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শৃঙ্খলা পার্টিকে বাধ্য হয়ে অনবরত শক্তিবৃদ্ধি করতে হয় কার্যনির্বাহকের। কার্যনির্বাহকের প্রতিটি দফা শক্তিবৃদ্ধিই আবার তার বাহক বোনাপার্টেরই শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে পরিমাণে শৃঙ্খলা পার্টি নিজ যৌথ শক্তিকে বাড়িয়ে যাবে সেই অনুপাতে সেটাকে বোনাপার্টের রাজবংশগত দাবিদাওয়ার সংগ্রামী সঙ্গতি বাড়াতে হয়, বাড়াতে হয় চূড়ান্ত দিনে তৎকর্তৃক বলপ্রয়োগে নিয়মতান্ত্রিক সমাধান ভণ্ডুল করার সম্ভাবনা। তখন শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংবিধানের এক স্তম্ভের ব্যাপারে তাঁর তার চেয়ে বেশি কুণ্ঠা থাকবে না যতটা সে পার্টির ছিল জনসাধারণের বিপক্ষে সংগ্রামে, নির্বাচনী আইন সংশ্লিষ্ট অন্য স্তম্ভটির বেলায়। এমন কি বাহ্যত সভার বিরুদ্ধেও তিনি আবেদন করতে পারবেন সর্বজনীন ভোটাধিকারের কাছে। এককথায়, নিয়মতান্ত্রিক সমাধান প্রশ্ন ওঠাচ্ছে সমগ্র রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা সম্পর্কেই, আর স্থিতাবস্থার বিপর্যয়ের পিছনে বুর্জোয়ারা দেখে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, গৃহযুদ্ধ। বুর্জোয়ারা দেখে ১৮৫২ সালের মে মাসের প্রথম রবিবারে তাদের কেনাবেচা, তাদের হুণ্ডি, তাদের বিবাহ, নোটারির কাছে যথাযথভাবে মঞ্জুরীকৃত তাদের চুক্তিপত্র, তাদের মর্টগেজ, তাদের ভূমি খাজনা, বাড়ি ভাড়া, মুনাফা, তাদের সমস্ত ঠিকা ও আয়ের উৎস নিয়েই প্রশ্ন উঠবে, এবং সে ঝুঁকি তারা নিতে পারে না কোনমতেই। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজ ধসে পড়ার আশংকা। বুর্জোয়াদের অর্থে একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান হল সমাধান মুলতুবি রাখা। নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে তারা রক্ষা করতে পারে শুধু সংবিধান লঙ্ঘন করে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়েই। সাধারণ কাউন্সিলগুলির অধিবেশনের পরে শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকা জগৎ 'সমাধান' সম্পর্কে যে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর বিতর্কে মেতেছিল তারও শেষ কথা এই। হোমরাচোমরা শৃঙ্খলা পার্টি তাই লজ্জার সঙ্গেই লক্ষ্য করল যে, তাদেরকে বাধ্য হয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হচ্ছে হাস্যকর, একান্ত মামুলী এবং তাদের কাছে ঘৃণ্য নকল বোনাপার্টের ব্যক্তিত্বের উপরেই।

যে সব কারণ ক্রমশই এই নীচ ব্যক্তিটিকেও অপরিহার্য ব্যক্তির চরিত্রে মণ্ডিত করে তুলছিল সে সম্পর্কে তিনিও সমান আত্মপ্রতারণা করেছিলেন। বোনাপার্টের ক্রমবর্ধিষ্ণু গুরুত্ব যে অবস্থাগতিকেই ঘটছে এ কথা বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টি তাঁর পার্টির ছিল, তিনি সেখানে বিশ্বাস করতেন যে সে গুরুত্বের একমাত্র কারণ তাঁর নামের যাদু এবং তাঁর ক্রমাগত নেপোলিয়নের হাস্যকর অনুকরণ। দিন দিন আরও বেশী উদ্যোগী হয়ে উঠলেন তিনি। সেণ্ট লেনার্ডস ও ভিসবাদেনের তীর্থযাত্রার শোধ নেবার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ শুরু করলেন সারা ফ্রান্সে। তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব সম্পর্কে বোনাপার্টপন্থীদের এতই কম আস্থা ছিল যে তারা সর্বত্রই রেলগাড়ি ও যাত্রিবাহী শকট ভর্তি করে পাঠাতে তাঁর সঙ্গে দলে দলে লাগল ক্লাকের (ভাড়াটে ধামাধরা) হিসেবে প্যারিসের **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের** সেই সংগঠন ১০ ডিসেম্বর সমিতির লোকেদের (১০২)। তারা তাদের এই পুতুলটির মুখে বক্তৃতা বসিয়ে দিতে লাগল, যা বিভিন্ন শহরে অভ্যর্থনার ধরন অনুসারে রাষ্ট্রপতির নীতির মূলমন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করতে থাকল প্রজাতান্ত্রিক নতি অথবা চিরস্থায়ী দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সবরকম কারসাজি সত্ত্বেও এই সফরগুলিকে মোটেই দিগ্বিজয় যাত্রা বলা চলে না।

বোনাপার্ট যখন ভাবলেন যে এইভাবে তিনি জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছেন, তখন তিনি শুরু করলেন সৈন্যবাহিনীতে প্রভাববিস্তার। ভার্সাই-এর কাছে, সাতোরির সমতলভূমিতে তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করালেন, সেখানে তিনি সৈন্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন রসুন-সসেজ, শ্যাম্পেন ও চুরুট ঘুষ দিয়ে। আসল নেপোলিয়ন যেখানে তাঁর বিজয় অভিযানের ক্লেশের মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক অন্তরঙ্গতার উচ্ছ্বাসে কেমন করে ক্লান্ত সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করতে হয় তা জানতেন, সেখানে নকল নেপোলিয়ন বিশ্বাস করলেন যে সৈন্যরা বুঝি কৃতজ্ঞতার জন্যই জয়ধ্বনি দিচ্ছে, 'নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন! সসেজ দীর্ঘজীবী হোক!', অর্থাৎ 'সসেজের [Wurst] জয়, আর সঙের [Hanswurst] জয়!'

এই সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন একদিকে বোনাপার্ট ও তাঁর যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল ও অন্যদিকে শাঙ্গার্নিয়ের মধ্যে বহুদিন ধরে চাপা বিরোধের বিস্ফোরণ ঘটাল। শাঙ্গার্নিয়ের মধ্যেই শৃংখলা পার্টি তার প্রকৃত নিরপেক্ষ

মানুষের হদিশ পেয়েছিল, তাঁর ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজবংশগত দাবির কোন প্রশ্নই উঠত না। এই পার্টি এঁকে মনোনীত করেছিল বোনাপার্টের উত্তরাধিকারী হিসেবে। তাছাড়া, শাঙ্গার্নিয়ে ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ও ১৩ জুনে তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শৃংখলা পার্টির মহান সেনাপতি, ভীরু বুর্জোয়ার দৃষ্টিতে আধুনিককালের এক আলেকজান্ডার যাঁর নৃশংস হস্তক্ষেপেই কর্তিত হয় বিপ্লবরূপী গর্ডিয়ন জট। আদতে বোনাপার্টের মতোই হাস্যাস্পদ এই শাঙ্গার্নিয়ে কিন্তু এইভাবে খুবই সস্তায় একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং জাতীয় সভা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপরে নজর রাখার ভার পেয়েছিলেন। তিনি নিজেই, যেমন ভাতামঞ্জুরির ব্যাপারে, বোনাপার্টকে রক্ষা করার অছিলায় কিছুটা খেলিয়ে নিয়েছিলেন এবং বোনাপার্ট ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ক্রমশই খাড়া হয়ে উঠছিলেন এক দুর্বার শক্তি হিসেবে। নির্বাচনী আইন উপলক্ষে যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশংকা করা হচ্ছিল তখন যুদ্ধমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কোনরকম হুকুম নিতে তিনি তাঁর অফিসারদের নিষেধ করেন। সংবাদপত্রও শাঙ্গার্নিয়ের ব্যক্তিত্বকে বিরাট করে তোলার ব্যাপারে দায়ী ছিল। বিরাট ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাবের দরুন শৃংখলা পার্টি স্বভাবতই বাধ্য হয়েছিল একটি ব্যক্তির উপরেই সেই শক্তি আরোপ করতে যার অভাব ছিল তাদের সমগ্র শ্রেণীর মধ্যে; তাই সে ব্যক্তিকে ফাঁপিয়ে অসাধারণ করে তোলা ছাড়া তাদেরও উপায় ছিল না। এভাবেই সৃষ্টি হল **'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর'** শাঙ্গার্নিয়ে সংক্রান্ত অতিকথা। যে দাম্ভিক হাতুড়েপনা, সম্ভ্রমের যে রহস্যময় জাঁক দেখিয়ে শাঙ্গার্নিয়ে যেন কৃপা করে দুনিয়ার দায়িত্ব বহন করতেন, তা সাতোরি পরিদর্শনের সময়কার ও তার পরের ঘটনাবলির সঙ্গে অতি হাস্যকর এক বৈপরীত্য রচনা করে — খণ্ডনাতীতভাবে তা থেকে প্রমাণ হল যে বুর্জোয়াদের ভয়ের এই কিদ্ভূত সন্তান, অতিকায় শাঙ্গার্নিয়েকে তার মাঝারি পরিমাপে ফিরিয়ে আনতে এবং সমাজের এই নির্ভীক রক্ষাকর্তাকে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন ছিল তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোনাপার্টের কলমের শুধু একটি খোঁচার।

কিছুদিন থেকে বোনাপার্ট শাঙ্গার্নিয়ের উপরে শোধ তুলছিলেন এই বিরক্তিকর রক্ষাকর্তার সঙ্গে শৃংখলার ব্যাপারে খিটিমিটি বাধাতে যুদ্ধমন্ত্রীকে

উসকে দিয়ে। সাতোরির শেষ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন পুরনো শত্রুতাকে শেষ পর্যন্ত চরমে তুলল। শাঙ্গার্নিয়ের সাংবিধানিক কোপানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল যখন তিনি দেখলেন অশ্বারোহী বাহিনী বোনাপার্টের পাশ দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে, 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন!' এই সংবিধানবিরুদ্ধ ধ্বনি তুলে। সভার আসন্ন অধিবেশনে এই ধ্বনি সম্পর্কে কোন অপ্রীতিকর বিতর্কের পথ আগে থাকতেই রোধ করার জন্য বোনাপার্ট যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল-কে আলজিয়ের্সের গভর্ণর নিযুক্ত করে সরিয়ে দিলেন তাঁর জায়গায় তিনি আনলেন সাম্রাজ্যের সময়কার এক বিশ্বস্ত বৃদ্ধ জেনারেলকে, নৃশংসতার দিক থেকে যিনি শাঙ্গার্নিয়েরে পুরোদস্তুর জুড়ি ছিলেন। কিন্তু দ'অপুলের অপসারণ যাতে শাঙ্গার্নিয়েরের প্রতি খানিকটা সুবিধাদান বলে মনে না হয়, তার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহান সমাজত্রাতার দক্ষিণহস্ত জেনারেল নেইমেয়ার-কে বদলি করলেন প্যারিস থেকে নান্তে শহরে। এই নেইমেয়ার শেষ সামরিক পরিদর্শনের সময়ে সমগ্র পদাতিক বাহিনীকে নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারীর পাশ দিয়ে হিমশীতল নীরবতায় কুচকাওয়াজ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। নেইমেয়ার মারফত শাঙ্গার্নিয়ে স্বয়ং আঘাত খেয়ে প্রতিবাদ জানালেন ও ভয় দেখালেন। কিন্তু বৃথাই। দু-দিন আলাপ-আলোচনার পর নেইমেয়ার-এর বদলির নির্দেশ প্রকাশিত হল 'Moniteur' পত্রিকায়, এবং শৃঙ্খলার বীরনেতার পক্ষে শৃঙ্খলা মানা বা পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

শাঙ্গার্নিয়েরে সঙ্গে বোনাপার্টের সংঘর্ষ শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে তাঁর সংগ্রামেরই পুনরানুবৃত্তি। ১১ নভেম্বর জাতীয় সভার পুনরুদ্বোধন তাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘটবে। চায়ের পেয়ালায় তুফানের শামিল হবে সে ব্যাপারটি। আসলে চলতেই থাকবে পুরনো খেলা। ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা পার্টির সংখ্যাধিক অংশ সেটার বিভিন্ন উপদলের নীতিবাগীশদের হৈচৈ সত্ত্বেও বাধ্য হবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে। তেমনই ইতিমধ্যে অর্থাভাবে নরম হয়ে আসা বোনাপার্টও সমস্ত প্রাথমিক প্রতিবাদাদি সত্ত্বেও জাতীয় সভার কাছ থেকে এই ক্ষমতার মেয়াদ বৃদ্ধিকে স্বীকার করে নেবেন স্রেফ অর্পিত দায়িত্ব হিসেবে। এইভাবে সমাধান পিছিয়ে যাবে; স্থিতাবস্থা চলতে থাকবে; শৃঙ্খলা পার্টির এক উপদল অপর উপদলের দ্বারা কলঙ্কিত, হতশক্তি ও অসহ্য প্রতিপন্ন হতে থাকবে; সাধারণ শত্রু, জাতির জনগণের

উপর পীড়ন প্রসারিত ও নিঃশোষিত হতে থাকবে যতদিন না অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিই আবার বিকাশের এমন এক স্তরে পেঁছিচ্ছে যখন নতুন এক বিস্ফোরণ সমস্ত বিবদমান তরফগুলিকেই উড়িয়ে দেবে তাদের নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমেত।

বুর্জোয়াদের মানসিক সান্ত্বনার জন্য এ কথা অবশ্য বলা দরকার যে. বোনাপার্ট ও শৃঙ্খলা পার্টির মধ্যকার কেলেংকারির ফল হল ফটকাবাজারে বহু ক্ষুদে পুঁজিপতির সর্বনাশ ও ফটকাবাজারের বাঘববোয়ালদের কবলে তাদের ধনসম্পত্তির স্থানান্তরণ।

১৮৫০ সালে জানুয়ারি থেকে ১ নভেম্বরের মধ্যে মার্কসের লেখা

'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue' পত্রিকার ১৮৫০ সালের ১, ২, ৩, ৫-৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত স্বাক্ষর কার্ল মার্কস

১৮৯৫ সালের সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ছাপা হল মূল জার্মান পাঠ অনুসারে

টীকা

(১) পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের যা বৈষয়িক ভিত্তি সেইসব আর্থনীতিক সম্পর্কের সাধারণে বোধগম্য রূপদেখা তুলে ধরার কাজটা মার্কস হাতে নেন এই রচনাটিতে। প্রলেতারিয়েতের হাতে তিনি তুলে দিতে চান একখানা তত্ত্ব-অস্ত্র — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত আধিপত্য এবং শ্রমিকদের মজুরি-দাসত্বের ভিত্তি সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি। নিজ উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের মূল উপাদানগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে গিয়ে মার্কস পুঁজিতন্ত্রের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর আপেক্ষিক এবং আসল গরিবি সম্বন্ধে একটা সাধারণ উপস্থাপনা নির্ধারণ করেন।

১৮৯১ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের সংশোধনের পরে এই রচনা প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৭

(২) 'Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie' ('নতুন রাইন পত্রিকা। গণতন্ত্রের মুখপত্র') — মার্কসের সম্পাদনায় ১৮৪৮ সালের ১ জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯ মে পর্যন্ত কলোন-এ প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; এঙ্গেলস — সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। পৃঃ ৭

(৩) **'জার্মান শ্রমিক সমিতি'** — ১৮৪৭ সালে অগস্ট মাসের শেষের দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাসেলস্-এ; বেলজিয়মবাসী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতিক জ্ঞানের প্রসার ঘটান এবং বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের ভাব-ধারণা প্রচার করা ছিল সেটার উদ্দেশ্য। মার্কস, এঙ্গেলস এবং তাঁদের সহযোগীদের পরিচালিত এই সমিতিটি বেলজিয়মে বিপ্লবী জার্মান শ্রমিকদের বৈধ সমাবেশ-কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। এই সমিতির সবচেয়ে বিশিষ্ট সদস্যরা কমিউনিস্ট লীগের ব্রাসেলস্ শাখারও সদস্য ছিলেন। ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া বিপ্লবের স্বল্পকাল পরেই ব্রাসেলস্-এ জার্মান শ্রমিক

সমিতির' ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে যায়, কেননা সমিতির সদস্যদের গ্রেপ্তার এবং নির্বাসিত করেছিল বেলজিয়মের পুলিস। পৃঃ ৭

(৪) হাঙ্গেরির বুর্জোয়া বিপ্লব দমন করা এবং অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের ক্ষমতা পুনঃস্থাপনের জন্য ১৮৪৯ সালে হাঙ্গেরিতে জারের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ অভিযানের কথা এখানে বলা হচ্ছে। পৃঃ ৭

(৫) ১৮৪৯ সালের ২৮ মার্চে ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদে গৃহীত, কিন্তু কয়েকটা জার্মান রাজ্যের বাতিল-করা বাদশাহী সংবিধানের সমর্থনে জার্মানিতে ১৮৪৯ সালে মে-জুলাই মাসের বিভিন্ন জন-অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এইসব অভ্যুত্থান দমন করা হয়েছিল ১৮৪৯ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি। পৃঃ ৭

(৬) 'পুঁজি'-তে মার্কস লিখেছেন: '...যে সব অর্থশাস্ত্র ভি. পেটির সময় থেকে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছে, চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বলতে আমি সেটাকেই বুঝি।' ব্রিটেনে চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ্ এবং ডেভিড রিকার্ডো। পৃঃ ৯

(৭) 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'-এ ফ. এঙ্গেলস লিখেছেন: 'সতের শতকের শেষের দিকে অল্প কয়েক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তির চিন্তায় নির্দিষ্ট আকারে প্রথমে গড়ে উঠলেও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে, ফিজিওক্রাটদের এবং অ্যাডাম স্মিথের সদর্থক সূত্র অনুসারে অর্থশাস্ত্র মূলত আঠার শতকেরই সন্তান।' পৃঃ ৯

(৮) ১৮৯১ সালে যে দিবস উদ্‌যাপনের কথা বলছেন এঙ্গেলস। কোন কোন দেশে (ব্রিটেন এবং জার্মানিতে) মে দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছিল মে-র প্রথম রবিবারে, সেটা ১৮৯১ সালে ছিল ৩ মে। পৃঃ ১৬

(৯) অতিশয় জটিল এবং গোলমেলে একটা জটের কথা এখানে বলা হচ্ছে। প্রাচীন গ্রীক উপকথায় আছে, ফ্রিজিয়ার রাজা গর্ডিয়ন তাঁর রথদণ্ডের সঙ্গে জোয়াল বেঁধেছিলেন এই জট দিয়ে। এইরকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, জট যে খুলতে পারবে সে গোটা এশিয়াকে পদানত করবে। মেসিডনের রাজা আলেকজান্ডর জট খোলার চেষ্টা না করে তরোয়ালের কোপ দিয়ে তা কেটে দেন।

পৃঃ ২৫

(১০) **'কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি'টি** মার্কস এবং এঙ্গেলস লিখেছিলেন ১৮৫০ সালে মার্চ মাসের শেষের দিকে, তখনও তাঁরা নতুন বৈপ্লবিক জোয়ার আসবে বলে আশা করছিলেন। ভাবী বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের তত্ত্ব এবং

কর্মকৌশল গড়ে তুলতে গিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস প্রলেতারিয়ানদের স্বতন্ত্র পার্টি স্থাপনের, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের থেকে পৃথক হবার আবশ্যকতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। 'বিবৃতি'টির নির্দেশক মূলভাবটা হল 'নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব'-এর ধারণা, যে-বিপ্লব ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের মধ্যে গোপনে বিলি করা হয়েছিল এই 'কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি'। লীগের যে সব সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের কারও-কারও কাছ থেকে দলিলখানাকে প্রুশীয় পুলিস হস্তগত করেছিল, সেটা প্রকাশিত হয়েছিল জার্মান বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে এবং ভেমর্থ্ আর স্টিয়েবের নামে পুলিস কর্মকর্তাদের লেখা একখানা বইয়ে। পৃঃ ৪৯

(১১) **কমিউনিস্ট লীগ** — প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন, মার্কস এবং এঙ্গেলস সেটা প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমান ছিল ১৮৪৭ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ৪৯

(১২) বলা হচ্ছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের কথা, আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর থেকে প্যারিসকে বিপ্লব পয়দা হবার জমিন বলে বিবেচনা করা হত। পৃঃ ৫১

(১৩) **পবিত্র মিতালী** — পৃথক পৃথক দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করা এবং সেখানে সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় রাখার জন্য ১৮১৫ সালে জার-শাসিত রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় রাজাদের একটা প্রতিক্রিয়াশীল জোট। পৃঃ ৫১

(১৪) **ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের বামপন্থীরা** — জার্মানিতে মার্চ বিপ্লবের পরে আহূত জাতীয় সভার পেটি-বুর্জোয়া বাম বিভাগের কথা বলা হচ্ছে; ১৮৪৮ সালের ১৮ মে মাইন-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্টে শুরু হয়েছিল এই 'সভার' অধিবেশন। জার্মানির রাজনীতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা ঘুচান এবং সাম্রাজ্যিক সংবিধান রচনা করাই ছিল সেটার প্রধান কাজ। কিন্তু উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভীরুতা আর দোদুল্যমানতা এবং বামপন্থী বিভাগের দ্বিধা আর আত্মবিরোধের দরুন 'সভা' সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তগত করতে অপারক হয় এবং ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের প্রধান প্রধান প্রশ্নে স্থিরনিশ্চিত মতাবস্থান নিতে পারে না। ১৮৪৯ সালের ৩০ মে 'সভাকে' চলে যেতে হয়েছিল স্টুটগার্টে। ১৮৪৯ সালের ১৮ জুন সৈন্যদল সেটাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। পৃঃ ৫২

(১৫) 'Neue Oder-Zeitung' ('নতুন ওদের পত্রিকা') — ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৫

সাল পর্যন্ত ব্রেস্লাউ (ব্রৎস্লাভ)-এ ঐ নামে প্রকাশিত জার্মান বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দৈনিক। ১৮৫৫ সালে মার্কস ছিলেন সেটার লন্ডনের সংবাদদাতা।
পৃঃ ৫৫

(১৬) ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নে মার্কস এবং এঙ্গেলসের এখানে ব্যক্ত অভিমতটি বিপ্লবের সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে উনিশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে করা তাদের সাধারণ মূল্যায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় তখন এই মত পোষণ করতেন (লেনিন যেটা নির্দেশ করেছেন) যে, তখনই পুঁজিতন্ত্র ছিল জরাগ্রস্ত, আর সমাজতন্ত্র ছিল বেশ নাগালের মধ্যে। এটা ধরে নিয়ে তাঁরা 'বিবৃতি'তে বাজেয়াপ্ত-করা ভূমি কৃষকদের কাছে হস্তান্তরিত করার বিরোধিতা করেন এবং সেটাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে সংঘবদ্ধ গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের শ্রমিক উপনিবেশগুলির ব্যবহারের জন্য দেবার পক্ষে বলেন।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব এবং অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অনুসারে লেনিন ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নে মার্কসীয় অভিমতটিকে সম্প্রসারিত করেন। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের বিজয়ের পরে বেশির ভাগ বড় কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখার উপযোগিতা লক্ষ্য করে লেনিন লেখেন: 'নিয়মটাকে অতিরঞ্জিত কিংবা বাঁধা ছকে পরিণত ক'রে যে-ভূমি দখলচ্যুত-করা বেদখলদারদের মালিকানায় ছিল সেটার **অংশবিশেষ** নিকটবর্তী ছোট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাঝারি কৃষকদের বিনা মাশুলি অনুদান হিসেবে দেওয়া কখনও মঞ্জুর না-করাটা হবে কিন্তু মস্ত ভুল।'
পৃঃ ৬০

(১৭) **কনভেন্শন** — আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে ১৭৯২ সালে গঠিত জাতীয় সভার এই নাম ছিল। কনভেনশন চূড়ান্তভাবে সামন্ততন্ত্র দূর করে এবং সমস্ত প্রতিবৈপ্লবিক আর সুবিধাবাদী উপাদান নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে, তাছাড়া বৈদেশিক অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়।
পৃঃ ৬১

(১৮) **ব্রুমেয়ার** — ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক পঞ্জিকার একটা মাসের নাম। ১৭৯৯ সালের ১৮ ব্রুমেয়ার (৯ নভেম্বর) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কুদেতা করে ক্ষমতা দখল করে সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করেন।
পৃঃ ৬১

(১৯) 'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue'-তে '১৮৪৮ থেকে ১৮৪৯ সাল' সাধারণ শীর্ষক একগুচ্ছ প্রবন্ধ নিয়ে মার্কসের **'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০'** প্রকাশিত

হল। বস্তুবাদী মতাবস্থান থেকে ফ্রান্সের ইতিহাসের একটা গোটা যুগের ব্যাখ্যা দিয়ে এতে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক কর্মকৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম'-এ বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস বিপ্লব এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্বন্ধে নিজ তত্ত্ব বিকশিত করেন। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করার আবশ্যকতা প্রদর্শন করে মার্কস এখানে এই প্রথম 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' কথাটা ব্যবহার করেছেন এবং বের করেছেন একনায়কত্বের রাজনীতিক, আর্থনীতিক আর ভাবাদর্শগত কাজগুলি। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষককুলের মৈত্রীজোট সংক্রান্ত ধারণাটাকে তিনি স্পষ্ট নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেছেন। মূল পরিকল্পনা অনুসারে 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম'-এ চারটে প্রবন্ধ থাকার কথা ছিল: '১৮৪৮-এর জুনের পরাজয়', '১৩ জুন, ১৮৪৯', 'ইউরোপীয় মূল ভূমিতে ১৩ জুনের ফলাফল' এবং 'ইংলণ্ডে বর্তমান পরিস্থিতি'। কিন্তু বেরিয়েছিল শুধু তিনটে প্রবন্ধ। ইউরোপের মূল ভূমিতে ঘটনাবলির উপর ১৮৪৯-এর জুনের যে প্রভাব পড়ে তৎসংক্রান্ত এবং ইংলণ্ডের পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্নগুলিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে 'Neue Rheinische Zeitung'-এ অন্যান্য লেখায়, বিশেষত মার্কস এবং এঙ্গেলসের একত্রে লেখা আন্তর্জাতিক পর্যালোচনায়। ১৮৯৫ সালে রচনাটিকে প্রকাশনের জন্য প্রস্তুত করার সময়ে এঙ্গেলস আরও জুড়ে দেন চতুর্থ পরিচ্ছেদটি, সেটার মধ্যে ছিল ফরাসী ঘটনাবলি নিয়ে লেখা 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক পর্যালোচনার' বিভিন্ন অংশ। এঙ্গেলস এই পরিচ্ছেদটির শিরনামা দেন '১৮৫০ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিলোপসাধন'। এই বইখানায় প্রথম তিনটে পরিচ্ছেদের শিরনামাগুলি দেওয়া হয়েছে পত্রিকাটি অনুসারে, আর ১৮৯৫ সালের সংস্করণ অনুসারে দেওয়া হয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরনামা। পৃঃ ৬৪

(২০) মার্কসের 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০'-এ এঙ্গেলসের ভূমিকাটি লেখা হয়েছিল ১৮৯৫ সালে বার্লিনে রচনাটির পৃথক প্রকাশনার জন্য।

মার্কসের রচনায় ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লব এবং সেটার শিক্ষার বিশ্লেষণের বিপুল গুরুত্ব প্রদর্শন করে এঙ্গেলস ভূমিকাটির একটা বড় অংশে প্রলেতারিয়েতের, মুখ্যত জার্মানিতে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামে পাওয়া অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রলেতারিয়েতকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত বৈধ উপায়াদির বৈপ্লবিক সদ্ব্যবহার, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সংযুক্ত করা এবং দ্বিতীয় কাজটাকে প্রথমটার অধীন করার আবশ্যকতার উপর এঙ্গেলস জোর দিয়েছেন।

শর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশে যথোচিত কর্মকৌশলগত প্রণালী আর সংগ্রামের ধরন প্রয়োগ এবং প্রলেতারিয়েত যা বেশি পছন্দ করে সেই শান্তিপূর্ণ রূপের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জায়গায় শাসক প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির বলপ্রয়োগের শরণ নেবার ক্ষেত্রে অ-শান্তিপূর্ণ রূপের বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজন সংক্রান্ত বুনিয়াদী মার্কসীয় মূলনীতিগুলিকে এঙ্গেলস আর একবার প্রদর্শন করেছেন।

ভূমিকাটি প্রকাশিত হবার আগে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নির্বাহকবর্গ রচনাটির 'অতি বৈপ্লবিক' মেজাজটাকে পরিমিত করতে এবং রচনাটিকে অপেক্ষাকৃত সতর্ক পরিণামদর্শী করতে পীড়াপীড়ি করে তাগিদ দিয়েছিল। পার্টির নেতৃত্বের দ্বিধাগ্রস্ত মতাবস্থান এবং 'সম্পূর্ণভাবে কেবল বৈধতার কাঠামের ভিতরেই সক্রিয় থাকার জন্য' নেতৃত্বের প্রচেষ্টার সুতীব্র সমালোচনা করেছিলেন এঙ্গেলস। তবে, নির্বাহকবর্গের মন্তব্যের সঙ্গে রাজী হতে বাধ্য হয়ে এঙ্গেলস প্রুফে কয়েকটা অংশ বাদ দিতে এবং কোন কোন সূত্রায়ন বদলাতে স্বীকার করেন। (এইসব পরিবর্তন এবং বাদ-দেওয়া অংশগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে পাদটীকায়। যে সব প্রুফ আমাদের হাতে এসেছে তার থেকে এবং আদত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মূল পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।)

তার সঙ্গে সঙ্গে, এই সংক্ষেপিত ভূমিকার ভিত্তিতে সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির কোন কোন নেতা এঙ্গেলসকে কেবল যেকোন পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সমর্থক হিসেবে, 'quand néme [যা-ই হোক না কেন] বৈধতার' পূজারী হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ন্যায্য ক্রোধে ভরে উঠে এঙ্গেলস তাঁর ভূমিকাটিকে কিছু বাদ না দিয়ে 'Neue Zeit' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত পৃথক সংস্করণের জন্য তিনি যা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই আকারেই ভূমিকাটি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবু, ঐ সংক্ষেপিত ভূমিকায়ও সেটার বৈপ্লবিক প্রকৃতি বজায় থাকে।

এঙ্গেলসের ঐ ভূমিকাটির অসংক্ষেপিত পাঠ প্রথম প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে — ক. মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০'-এর ১৯৩০ সালের সংস্করণে। পৃঃ ৬৪

(২১) 'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue' ('নতুন রাইন পত্রিকা। রাজনীতিক-আর্থনীতিক সমীক্ষা') —১৮৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসে মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকা; কমিউনিস্ট লীগের তত্ত্বগত এবং

রাজনৈতিক মুখপত্র। ছাপা হত হাম্‌বুর্গে; বেরিয়েছিল মোট ছ'টা সংখ্যা। জার্মানিতে পুলিসী হয়রানি-নির্যাতন এবং অর্থাভাবের দরুন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পৃঃ ৬৪

(২২) সম্রাট ১ম ভিলহেল্‌ম হাম্‌বুর্গের কাছে জাক্‌সেন্‌ভাল্‌দ (সাক্সন অরণ্য)-এ একটা ভূমি-সম্পত্তি দান করেছিলেন বিসমার্ককে, সেটার ঢঙে এঙ্গেলস শ্লেষভরে সরকারী অনুদানের নাম দেন, সেইসব সরকারী অনুদানের কথা এখানে বলা হচ্ছে। পৃঃ ৬৮

(২৩) In partibus infidelium (আক্ষরিক অর্থে — বিধর্মীদের দেশে) — অখিস্টান দেশে নিছক নামে মাত্র ডায়োসেসে নিযুক্ত ক্যাথলিক বিশপের খেতাবে একটা সংযোজন। কোন একটা দেশের বাস্তব পরিস্থিতি উপেক্ষা করে বিদেশে গঠিত রাজতন্ত্রীদের সরকার প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাগুলিতে প্রায়ই এই কথাটা ব্যবহার করা হয়। পৃঃ ৬৯

(২৪) উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ফরাসী বুর্জোয়াদের দুটো রাজতান্ত্রিক পার্টি অর্লিয়ান্সী এবং লেজিটিমিস্টদের কথা বলা হয়েছে।

লেজিটিমিস্টরা — ১৮৩০ সালে উৎখাত 'বৈধ' ('legitimate') বুরবোঁ বংশের অনুগামীরা। এই বংশ বড় বড় ভূমি-সম্পত্তি মালিক অভিজাতদের স্বার্থ দেখত। ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর নির্ভর করা রাজত্বকারী অর্লিয়ান্স বংশের (১৮৩০—১৮৪৮) বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেজিটিমিস্টদের একাংশ সোশ্যাল বাগাড়ম্বরের শরণ নিয়ে বুর্জোয়াদের শোষণ থেকে শ্রমজীবীদের রক্ষক হিসেবে নিজেদের জাহির করত।

অর্লিয়ান্সীরা — বুরবোঁ রাজবংশের কোন কনিষ্ঠ পুত্রের শাখা-বংশ, অর্লিয়ান্সী কুলের সমর্থকেরা; অর্লিয়ান্স বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের সময়ে, সেটা উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে। অর্লিয়ান্সীরা ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধি।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে (১৮৪৮—১৮৫১) লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীরা হয়েছিল সম্মিলিত রক্ষণপন্থী 'শৃঙ্খলা পার্টির' কোষকেন্দ্র।

পৃঃ ৭৩

(২৫) ৩য় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্স ক্রাইমীয় যুদ্ধে (১৮৫৪—১৮৫৫) অংশগ্রহণ করেছিল, ইতালির জন্য অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল (১৮৫৯), ব্রিটেনের সঙ্গে একত্রে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (১৮৫৬—১৮৫৮ এবং ১৮৬০)

অংশগ্রাহী ছিল, শুরু করেছিল ইন্দোচীন বিজয় (১৮৬০—১৮৬১), সামরিক অভিযান সংগঠিত করেছিল সিরিয়ায় (১৮৬০—১৮৬১) এবং মেক্সিকোয় (১৮৬২—১৮৬৭) আর, শেষে, ১৮৭০—১৮৭১ সালে লড়েছিল প্রাশিয়ার সঙ্গে। পৃঃ ৭৩

(২৬) এঙ্গেলসের প্রয়োগ করা এই অভিধাটায় প্রকাশ পেয়েছে দ্বিতীয় বোনাপার্টীয় সাম্রাজ্যের (১৮৫২—১৮৭০) শাসক মহলগুলির অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির একটা মূল উপাদান। বিদেশে রাজ্যজয় পরিকল্পনা এবং হঠকারী পররাষ্ট্রনীতির একটা ভাবাদর্শগত আবরণ হিসেবে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির শাসক শ্রেণীগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত তথাকথিত এই **'জাতি সংক্রান্ত নীতি'**। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃতির সঙ্গে এটার কোন মিল ছিল না; জাতিবিদ্বেষ চাগানোর জন্য, এবং জাতীয় আন্দোলনগুলিকে, বিশেষত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতির জাতীয় আন্দোলনগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিগুলির অনুসৃত প্রতিবৈপ্লবিক কর্মনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এটাকে কাজে লাগান হত। পৃঃ ৭৩

(২৭) ১৮১৫ সালে ৮ জুন ভিয়েনা কংগ্রেসে গঠিত **জার্মান কনফেডারেশন** ছিল সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক জার্মান রাজ্যগুলির একটা পরিমেল; জার্মানিতে রাজনীতিক-আর্থনীতিক বিচ্ছিন্ন অবস্থা বজায় থাকার সহায়ক হয়েছিল; এতে প্রধান ভূমিকায় ছিল অস্ট্রিয়া। পৃঃ ৭৪

(২৮) ১৮৭০—১৮৭১ সালে ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়ের ফলে যে জার্মান সাম্রাজ্য দেখা দিয়েছিল, অস্ট্রিয়া সেটার মধ্যে ছিল না — তারই থেকে **'ক্ষুদে জার্মান সাম্রাজ্য'** নামটা। ৩য় নেপোলিয়নের পরাজয় ফ্রান্সে একটা বিপ্লবের প্রেরণা যুগিয়েছিল, সেই বিপ্লবে ফ্রান্সে লুই বোনাপার্ট উৎখাত হন এবং ১৮৭০ সালে ৪ সেপ্টেম্বর প্রজাতন্ত্র কায়েম হয়। পৃঃ ৭৫

(২৯) **জাতীয় রক্ষিদল** — সশস্ত্র জন-স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, তাতে সেনাপতিরা নির্বাচিত; ফ্রান্সে এবং অন্যান্য পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশে এটা ছিল। বুর্জোয়া বিপ্লবের শুরুতে এটা প্রথম ফ্রান্সে গঠিত হয় ১৭৮৯ সালে; মাঝে মাঝে ছেদ দিয়ে এটা ছিল ১৮৭১ সাল পর্যন্ত। ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধের সময়ে গণতন্ত্রী জনগণের ব্যাপক অংশ শামিল হওয়ায় অধিকতর শক্তিশালী প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদল ১৮৭০—১৮৭১ সালে একটা বড় রকমের বৈপ্লবিক ভূমিকায় ছিল। জাতীয় রক্ষিদলের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপিত

হয়েছিল ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে; এই কেন্দ্রীয় কমিটি ১৮৭১ সালে ১৮ মার্চের প্রলেতারিয়ান অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করেছিল এবং পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারিয়ান সরকার হিসেবে কাজ করেছিল (২৮ মার্চ অবধি) ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের প্রারম্ভিক কালপর্যায়ে। প্যারিস কমিউন দমন হবার পরে জাতীয় রক্ষিদল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ৭৪

(৩০) **ব্লাঙ্কিপন্থী** — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিখ্যাত বিপ্লবী, ফরাসী ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রবক্তা লুই-অগ্যুস্ত ব্লাঙ্কির অনুগামীরা। লেনিনের কথায়, ব্লাঙ্কিপন্থীরা 'শ্রেণী-সংগ্রামের পথে নয়, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের অল্পাংশের চক্রান্ত মারফত মানবজাতিকে মজুরি-দাসত্ব থেকে উদ্ধারের' আশা করত।

প্রুধোঁপন্থী — একটি পেটি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ধারার অনুগামীরা, এ ধারার প্রবক্তা পিয়ের জসেফ প্রুধোঁর নামে এই নাম। পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার সমালোচনা করে প্রুধোঁ ব্যক্তিগত ক্ষুদে মালিকানা চিরস্থায়ী করতে চান, 'জন' ব্যাংক আর 'বিনিময়'-ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন, এর সাহায্যে শ্রমিকেরা নাকি নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করে কারুজীবীতে পরিণত হবে, আর নিজ নিজ মালের 'ন্যায্য' বাজারের ব্যবস্থা করতে পারবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজন, এমন কি প্রলেতারিয়ান রাষ্ট্রের প্রয়োজন তারা অস্বীকার করে নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। পৃঃ ৭৫

(৩১) ১৮৭০—১৮৭১ সালের ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পরে জার্মানিকে ফ্রান্সের দেয় ৫,০০,০০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক খেসারতের কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ৭৫

(৩২) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে চালু করা হয়েছিল ১৮৭৮ সালের ২১ অক্টোবর। এই আইন অনুসারে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, শ্রমিকদের গণসংগঠন এবং শ্রমিকদের পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করা চলত, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নির্যাতন করা হত। শ্রমিক শ্রেণীর গণ-আন্দোলনের চাপে এই আইন রদ করা হয় ১৮৯০ সালের ১ অক্টোবর। পৃঃ ৭৬

(৩৩) ১৮৬৬ সালে উত্তর-জার্মান রাইখস্টাগ নির্বাচনের জন্য এবং ১৮৭১ সালে যুক্ত জার্মান সাম্রাজ্যের রাইখস্টাগ নির্বাচনের জন্য বিসমার্ক সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করেন। পৃঃ ৭৭

(৩৪) ১৮৮০ সালে হাভ্র-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গৃহীত ফরাসী শ্রমিক পার্টির কর্মসূচিতে মার্কসের লেখা মুখবন্ধের কথা বলছেন এঙ্গেলস। পৃঃ ৭৭

(৩৫) **১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর** বিপ্লবী জনগণ লুই বোনাপার্টের সরকার উচ্ছেদ করে, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়, আর **১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবরই** জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল ব্লাঙ্কিপন্থীরা। পৃঃ ৮২

(৩৬) **ভাগ্রাম্**-এর যুদ্ধ হয়েছিল ১৮০৯ সালে ৫-৬ জুলাই ১৮০৯ সালে অস্ট্রো-ফরাসী যুদ্ধের মধ্যে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরিচালিত ফরাসী সৈন্যদলগুলি আর্চ ডিউক চার্লসের ফৌজকে পরাস্ত করেছিল।

ওয়াটারলু-র যুদ্ধ হয়েছিল ১৮১৫ সালের ১৮ জুন। নেপোলিয়ন পরাস্ত হন। ১৮১৫ সালের সামরিক অভিযানে এই যুদ্ধের নিষ্পত্তিকর গুরুত্ব ছিল; ইউরোপীয় শক্তিগুলির নেপোলিয়নবিরোধী জোটের চূড়ান্ত জয় এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সাম্রাজ্যের পতন পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে যায় এই যুদ্ধে। পৃঃ ৮৩

(৩৭) মেক্লেনবুর্গ-শ্ভেরিন এবং মেক্লেনবুর্গ-স্ট্রেলিট্স্-এ ডিউক এবং অভিজাতবর্গের মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের কথা এঙ্গেলস বলছেন এখানে; এই সংগ্রামের পরিণতি হিসেবে ১৭৫৫ সালে রস্তক-এ অভিজাতবর্গের বংশগত অধিকার সম্পর্কে একটা নিয়মতান্ত্রিক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিচুক্তিতে অভিজাতবর্গের আগেকার স্বাধীনতা এবং বিশেষ সুবিধাগুলো স্বীকৃত হয় এবং লাণ্টটাখ্গুলোতে তাদের মুখ্য ভূমিকা নিশ্চিত হয়; লাণ্টটাখ্গুলো সংগঠিত ছিল সামাজিক বর্গ নীতি অনুসারে। এই সন্ধিচুক্তিতে তাদের অর্ধেক ভূমির কর মকুব করা হয়, বাণিজ্য আর হস্তশিল্পের উপর কর ধার্য হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে অভিজাতদের লেভি নির্দিষ্ট করা হয়। পৃঃ ৮৫

(৩৮) ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে এখানে। এই যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার মধ্যে বহুবছর প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে এবং প্রাশিয়ার প্রাধান্যে জার্মানির একীকরণ পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে জার্মান কনফেডারেশনের (২৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য) অস্তিত্ব শেষ হয়, সেটার বদলে অস্ট্রিয়ার অংশগ্রহণ ছাড়াই এবং প্রাশিয়ার প্রাধান্যে উত্তর-জার্মান কনফেডারেশন গঠিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়া অধিকার করে হানোভার রাজ্য। হেসে-কাসেল্ প্রদেশ, মহান ডিউক্ডম্ নাসাউ আর স্বাধীন নগর মাইন-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্ট। পৃঃ ৮৭

(৩৯) ১৮৯৪ সালে ৫ ডিসেম্বর জার্মান রাইখস্টাগ-এ সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত একটা নতুন বিল্ বিধানমণ্ডলী বাতিল করে দিয়েছিল ১৮৯৫ সালের ১১ মে। পৃঃ ৮৯

(৪০) ১৮৩০ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবে বুরবোঁ রাজবংশ উচ্ছেদ হয়, সেই কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৯১

(৪১) ডিউক অভ্ অর্লিয়ন্স ফরাসী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন লুই ফিলিপ নামে। পৃঃ ৯১

(৪২) **১৮৩২ সালের ৫-৬ জুন** প্যারিসে একটা অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এতে অংশগ্রাহী শ্রমিকেরা বিভিন্ন ব্যারিকেড খাড়া করেছিল এবং বিপুল সাহসের সঙ্গে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

১৮৩৪ সালের এপ্রিল মাসে লিয়োঁ-তে একটা শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে, এটা হল ফরাসী প্রলেতারিয়েতের প্রথম গণ-কর্মকাণ্ডগুলির একটা। অন্যান্য শহরে, বিশেষত প্যারিসে প্রজাতন্ত্রীদের সমর্থিত এই অভ্যুত্থান নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল।

১৮৩৯ সালের ১২ মে-র প্যারিস অভ্যুত্থানে প্রধান ভূমিকায় ছিল বিপ্লবী শ্রমিকেরা, এটার আয়োজন করেছিল 'ঋতু সমিতি' (soceétc de saisòns) নামে অগুস্ত ব্লাঙ্কি এবং আর্মাদ বার্বে-র নেতৃত্বে পরিচালিত একটা প্রজাতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক গুপ্ত সমিতি। সরকারী সৈন্য এবং জাতীয় রক্ষিদল এই অভ্যুত্থান দমন করেছিল। পৃঃ ৯১

(৪৩) **জুলাই রাজতন্ত্র** — লুই ফিলিপের রাজত্বের একটা কাল পর্যায় (১৮৩০-১৮৪৮) — নামটা আসে জুলাই বিপ্লব থেকে। পৃঃ ৯২

(৪৪) অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া আর রাশিয়ার মধ্যে বিভক্ত পোল্যাণ্ডের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পোলীয় জেলায় জেলায় অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হয়। কিন্তু নিম্ন অভিজাতদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন এবং প্রুশীয় পুলিস অভ্যুত্থানের নেতাদের গ্রেপ্তার করার ফলে সাধারণ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয় এবং পৃথক পৃথক বৈপ্লবিক ঝলকমাত্র ঘটে। ১৮১৫ সাল থেকে যুক্তভাবে, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া আর প্রাশিয়ার অধীন ক্রাকোভেই ২২ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহীরা জয়ী হয় এবং জাতীয় সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। এই সরকার সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যতামূলক কাজ বাতিল করার একটা ইস্তাহার প্রকাশ করে। ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় ক্রাকোভে অভ্যুত্থান দমন হয়। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যে ক্রাকোভের অন্তর্ভুক্তির একটা চুক্তি ১৮৪৬ সালের নভেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত হয় অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া আর রাশিয়ার মধ্যে। পৃঃ ৯৫

(৪৫) **সন্ডারবুন্ড** — সুইজারল্যাণ্ডে প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংস্কার রোধ করা এবং যাজকমণ্ডলী আর জেশুইটদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিরাপদ করার

উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ সালে অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর সাতটা ক্যান্টনের মধ্যে সম্পাদিত একটা পৃথক সন্ধিচুক্তি। ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে সুইজারল্যান্ডের ডায়েট সন্ধিচুক্তিটাকে বাতিল করে দেয়, এটাকে ছুতো করে জন্ডারবুন্ড নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে অন্যান্য ক্যান্টনের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছিল। ১৮৪৭ সালে ২৩ নভেম্বর ফেডারেল সরকারের ফৌজ জন্ডারবুন্ড্-এর সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত-ছত্রভঙ্গ করে দেয়। 'পবিত্র মিতালী'র প্রাক্তন সদস্য দুটো প্রতিক্রিয়াপন্থী পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশ অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া ঐ যুদ্ধের সময়ে জন্ডেরবুন্ড-এর আনুকূল্য করার জন্য সুইজারল্যান্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছিল; গিজো ঐ দেশ-দুটিকে বস্তুত সমর্থন করেছিলেন, এইভাবে তিনি জন্ডারবুন্ডকে নিয়েছিলেন নিজ রক্ষণাধীনে। পৃঃ ৯৫

(৪৬) ১৮৪৭ সালের বসন্তকালে ইন্ডর জেলায় ব্যুজাঁসে-তে সেখানকার নিকটবর্তী গ্রামগুলির দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মজুরেরা স্থানীয় মুনাফাখোরদের খাদ্যের গুদামগুলোয় চড়াও হয়, তার থেকে জনসাধারণ এবং সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, ফলে রক্তপাত হয়। ব্যুজাঁসে-র ঘটনাবলির দরুন সরকার নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল: হাঙ্গামায় অংশগ্রাহীদের মধ্যে চার জনকে বধ করা হয়েছিল ১৮৪৭ সালে ১৬ এপ্রিল, কঠোর শ্রমদণ্ড দেওয়া হয়েছিল আরও অনেককে। পৃঃ ৯৬

(৪৭) 'Le National' ('জাতীয় পত্রিকা') — ১৮৩০ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র। অস্থায়ী সরকারে তাদের প্রধান প্রধান প্রতিনিধিরা ছিলেন মারাস্ত, বাস্তিদ এবং গার্নিয়ে-পাজেস। পৃঃ ৯৭

(৪৮) 'La Gazette de France' ('ফ্রান্সের ঘোষপত্র') —১৬৩১ সাল থেকে প্যারিস প্রকাশিত দৈনিক; উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে লেজিটিমিস্টদের মুখপত্র, বুরবোঁ রাজবংশের শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সমর্থক। পৃঃ ৯৯

(৪৯) ফরাসী জাতীয় পতাকা বেছে নেবার প্রশ্নটা উঠেছিল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিনগুলিতেই। প্যারিসের বিপ্লবী শ্রমিকেরা দাবি করেছিল পতাকাটা হওয়া চাই লাল — ১৮৩২ সালে জুন অভ্যুত্থানের সময়ে প্যারিসের শ্রমিক অধ্যুষিত শহরতলিগুলিতে উত্তোলিত পতাকার রঙ। বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা জিদ ধরেছিল তেরঙা (নীল, শাদা আর লাল পটির) পতাকার জন্য, সেটা ছিল আঠার শতকের শেষের দিকে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়কার এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের আমলের পতাকা। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আগেও তেরঙা পতাকা

ছিল 'National'-এর পত্রিকাটিকে ঘিরে সমবেত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের প্রতীকচিহ্ন। জাতীয় পতাকা তেরঙা হওয়াতেই শ্রমিক প্রতিনিধিদের রাজি হতে হয়েছিল, তবে তাদের পীড়াপীড়ি অনুসারে পতাকা-দণ্ডে লাগান হয়েছিল একটা কৃত্রিম লাল গোলাপ। পৃঃ ১০৩

(৫০) **জুন অভ্যুত্থান** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুন প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বময় একটা অভ্যুত্থান; এটাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছিল ফরাসী বুর্জোয়ারা। এটা হল ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণী আর বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রথম মহান গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ১০৩

(৫১) 'Le Moniteur universel' ('সর্বজনীন ঘোষক') — ১৭৮৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত ফরাসী দৈনিক, বিধিবৎ সরকারী মুখপত্র। পত্রিকাটিতে তাই অবশ্যই ছাপা হত বিভিন্ন সরকারী ডিক্রি, পার্লামেণ্টীয় রিপোর্ট এবং অন্যান্য সরকারী দলিলপত্র। ১৮৪৮ সালে পত্রিকাটিতে আরও প্রকাশিত হয়েছিল লুক্সেমবুর্গ কমিশনের বিভিন্ন বৈঠকের বিবরণীগুলিও। পৃঃ ১০৩

(৫২) ফ্রান্সে ১৭৯২ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত প্রথম প্রজাতন্ত্র কায়েম ছিল। পৃঃ ১০৪

(৫৩) আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে অভিজাতদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বাবত খেসারতের জন্য ১৮২৫ সালে ফরাসী রাজার নির্দিষ্ট করা পরিমাণ অর্থের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ১০৮

(৫৪) **লাজারোনিরা** (lazzaroni) — ইতালিতে স্বশ্রেণীচ্যুত, লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের নাম; উদারপন্থী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লাজারোনিদের বারবার ব্যবহার করেছিল রাজতন্ত্রী প্রতি-ক্রিয়াপন্থীরা। পৃঃ ১১০

(৫৫) ১৮৩৪ সালে ইংলণ্ডে চালু করা দরিদ্র-ত্রাণ আইনে কেবল একরকমের সাহায্যই দেওয়া হত: গরিব মানুষদের রাখা হত শ্রমনিবাসে, সেগুলোতে ব্যবস্থাদি ছিল জেলেরই মতো। সেখানে লোককে অনুৎপাদী একঘেয়ে অতিক্লান্তিকর কাজে খাটান হত। শ্রমনিবাসগুলোকে লোকে ব্যঙ্গ করে বলত 'গরিবদের জন্য বাস্তিল'। পৃঃ ১১১

(৫৬) ১৮৪৮ সালের ১৫ মে একটা জন-বিক্ষোভপ্রদর্শনের সময়ে প্যারিসের শ্রমিক আর হস্তশিল্পীরা হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ঢুকে পড়েছিল যেখানে সংবিধান-সভার অধিবেশন চলছিল সেই সভাগৃহে, তারা সংবিধান-সভা খতম হল ঘোষণা করে

গড়েছিল একটা বৈপ্লবিক সরকার। কিন্তু জাতীয় রক্ষিদল এবং সৈন্যরা বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল অচিরেই। ব্লাঙ্কি, বার্বে, আলবের, রাসপাই, সোব্রিয়ে এবং শ্রমিকদের অন্যান্য নেতা গ্রেপ্তার হন।

পৃঃ ১১৬

(৫৭) **'পর্বত'** — ফরাসী সংবিধান-সভা আর বিধান-সভার একটা উপদল; আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে কনভেনশনে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক তরফের অর্থাৎ ১৭৯৩—১৭৯৫ সালের 'পর্বত'-এর নামে এই নাম।

'La Réforme' ('সংস্কার')। — ফরাসী দৈনিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্রী আর পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র। প্যারিসে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২২

(৫৮) ১৮৪৮ সালের ১৬ এপ্রিল প্যারিসে শ্রমিকদের একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল 'শ্রমের সংগঠন' এবং 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ লোপের' দাবি করে একখানা আবেদনপত্র নিয়ে যাচ্ছিল অস্থায়ী সরকারের কাছে; সেটাকে থামিয়ে দিয়েছিল বিশেষভাবে সেই উদ্দেশ্যেই জড়ো-করা বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদল। পৃঃ ১২২

(৫৯) ১৮৪৮ সালের ২৮ অগস্টের 'Journal des Débats'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে।

'Journal des Débats politiques et littéraires' ('রাজনীতিক-সাহিত্যিক বিতর্ক পত্রিকা') — ১৭৮৯ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী বুর্জোয়া দৈনিক। জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে এটা ছিল সরকারী পত্রিকা, অর্লিয়ান্সী বুর্জোয়াদের মুখপত্র। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে পত্রিকাটিতে প্রকাশ পায় প্রতিবৈপ্লবিক বুর্জোয়াদের, তথাকথিত শৃংখলা পার্টির অভিমত। পৃঃ ১২৪

(৬০) **জ্যেনিসেরি** — সুলতান-শাসিত তুরস্কে চতুর্দশ শতকে গঠিত বিশেষ নিষ্ঠুর স্থায়ী পদাতিক সৈন্যবাহিনী। পৃঃ ১২৮

(৬১) এই সংবিধানের পয়লা খসড়া জাতীয় সভায় পেশ করা হয়েছিল ১৮৪৮ সালের ১৯ জুন। পৃঃ ১৩০

(৬২) বাইবেল অনুসারে, ইসরায়েলের প্রথম রাজা সল্ ফিলেস্টিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজার হাজার শত্রুকে বধ করেছিলেন, আর যাঁর সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বস্থাপন করেছিলেন তাঁর সেই অস্ত্রবাহক ডেভিড বধ করেছিলেন অযুত অযুত শত্রু। সল্ মারা যাবার পরে ডেভিড ইসরায়েলের রাজা হন। পৃঃ ১৩৩

(৬৩) **লিলি ফুল** — বুরবোঁ রাজবংশের একটা কুলীয় প্রতীকচিহ্ন; **ভায়োলেট ফুল** — বোনাপার্টপন্থীদের একটা প্রতীকচিহ্ন। পৃঃ ১৩৪

(৬৪) ১৮০৪ সালের ১৮ এপ্রিলে সেনেটের একটা ডিক্রিতে ১ম নেপোলিয়নকে ফরাসীদের বংশগত সম্রাটের খেতাব দেওয়া হয়। পৃঃ ১৩৮

(৬৫) **জননিরাপত্তা কমিটি** — ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বৈপ্লবিক সরকারের কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৭৯৩ সালের এপ্রিলে গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এই কমিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কনভেনশন — আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের জাতীয় সভা। পৃঃ ১৫০

(৬৬) **শৃঙ্খলা পার্টি** — রক্ষণপন্থী বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টি, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৮ সালে। এটা ছিল লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সী (২৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য) এই দুটো ফরাসী রাজতান্ত্রিক উপদলের জোট। ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের কুদেতা পর্যন্ত এটা দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের বিধান-সভায় প্রধান অবস্থানে ছিল। পৃঃ ১৫২

(৬৭) **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র** — ১৮১৪—১৮৩০ সালে ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের দ্বিতীয় বারের রাজত্বের কালপর্যায়। অভিজাতবর্গ এবং যাজকমণ্ডলীর স্বার্থের সমর্থক এই প্রতিক্রিয়াশীল বুরবোঁ রাজত্ব উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে। পৃঃ ১৫২

(৬৮) ১৮৪৮ সালে ১৫ মে-র ঘটনাবলিতে (৫৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য) অংশগ্রাহীদের বিচার চলেছিল ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত বুর্জে-তে। বার্বে-র যাবজ্জীবন এবং ব্লাঙ্কির দশ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল; আলবের, দা ফ্লত, সোব্রিয়ে, রাস্পাই এবং অন্যান্যের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা নির্বাসন-দণ্ড হয়েছিল। পৃঃ ১৫৫

(৬৯) প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের জুন অভ্যুত্থান দমনকারী সৈন্যবাহিনীর একাংশের সেনাপতি জেনারেল ব্রেয়া ১৮৪৮ সালের ২৫ জুন ফন্তেনব্লো-র ফটকে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এই ব্যাপারে অভ্যুত্থানের দু'জন অংশগ্রাহীকে বধ করা হয়। পৃঃ ১৫৫

(৭০) **'La Démocratie pacifique'** ('শান্তিময় গণতন্ত্র') — ১৮৪৩—

১৮৫১ সালে প্যারিসে ভিক্তর কন্‌সিদেরান-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত ফুরিয়েপন্থীদের দৈনিক সংবাদপত্র।

১৮৪৯ সালের ১২ জুন সন্ধ্যায় 'পর্বত'-এর ডেপুটিরা এই সংবাদপত্রের কার্যালয়ে একটা সভা করে। এই সভায় অংশগ্রাহীরা অস্ত্রবলের শরণ নিতে নারাজ হয় এবং শান্তিপূর্ণ মিছিল করেই ক্ষান্ত হতে মনস্থ করে। পৃঃ ১৬৩

(৭১) ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন ২০৬ নং 'Le Peuple' ('জনগণ') পত্রিকায় প্রকাশিত ইস্তাহারে 'সংবিধান সুহৃদদের গণতান্ত্রিক সমিতি' নির্বাহিক অধিকারীদের 'ধৃষ্ট দাবি'র প্রতিবাদে একটা শান্তিপূর্ণ মিছিলে শামিল হতে প্যারিসের নাগরিকদের উদ্দেশে আহ্বান জানায়। পৃঃ ১৬৩

(৭২) ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন 'Réforme', 'Démocratie pacifique' এবং প্রুধোঁর 'Peuple' পত্রিকায় ঘোষণাটা প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৬৪

(৭৩) তিন জন কার্ডিনালকে নিয়ে গড়া পোপ ৯য় পাইয়েস-এর কমিশনের কথা বলছেন মার্কস; রোমে প্রজাতন্ত্র দমন হবার পরে ফরাসী ফৌজের সমর্থনের উপরে নির্ভর করে এই কমিশন রোমে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঐ কার্ডিনালরা পরত লাল আঙরাখা। পৃঃ ১৬৯

(৭৪) **'Le Siècle'** ('যুগ') — ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৯ সালে প্যারিসে প্রকাশিত ফরাসী দৈনিক; উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে পত্রিকাটি পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে যারা পরিমিত নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতেই গণ্ডিবদ্ধ থাকত তাদের অভিমত প্রকাশ করত; ষষ্ঠ দশকে এটা ছিল নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের পত্রিকা। পৃঃ ১৭০

(৭৫) **'La Presse'** ('সংবাদপত্রজগৎ') — ১৮৩৬ সাল থেকে প্যারিসে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে এটা ছিল প্রতিপক্ষীয়; ১৮৪৮—১৮৪৯ সালে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের এবং পরে বোনাপার্টপন্থীদের মুখপত্র। পৃঃ ১৭০

(৭৬) বুরবোঁ রাজবংশের সবচেয়ে পুরনো গোষ্ঠী থেকে ফ্রান্সের সিংহাসনের দাবিদার কাউন্ট শাঁবর, যিনি নিজেকে বলতেন ৫ম হের্নার তাঁর কথা বলছেন মার্কস; ভিস্‌বাদেনের পাশাপাশি পশ্চিম জার্মানিতে এম্‌স্‌ও ছিল তাঁর একটা বাসস্থান। পৃঃ ১৭০

(৭৭) **পাণ্ডুরেরা** (pandurs) — অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীতে অস্থায়ী পদাতিক ইউনিটের বিশেষ ধরনের সৈনিকেরা। পৃঃ ১৭১

(৭৮) ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে লুই ফিলিপ ফ্রান্স থেকে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের উপকণ্ঠে ক্লারমন্ট-এ বাস করছিলেন। পৃঃ ১৭১

(৭৯) **'Motu proprio'** ('তাঁর খাস অনুমোদনে') — পোপের শাসনাধীন অঞ্চলের সাধারণত অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক এবং প্রশাসনিক বিষয়াবলি সম্পর্কে কার্ডিনালদের প্রাথমিক অনুমোদন ছাড়াই গৃহীত পোপের বিশেষ ধরনের পরিপত্রের প্রারম্ভিক জবান। এই বিশেষ ক্ষেত্রে পোপ ৯ম পাইয়েস-এর ১৮৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের অভিভাষণের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৭২

(৮০) **কসাক** — রাশিয়ায় অশ্বারোহী বাহিনীর বিশেষ একটা ইউনিট। ১ম নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে জেনারেল প্লাতভ-এর পরিচালিত কসাকদের ইউনিট অংশগ্রহণ করে। পৃঃ ১৮১

(৮১) মার্কসের দেওয়া অঙ্ক মিল খায় না। ধরে নেওয়া যেতে পারে, ছাপার ভুলের দরুন ৫৭,৮১,৭৮,০০০-এর বদলে রয়েছে ৫৩,৮০,০০,০০০। তবে এই ছাপার ভুলের ফলে মার্কসের সাধারণ সিদ্ধান্ত ক্ষুণ্ণ হয় নি, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই মাথাপিছু নীট আয় ২৫ ফ্র্যাঙ্কের কম। পৃঃ ১৮৫

(৮২) লেজিটিমিস্ট ডেপুটি দা বোন্-এর মৃত্যুর পরে দ্য গার্ জেলায় অতিরিক্ত নির্বাচনে 'পবত'-এর সমর্থকদের প্রার্থী ফাবোন ৩৬ হাজারের মধ্যে ২০ হাজার ভোটের সংখ্যাধিক্যে ডেপুটি নির্বাচিত হন। পৃঃ ১৮৬

(৮৩) ১৮৫০ সালে সরকার ফ্রান্সের রাজ্যক্ষেত্রকে বড় বড় পাঁচটা সামরিক এলাকায় বিভক্ত করেছিল, তার ফলে প্যারিস এবং সন্নিহিত জেলাগুলি চরম প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন চারটে এলাকা দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলের অবাধ ক্ষমতা এবং তুর্কী পাশাদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের মধ্যে তুলনা করে প্রজাতান্ত্রিক পত্র-পত্রিকাগুলি ঐসব এলাকার নাম দিয়েছিল 'পাশালিক।' পৃঃ ১৮৭

(৮৪) ১৮৪৯ সালে ৩১ অক্টোবর বিধান-সভার কাছে রাষ্ট্রপতি লুই বোনাপার্টের পাঠান চিঠির কথা বলা হচ্ছে; এই চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, বারো-র মন্ত্রিসভার খারিজ করে তিনি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পৃঃ ১৮৮

(৮৫) প্যারিস পুলিসের নবনিযুক্ত প্রিফেক্ট কার্লিয়ে তাঁর ১৮৪৯ সালের ১০ নভেম্বর পাঠান বার্তায় 'ধর্ম, শ্রম, পরিবার, সম্পত্তি এবং রাজভক্তি' নিরাপদ রাখার জন্য একটা 'সমাজতন্ত্রবিরোধী সামাজিক লীগ' স্থাপন করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। পৃঃ ১৮৮

(৮৬) **'Le Napoléon'** ('নেপোলিয়ন')। — ১৮৫০ সালে ৬ জানুয়ারি থেকে ১৯ মে পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। পৃঃ ১৮৮

(৮৭) **অবাধ বাণিজ্য পার্টি** (free-trade party) — বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং আর্থনীতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ না-করার পক্ষপাতীরা। ইংলন্ডে উনিশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে অবাধ বাণিজ্য পার্টি ছিল বিশেষ রাজনীতিক দল হিসেবে। পৃঃ ১৯০

(৮৮) মুক্তি বৃক্ষগুলি প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় লাগান হয়েছিল ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের জয়ের পরে। মুক্তি বৃক্ষগুলি — সাধারণত ওক আর পপ্‌লার — লাগানোর ব্যাপারটা আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর থেকে ফ্রান্সে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; ঐ সময়ে কনভেন্‌শনের একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ১৯৩

(৮৯) **জুলাই স্তম্ভ** — ১৮৩০ সালে জুলাই বিপ্লবের সময়ে যাঁরা নিহত হন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৮৪০ সালে প্যারিসে বাস্তিল চকে নির্মিত স্তম্ভ; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় থেকে এই স্তম্ভে ইমর্টেল ফুলের মালা দেওয়া হত। পৃঃ ১৯৩

(৯০) ব্লাঙ্কির সমর্থক এবং প্যারিসের বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি দ্য ফ্লত ১৮৫০ সালে ১৫ মার্চের নির্বাচনে ১,২৬, ৬৪৩ ভোট পেয়েছিলেন। পৃঃ ১৯৫

(৯১) **বার্থলমিউ রাত্রি** — প্যারিসে ১৫৭২ সালের ২৪ অগস্ট রাত্রে (সেন্ট বার্থলমিউ দিবসের আগে) ক্যাথলিকদের হাতে প্রটেস্ট্যান্ট হুগেনটদের গণহত্যা। পৃঃ ১৯৬

(৯২) **কবলেনৎস** — পশ্চিম জার্মানির একটা শহর; আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে শহরটি ছিল প্রতিবিপ্লবী দেশান্তরীদের আড্ডা। পৃঃ ১৯৮

(৯৩) ১৭৯৭ সালে ব্রিটিশ সরকার একটা বিশেষ আইন পাস ক'রে ব্যাঙ্ক অভ্ ইংলন্ডের কাজকর্ম গণ্ডিবদ্ধ করেছিল; এই আইনে ব্যাঙ্কনোটকে বিহিত অর্থ করা হয়েছিল এবং তার বাবত সোনা দেওয়া মুলতবি করা হয়েছিল। সোনা দেওয়া আবার চালু হয়েছিল ১৮১৯ সালে। পৃঃ ২০১

(১৪) **ব্যুর্গ্রেভ-রা (Burgraves)** — নতুন নির্বাচনী আইনের মুসাবিদা করার জন্য বিধান-সভার কমিটির ১৭ জন নেতৃস্থানীয় অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টের ক্ষমতার জন্য অসমর্থনীয় দাবি এবং প্রতিক্রিয়াশীল দুরাকাঙ্ক্ষার দরুন তাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল। নামটা নেওয়া হয় ভিক্তর হ্যুগোর ঐ একই নামের ঐতিহাসিক নাটক থেকে। এই নাটকের ঘটনাস্থল হল মধ্যযুগীয় জার্মানি, সেখানে এক-একটা 'বার্গ' (সুরক্ষিত শহর কিংবা দুর্গ)-এর শাসকের উপাধি ছিল বার্গ-গ্রাফ, তাকে নিযুক্ত করতেন সম্রাট। পৃঃ ২০৪

(১৫) **'L' Assemblée nationale'** ('জাতীয় পরিষদ') — রাজতান্ত্রিক লেজিটিমিস্ট মতধারার ফরাসী দৈনিক; ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল প্যারিসে। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে পত্রিকাটি দুটি রাজবংশের অনুগামী লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সী পার্টির মিশে এক হয়ে যাবার সমর্থক ছিল। পৃঃ ২০৭

(১৬) **'Le Constitutionnel'** ('নিয়মতান্ত্রিক পত্রিকা') — ১৮১৫ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত ফরাসী বুর্জোয়া দৈনিক; উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে অর্লিয়ান্সীদের নরমপন্থী অংশের মুখপত্র; ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে এতে প্রকাশিত হত তিয়ের-এর চারপাশে জড়ো-হওয়া প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের অভিমত; ১৮৫১ সালের কুদেতার পরে বোনাপার্টপন্থী পত্রিকা। পৃঃ ২০৭

(১৭) **'লামুরেৎ-এর চুম্বন'** -- আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বিপ্লবের সময়ের একটা বিখ্যাত ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। ১৭৯২ সালের ৭ জুলাই বিধান-সভার সদস্য লামুরেৎ বলেন, ভ্রাতোচিত চুম্বনে সমস্ত পার্টিগত বিরোধ শেষ করে দেওয়া যাক। সেই প্রস্তাব অনুসারে বিরুদ্ধ পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা সাগ্রহে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিল, কিন্তু যা অনুমান করা যেত, এই কপট 'ভ্রাতোচিত চুম্বনের' কথা পরদিন কারও আর মনে ছিল না। পৃঃ ২০৯

(১৮) 'Le Pouvoir' ('সরকার') — ১৮৪৯ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত বোনাপার্টসমর্থক সংবাদপত্র; এই নামে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫০ সালের জুন থেকে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। পৃঃ ২০৯

(১৯) বিধান-সভার দুই অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে ২৫ জন নির্বাচিত সদস্য এবং 'সভা'র ব্যুরোকে নিয়ে স্থায়ী কমিশন স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদে। প্রয়োজন হলে ঐ কমিশন বিধান-সভার অধিবেশন বসাতে পারত। ১৮৫০ সালে এই কমিশনটা ছিল বস্তুত ৩৯ জন

সদস্য নিয়ে: ব্যুরোর সদস্য ১১ জন, ৩ জন কোয়েস্টার এবং নির্বাচিত সদস্য ২৫ জন। পৃঃ ২১০

(১০০) ঘটনাক্রমে কাউন্ট শাঁবর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে লেজিটিমিস্টরা যে-নতুন মন্ত্রিসভা নিয়োগ করত সেটার কথা বলা হচ্ছে। ঐ মন্ত্রিসভা গড়া হত দ্য লেভিস, সাঁ-প্রিস্ত, বেরিয়ে, পাস্তোরে এবং দ্য' এস্কারকে নিয়ে। পৃঃ ২১১

(১০১) বলা হচ্ছে যেটার নাম ছিল 'ভিসবাদেন ইস্তাহার' সেটার কথা, — 'ইস্তাহার'খানা ছিল কাউন্ট শাঁবর-এর নির্দেশক্রমে ১৮৫০ সালের ৩০ অগস্ট ভিসবাদেন-এ বিধান-সভায় লেজিটিমিস্ট উপদলের সচিব দ্য' বার্তালেমির লেখা পরিপত্র। লেজিটিমিস্টরা ঘটনাক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাদের কর্মনীতি যা হত সেই সম্বন্ধে বিবৃতি ছিল এই পরিপত্রখানায়। কাউন্ট শাঁবর বলেছিলেন, তিনি 'যেকোন রকমে জনগণের শরণ নেবার নিন্দা করছেন বিধিবৎ এবং নিশ্চিতভাবে, কেননা তেমন শরণ নেওয়া হলে তাতে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের মহান জাতীয় নীতি প্রত্যাখ্যান করা বোঝায়'। ডেপুটি লা রশজাকলাঁ-র নেতৃত্বে কিছু কিছু রাজতন্ত্রীর প্রতিবাদ প্রসঙ্গে কর্মনীতি সংক্রান্ত ঐ বিবৃতিটা পত্র-পত্রিকাগুলিতে বিতর্ক ঘটিয়েছিল। পৃঃ ২১১

(১০২) **১০ ডিসেম্বর সমিতি** — (সমিতির সমর্থক লুই বোনাপার্ট ১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তদনুসারে এই নাম) — ১৮৪৯ সালে গঠিত গুপ্ত বোনাপার্টপন্থী সমিতি, তাতে ভর্তি হয় প্রধানত স্বশ্রেণীচ্যুত লোকেরা, সৈনিকেরা, রাজনীতিক হঠকারীরা ইত্যাদি।

পৃঃ ২১৩

নামের সূচি

গ

চ

জ

ড

ত

দ

ন

ভ

ম

র

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

অর্ফিয়ুস — গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে কবি ও গায়ক, যার গান সমস্ত বন্য পশুকে পোষ মানায় এবং এমনকি পাথরকেও মোহিত করে। —১৫৭

অর্লান্ডো (অথবা রোল্যান্ড) ক্রোধোন্মত্ত — আরিয়োস্তো'র কবিতার পৌরাণিক নায়ক। —১৪১

আন্টিয়স — গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর নায়ক, সে ততক্ষণ পর্যন্ত অজেয় যতক্ষণ সে ধরিত্রীমাতাকে ছুঁয়ে আছে, যিনি সর্বদাই তাকে নতুন শক্তি জোগাচ্ছেন। —১৬৩

গর্ডিয়ুস — ফ্রিজিয়ার রাজা; পুরাকথায় বলা হয় যে তিনি নিজের রথের জোয়ালটি অতি জটিল জট দিয়ে বেঁধেছিলেন (এ থেকেই গর্ডিয়ন জট নাম। আলংকারিক অর্থে — বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা জট পাকানো অবস্থা); ওরাক্‌লের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, যে এই জট খুলতে পারবে সে এশিয়ার শাসক হবে; মেসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার এই জট খোলার বদলে তা তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলেন। —২১৪

জেনাস — প্রাচীন রোমের দেবতা, যার দুটি বিপরীতমুখী মুখ আছে, এমনভাবে একে চিত্রিত করা হত; আলংকারিক অর্থে — দুমুখো মানুষ। —১৫৮

জোসেফ — প্রাচীন ইহুদী উপকথা অনুসারে, প্যাট্রিয়ার্ক জেকবের পুত্র, ভাইয়েরা তাকে মিশরে বিক্রি করে দেয় এবং সেখানে সে খ্যাতি লাভ করে। —১৭১

দ্যামোক্লিস — প্রাচীন গ্রীক উপকথা অনুসারে, সিরাকিউসের স্বৈরাচারী ডায়োনিসিয়াসের (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) অনুচর। দ্যামোক্লিস ডায়োনিসিয়াসের কাছে এক ভোজে আমন্ত্রিত হয়। ভোজ চলার সময় ডায়োনিসিয়াস তার প্রতি ঈর্ষান্বিত দ্যামোক্লিসকে মানব সম্বলের অশক্ততা সম্পর্কে বিশ্বাস করানোর জন্যে তাকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে তার মাথার উপর ঘোড়ার চুলে বাঁধা একটি ধারালো তরোয়াল ঝুলিয়ে দেন। 'দ্যামোক্লিসের তরোয়াল' প্রবাদবাক্যটি দ্বারা নিরন্তর, নিকট আর ভয়াবহ বিপদ বোঝায়। —১৮৭

নেমেসিস — প্রাচীন গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীর প্রতিশোধের দেবী। —১৫৮

পোর্টিফ্রিয়াস (পটিফার) — প্রাচীন ইহুদী উপকথা অনুসারে মিশরের সম্ভ্রান্ত, যার কাছে প্যাট্রিয়ার্ক জেকবের ছেলে জোসেফকে বিক্রি করা হয়। —১৭১

বার্থলমিউ — বাইবেলের কথা অনুসারে খৃষ্টের ১২ জন শিষ্যের অন্যতম একজন। —১২৯

মিডাস — ফ্রিজিয়ার রাজা; প্রাচীন উপকথা অনুসারে অ্যাপলো তাঁকে গাধার কানে পুরস্কৃত করেন। —১৩৭

মুসা — বাইবেলের কথা অনুসারে পয়গম্বর, তিনি প্রাচীন ইহুদীদের মিশরের ফারাওঁ অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন ('মিশর থেকে প্রত্যাগমন')। —১৭৯

রবের মাকের — বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা ফ্রেদেরিক লেমেত্র রচিত এবং অনরে দোমিয়ের ব্যঙ্গে অমর হয়ে থাকা চতুর মতলববাজ লোকের চরিত্র। —৯৪

স্যামসন — বাইবেলে বর্ণিত নায়ক, যার অতি অসাধারণ শারীরিক শক্তি ছিল। —১৬৩

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
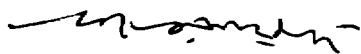
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

১.৫.৮৪